স্বামী যোগানন্দ প্রণীত

সাধন-সুগম গ্রন্থাবলী—

১। সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন।
(তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—১৲

২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত। (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—১।০

৩। শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য—
প্রথম খণ্ড ১৲ মধ্যম খণ্ড ১৲ উত্তর খণ্ড ২৲

৪। যোগানন্দ-লহরী। (পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—।৵

৫। ছেলেদের দেবদর্শন। (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—।০

৬। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা। (চতুর্থ সংস্করণ) মূল্য—॥০

বিশেষ প্রাপ্তিস্থান:—(১) কার্য্যাধ্যক্ষ, **যোগানন্দ-কুটির**—
ময়মনসিংহ।

(২) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—
২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, **কলিকাতা**

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান:—গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদয়ন প্রেস, ময়মনসিংহ।
প্রিণ্টার—শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দে।

উৎসর্গ!!

নিত্য-ধাম-প্রাপ্ত ভগবৎ সেবা নিরত—

মদীয় **পিতৃদেব জগবন্ধু** এবং মাতৃদেবী **নিত্য সুন্দরী**—

শ্রীশ্রীচরণ-সরোরুহেষু।

স্নেহময় পিতঃ!

আমার অষ্টমবর্ষকালে তুমি স্বর্গে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলে। যে কতিপয় বৎসর তোমার সঙ্গলাভের স্মৃতি হৃদয়-পটে অঙ্কিত, তাহাতে মনে আছে—তুমিই এই দীনের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-ভাব এবং ভক্তি-বীজ রোপণ করিয়াছিলে—উহা অঙ্কুরিত হইয়া, বর্ত্তমানে কি আকার ধারণ করিয়াছে, এবিষয়ে তুমিই উত্তম দ্রষ্টা!—এজন্য যোগ্যাযোগ্যের বিচার না করিয়া তোমার দেওয়া পরমধন সহযোগে প্রাপ্ত বস্তু, আজ তোমারই উদ্দেশে সমর্পণ করিলাম। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিলেও, মাধুর্য্য-মণ্ডিত এবং নির্লিপ্ত ছিল, তোমার চিত্ত—সমুদ্রবৎ বিশাল, দয়া-দাক্ষিণ্যে এবং মহানুভবতায় পূর্ণ ছিল, তোমার প্রাণ!—উহা এক্ষণে নিশ্চয়ই দিব্য মহাভাবে বিভাবিত; তাই ভরসা আছে, অকিঞ্চনের ক্ষুদ্র দান, তোমার নিকট উপেক্ষিত হইবে না।

স্নেহময়ি মাতঃ!

শৈশবে পিতৃহারা হইলেও, তোমার অফুরন্ত স্নেহ-ধারা পিতৃদেবের অভাব বুঝিতে দেয় নাই!—অনন্ত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও

আমাকে বুকে করিয়া সতত রক্ষা করিয়াছিলে, [illegible]
পুত্র বিধায়, আমাকে কতই না আদর যত্ন করিতে—আমিই যে ছিলাম তোমার, "সবে ধন নীলমণি" তথাপি অকৃতজ্ঞের মত তোমার বুকে শেলাঘাত করত যখন সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তখন তুমি আমাকে ফিরাইবার চেষ্টায়, কত স্থানে ঘুরিয়াছ—কত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস এবং অশ্রুপাত করিয়াছ! পরিশেষে ৺ কাশীধামে বাস করিয়াও, আমার চিন্তা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া, 'অতি দুঃখিতা' হইয়াছিলে— তখন বাবা বিশ্বনাথ, তাঁহার চিরশান্তিময় অভয় শ্রীপাদপদ্মে অচিরে আশ্রয় দান করত, তোমাকে দিব্য-ধামে লইয়া যান। করুণাময়ি মা! তোমাকে কাঁদাইয়া যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার যৎ কিঞ্চিৎ ফল, তোমার স্মৃতি-তর্পণে উৎসর্গ করিয়া, আজ আশ্বস্ত বোধ করিতেছি! হতভাগ্য সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করিয়া, স্নেহ-দৃষ্টি এবং দিব্য আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিও—ইহাই শেষ অনুরোধ।

জগজ্জননি ভগবতি মা!

তোমার কত সুযোগ্য ও কৃতী সন্তান থাকা সত্ত্বেও, তুমি স্বেচ্ছায় যে গুরুতর ভার, এই অযোগ্য অকৃতী সন্তানের উপরে ন্যস্ত করিয়াছিলে, সেই গুরুভার বহন করত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া, তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা সুসম্পন্ন করিতে পারিব কিনা, এবিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল; কিন্তু তোমার এবং শ্রীগুরুদেবের অহেতুকী কৃপায়, তোমার প্রদত্ত দিব্য প্রেমোপকরণসমূহ আজ বিশ্ববাসীর হস্তে প্রদান করিতে সক্ষম হইয়া, বিপুল আনন্দ

এবং অনন্ত প্রশান্তি লাভ করিলাম! মা জগদম্বে! তোমার সুমঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক্। এক্ষণে তোমার নিকটে শেষ প্রার্থনা—ভবের অনিত্য খেলার অবসান করিয়া, তোমার অভয় নিত্য প্রেমানন্দময় ক্রোড়ে স্থান প্রদান কর, এই সন্তানকে ধন্য ও কৃতার্থ কর!—আমি আত্মহারা হইয়া যেন তোমাতে অচিরে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করি। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ! জয় মা আনন্দময়ী!!

তোমাদের চির-স্নেহের—

ভ্রম সংশোধন।

সতর্কতা ও যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও, দূর হইতে কতকাংশ প্রুফ দেখা হেতু এবং সংকার্য্য বিঘ্নসঙ্কুল বিধায়, এই গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডেই কোন কোন স্থানে মুদ্রাকর ভ্রম বা বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে; এতদ্ব্যতীত মুদ্রণ করা কালীনও কোন কোন স্থানের অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায়, বিভ্রাট ঘটিয়াছে। আশা করি, সুধী ও সহৃদয় পাঠকগণ, স্বীয় ঔদার্য্য গুণে ঐ সকল ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিশিষ্ট সূচীপত্র

উত্তর খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

—

উত্তম চরিত্র

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

উত্তমচরিত্রস্য রুদ্রঋষিঃ। মহাসরস্বতী দেবতা। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। ভীমা শক্তিঃ। ভ্রামরী বীজম্। সূর্য্যস্তত্ত্বম্। সামবেদস্বরূপম্। মহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থম্ উত্তমচরিত্রজপে বিনিয়োগঃ॥

ধ্যানম্—

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং,
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্য-প্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিনয়নামাধারভূতাং মহা-
পূর্ব্বামত্র সরস্বতীমনুভজেচ্ছুম্ভাদিদৈত্যার্দ্দিনীম্॥

রুদ্র ঋষি—আধ্যাত্মিক জগতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের চণ্ডী-সাধনা দ্বারা সাধক সত্যে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এক্ষণে তৃতীয় স্তর কারণাংশে। সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রে কারণাংশে বা বীজাংশে যে সকল আসুরিকভাব বা বৃত্তি লুক্কায়িত আছে, তাহা আত্ম-সমর্পণকারী সাধকের পক্ষে, জ্ঞানময় ত্রিলোচন রুদ্রদেব খুঁজিয়া বাহির করত বিলয় করিবেন—এজন্য তমোগুণাত্মক মঙ্গলময় রুদ্র, এই চরিত্রের দ্রষ্টা বা ঋষি।

মহাসরস্বতী দেবতা—নিবৃত্তিপরায়ণ সাধকের চিত্তের বীজাংশে অবস্থিত মালিন্য বা চাঞ্চল্য, কোন কারণে ফুটিয়া উঠিলে, তিনি রুদ্র-তেজে উহা বিলয় করিতে কৃতসংকল্প হন ; এজন্য তিনি বাহিরে সত্ত্ব-গুণময় হইলেও অন্তরে তমোগুণান্বিত এবং লয়কারীরূপে বিরাজ করেন—ইহাই মহাসরস্বতীর প্রভাব এবং স্বভাব—এজন্য মধ্যম চরিত্রের দেবতা, জ্ঞানবৃদ্ধা মহাসরস্বতী।

অনুষ্টুপ্ ছন্দ—ঋগ্বেদের মতে, অনুষ্টুপ ছন্দে মন্ত্র পাঠ করিলে, পাঠকের স্বর্গ বা পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে ; এজন্য রাজা সুরথের ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভ, সমাধি বৈশ্যের মোক্ষ বা পরমানন্দ লাভ প্রভৃতি ব্যাপারে এবং মহাশক্তির অনন্ত আনন্দভাবের অভিব্যক্তিযুক্ত উত্তম চরিত্রের ছন্দ—অনুষ্টুপ।

ভীমা শক্তি—ভীমা, সাধকের সৎ অসৎ ভাব প্রলয়কারিণী তামসী কালিকা মূর্ত্তি; অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস, কর্ত্তব্য পালনে বাধা জন্মায়, আর স্বরূপত্ব লাভের পক্ষেও উহা বিরোধী ; এজন্য ঐসকল সত্ত্বগুণজাত রক্তবীজরূপী ভাবোচ্ছ্বাস ও চাঞ্চল্য ভীমা মা, গ্রাস করিয়া লয় করেন, এজন্য উত্তম চরিত্রের শক্তি—ভীমা।

ভ্রামরী বীজ—ভ্রমর বা মধুকরের ন্যায় খণ্ড খণ্ড আনন্দরূপী মধু-বিন্দুসমূহ আহরণপূর্ব্বক একত্র করত, প্রেমানন্দের অমৃতময় **মধুচক্র** নির্ম্মাণ করিতে হইবে ; আর রজোগুণের অন্তর্ম্মুখী শক্তিদ্বারাই রজো-গুণময় বহির্ম্মুখী উদ্বেলন নষ্ট করিয়া, উহা প্রেমানুরাগে পরিণত করিতে হইবে—ইহাই ভ্রামরী-শক্তির কাজ। উত্তম চরিত্রে এই সকল ভাব অভিব্যক্ত, এজন্য উহার বীজ বা কারণ—ভ্রামরী।

সূর্য্য-তত্ত্ব—আদিত্যের ত্রিগুণময় শক্তি বা তেজ দ্বারাই জীবাত্মার জীবভাব অপসারিত হইয়া আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক, পরমাত্মা-রূপী সূর্য্যের তনয় সাবর্ণিরূপে প্রতিভাত হন। মধ্যম চরিত্রে সাধক সর্ব্বতোমুখী তেজ বা শক্তিসমূহ সংহরণ করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন; এক্ষণে আত্মারাম হইবার জন্য, চণ্ডীর তৃতীয় স্তরের সাধনা। এই অবস্থায় জগত-প্রবাহের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অন্যতম কারণস্বরূপ সূর্য্যদেবের অসীম প্রভাব বা শক্তিসমষ্টিকে জ্ঞাত হইয়া, সর্ব্বত্র আনন্দ-প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন;

কেননা সূর্য্যই জগন্মঙ্গল সর্ব্ববিধ কার্য্যে দেবতাগণের সহায়ক *! এজন্য কেহ কেহ সূর্য্যকে দেবভাব সমূহের সমষ্টিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন ; কেহবা আদিত্য অর্থাৎ মূলতত্ত্বরূপে গণ্য করেন ; আবার অসীম প্রভাব-সম্পন্ন সূর্য্যকে জীবগণের আত্মারূপেও জ্যোতিষশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। সূর্য্য সকলের বন্ধুতুল্য, এজন্য তাঁহার অন্য নাম মিত্র [এই মিত্র শব্দ হইতে মিতু এবং মিতুর অপভ্রংশ 'ইতু' নামেও সূর্য্যের পূজা প্রচলিত আছে।] নিবৃত্তিপরায়ণ চণ্ডী-সাধকের সর্ব্ববিধ শক্তিময় কার্য্যে, আনন্দ-প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য এবং অন্যতম কর্ত্তব্য। এইসব কারণে উত্তম চরিত্রের তত্ত্ব—সূর্য্য।

সামবেদস্বরূপ—এই চরিত্রে, জ্ঞান এবং শক্তির প্রেমময় অনন্ত আনন্দ-বিলাসদ্বারা সাধকের তন্ময়ত্ব লাভ বা স্বরূপত্ব বিকাশ হয় ; আর সাম-বেদেও সুগ্রন্থিত এবং ছন্দের সহিত সুসজ্জিত মন্ত্রসমূহ তালমানলয়ে গীত হইলে, তন্ময়ত্ব বা স্বরূপত্ব প্রদান করে ; এজন্য উত্তম চরিত্রের স্বরূপ—সাম বেদ। সত্ত্বগুণময়ী **মহাসরস্বতী** শরণাগত সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রের বীজাংশে অবস্থিত আসুরিক ভাবসমূহ বিলয় করত, সাধককে অভীষ্ট বা মোক্ষ ফল প্রদানে ধন্য ও কৃতার্থ করেন ; এজন্য তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত, উত্তম চরিত্র জপের ব্যবস্থা।

* সূর্য্য-রশ্মি চন্দ্রে পতিত হইয়া চন্দ্রকে প্রকাশ করেন ; সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া বায়ু সবেগে প্রবাহিত হয় ; সূর্য্যতেজে পৃথিবীর শস্যোৎপাদিকা শক্তি জন্মে ; আবার সূর্য্যতাপে কাষ্ঠাদি বিশুষ্ক হইলে, অগ্নি প্রজ্জ্বলনে সহায়তা করে। সূর্য্যতাপে সমুদ্র হইতে জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া, পুনরায় মেঘ-জলরূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, নতুবা পৃথিবী মরুভূমিতুল্য হইয়া যাইত। এইসব কারণে সূর্য্য, সকলের প্রাণময় শক্তিসমষ্টি বা আত্মা এবং ব্রাহ্মণগণেরও অন্যতম উপাস্য।

উত্তর খণ্ড

বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্র ভেদ

উত্তম চরিত্র

(পৌরাণিক সত্য বিবরণ ও "তত্ত্ব-সুধা" নামক ব্যাখ্যা)

পঞ্চম অধ্যায়—দেবী ও দূত সংবাদ।

ঋষিরুবাচ ॥ ১

পুরা শুম্ভনিশুম্ভাভ্যামসুরাভ্যাং শচীপতেঃ।

ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥ ২

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—পূর্ব্বকালে শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় গর্ব্ব ও বল প্রভাবে শচীপতির ত্রৈলোক্যাধিপত্য ও যজ্ঞভাগ সমূহ হরণ করিয়াছিল।—(১।২)

চিৎ বা চৈতন্যময় অবস্থা ব্যতীত আনন্দের বিকাশ বা উপভোগ হয় না; আবার আনন্দ ব্যতীত চিৎএর বিকাশও অনভিব্যক্ত বা অসম্পূর্ণ। সূর্য্যকিরণ যেমন জড় বস্তুকে প্রকাশ করিয়াই নিজে প্রকাশিত হয়, কেননা শূন্যময় কিম্বা শুধু বায়ুময় স্থানে সূর্য্যকিরণ সমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না, পক্ষান্তরে কোন জড় বস্তুতে বা স্থূল পদার্থে, ঐ কিরণ সমূহ পতিত বা প্রতিফলিত হইলেই, সেই সেই বস্তু প্রকাশিত হয় এবং তাহারা সূর্য্যকিরণের অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়; সেইরূপ চণ্ডী-সাধকের শুদ্ধ চিৎ বা জ্ঞান, বিষয়ের সহিত যুক্ত হইয়া, উহার অন্তর্নিহিত আনন্দধারাটী উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় এবং পরস্পর ভাবাবিভব হইয়া চিদানন্দময় পরমরসের উদ্ভাবন করে! প্রথম চরিত্রে সত্ত্বগুণান্বিত সাধক, মায়ের নিত্য জগন্ময়ী বা সন্ময়ী রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; তৎপর মধ্যম চরিত্রে অন্তরে বাহিরে বিশ্বরূপে চিন্ময়ী ও প্রাণময়ী মায়ের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া তিনি জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এক্ষণে সাধক সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে আনন্দময়ী মায়ের ব্রহ্মানন্দে ও প্রেমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেই দেহ-রথের জয়যাত্রা সাফল্য মণ্ডিত হইবে! এইরূপে ভাগ্যবান সাধকের উদ্যাপিত মহাব্রত সিদ্ধ হইলে, অপরাজিতা মা সাধক ভক্তকে বিজয় তিলক পরাইয়া দিবেন এবং স্বীয় ব্রহ্মানন্দময় ক্রোড়ে গ্রহণ করতঃ প্রেমানন্দ-সুধা পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিবেন।

পরমাত্মাভিমুখী বিলোম গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বগুণান্বিত সাধক, পারিপার্শ্বিক তমোগুণময় অবস্থার পীড়নে তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া শ্রীগুরুর শরণাগত হইলেও, কিরূপে তাঁহাকেও আসুরিক চাঞ্চল্য দ্বারা অতি দুঃখিত হইতে হয়, তাহা প্রথম চরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপর সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত সত্ত্বগুণময় সাধকের সঞ্চিত কর্ম্মবীজ সমূহ আসুরিক রজোগুণময় হয়

ভাব-চাঞ্চল্যরূপে তেজময় ও প্রাণময় ক্ষেত্রে প্রকট হইয়া তাঁহার দেবতাগণ সমূহকে পরাজয় করে এবং পরিশেষে মাতৃরূপাখ্যা উহারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এই ভাব মধ্যম চরিত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে উত্তম চরিত্রে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় সাধকের চিত্তের কারণাংশে যে সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের বীজ লুক্কায়িত, উহাদিগকে মাতৃরূপাখ্যা বিকাশ ও বিনাশ করাই জ্ঞান-গুরু ঋষির অভিপ্রায়। আগামী কর্ম্ম এবং সঞ্চিত কর্ম্মরাশি বা কর্ম্ম-বীজসমূহ জ্ঞান প্রভাবে ভস্মীভূত হয়, তাহাদের পুনরায় অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা থাকে না; কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্মরাশি ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না। এজন্ত জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ অবশ্যই গ্রহণ করিতে হয়। এই সব কারণে উত্তম চরিত্রে প্রারব্ধ কর্ম্ম সমূহের অনন্ত বিকাশ ও বিলাস প্রদর্শন করত জ্ঞানময় ঋষি জীবন্মুক্তি লাভের উৎকৃষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

যৌগিক ব্যাখ্যা— কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিশুদ্ধআধারের সাধককে বা প্রাণময় জীব-চৈতন্তকে ক্রোড়ে লইয়া আকাশতত্ত্বময় বিশুদ্ধ চক্রে বা কারণময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াছেন; তাই সাধক এখানে উত্থিত হইয়া নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ ভাব প্রাপ্ত হওয়ায়, বিশুদ্ধ আনন্দ ও প্রশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাধক পুনরায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণাত্মক্ ত্রিলোক সমন্বিত দেহ-পুরের ইন্দ্র হইলেন; অর্থাৎ বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিরূপা মায়িক প্রকৃতি সমূহের অধীশ্বর বা শচীপতি * রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, সাধকের বিশুদ্ধ পদ্মস্থিত সৎ অসৎ বৃত্তি ও ভাব সমূহ, যাহা ইতিপূর্ব্বে কারণাংশে

* শচী=প্রকৃতি বা মায়া; সুতরাং প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত বা উপহিত চৈতন্যই শচীপতি। শ্রুতি, শচীপতি বা ইন্দ্রকে ব্রহ্মরূপে এবং শচীকে মায়ারূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রারব্ধ বীজরূপে অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকে এক্ষণে বিক্ষুব্ধ এবং প্রকটিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কারণময় আসুরিক ভাব সমূহ ক্রমে প্রকট ও প্রবল হইয়া সাধকের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহার দেবভাব সমূহকে পুনরায় পরাভূত করিল। তখন পরাজিত দেবভাব সমূহকে কুণ্ডলিনী শক্তি নিজ কারণময় দেহে বিলীন করত একটী মুখ আজ্ঞা চক্রে উত্থিত করিলেন; তাঁহার সংস্পর্শে দ্বিদল পদ্মটী বিকশিত হইয়া উঠিল এবং ক্রমে দেবতাগণও তথায় বিকশিত হইলেন।

মধ্যম চরিত্রে দেবী ভগবতী মহিষাসুরকে অর্দ্ধবিকশিত অবস্থায় স্তম্ভিত করিয়া সেই অর্দ্ধাংশ বিলয় করিয়াছেন, ইহার কারণ মধ্যম খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। এইরূপে অহংকাররূপী মহিষাসুরের অর্দ্ধাংশ বা সূক্ষ্মভাব নষ্ট হইলেও তাহার অপর অর্দ্ধাংশ বা কারণভাব কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই! এজন্য কারণময় বিশুদ্ধ চক্রটী বিক্ষোভিত হওয়ায়, অহংভাব সাক্ষাৎ কাম-ক্রোধরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভ বা অতি সুশোভন আসুরিক কারণ-মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইল। তথায় কারণাত্মক অভিমানরূপ মদ প্রভাবে গর্ব্বিত এবং কন্দর্পের দর্পে বলীয়ান হইয়া বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে বিকাশ প্রাপ্ত দেবভাব সমূহকে তাঁহাদের স্ব স্ব অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া পরাভূত করিল। 'শুম্ভ' শব্দের অর্থ অতিসুশোভন; সুতরাং রজোগুণ সমুদ্ভূত কাম-কামনায় অতিসুশোভন কন্দর্প বা মদন মূর্ত্তিই শুম্ভ; আর কামকামনার সহভাবাপন্ন বা আপেক্ষিক ভাবযুক্ত ক্রোধ-মূর্ত্তিই নিশুম্ভ; কেননা কাম-কামনা কোন প্রকারে প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হইলেই উদ্বেলিত রজোগুণ সুরঞ্জিত হইয়া ক্রোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য ক্রোধরূপী নিশুম্ভও রুদ্রতেজে প্রদীপ্ত ও সুশোভন মূর্ত্তিধারী। বিশেষতঃ শুম্ভ যে কাম-মূর্ত্তি, ইহা শাস্ত্র-সম্মত সত্য; কেননা দেবীর প্রতি শুম্ভের কামাসক্তিই তাহার মৃত্যু

সংঘটনের অন্যতম কারণ*। যুদ্ধক্ষেত্রে কামরূপী শুম্ভ, অষ্ট বাহু এবং ক্রোধরূপী নিশুম্ভ অযুত বা দশসহস্র বাহু প্রসারিত করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল! কামের অষ্ট বাহুই যোগশাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুন; আর ক্রোধের পাত্র বা অপাত্র নাই এবং ইহার ক্রিয়াশীলতার বিষয়ও অসংখ্য বা অনন্ত—ইহাই দশ সহস্র বা 'অযুত বাহু বলার তাৎপর্য্য; এবিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে।

কাম ক্রোধ মোহ (লোভ-মোহ শোক এবং ভয়, এই পঞ্চভাব ব্যোম্ বা আকাশতত্ত্ব হইতেই উদ্ভব‡ আকাশতত্ত্ব হইতে অনিল, অনিল হইতে অনল বা তেজ, তেজ হইতে অপ্ এবং অপ্‌তত্ত্ব হইতে ক্ষিতিতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে; সুতরাং আকাশ-তত্ত্বই পঞ্চভূতের জননী বা কারণ স্বরূপ; এজন্য আকাশতত্ত্বে পঞ্চতত্ত্ব নিহিত আছে। আকাশতত্ত্বের আকাশ অংশে-শোক (কেননা শোকদ্বারা নিঃসঙ্গ ও নির্লিপ্ততার অভিব্যক্ত হয়); আকাশতত্ত্বের বায়ু অংশে—কাম (কাম বাণে আহত হইলে বায়ুর গতি দীর্ঘ হয়); আকাশ তত্ত্বের তেজ

---

*শুম্ভ-নিশুম্ভ কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে জাত। ইহারা অবধ্য হওয়ার জন্য ব্রহ্মার তপস্যা করিলে, ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন যে—"যদি কোন অযোনিসম্ভবা কন্যা স্ত্রী-শরীররূপ কোষ হইতে উদ্ভব হন, তিনি যদি পুরুষের স্পর্শমাত্রও প্রাপ্ত না হন, এইরূপ দুর্জ্জয় শক্তিশালিনী নারীমূর্ত্তির প্রতি কামাসক্ত হইলে, তোমরা উভয়ে বধ্য হইবে"।—শিবপুরাণ সংহিতা।

‡ মতান্তরে, কাম ক্রোধ লোভ মোহ এবং লজ্জা, এই পাঁচটী আকাশের গুণ বলিয়া কথিত, যথা—"কামং ক্রোধং তথা মোহং লজ্জা লোভঞ্চ পঞ্চমম্। নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষতে"॥ —জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

অংশে—ক্রোধ (ক্রোধ হইলে দেহে উহা তেজময়রূপে রক্তিম আকারে প্রকাশ পায়) ; আকাশ তত্ত্বের অপ্ অংশে—লোভ-মোহ (লোভ হইলে রসনা আর্দ্র হয় এবং তৎসহ মোহ আসে, এজন্য লোভ-মোহ একাত্মভাবাপন্ন) ; আকাশ-তত্ত্বের পৃথ্বী অংশে—ভয় বা মতান্তরে লজ্জা (ভয় পাইলে লোক জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়—কথায় বলে, ভীত ব্যক্তি 'কাঠ্ হয়ে যায়' ! আবার লজ্জাতেও 'জড়-সড়' ভাব প্রাপ্ত হয়)। ভয় বা লজ্জা উপলক্ষণ মাত্র, লজ্জাদি অষ্ট পাশই পৃথ্বী বা ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত, এরূপ বুঝিতে হইবে। মানব-দেহের বিশুদ্ধ চক্রটীই আকাশ-তত্ত্বের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি ; সুতরাং সাধকের ঐ চক্রটী বিলোড়িত হওয়ায়, সেই চক্রস্থিত সমস্ত তত্ত্বই বিক্ষুব্ধ হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই ; সুতরাং আকাশতত্ত্বে জাত কাম ক্রোধ লোভ-মোহ শোক এবং ভয়-লজ্জাদি অষ্টপাশও আলোড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া সাধকের বিশুদ্ধ-ক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বাভাস সৃষ্টি করিয়াছে !—এই সমস্ত ব্যাপার স্বাভাবিক, অতি সমীচীন এবং যুক্তিসঙ্গত ; এইসব তত্ত্ব ও রহস্যই মহামায়া মায়ের যুদ্ধলীলারূপে উত্তম চরিত্রে অভিব্যক্ত !!

সাধক বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে তদীয় দেবভাব সমূহকে স্ব স্ব অধিকার ভোগে নিরত রাখিয়া, যে নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই অমৃতোপম আনন্দ-ভোগ হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইলেন—ইহাই মন্ত্রোক্ত যজ্ঞ-ভাগ হরণের রহস্য। এতদ্ব্যতীত এই চরিত্রে বর্ণিত চণ্ড-মুণ্ড অসুরদ্বয়কে কারণ-ক্ষেত্র হইতে জাত লোভ ও মোহরূপে পরে ব্যাখ্যা করা হইবে। রজোগুণময় অহংতত্ত্বে জাত কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির আসুরিক অত্যাচার, মানব মাত্রেই জন্ম-জন্মান্তরে স্থূলে সূক্ষ্মে ও কারণে এবং নানাবিধ অবস্থাতে ভোগ করিয়া আসিয়াছে—ইহাই মন্ত্রে "পুরা" বা পূর্ব্বকালে বলার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য।

চণ্ডী-সাধনার এই তৃতীয় বা বিশিষ্ট অমৃতময় স্তরে সাধকের আত্মপর ভেদাভেদ থাকে না—তাঁহার নিকটে জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ, সমস্তই একাকার হইয়া যায়—তিনি জীবিত থাকিয়াই মুক্তির পরম ভাব আস্বাদন করত, জীবন্মুক্তরূপে বিরাজ করেন! প্রারব্ধের ফলে সুখময় বা দুঃখময় যে কোন অবস্থা উপস্থিত হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই তিনি পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সাধনার প্রাথমিক অবস্থায় বৈরাগ্যের তাড়নে সাধক যাহা যোগ-বিঘ্নকরবোধে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রেমানন্দে গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ এইরূপ মধুমতী অবস্থায় স্ত্রীপুত্র সমন্বিত সংসারকে বন্ধনের কারণ বলিয়া মনে হয় না, বরং সাধকের দৃষ্টিতে উহারা প্রেমানন্দপ্রদ চিন্ময়বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়!! —তখন পুত্রকে দেখিলে মনে হয়— ভগবান চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহরূপী বালকমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাকে বাৎসল্য-রসে অভিষিক্ত করিতেছেন!—কন্যাকে দেখিয়া মনে হয়— হৈমবতী উমা আমাকে ধন্য করিবার জন্যইতো বালিকাবেশে আমার সমীপে সমাগতা হইয়াছেন! প্রিয়তমার পঞ্চবিধ সেবাতে * বা প্রেমালিঙ্গনে প্রেমিক সাধক মনে করেন—প্রিয়তম ভগবান অতি ঘনিষ্টভাবে আমার হইবেন, বলিয়াইতো প্রিয়তমারূপে আমার বাহু-পাশে ধরা দিয়াছেন!—এইরূপে সাধক সংসারের বা জীব-জগতের সর্ব্ববিধ চেতন বা অচেতন বস্তুর মধ্যে ভূমারূপী—ভগবানকে প্রত্যক্ষরূপে

---

* স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পঞ্চভাবের বিকাশ, যথা :—(১) পতির সমীপে থাকিয়া জ্ঞানোপদেশ শ্রবণাদিতে শান্ত-রস; (২) পাদ সেবনাদিতে দাস্য-রস; (৩) প্রমোদ এবং বিলাসাদিতে সখ্য-রস; (৪) আহার্য্য প্রদান কালে বাৎসল্য-রস এবং (৫) সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিবেদনে বা তন্ময়ভাবে নিয়ত পরিচিন্তনে মধুর-রসের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে।

দর্শন ও অনুভব করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন!—ইহাই চণ্ডী-সাধনাতে মধুময় এবং অমৃতময় প্রেমানন্দের স্তর!—(১।২)

তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥৩
তাবেব পবনর্দ্ধিঞ্চ চক্রতুর্বহ্নিকর্ম্ম চ ॥৪

সত্য বিবরণ। সেই উভয় অসুর, সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের যম এবং বরুণের অধিকার ভোগ করিয়াছিল।—(৩)॥ তাহারা উভয়ে পবনের অধিকার এবং বহ্নির অধিকারও ভোগ করিয়াছিল (এবং অন্যান্য দেবগণের অধিকারও গ্রহণ করিয়াছিল)।—(৪)

তত্ত্ব-সুধা। সূর্য্য—চক্ষু এবং প্রাণের দেবতা; প্রাণে প্রাণে সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মময় ভাব বা ভগবৎলীলা অনুভব এবং চক্ষুদ্বারা অন্তরে বাহিরে ভগবৎরূপ দর্শন বা ধ্যানাদিদ্বারা প্রসন্নতা লাভ করাই দেহস্থ সূর্য্য-দেবতার অধিকার ভোগ। দেবতাগণের **অধিকার ভোগ** সম্বন্ধে মধ্যম খণ্ডে মোটামুটি আলোচনা করা হইয়াছে; তথাপি এখানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। কাম-কামনার সুশোভন মূর্ত্তি শুম্ভ এবং তেজোময় ক্রোধমূর্ত্তি নিশুম্ভ, সূর্য্য-দেবতার অধিকার নিজেরাই ভোগ করিতে লাগিল—অর্থাৎ বিশুদ্ধ চিত্ত-ক্ষেত্রে ভগবৎ ধ্যান-লীলা পরিচিন্তনাদি দ্বারা লব্ধ তন্ময়তা ও সাধকের আনন্দভাব বিলোপ করিয়া প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী কাম-কামনামূলক আসুরিক চাঞ্চল্যের উদ্বেলন প্রকট করিল। ইন্দু বা **চন্দ্র**—মনের অধিপতি দেবতা; মনের ক্ষেত্রে সঙ্কল্প বিকল্পের অভাব এবং নিস্তরঙ্গ ভাবে ভগবৎ বিষয়ক পরমভাব ধারণা দ্বারা চিত্তের পরিতুষ্টি সম্পাদন, কিম্বা খেচরী সাধনা দ্বারা সুধা-রস পান করাই দেহস্থ চন্দ্র-দেবতার অধিকার ভোগ—ইহাই সাধকের সোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা আনন্দপ্রদ সোম-রস পান দ্বারা আত্ম-তুষ্টি লাভ। **কুবের**—

পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্যাদির অধিপতি ; পার্থিব ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও ভগবৎ মাধুর্য্য অনুভব করা, কিম্বা পার্থিব ধনদ্বারা ধর্ম্ম কার্য্যাদি সদনুষ্ঠান এবং যথাসাধ্য পরোপকারাদি মহৎকার্য্য সম্পাদন করাই কুবের-দেবতার অধিকার ভোগ। **যম**—পায়ু ইন্দ্রিয়ের অধিপতি ; দেহের পক্ষে যাহা অপকারী এবং অপবিত্র মলস্বরূপ, উহা বিদূরিত করিয়া বিশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক দেহকে ভগবৎ মন্দিররূপে পরিণত করাই যম-দেবতার অধিকার ভোগ।

বরুণ—রসনেন্দ্রিয়ের অধিপতি ; সাধক যখন ভগবৎ প্রীত্যর্থে আহার্য্য বস্তু গ্রহণ করেন, কিম্বা সর্ব্ববিধ আহার্য্য বা ভোগ বস্তু আস্বাদনে যখন অনুভব করেন—সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান ঐ সকল ভোগদ্বারা স্বয়ং পরিতৃপ্ত হইতেছেন! তখনই বরুণদেব যথার্থভাবে অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন। **পবন**—স্পর্শ বা ত্বগেন্দ্রিয়ের অধিপতি ; অনিলের সুখময় ও শান্তিময় স্পর্শকে জগন্মাতার সুকোমল স্নেহময় আত্মহারা স্পর্শরূপে অনুভব করা ; কিম্বা প্রলয়কারী প্রভঞ্জন মূর্ত্তিকে ভগবান মহেশ্বরের 'উগ্র' মূর্ত্তিরূপে দর্শন এবং অনুভব করিয়া সশ্রদ্ধ অভিবাদন করাও পবন-দেবতার অধিকার ভোগ। **অগ্নি**—বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি ; মহাশক্তিময় ভগবানের নাম-জপ, লীলা-কীর্ত্তন বা মাহাত্ম্য প্রচারাদি ধর্ম্ম কার্য্যই বাগিন্দ্রিয়ের সার্থকতা ; এতৎব্যতীত মহাসরস্বতীই বাক্য-সমূহের অধীশ্বরী কিম্বা স্বয়ং বাক্যরূপা, এরূপ প্রত্যক্ষানুভূতিও অগ্নি-দেবতার অধিকার ভোগ। এইরূপে সাধকের বিশুদ্ধ-ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণ যথাযথভাবে তাঁহাদের স্ব স্ব অধিকার ভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্ত্তৃক দেবভাব সমূহ পরাভূত বা অভিভূত হওয়ায়, সাধকের চিত্তে বা কারণময় ক্ষেত্রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুনরায় দেবভাবের বিপরীত ও বিরোধী আসুরিক ভাবসমূহ উদ্বেলিত হইল, ইহাই তাৎপর্য্য। —(৩।৪)

ততো দেবা বিনির্দ্ধূতা ভ্রষ্টরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।
হৃতাধিকারা ত্রিদশাস্তাভ্যাং সর্ব্বে নিরাকৃতাঃ।
মহাসুরাভ্যাং তাং দেবীং সংস্মরন্ত্যপরাজিতাম্ ॥ ৫
তয়াস্মাকং বরোদত্তো যথাপৎসু স্মৃতাখিলাঃ।
ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ ॥ ৬
ইতি কৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।
জগ্মুস্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ৭

সত্য বিবরণ। অনন্তর পরাজিত রাজ্য-ভ্রষ্ট অধিকার চ্যুত ও ভয়-কম্পিত দেবগণ, সেই দুই মহাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে দূরীকৃত হইয়া অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিয়াছিলেন। —(৫)॥ তিনি আমাদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন—"আপৎকালে তোমরা আমাকে স্মরণ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাদের পরম আপদ বা মহাবিপদসমূহ সমূলে বিনাশ করিব"। —(৬)॥ দেবগণ এই চিন্তা করিয়া পর্ব্বতরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন এবং তথায় দেবী বিষ্ণুমায়াকে স্তব করিতে লাগিলেন। —(৭)॥

তত্ত্ব-সুধা। সাধক বিশুদ্ধ-ক্ষেত্রে উত্থিত হইয়া আধ্যাত্মিক সমুন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও, আসুরিক কারণজাত উদ্বেলন প্রভাবে পরাজিত হওয়ায়, অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; কেননা এরূপ উন্নত হইয়াও যদি আসুরিক ভাবের প্রাবল্যে পরাজয় বা পতন সম্ভব হয়, তবে চরম অভীষ্ট লাভ সুদূরপরাহত বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক; কেননা এই অবস্থায় নৈরাশ্যের অন্ধকার আসিয়া সাধকের বিশুদ্ধ অন্তর প্রদেশ অধিকার করে এবং তাঁহার সদ্ভাবরাশির ক্রিয়াশীলতাও সাময়িক-ভাবে শিথিল বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এই সব কারণ উপলক্ষ্য করিয়াই মন্ত্রে সাধকের দিব্যভাবরূপী দেবগণকে বিশেষিত করা হইয়াছে—

'পরাজিত, রাজ্যভ্রষ্ট, হৃতাধিকার এবং ভয়-কম্পিত'! এবম্বিধ দুঃখময় অবস্থায় সাধকের একমাত্র আশার জ্যোতিঃ—জগন্মাতা অপরাজিতা এবং তাঁহার অহেতুকী কৃপা! তাই মাতৃসাধক গাহিয়াছেন—"নিরাশ আঁধারে মাগো, তুমি যে আশার জ্যোতিঃ"। এখানেও ত্রিতাপ-তাপিত ভীত সাধকগণ অপরাজিতা মাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ পূর্ব্বক, সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শরণাগত হইয়া স্তবপরায়ণ হইয়াছেন। স্তব-স্তুতি দ্বারা যে নিজেদেরই অশেষ কল্যাণ সংসাধিত হইয়া থাকে, এবিষয়ে মধ্যম খণ্ডেও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

দুর্গা মা ইতিপূর্ব্বে দেবগণকে বর দিয়াছিলেন যে, ঘোর বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তিনি আসিয়া সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে বিমুক্ত করিবেন; কিন্তু ইহা শুধু দেবগণের প্রতি বর নহে!—ইহা যে **বরদা** বা বরাভয়-করা **অভয়া** মায়ের নিত্য ও চিরন্তন স্বভাব!—তিনি যে প্রেম করুণায় সদা পরিপূর্ণা, দুর্গতিহরা দুর্গা, সুধা বিতরণ-কারিণী অন্নপূর্ণা! তাই শ্রীমুখে বহুবার বলিয়াছেন—"এইরূপে যখন যে কোনভাবে আসুরিক অত্যাচার সংঘটিত হইবে, তখন সেইভাবেই আমি আবির্ভূতা হইয়া, শত্রু সংহার করিব"। এই প্রকার বহু আবির্ভাব লীলা ও অভয় বাণী, দেবী মাহাত্ম্যে এবং অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। সাধক যখন পার্থিব এবং অপার্থিব 'পরম আপদ্' বা মহা উৎপাত দ্বারা সন্তাপিত হন, যখন পারিপার্শ্বিক তমোগুণময় অবস্থার পীড়নে তাঁহার অন্তরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে নিরাশার ঘন অন্ধকার ঘনাইতে থাকে, তখন করুণারূপিণী জগদম্বা মা, সাধকের ত্রিতাপ-তাপিত নিরাশ হৃদয়ে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা প্রদান করেন; ক্রমে জ্যোতিরূপে সাধকের হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া তাঁহার সর্ব্ববিধ সন্তাপ হরণ করিয়া থাকেন। সাধক তখন বলোদ্দীপ্ত হইয়া অর্জ্জুনের

মত বলিয়া উঠেন—"করিষ্যে বচনং তব" ; —হে জগদম্বে ! তুমি যাহা করাইবে, আমি তাহাই করিয়া যাইব, আমার নিজস্ব আর কিছুই নাই ! আমি সাক্ষীরূপে দেহ-ক্ষেত্রে তোমার লীলা খেলা প্রত্যক্ষ করিব এবং তোমার আদেশ প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইব। তাই সিদ্ধ মাতৃসাধক গাহিয়াছেন—

"তাল দিবি মা 'তাই তাই' আমিও বলব 'তাই-তাই'।
যা বলবি তুই আমারও তাই, তাই বলি মা তাই তাই" ॥

যৌগিক ব্যাখ্যায়—মেরুদণ্ডই দেহস্থিত হিমালয়রূপে দেহটীকে ধারণক্ষম ও শক্তিশালী করিয়াছে ; এই হিমালয়রূপী মেরুদণ্ডের শৃঙ্গ বা শীর্ষদেশেই **সহস্রদল পদ্ম**—ইহাই প্রকৃতি পুরুষ বা গৌরি-শঙ্করের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, কৈলাস ধাম !—ইহাই জ্ঞানীগণের ব্রহ্ম বা পরমাত্ম-লোক এবং ভক্তগণের গোলক বা নিত্য বৃন্দাবন ধাম *। ভক্তের আকুল আহ্বানে বা আকর্ষণে বিচলিত হইয়া ভগবান বা ভগবতী ইষ্ট দেব-দেবীরূপে দ্বিদলে অবতরণ পূর্ব্বক দর্শন দানে এবং অভীষ্ট পূরণে কৃতার্থ করেন। বিশেষতঃ দ্বিদল পদ্মই মহাশূন্যময় চিদানন্দের ক্ষেত্র এবং পরম তীর্থস্বরূপ ; এজন্য সাধকের ইষ্ট দেব-দেবীর দর্শনাদি প্রাথমে অনাহত চক্রে সাময়িকভাবে সাধিত হইলেও, শেষ দর্শনাদি এই ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; আর সহস্রার পদ্মটী [illegible]ভাবাপন্ন ! এজন্য ষট্‌চক্র ভেদ হইয়া সহস্রারে গমন করিতে পারিলে যোগী বা জ্ঞানী পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন—আর ভক্ত সচ্চিদানন্দময় নিত্য-দেহ লাভ করিয়া নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন !—ভগবৎ ইচ্ছা ব্যতীত সেখান হইতে সহজে পুনরায়

* "সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং শুচিস্মিতে। তৎকর্ণিকা মহদ্ধাম কৃষ্ণস্য স্থানমুত্তমম্ ॥"—বাসুদেব রহস্য তন্ত্র।

জাগতিক ভাবে ফিরিবার আর সম্ভাবনা থাকেনা! এইসব কারণে দেবগণ, কুণ্ডলিনী শক্তির সাহায্যে পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গরূপ আজ্ঞা-চক্রে সমুত্থিত হইলেন এবং বিশুদ্ধ মনোময় ক্ষেত্রে সমবেত ও সমাহিত হইয়া বিষ্ণু-মায়া ভগবতীর স্তব করিতে লাগিলেন।

বিষ্ণু-মায়া ভগবতীকে প্রসন্না করিতে পারিলেই অনায়াসে সর্ব্ববাধা প্রশমন এবং সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ হইয়া থাকে; তাই ব্রজলীলায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য একমাস ব্যাপী কাত্যায়নী মায়ের পূজা করিয়া প্রার্থনা করিতেন—"হে মহামায়ে দেবি কাত্যায়নি! আপনি মহাযোগিনী এবং সমস্ত সম্পদের অধীশ্বরী, আপনাকে পূজা করিয়া আমরা এই প্রার্থনা করিতেছি যে, শ্রীনন্দ-গোপ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে আমরা যেন পতিরূপে প্রাপ্ত হই, আপনাকে প্রণাম জানাইতেছি"। মহামায়ার কৃপায়, ব্রতান্তে গোপীগণের কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। **বিষ্ণু-মায়া** সম্বন্ধে বিষ্ণু পুরাণের উক্তি—"সর্ব্বভূতের **আত্মা** স্বরূপ বিষ্ণুর স্বরূপভূতা চিৎশক্তি বা বিষ্ণু-শক্তি দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রধান (প্রকৃতি) ও পুরুষ, নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্ব বা কার্য্য-কারণভাবে অবস্থিত। সেই চিৎশক্তিই প্রলয় কালে প্রধান ও পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ, স্থিতিকালে সংযোগের কারণ এবং সৃষ্টিকালে ক্ষোভের কারণ হয়" *।

জীবত্বের অভিমান সহজে নষ্ট হয় না; কোন কারণে বা মাতৃকৃপায় উহা সাময়িক ভাবে নাশ হইলেও, কারণাংশ হইতে পুনরায় ঐ ভাব প্রকট হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। অভিমানী জীব মহাশক্তিময় ভগবান বা সদ্‌গুরুর মহত্ত্ব শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রভুত্বের নিকটে সহজে অবনত বা শরণাগত হইতে চাহে না; তবে যাঁহারা সদ্‌গুরুর আশ্রিত ও কৃপা-প্রাপ্ত, তাঁহারা স্তব-স্তুতির মধ্য দিয়া অনায়াসে উন্নত হইয়া অভীষ্ট লাভ

---

* বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ সপ্তম অধ্যায়—২৯।৩০ শ্লোক।

করিতে সমর্থ। এবিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ, আচার্য্যাদেব বিদ্যা বিদিত্বা তরতি শোকম্"।

অর্থাৎ যিনি আচার্য্য বা সদ্গুরু লাভ করিয়াছেন, তিনিই আত্মাকে বা ভগবানকে জানিতে পারেন, তিনিই শ্রীগুরু হইতে সর্ব্ববিদ্যা লাভ করত শোক-দুঃখময় সংসার-সাগর পার হইয়া থাকেন। আত্ম-কৃপা, ঈশ্বর-কৃপা এবং গুরু-কৃপা, এই ত্রিবিধ কৃপা দ্বারা যখন, দেহেন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দুষ্পূরণীয় মোহ এবং আকাঙ্খা বিদূরিত হইয়া ইষ্ট দেব-দেবীতে প্রীতি সংস্থাপিত হয়, তখন সাধকের কঠিন হৃদয় কোমল হইয়া স্বাভাবিক ভাবেই শ্রদ্ধা-ভক্তিতে অবনত হইতে থাকে! দেহাত্ম-বোধে গর্ব্বিত জীব-ভাবকে অবনমিত ও প্রেমভাবে বিভাবিত করাই স্তব-প্রণামাদির অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রণাম ও **স্তব-স্তুতি** সাধন-পথের বিশেষ সহায়ক; কি কর্ম্মী কি যোগী, কি জ্ঞানী কি ভক্ত, সকলেই উহা দ্বারা উপকৃত ও লাভবান হইয়া থাকেন। অহংকারী জীবের মস্তক সহজে অবনত হইতে চাহে না; তাই জীব-ভাবীয় অহংকারকে অবনমিত করিবার জন্য প্রাচীনকালে, বাল্যকাল হইতেই পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনকে প্রতিদিন প্রণাম করিবার জন্য সকলকে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহা দ্বারা প্রণামকারীগণের ভাবী জীবন ভক্তিময় ও মধুময় হইয়া উঠিত এবং স্বাভাবিকরূপেই দেবতাতেও ভক্তিভাব বিকাশ প্রাপ্ত হইত। আধুনিক যুগেও কিছুকাল পূর্ব্বে ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যর গুরুদাস, স্যর আশুতোষ প্রভৃতি মহাত্মাগণও জননীর পদধূলি গ্রহণান্তে প্রতিদিন বিশিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন—মনে হয়, এই প্রণামময় ভক্তিভাবই তাঁহাদের ভাবী জীবন সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। প্রণামকারীর অন্তরে প্রণম্য সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠত্ব বা গুরুত্ব ভাবের অনুভূতি না হইলে, যথাযথ প্রণাম

হইতে পারে না ; সুতরাং এবম্বিধ উত্তম চিন্তা বা অনুভূতির ফলে প্রণামকারীর অন্তরে ক্রমে গুরু বা শ্রেষ্ঠ ভাবের বিকাশ হওয়া স্বাভাবিক। প্রণাম ও স্তব-স্তুতিই শরণাগতির সূচনা বা পূর্ব্বরাগস্বরূপ। শরণাগতিমূলক প্রণামময় বিনম্র ভাবের উপরই ভাগবত-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বশাস্ত্রের সমন্বয়রূপী গীতাতেও স্তব-প্রণামের বাহুল্য ও প্রশংসা দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ প্রণাম ও স্তুতি, প্রাণে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা ও মূর্চ্ছনা আনয়ন করিয়া থাকে ! উহা দেহের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক দেহ মন ও প্রাণ মাতাইয়া তুলে—স্তুতি দ্বারা দেহের সপ্তস্তর যেন ভেদ হইয়া যায় এবং স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণময় পরমাণু সমূহও যেন অভিনব তালে ও সুরে ঝঙ্কার দিতে থাকে ! তাই সর্ব্ববিধ শাস্ত্রেই প্রণাম ও স্তব-স্তুতির প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। এখানেও দেবতাগণ নিজ নিজ অহংকারকে অবনমিত করিয়া মহাদেবীর প্রণাম ও স্তবে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।—(৫-৭)

দেবগণের প্রণাম ও স্তব।

দেবা উচুঃ ॥৮

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥৯

[স্তব মন্ত্র সমূহের অনুবাদ এবং শব্দানুগত ব্যাখ্যা এখানে স্তবাকারে পর পর প্রদত্ত হইল ; এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট তাৎপর্য্য, শ্লোক ব্যাখ্যার পর, বন্ধনী মধ্যে প্রদত্ত হইল]।

দেবগণ বলিলেন—দেবীকে প্রণাম, মহাদেবী শিবাকে সতত প্রণাম, ভদ্রা প্রকৃতিকে প্রণাম, একাগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে (ত্রিগুণাতীতা পরমাত্মময়ীকে) প্রণাম।-(৮।৯) ॥ হে সত্যস্বরূপিণি সন্ময়ি স্বপ্রকাশরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবি ! তোমার স্থূলরূপকে আমরা প্রণাম করিতেছি।

মা তুমি মহৎ বা ব্রহ্মাদিকেও সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত কর—তোমার সেই চিন্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী সূক্ষ্মমূর্ত্তি **মহাদেবী শিবাকে** সতত প্রণাম করিতেছি। হে জগদম্বে! তুমিই সর্ব্বমঙ্গলা **ভদ্রা**রূপিণী মূলা **প্রকৃতি**—তোমার সেই পরমানন্দময়ী কারণ-মূর্ত্তিকে আমরা প্রণাম করিতেছি; মহাকারণরূপিণি মা! তোমার অবাঙ্‌মনসগোচর অব্যক্ত মূর্ত্তিকে আমরা সংযত ও সমাহিত হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি। হে মহামায়ে চণ্ডিকে! তোমার প্রথম চরিত্রের জগন্মূর্ত্তি তামসী **মহাকালী দেবীকে** প্রণাম করিতেছি। তোমার মধ্যম চরিত্রের জ্যোতির্ম্ময়ী সর্ব্বান্তর্যামী সূক্ষ্ম চিন্ময়ী **মহাদেবী** রাজসী **মহালক্ষ্মী** বা দুর্গা মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতেছি। তোমার উত্তম চরিত্রের কারণরূপিণী আহ্লাদিনী **ভদ্রা**রূপা সাত্ত্বিকী **মহাসরস্বতী** বা কৌষিকী-মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতেছি। আর সর্ব্ব মূর্ত্তির সমন্বয়ভাবাপন্না মহাকারণ বা তুরীয়ভাবরূপিণী তোমার পরমাত্মময়ী মহাশক্তিকেও প্রণাম করিতেছি। হে নিরঞ্জনরূপিণি মা! তুমিই বিশ্বের সকল বস্তুর স্থূল-শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য; তুমিই তাঁহাদের সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, তুমিই জীব-জগতে সকলের কারণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য; আবার তুমিই সমস্ত চৈতন্যের সমষ্টিভূতা মহাজ্যোতিস্বরূপিণী নিরূপাধিক চৈতন্য!—কেননা তুমি যে, "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"—মহাদ্যুতিরূপিণী! এবম্বিধা *তোমাকে আমরা কায়মনোবাক্যে এবং আন্তরিক অব্যক্ত ও অপ্রকাশ্য শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতেছি—তুমি প্রসন্না হও।*—

[এখানে অধিকাংশ প্রণাম-স্তবের প্রত্যেক শ্লোকে চারিবার করিয়া প্রণাম করা হইয়াছে—ইহাতে যথাক্রমে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং তুরীয়ভাব লক্ষ্য করা হইয়াছে; কিম্বা কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিমূলক এবং এই ত্রিভাব সমন্বিত প্রেমময় ভাবযুক্ত অবস্থাও উপলক্ষিত। ইহা ছাড়া

কায়িক বাচিক ও মানসিক, এই ক্রম-সূক্ষ্মভাবযুক্ত ব্যক্ত অবস্থা এবং তৎপর অব্যক্ত ভাব দ্বারা সশ্রদ্ধ আত্ম-নিবেদনের মহাভাবও প্রণাম-মন্ত্র সমূহে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এতৎব্যতীত এইসকল স্তব-মন্ত্রে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ক্রমে বিলয় করিয়া, জীবভাবকে বিশুদ্ধ করিবার পরম ভাবও নিহিত আছে; এবিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হইবে।]

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥১০
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমোনমঃ।
নৈঋ´ত্যৈ ভূভৃতাংলক্ষ্ম্যৈ শর্ব্বাণ্যৈ তে নমোনমঃ ॥১১

রৌদ্রাকে প্রণাম, নিত্যা গৌরীকে প্রণাম, ধাত্রীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। চন্দ্র ও জ্যোৎস্নারূপিণীকে এবং সুখস্বরূপাকে সতত প্রণাম। কল্যাণীকে প্রণাম করি, বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরূপিণীকে প্রণাম করি; নৈঋ´তি ও রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করি, শর্ব্বাণি (বা সর্ব্বাণি) তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।—(১০।১১)॥ হে জ্ঞানময়ি রুদ্র-শক্তিরূপা রৌদ্রা মা! তুমি ভীষণাদপি ভীষণা দারুণ সংহারিণী তামসী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক মানবের দম্ভ দর্প অভিমান চূর্ণ করত তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলন করিয়া জ্ঞান প্রদান কর; তোমার এই সংহারিণী গৌরী মূর্ত্তিই সর্ব্ববিশ্ব সংহার কার্য্যের পর অর্থাৎ প্রলয়ান্তে একমাত্র অবিকৃতা নিত্যা রূপেই অবশিষ্ট থাকেন। এইরূপে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, এই ত্রিকালের অনন্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তোমার কোন পরিবর্ত্তন নাই!—তাই তুমি নিত্যা চির-যৌবনা গৌরীরূপা। হে বিশ্ব-প্রসবিনি বিশ্ববিধায়িনি মা! তুমি সংহার কার্য্যে নিরতা থাকিলেও তোমার জগজ্জননীত্ব বিলয় হয় না; তাই তুমি রজোগুণময়ী ধাত্রী বা বিধাত্রীরূপা সৃজনকারিণী ক্রিয়াশক্তি

তোমাকে নমস্কার। সৃষ্ট বস্তুমাত্রকেই তোমার জ্যোৎস্নারূপ সুধাধারায় অভিষিক্ত করিয়া তুমি পরিপালন বা পরিপুষ্ট করিয়া থাক, তাই তুমি সুধাময়ী ইন্দু বা চন্দ্ররূপা। এইরূপে তোমার সুস্নিগ্ধ সুশীতল জ্যোৎস্নারূপটী জগতের শস্যাদি ও ঔষধিসমূহ সম্পদময় ও পুষ্ট করিয়া জগতবাসীর সর্ব্ববিধ সুখ-সাচ্ছন্দ্যের বিধানপূর্ব্বক জগত পালনের সহায়তা করিতেছে, তাই হে সুখস্বরূপা পরমানন্দময়ি, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। এইরূপে হে মঙ্গলময়ি মা! তুমি সর্ব্বতোভাবে জগতের কল্যাণই সাধন করিতেছ; তুমি জীব-জগতে সম্পদ অভ্যুদয় বা ঐশ্বর্য্য বিতরণ কর, তাই তুমি বৃদ্ধিরূপা, আবার সকল কার্য্যে তুমিই সিদ্ধি দান করিয়া থাক, এজন্য তুমি, সিদ্ধিরূপা—অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। হে সদসৎ রূপিণি মা! তুমিই অধার্ম্মিকের গৃহে অলক্ষ্মীরূপে বা আসুরী-শক্তি তামসী নৈর্ঋতিরূপে বিরাজ কর, আবার ধর্ম্মপরায়ণ রাজ-গৃহে রাজলক্ষ্মীরূপে অধিষ্ঠান কর। হে শিবশক্তিরূপা শর্ব্বাণি বা সর্ব্বারূপিণি! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। —(১০।১১)।

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥১২
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমোনমঃ ১৩

দুর্গা, দুর্গপারা, সারা, সর্ব্বকারিণী খ্যাতি কৃষ্ণা এবং ধূম্রাকে সতত নমস্কার। অতি সৌম্যা অতি রৌদ্রাকে অবনত হইয়া পুনঃ পুনঃ নমস্কার; জগৎপ্রতিষ্ঠারূপিণী মাকে এবং কৃতীদেবীকে বারম্বার নমস্কার ॥১২।১৩॥ হে দুর্গতিনাশিনি দুর্গে! তুমি দুরধিগম্যা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বস্বরূপা, তুমিই দুর্গম সংসার হইতে পরিত্রাণকারিণী এবং সারা;

অর্থাৎ অসার-সংসারে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুস্থিরা ও নিত্যভাবাপন্না—তোমাকে আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে নমস্কার করিতেছি। হে বিশ্ব-জননি! তুমিই সর্ব্বকারিণী রজোগুণময়ী ক্রিয়াশক্তিরূপিণী; তুমিই প্রকাশাত্মিকা সত্ত্বগুণময়ী জ্ঞান বা খ্যাতিরূপা, তুমিই তামসী ধূম্রা বা যজ্ঞাগ্নি-শিখারূপা, আবার তুমিই ব্রহ্মজ্ঞানময়ী কৃষ্ণরূপা বা কৃষ্ণা—সর্ব্ব-কারণরূপিণী মূলা প্রকৃতি; সমস্ত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, তত্ত্ব ও ভাবসমূহ তোমার ব্রহ্মজ্ঞানময় কৃষ্ণা রূপেতে বিশ্রাম লাভ করে বা বিলীন হয়! অতএব হে কৃষ্ণস্বরূপিণি মা! তোমাকে সতত নমস্কার ॥১২॥ হে ত্রিগুণময়ি মা! তুমি তোমার সত্ত্বগুণময়ী সৌম্যা মূর্ত্তিতে জীব-জগতে করুণাধারা এবং আনন্দ-সুধা বিতরণ করিয়া থাক; তামসী অতি ভীষণ রৌদ্রা মূর্ত্তিতে বিষয়াসক্তি বা আসক্তির বস্তুসমূহ ধ্বংস করত শাসন ও নির্য্যাতনের মধ্য দিয়াও করুণা প্রকাশ করিয়া থাক! আবার রজোগুণময়ী কর্ম্মরূপা বা কার্য্য প্রধানা কৃতীশক্তিরূপে জগত প্রতিষ্ঠা করিয়া থাক; অর্থাৎ তুমিই প্রকৃতিরূপে জগতের উপাদান কারণ, আবার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়রূপে তুমিই জগতের নিমিত্ত কারণ স্বরূপা; অতএব হে জ্যোতির্ম্ময়ি দেবি! তোমাকে বারম্বার নমস্কার।—(১৩)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ (১৪) নমস্তস্যৈ (১৫) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ (১৭) নমস্তস্যৈ (১৮) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ১৯

যে দেবী সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিতা হন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে চেতনা নামে অভিহিতা, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১৪-১৯ ॥ হে মহাবিষ্ণু-শক্তি মহামায়ে! তুমিই

ত্রিগুণাশ্রয়া এবং ত্রিগুণময়ী নারায়ণীরূপে সুর-নর কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া থাক; তাই দেবগণ তোমায় স্তব করিয়াছিলেন—"গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে"—এইরূপে তোমারই একাংশে ত্রিগুণময় বিকার বা পরিণামযুক্ত জীব-জগন্ময় ভাব, আবার অপরাংশ গুণাতীত নির্ব্বিকার বা অপরিনামী স্বরূপ ভাব। হে পরব্রহ্ম-শক্তি-রূপিণি মা! তুমিই ত্রিগুণময়ী বিষ্ণুমায়ারূপে ত্রিধা-বিভক্ত হইয়া ক্রিয়া ইচ্ছা ও জ্ঞান শক্তিরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছ। তুমিই বিষ্ণু-মায়ারূপে জীবের বন্ধন ও মুক্তির একমাত্র কারণ; কেননা সমস্ত বিরুদ্ধ ভাব ও ধর্ম্মের একত্রে সমাবেশ একমাত্র তোমাতেই সম্ভব।

হে মহাশক্তিরূপিণি মহামায়ে! তুমি স্বীয় অতুলনীয় মায়ার প্রভাবে অসীমকেও সসীমরূপে প্রতিভাত কর, বিশ্বাতীত পরম পুরুষ বিশ্বেশ্বরকেও বিশ্বরূপে পর্য্যবসিত করিয়া থাক; আবার অকাল পুরুষকেও, কালপুরুষ * বা যজ্ঞ পুরুষরূপে পরিণত করিতে সমর্থ! অতএব হে মহিমময়ি মা! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

[মহামায়ার উপরোক্ত গুণময় ত্রিধা ভাব এবং গুণাতীত স্বরূপ ভাব লক্ষ্য করিয়াই প্রণাম মন্ত্রসমূহে চারিবার নমস্কার করা হইয়াছে]।—(১৪-১৬)॥

• হে জ্ঞানময়ি চৈতন্য- স্বরূপিণি মা! তুমিই নির্ব্বিকল্প স্বরূপ-চেতনা, বা জ্ঞানস্বরূপা, আবার তুমিই সবিকল্প জ্ঞান বা জন্য-চেতনা—তোমার চেতনা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিলেও, বিশিষ্ট আধারের মধ্য দিয়া উহা বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয় বা আত্ম-প্রকাশ করে; তাই তুমি নির্ব্বিকল্প হইলেও সবিকল্পভাবে জন্য-চেতনা স্বরূপা—জীবের বুদ্ধি, নিদ্রা ক্ষুধা

* কালপুরুষ—অনাদি অনন্ত ব্যাপক নিরঞ্জন ও শাশ্বত; আর যজ্ঞপুরুষ—সাদি, সান্ত, পরিচ্ছিন্ন, সাঞ্জন এবং অশাশ্বত।

তৃষ্ণা প্রভৃতি সমস্তই তোমার জন্য-চেতনা এবং অনন্ত বিষয় ভোগের মধ্য দিয়াও তোমার জন্য-আনন্দই অভিব্যক্ত হয়; কেননা তোমার চিদানন্দ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত! হে চিৎশক্তিরূপিণি মা! তোমার স্বরূপ বা তুরীয় চেতনাও ত্রিগুণময় হইয়া স্থূলে, বিশ্ব বা বিরাট্‌রূপে অর্থাৎ রাজসী ব্রহ্ম-চেতনারূপে অভিব্যক্ত, সূক্ষ্মে তৈজস বা সাত্ত্বিকী বিষ্ণু-চেতনারূপে, আর কারণে প্রাজ্ঞ বা তামসী ঈশ্বর-চেতনারূপে প্রকটিত হইয়া ত্রিধা-বিভক্ত হইয়াছে। এইরূপে বিভক্ত হইয়াও তুমি স্বরূপ-চেতনারূপেই অবশিষ্ট ও নিত্যারূপে বিরাজিত!—ইহাই তোমার অপূর্ব্ব মহিমা ও মাহাত্ম্য!!—(১৭-১৯)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২০) নমস্তস্যৈ (২১) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ২২

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৩) নমস্তস্যৈ (২৪) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ২৫

যে দেবী সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার॥ ২০-২৫॥ হে জ্ঞানময়ি বুদ্ধিরূপিণি মা! তুমি সত্ত্বগুণের আদি বিকার-স্বরূপা মহত্তত্ত্বময়ী, তুমিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি বুদ্ধিরূপা; আবার ব্যষ্টিভাবেও তুমি প্রতি জীবে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপে ক্রিয়াশীল হও। এইরূপে তুমিই জীবের অন্তঃকরণে আত্মাভিমুখী বা ভগবৎ বিষয়ক সাত্ত্বিকী বুদ্ধিরূপে প্রকাশিতা হইয়া সুখ প্রদান করিয়া থাক; পৃথক্ পৃথক্ বিষয়গোচর জ্ঞান বা বৈষয়িক রাজসী বুদ্ধিরূপে ক্রিয়াশীল হইয়া, তুমি জীবকে দুঃখ প্রদান করিয়া থাক; আর তুমিই পরমার্থ বিরোধী কিম্বা অপরের অনিষ্টকারী

তামসী বুদ্ধিরূপে প্রকটিত হইয়া জীবকে মোহগ্রস্ত কর; আবার এই সকল গুণময় বুদ্ধি বিশুদ্ধ করিয়া পরমানন্দ প্রদানকারী বিশুদ্ধ বুদ্ধিরূপে তুমিই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাক! সুতরাং এবম্বিধ বিভিন্ন বুদ্ধিরূপা তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। [এই সকল স্তব-মন্ত্রে যে সমস্ত বিশিষ্ট মূর্ত্তি বা ভাব ক্রমে বিবৃত হইয়াছে, উহারা ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীব-দেহে আর সমষ্টিভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে ক্রিয়াশীল]—(২০-২২)

হে **নিদ্রারূপিণি** তামসী মা! তুমি জগতপতি বিষ্ণু হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত সকলেরই নিদ্রারূপে অবস্থিতা; এইরূপে তুমি তন্দ্রা স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাযুক্ত নিদ্রা দ্বারা বিশ্বের সকলকে অভিভূত করিয়া শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাক। হে করুণাময়ি মা! যখন জীবের ইন্দ্রিয় সমূহ কর্ম্ম করিতে করিতে অবসন্ন বা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন সেই সকল শ্রান্তি ও ক্লেশ বিদূরিত করিবার জন্য, তুমিই তামসী মূর্ত্তিতে নিদ্রারূপে আবির্ভূতা হইয়া জীবমাত্রকেই তোমার অভয় ও শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়া থাক! অর্থাৎ তখন তোমারই তমোগুণ জীবের কর্ম্মময় অবস্থাকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করায়, রজোগুণময়ী কর্ম্ম-প্রচেষ্টা এবং তৎবিষয়ক সত্ত্বগুণময় জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয়। এইরূপে তুমি তামসী নিদ্রামূর্ত্তিতেও জীব-জগতের শান্তি ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাক; অতএব হে নিদ্রারূপিণি মা! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।—(২৩-২৫)

[পঞ্চকোষময় জীব-দেহের সর্ব্বত্র অর্থাৎ চারিটী অন্তঃকরণ এবং দশটী বহিঃকরণ (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়), এই চতুর্দ্দশ করণে যখন চেতনা পরিব্যাপ্ত থাকে, তখনই জীবের **জাগ্রত** অবস্থা; তৎপর অন্নময় কোষ হইতে যখন চেতনা সংহরিত হয়, তখনই তন্দ্রাবস্থা আসে; অতঃপর প্রাণময় কোষ হইতে চেতনা সংহরণ হইয়া যখন মনোময়

কোষে অবস্থান করে—উহাই জীবের **স্বপ্নাবস্থা**। অনন্তর মনোময় কোষ হইতেও চেতনা সংহরিত হইয়া, যখন বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে অবস্থান করে, উহাই জীবের আনন্দপ্রদ **সুষুপ্তি** অবস্থা; এই অবস্থা মনোময় কোষের অতীত, এজন্য নিদ্রাভঙ্গে উহার আরাম-দায়ক ভাবটী মাত্র স্মৃতিতে থাকে, এতৎ ব্যতীত আর কিছু মনে থাকে না। এই সুষুপ্তির অবস্থাই বাহ্য-দেহের সাময়িক খণ্ড প্রলয়; কেননা এই অবস্থায় দর্শন-শক্তি শ্রবণ-শক্তি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহ এবং কর্ম্মময় বীজসমূহ কারণাংশে বিলীন থাকে। এইরূপে তমোগুণ, রজঃ ও সত্ত্বগুণকে চাপিয়া রাখাহেতু ক্রমে শক্তিক্ষয় হইতে থাকে, তাই চিরকাল কেহ নিদ্রিত থাকে না, এবং স্বাভাবিক নিয়মে তমোগুণ ক্ষীণ হইলেই, কর্ম্মময় রজোগুণ এবং প্রকাশময় সত্ত্বগুণ পুনরায় প্রবল হইয়া দেহের জাগ্রত অবস্থা, অর্থাৎ খণ্ড-প্রলয়ান্তে পুনরায় সৃষ্টির অবস্থা আনয়ন করে। স্বল্প নিদ্রা—সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন; নিয়মিত নিদ্রা—রাজস ভাবাপন্ন; দীর্ঘকাল ব্যাপী বা অতিনিদ্রা—তামস ভাবাপন্ন]—(২৩-২৫)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৬) নমস্তস্যৈ (২৭) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥২৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (২৯) নমস্তস্যৈ (৩০) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩১

যে দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে ছায়ারূপে অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার॥ ২৬-৩১॥ হে জগজ্জননি! তোমার ক্ষুধাময়ী মূর্ত্তিই জীবকে বিষয়-সেবাতে বা ভোগে প্রবৃত্ত করে; আবার যখন তোমার কৃপায় ভব-ক্ষুধা বিদূরিত হয়, তখন তোমার ক্ষুধাময়ী মূর্ত্তিই

অমৃত পানের জন্য প্রলুব্ধ করিয়া মানবকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। এইরূপে তুমি ক্ষুধাময়ী বুভুক্ষা মূর্ত্তিতে বিশ্বের সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য উপস্থিত কর; আবার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে যথাযোগ্য ভোগ্য দানে সমস্ত ক্ষুধা বিলয়পূর্ব্বক শান্তি ও আনন্দ দানে পরিতৃপ্ত কর। হে সর্ব্বরূপিণি মা! সমষ্টিভাবে তোমার ক্ষুধাময়ী ভাব যেরূপ জগতের সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীল, সেইরূপ পঞ্চকোষময় জীব-দেহেও তোমার সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী ক্ষুধা-মূর্ত্তি সতত ক্রিয়াশীল; অতএব হে ক্ষুধারূপিণি মা! তুমি করুণা প্রকাশপূর্ব্বক আমাদের ভব-ক্ষুধা নাশ করত আনন্দরূপ অমৃত প্রদানে পরিতৃপ্ত কর; তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

[**অন্নময় কোষে**—পবিত্র নিয়মিত স্নিগ্ধ আয়ুবর্দ্ধক আহার্য্যে প্রবৃত্তি—সাত্ত্বিকী ক্ষুধা। রসনার তৃপ্তিদায়ক বিভিন্ন প্রকার ভোজ্যে প্রবৃত্তি—রাজসী ক্ষুধা। শরীরের পক্ষে অপকারী শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বা পর্য্যুসিত আহার্য্যে প্রবৃত্তি—তামসী ক্ষুধা। **প্রাণময় কোষে**—আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের ইচ্ছা—সাত্ত্বিকী ক্ষুধা। দৈহিক শক্তিলাভের ক্ষুধা—রাজসী; অপরের অনিষ্ট করিবার জন্য শক্তি[illegible] চেষ্টা—তামসী ক্ষুধা। **মনোময় কোষে**—ব্রহ্ম আত্মা বা ভগবানের প্রতি আসক্তিই—সাত্ত্বিকী ক্ষুধা; বৈষয়িক ঐশ্বর্য্য লাভের প্রচেষ্টা—রাজসী ক্ষুধা; কুচিন্তা কুতর্ক প্রভৃতিতে লিপ্ত হইয়া উহা উপভোগ চেষ্টা—তামসী ক্ষুধা। **বিজ্ঞানময় কোষে**—সর্ব্বত্র ভগবৎকর্ত্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব অনুভবেচ্ছা—সাত্ত্বিকী ক্ষুধা; আত্ম-কর্ত্তৃত্ব [illegible]ভব—রাজসী; দেহাত্মাভিমান উপভোগ—তামসী ক্ষুধার পরিণ[illegible]। **আনন্দময় কোষে**—আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভের ক্ষুধা—সাত্ত্বিকী; বিষয়-সম্পদ ভোগ দ্বারা আনন্দ লাভের ক্ষুধা—রাজসী; আর দেহেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি দ্বারা জন্তু-আনন্দ লাভের ক্ষুধা—তামসী।]—(২৬-২৮)

হে ছায়ারূপিণি মা!—তোমারই পরমাত্মময়ী ছায়া জীবাত্মারূপে প্রতিফলিত হইয়া জীবকে আত্মময় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে! তোমারই শক্তিময় ইচ্ছা বা সত্য-কল্পনা, জীব-জগতরূপে অর্থাৎ তোমারই ছায়া বা প্রতিবিম্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এজন্য স্বগত স্বজাতীয়, ও বিজাতীয়, এই ত্রিবিধ ভেদ ভাবও তোমারই ছায়া বা প্রতিবিম্বস্বরূপ! অতএব হে আত্ম-স্বরূপিণি! হে ত্রিবিধ ভেদরূপিণি মা! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। হে ছায়ারূপিণি মাতঃ! বৃক্ষাদির ছায়ারূপে আশ্রয় প্রদান করত, তুমিই জীবকে সুশীতল করিয়া থাক। তুমিই আবার ধাম্মিকরূপে নিস্বার্থভাবে অনেককে ছায়া বা আশ্রয় দান কিম্বা অভয় দানপূর্ব্বক তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল করিয়া থাক—ইহা তোমার সাত্বিকী ছায়া দান; তুমিই বলবানরূপে দুর্ব্বলকে আশ্রয় দানপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া থাক—ইহা তোমার রাজসী ছায়া; আবার তুমিই দুরভিসন্ধিতে বা স্বার্থ সাধনের জন্য কাহাকেও সাময়িক ভাবে আশ্রয় দান কর—ইহা তোমার তামসী ছায়া! হে ছায়ারূপিণি এবং সর্ব্ববিধ ছায়াতীতা নিরঞ্জনরূপিণি মা! তোমাকে বারম্বার প্রণাম।—(২৯-৩১)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩২) নমস্তস্যৈ (৩৩) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩৪
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৫) নমস্তস্যৈ (৩৬) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৩৭

যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে তৃষ্ণারূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার॥—(৩২-৩৭)

হে মহাশক্তিরূপিণি মা! তুমি ত্রিগুণময়ী ক্রিয়াশক্তি ইচ্ছাশক্তি ও

জ্ঞানশক্তিরূপে সর্ব্ববিধ সৃষ্টিস্থিতি লয়াদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাক ; আবার সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ **শক্তি**রূপে অর্থাৎ সৎরূপা সন্ধিনী, চিৎরূপা সম্বিদা এবং আনন্দরূপা হলাদিনী শক্তিরূপেও একমাত্র তোমারই ত্রিধা-বিকাশ। এইরূপে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বা দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু শক্তির ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাব বিদ্যমান সমস্তই তুমি! বিশেষতঃ সর্ব্বপ্রকার শক্তির প্রকাশে বা বিলাসে তোমারই সত্তা চেতনা এবং আনন্দভাব নিহিত ও বিলসিত! এইরূপে আত্ম-ভাবও শক্তিময়, আবার অনাত্ম-ভাবসমূহও শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে! সুতরাং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জীব-জগত সমস্তই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান বা ভগবতীর অনন্ত শক্তিময় উচ্ছ্বাস!! অতএব হে চৈতন্যময়ি আনন্দস্বরূপিণি মহাশক্তি! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।—(৩২-৩৪)

//হে তৃষ্ণারূপিণি মা! তুমি জীব-হৃদয়ে আনন্দরূপ জলপ্রাপ্তির তৃষ্ণারূপে ক্রিয়াশীলা ; সকলেই আনন্দ-তৃষ্ণায় তৃষিত, সকলেই আনন্দ-সুধা পান করিবার জন্য ব্যস্ত—ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম-তৃষ্ণা আনন্দের জন্য ; কৃপণের ধন-তৃষ্ণাও আনন্দ লাভের নিমিত্ত ; লম্পটের লাম্পট্যও আনন্দ লাভের তৃষ্ণায় পর্য্যবসিত! অতএব হে তৃষ্ণাময়ি! তোমায় বারম্বার প্রণাম করিতেছি ; তুমি কৃপাপূর্ব্বক বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণা আনয়ন কর —ভগবানের প্রতি তৃষিত চাতকের মত তৃষ্ণা প্রদান কর । আমাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ কর॥—(৩৫-৩৭)//

[স্থূল ভাবের তৃষ্ণাতে বা জলপানেও ত্রিবিধ ভাব বিদ্যমান ; যথা—স্বচ্ছ জল বা দুগ্ধপান—সাত্ত্বিক ; সরবৎ সোডামিশ্রিত জল বা চা পান—রাজসিক ; অবিশুদ্ধ ঘোলা জল বা মদ্য-পানেচ্ছা তামসিক]

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৩৮) নমস্তস্যৈ (৩৯) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥ ৪০

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪১) নমস্তস্যৈ (৪২) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৪৩

যে দেবী সর্ব্বভূতে ক্ষান্তি (ক্ষমা) রূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে জাতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার ॥৩৮-৪৩॥ হে **ক্ষান্তি**রূপিণি মা! অনন্তদোষে দোষী জীবকে তুমি যদি ক্ষমা না করিতে, তাহা হইলে অনন্ত কালেও জীবের মুক্তিলাভ সম্ভবপর হইত না! তাই তুমি করুণাময়ী ক্ষমা মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা! এজন্য তোমার পরম ভক্ত শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"আমার মত পাতকী কেহ নাই, আবার তোমার মত দয়াময়ী বা ক্ষমাশীলাও কেহ নাই"। আর সাধকও গাহিয়াছেন—"মোর অধিকার অপরাধ করা, তোমার করিতে ক্ষমা। চিরদিন হতে যুগ-যুগান্তরে, এ সম্বন্ধ তোমা আমা"॥ হে করুণাময়ি মা! যখন কেহ প্রতিকার করিতে সক্ষম হইয়াও ক্ষমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তুমি তাঁহার হৃদয়ে সাত্ত্বিকী ক্ষমারূপে আত্ম-প্রকাশ কর। যেখানে কেহ প্রতিষ্ঠা লাভের আশাতে ক্ষমাশীল হয়, সেখানে তুমি রাজসী ক্ষমারূপে প্রকটিতা; আর যেখানে ভয় বা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেহ ক্ষমাপরায়ণ হয়, সেখানে তোমার তামসীভাব অভিব্যক্ত হয়; অতএব হে ক্ষমারূপিণি মা! আমাদের জন্ম-জন্মান্তরে এবং ইহকালে কৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ত্রিতাপ জ্বালা উপশমিত কর।—(৩৮-৪০)

হে ভগবতি মা! তুমিই জগতের মঙ্গলের জন্য গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ বা চারি জাতির সৃষ্টি করিয়াছ—এইরূপে সত্ত্বগুণে ব্রাহ্মণ, রজোগুণে ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণ মিশ্রণে বৈশ্য এবং তমোগুণে শূদ্র জাতিরূপে তোমারই চতুর্ব্বিধা

বিকাশ। আবার সমষ্টিভাবে তুমিই গণময় মানব জাতি; আর সাম্প্রদায়িক ভাবেও তুমিই বিভিন্ন জাতিরূপে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা হও! অতএব হে জাতিরূপিণি মা এবং সর্ব্ববিধ জাতি-ভেদের অতীত নিরঞ্জন সত্তা রূপিণি মা! তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম—তুমি আমাদের হৃদয় হইতে জাতি-ভেদজনিত হিংসা বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে বিশ্ব-প্রেমে উদ্বুদ্ধ কর॥—(৪১-৪৩)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৪) নমস্তস্যৈ (৪৫) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৪৬
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৪৭) নমস্তস্যৈ (৪৮) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৪৯

যে দেবী সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার॥ ৪৪-৪৯॥ হে **লজ্জা**রূপিণি মা! তুমি অকার্য্যে বিমুখতা বা লজ্জারূপে জীব-জগতে অবস্থিতি করাতে পাশবিক ভাব-বহুল সংসার, দেবভাবাপন্ন ও মধুময় হইয়াছে। পশু-পক্ষীর লজ্জা নাই, এজন্য মানব-জীবনে লজ্জাই তোমার কল্যাণপ্রদ সৌম্য ও শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। হে মঙ্গলময়ি মা! যেখানে শাস্ত্র-বিধি মান্য বা পালন করিবার জন্য অকর্ম্মে লজ্জা আসে, সেখানে তোমার সাত্ত্বিকভাবের বিকাশ; যেখানে আত্ম-প্রতিষ্ঠার্থে বা যশ অর্জ্জন করিবার জন্য লজ্জা হয়, সেখানে তোমার রাজসী ভাবের অভিব্যক্তি; আর যেখানে অপরকে প্রতারণার জন্য, কিম্বা লোকে ঠাট্টা করিবে এরূপ আশঙ্কায় সৎকার্য্যে বিমুখতা বা চক্ষুলজ্জা উপস্থিত হয়, সেখানে তোমার তামসিক লজ্জা প্রকটিত হয়। অতএব হে লজ্জারূপা ও লজ্জাতীতা মা! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।—(৪৪-৪৬)

হে **শান্তি**রূপিণি মা! যেখানে ইন্দ্রিয় সংযম বা চিত্ত-বৃত্তি নিরোধ হয়, সেইখানেই তুমি শান্তিমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান করত সাধকগণকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাক। তুমিই শাস্ত্র-বিধি পরিপালনে সাত্বিকী শান্তিরূপে প্রকাশিত হও; আত্ম-প্রতিষ্ঠা-কামী সংযমীর হৃদয়ে তুমি রাজসী শান্তিরূপে অভিব্যক্ত হও; আবার অনিষ্টকারী বা কপটাচারী সংযমীর নিকটে তুমি তামসী ভাবে প্রকটিত হও! অতএব হে প্রশান্তিময়ি মা! তুমি দাব-দগ্ধ সংসার-মরুতে শান্তিবারি অভিসিঞ্চন করত জীব-জগৎকে সঞ্জীবিত ও সমুদ্ভাসিত কর! তোমার চরণে বারম্বার প্রণাম।—(৪৭-৪৯)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫০) নমস্তস্যৈ (৫১) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৫২
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৩) নমস্তস্যৈ (৫৪) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৫৫

যে দেবী সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে কান্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার॥—(৫০-৫৫)

হে **শ্রদ্ধা**রূপিণি মা! তুমিই শাস্ত্র বা গুরুবাক্যে বিশ্বাস বা আস্তিক্যবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা। যিনি সর্ব্বত্র এক বা ব্রহ্মবুদ্ধিতে ভগবানের উপাসনা করেন, তাঁহার প্রাণে তুমি সাত্বিকী শ্রদ্ধারূপে প্রকাশিত হও, যিনি ভেদ বুদ্ধিতে বিভিন্ন দেবতার পূজা বা উপাসনাদি করেন, তাঁহার হৃদয়ে তুমি রাজসী শ্রদ্ধারূপে অভিব্যক্ত হও; আর যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট করিতে পারিবে, এই বিশ্বাসে পূজা বা যজ্ঞাদি করে, তাহার নিকটে তুমি তামসী শ্রদ্ধারূপে প্রকটিতা। অতএব হে শ্রদ্ধারূপিণি এবং শ্রদ্ধাতীতা স্বরূপবিভাবিনি মা! তোমাকে শত শত প্রণাম॥

হে কান্তিরূপিণি সৌন্দর্য্যময়ি মা! যখন সাধক নিজ দেহ-কান্তিকে ভগবৎ মন্দিরের শোভারূপে দর্শন করেন, তখন তুমি সেই দেহে সাত্ত্বিকী কান্তিরূপে আত্ম-প্রকাশ কর; যখন কেহ আত্ম-তৃপ্তির জন্য দেহ-কান্তির উৎকর্ষ বিধান করে, তখন উহা তোমার রাজসী কান্তি, আর যখন কেহ দেহ-কান্তি দ্বারা অপরকে আকর্ষণ বা সম্মোহন করার জন্য চেষ্টা করে, তখন উহা তোমার তামসী কান্তিরূপে প্রকটিত; অতএব হে কান্তিময়ি জ্যোতিরূপিণি মা! তোমাকে অনন্ত প্রণাম।—(৫০-৫৫)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৬) নমস্তস্যৈ (৫৭) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৫৮
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৫৯) নমস্তস্যৈ (৬০) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৬১

যে দেবী সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে বিকশিতা তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে বারবার নমস্কার॥ ৫৬-৬১॥ হে লক্ষ্মীরূপিণি মা! তুমিই ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য্যরূপে জীব-জগতে বিরাজিতা—যিনি দাতা ও পরোপকারী, তাঁহার গৃহে তুমি সাত্ত্বিক সম্পদ্‌রূপে অধিষ্ঠিতা, যনি আত্ম-ভোগ যশ বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ঐশ্বর্য্য সেবা করেন, তাঁহার গৃহে তুমি রাজসী লক্ষ্মীরূপা; আর যে ব্যক্তি পরের অপকারার্থে কিম্বা চরিত্রহীনতার জন্য ঐশ্বর্য্য অপব্যয় করেন, তাহার গৃহে তুমি তামসী লক্ষ্মীরূপা; হে অভ্যুদয়রূপিণি! তোমাকে প্রণাম। হে বৃত্তিরূপিণি মা! তুমিই জীবের কৃষি-বাণিজ্যাদি জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়রূপা বৃত্তি; আবার জীব-দেহে তুমিই ইন্দ্রিয়রূপা বৃত্তি। তোমার ত্রিগুণময়ী বৃত্তিকে এবং ত্রিগুণাতীতা স্বরূপকে নমস্কার। [ব্রাহ্মণের যজন-যাজনাদি ষট্‌কর্ম্ম—সাত্ত্বিক বৃত্তি;

ক্ষত্রিয়ের দেশ রক্ষাদি—রাজস বৃত্তি; বৈশ্যের বানিজ্যাদি—রজস্তমোময় বৃত্তি; শূদ্রের দাস্য—তামস বৃত্তি] (৫৬-৬১)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬২) নমস্তস্যৈ (৬৩) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৬৪
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬৫) নমস্তস্যৈ (৬৬) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৬৭

যে দেবী সর্ব্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে দয়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার ॥ ৬২-৬৭ ॥ হে স্মৃতিরূপিণি মা! তুমিই মানবের প্রাক্তন এবং ইহকালীন বোধময় সংস্কাররাশি চিত্ত-ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া থাক। আবার তুমিই জ্ঞানময় স্মৃতি-শাস্ত্ররূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া জীব-জগতের মঙ্গল বিধান করিতেছ। তুমিই মানবের অন্তঃকরণে ত্রিগুণময় বিভিন্ন অনুভূতি বা স্মৃতিরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। হে করুণাময়ি জননি! তোমার দয়া জীব-জগতে অসীম অনন্ত ও অফুরন্তভাবে সতত উৎসারিত; আবার ব্যষ্টিভাবে মানব-হৃদয়েও তুমি ত্রিগুণময় দয়ারূপে অনন্তভাবে আত্ম-প্রকট্ করিয়া থাক; তোমাকে বারম্বার নমস্কার। [অহেতুকী দয়া —সাত্বিক; যশ প্রতিষ্ঠার্থে দয়া—রাজস; স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য দয়া—তামস]—(৬২-৬৭)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৬৮) নমস্তস্যৈ (৬৯) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৭০
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭১) নমস্তস্যৈ (৭২) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ৭৩

যে দেবী সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে অবস্থিতা তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ যে দেবী সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, বারম্বার নমস্কার ॥৬৮-৭৩॥ হে তুষ্টিরূপিণি মা! এ জগতে সম্রাট হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকলেই আপন অবস্থাতে অসন্তুষ্ট! আশা আকাঙ্খার লেলিহান জিহ্বা সকলকেই জ্বালা দিতেছে —কাহারও সন্তোষ নাই। কিন্তু হে আনন্দময়ি মা! তুমি তুষ্টিরূপে যাঁহার অন্তরে বিরাজ কর, তিনি সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, কোন বিরুদ্ধ অবস্থাই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না! অতএব হে মাতঃ! তোমাকে প্রণাম। [*ভগবৎ আরাধনা বা আত্ম-নিবেদন জনিত তুষ্টি—সাত্ত্বিক; নিজ গৃহ-সম্পদ বা অভ্যুদয়জনিত তুষ্টি—রাজস; পরিচ্ছিন্ন বিষয়-ভোগজনিত তুষ্টি—তামস*]।

হে বিশ্বজননি! তুমি যেমন বাহ্য-জগতে সমষ্টিভাবে ত্রিগুণাত্মক্ সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাক, সেইরূপ ব্যষ্টিভাবেও জগতের নারী-দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে একাধারে সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কার্য্য তুমিই সম্পন্ন করিতেছ—তুমিই নারী-মূর্ত্তিকে রজোগুণান্বিতা হইয়া সন্তানকে গর্ভে ধারণ পূর্ব্বক প্রসব করিয়া সৃষ্টি-কার্য্য সম্পাদন কর; সত্ত্বগুণান্বিতা হইয়া স্তন্য-সুধা দান ও লালন পালনাদি দ্বারা তাহার স্থিতি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাক; আবার মনোহর রমণী মূর্ত্তির স্বাভাবিক আকর্ষণ দ্বারা পুরুষকে সম্মোহিত বা রূপ-মুগ্ধ করত, লয়-কার্য্য তুমিই সম্পন্ন করিয়া থাক। এইরূপ একাধারে সৃষ্টি স্থিতি লয়াত্মক বিশিষ্ট কার্য্য একমাত্র নারী-দেহেই সম্ভব—তাই দেবগণ তোমার স্তব কালীন বলিয়াছেন—"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"। অর্থাৎ হে দেবি! সর্ব্ববিধ বিদ্যা তোমারই অংশভূতা,

সমস্ত কলা (চতুঃষষ্টি-কলা) এবং জগতের সমস্ত স্ত্রী বা নারীগণ তোমারই অংশরূপা!—এজন্য শাস্ত্রকার জগতের নারীমাত্রকেই গৌরীরূপে দর্শন করিবার ব্যবস্থা দিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—"যত্র নারী তত্র গৌরী"। আবার পিতৃ-দেহে মাতৃবৎ বাৎসল্য-রসের যে অভিব্যক্তি হয় তাহাও তোমারই অংশভূতা—অতএব হে সর্ব্বভূতান্তর্গতা সর্ব্বান্তর্যামি মাতঃ! তোমার মাতৃরূপকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। [গীতাতেও ভগবান প্রকৃতি-জননীর সর্ব্বত্র বিশ্ব-মাতৃত্ব প্রতিপন্ন করত বলিয়াছেন—"বৃক্ষাদি স্থাবর এবং পশু-পক্ষী ও মানবাদিতে যে জীবোৎপত্তি সম্ভব হয়, তাহার কারণ মাতৃরূপা মহৎ প্রকৃতি বা ব্রহ্মযোনি, আর আমি উহাতে বীজপ্রদ পিতা"—এইরূপে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক্ সকল যোনিতে জীবের উৎপত্তির একমাত্র কারণ—জগন্মাতা এবং জগৎপিতা] ।—(৬৮-৭৩)

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ (৭৪) নমস্তস্যৈ (৭৫) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৭৬

যে দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁহাকে নমস্কার তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৭৬॥ হে ভ্রান্তিরূপিণি মা! তোমার ভ্রান্তিরূপটাই জীব-জগতের সকলকে পরিধৃত করিয়া রাখিয়াছে—ভ্রান্ত হইয়াই জীব পরমানন্দের পরম পথ পরিত্যাগ করত দুঃখময় প্রবৃত্তিমূলক পথে প্রধাবিত হয়! হে মাতঃ! জাগতিক লীলাসমূহ অব্যাহত ও পরিচালিত করিবার জন্যই তুমি ভ্রান্তিময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ—তাই রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রৌপ্য ভ্রম, সূর্য্যকিরণে বা মরুভূমিতে জল ভ্রম, আকাশে নীলিমা ভ্রম এবং দর্পণে নগর ভ্রমের ন্যায়, মহাশক্তিময় ভগবানে বা ব্রহ্মেই জগত ভ্রম উৎপাদন করত জীবকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছ। অতএব হে জগজ্জননি! তোমার ভ্রান্তিময় মায়া-মরীচিকা বা যবনিকা অপসারিত করিয়া

তুমি আমাদের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলন করত সত্য জ্ঞান ও আনন্দের পথে পরিচালিত কর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।—(৭৪-৭৬)

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ ॥৭৭
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ (৭৮) নমস্তস্যৈ (৭৯) নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥৮০

যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে বা সর্ব্বজীবে ভূতসমূহের এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রীরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই ব্যাপ্তি দেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৭৭॥ যিনি চিৎশক্তি বা চিতিশক্তিরূপে সমুদায় জগত ব্যাপিয়া অবস্থিত, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার ॥৭৮-৮০॥

হে ভগবতি কুলকুণ্ডলিনীরূপিণি মা! তুমিই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের বা দেহ-ভাণ্ডের ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী; তুমিই সূর্য্যাদি ইন্দ্রিয়াধিপতিগণরূপে বা তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্রীরূপে বিরাজিতা; হে ব্রহ্মময়ি! চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক্ দেহব্যাপিনী প্রকাশশীলা চিৎশক্তি! তোমাকে বারম্বার নমস্কার। হে মহাশক্তিময়ি মা! যে শক্তির বলে চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ, কর্ণ শ্রবণ করিতে, নাসিকা ঘ্রাণ লইতে, জিহ্বা আস্বাদন করিতে এবং ত্বক্ স্পর্শানুভব করিতে সমর্থ—যাঁহার অসীম প্রভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহও কার্য্যক্ষম হইয়াছে, সেই ব্যাপ্তি দেবী চিচ্ছক্তিরূপে তোমারই অপূর্ব্ব বিকাশ! তোমাকে নমস্কার।—(৭৭)

[উপরোক্ত প্রথম শ্লোক বা মন্ত্রটী যোগ-শাস্ত্রে **কুলকুণ্ডলিনীর** প্রণামরূপে ব্যবহৃত হয়; আর এই মন্ত্রটীকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) অখিলভূতের সমষ্টি 'ইন্দ্রিয় সমূহ' বা তদন্তর্গত সমষ্টি বুদ্ধি; (২) সমষ্টি ইন্দ্রিয় সমূহের 'অধিষ্ঠাত্রী' বা

অধিপতি দেবগণ; (৩) সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত বা সর্ব্বভূতরূপা 'ব্যাপ্তি দেবী' বা মহাশক্তি, তাঁহাকে প্রণাম। এই তিনটী প্রধান বিভাগে দেবী-মাহাত্ম্যের তিনটী চরিত্র উপলক্ষিত; আবার এই তিনটী বিভাগে বিষ্ণুপুরাণোক্ত **বুদ্ধি**সর্গ, **দেব**সর্গ এবং **ভূত**সর্গের ভাবও নিহিত আছে *। ইহা নিম্নে অতিসংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি বুদ্ধির কারণ বা মহাকারণ)—এই তত্ত্ব বা ভাবটীই দেবী মাহাত্ম্যের প্রথম চরিত্রে বর্ণিত শেষ-শয্যায় শয়ান বিশুদ্ধসত্ত্বগুণময় বিষ্ণু! মহত্তত্ত্ব হইতেই অহংতত্ত্বরূপী মধু এবং পঞ্চ তন্মাত্রা-তত্ত্বময় কৈটভের উদ্ভব; *এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে*—ইহাই বিষ্ণুপুরাণের বুদ্ধিসর্গ। মহাকারণরূপ সপ্ততত্ত্বের নানাপ্রকার মিশ্রণে ও ব্যঞ্জনায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। দেবাসুর সংমিশ্রণে সমুদ্র মন্থন দ্বারা যেমন দিব্যসম্পদ্ ও অমৃতের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল, সেইরূপ দৈবী শক্তি সমূহ এবং আসুরী শক্তি সমূহের পরস্পর সংঘর্ষ দ্বারাই প্রপঞ্চময়ী প্রকৃতিরূপিণী মহাশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিতা হইয়া থাকেন। এইরূপে আসুরিক ভাব সমূহকে দমন কিম্বা উহাদের সামঞ্জস্য বিধানপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডকে সুপ্রতিষ্ঠিত করত ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণকে যজ্ঞভাগী করাই দেবী-মাহাত্ম্যের মধ্যম চরিত্রের অভিপ্রায়—ইহাই বিষ্ণুপুরাণের দেব সর্গ। অতঃপর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বময় ও দেবাসুর সম্পদ্‌ময় অনন্ত

---

*এবম্বিধ তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি—"প্রথমং মহতঃ স্রষ্ট, দ্বিতীয়ং তত্ত্ব সংস্থিতম্ তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে"। অর্থাৎ প্রথমে, মহত্তত্ত্বাদি সৃষ্টি; দ্বিতীয়ে, তত্ত্বগুলিকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন বা সঙ্ঘবদ্ধ করা; তৃতীয়ে উহা দ্বারা সর্ব্বভূতগ্রাম বিকাশ এবং তন্মধ্যে সর্ব্বব্যাপী মহাশক্তিকে অনুভব—এই শক্তিতত্ত্ব অবগত হইলে মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত!—ইহাও দেবী মাহাত্ম্যের তিনটী চরিত্র এবং বিষ্ণুপুরাণের তিনটী বিশিষ্ট সর্গ।

শক্তির বিকাশ ও বিলাস দ্বারা সর্ব্বভূতে সর্ব্বব্যাপিনী একমাত্র মহাশক্তিকে দর্শন ও অনুভব করত আত্মময় বা পরমাত্মময় দেব-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই দেবী-মাহাত্ম্যের উত্তম চরিত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য!— ইহাতে বিষ্ণুপুরাণোক্ত ভূতসর্গের ভাব নিহিত]।

যে বিশুদ্ধ চৈতন্যময়ি চিতিশক্তিরূপিণি মা! তুমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এবং জীব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র অনু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ!—তুমিই সাংখ্যের পুরুষ, পাতঞ্জলের পরমাত্মা, বেদান্তের ও উপনিষদের ব্রহ্ম এবং তন্ত্রের মহাশক্তি মহাকালী বা মহামায়া! তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। [স্তব মন্ত্রের প্রথমাংশে উক্ত 'চেতনা' ব্রহ্মের সগুণ ভাব; আর এখানে চিতিশক্তি, নির্গুণ পরমাত্মভাব; কেননা এইখানেই স্তব-মালার আহুতি বা শেষ। আর চারিবার প্রণামের শেষাংশটীতেও নির্গুণ বা নিরঞ্জন সত্তা উপলক্ষিত; বিশেষতঃ *নির্গুণ ভাবও গুণহীন বা শক্তিহীন ভাব নহে; বরং উহা ব্রহ্মানন্দময় অনুভূতিতে পরিপূর্ণ এবং উহা মহাশক্তির বিশুদ্ধ ও স্বরূপ অবস্থা*]।—(৭৮-৮০)

[দেবগণের প্রার্থনা]

স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ।। ৮১

যা সাম্প্রতঞ্চোদ্ধত দৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশাচ সুরৈর্নমস্যতে।
যাচ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তিবিনম্র-মূর্ত্তিভিঃ ।।৮২

ইতিপূর্ব্বে [মহিষাসুর বধ কালে] অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রতিদিন যাঁহার স্তব ও সেবা পূজা করিয়াছেন, সম্প্রতি [শুম্ভ-নিশুম্ভাদি] দৈত্যগণের অত্যাচারে সন্তাপিত হইয়া আমরা যে পরমেশ্বরীকে প্রনাম করিতেছি, ভক্তি-বিনম্র মূর্ত্তিতে স্মরণ করিলে, যিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সমস্ত আপদ বিনাশ করেন, সেই মঙ্গলদায়িনী ঈশ্বরী আমাদের মঙ্গল বিধান করুন এবং আমাদের আপদ বিনষ্ট করুন ॥৮১।৮২

তত্ত্ব-সুধা প্রথম চরিত্রে ব্রহ্মাকৃত স্তবে, ভগবতীর ঐশ্বর্য্যময় ভাবের স্তুতি বা প্রশংসা, দশমহাবিদ্যারূপে স্তব, বিষ্ণুকেও নিদ্রাবশে রাখার অতুলনীয় প্রভাব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ঈশানের জননীত্ব প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভাব দ্বারা জগন্ময়ী মায়ের নিত্য সৎ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা। মধ্যম চরিত্রে—মহর্ষিগণ ও দেবগণের মিলিত স্তবে, মায়ের বিভিন্নমুখী শক্তিসমূহকে একত্রিত করিয়া মহাশক্তিরূপে পরিণত করত, উহা বিশ্ব-দেহে ও সাধকের নিজ দেহে উপলব্ধি করত প্রাণে ও জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার ভাব অভিব্যক্ত। উত্তম চরিত্রে—জীব-জগতের সর্ব্বত্র আনন্দময়ী মায়ের আনন্দ প্রতিষ্ঠার বিরাট আয়োজন, তাই এই চরিত্র ভক্তি ও স্তব-প্রধান।

মূলা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত—এই **চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বেই** জীব-জগত সৃষ্ট ধৃত এবং লয়প্রাপ্ত হয়; ইহাই মহামায়া মায়ের সগুণ ভাবের ক্রিয়াশীলতা। অর্গলা স্তবের ন্যায় এখানেও চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব ক্রমে লয় করত নিরঞ্জন বা স্বরূপ ভাব লাভের ইঙ্গিত আছে, যথা—"নমো দৈব্যৈ" প্রভৃতি প্রথম পাঁচটী শ্লোক দ্বারা মূলা প্রকৃতিরূপিণী ভগবতী দুর্গার বিভিন্ন ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি প্রকট করত ত্রিগুণময়ী মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্তব করা হইয়াছে। তৎপর বিষ্ণুমায়া, চেতনা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবময়ী মূর্ত্তির উল্লেখ করত

এজন্য প্রকাশময়ী বা সরস্বতীরূপা। এই সত্ত্বগুণের অংশ, পার্ব্বতী দেবীর দেহ-কোষ হইতে বহির্গত হওয়ায়, তিনি 'কৃষ্ণবর্ণা' হইয়াছিলেন; ইহা পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহে উক্ত হইবে। মন্ত্রোক্ত নৃপ-নন্দন বাক্যটীও আনন্দদাতারূপে ঋষি ব্যবহার করিয়াছেন; অর্থাৎ মহাভাগ্যবান রাজা সুরথ নৃপতিগণেরও আনন্দবর্দ্ধনকারী, এজন্য তিনি আনন্দস্বরূপ। —(৮৪।৮৫)

স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥ ৮৬

শরীর কোষাদ্ যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌষিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥ ৮৭

সত্য বিবরণ। যুদ্ধে নিশুম্ভকর্তৃক পরাজিত এবং শুম্ভ-দৈত্যকর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে দূরীকৃত দেবগণ সমবেত হইয়া আমারই এই স্তব করিতেছেন ॥ ৮৬ ॥ সেই পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে নির্গতা হইলেন বলিয়া অম্বিকা সমস্ত লোকে কৌষিকী নামে প্রসিদ্ধা হইলেন ॥ ৮৭

তত্ত্ব-সুধা। কাম-কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়; ক্রোধের পাত্রাপাত্র হিতাহিত বিচার নাই; এজন্য ক্রোধ-দীপ্ত নিশুম্ভ, সমস্ত দেবতাগণকে পরাজিত করিয়াছিল। আর কামরূপী-শুম্ভ, স্বর্গরাজ্যের অধিপতি হওয়ায় শচীপতিও হইয়াছে; এজন্য ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে শুধু পরাস্ত করিয়াই সে কান্ত হয় নাই, পরন্তু তাহাদিগকে স্বর্গ-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল! দেবগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রার্থনা ও পূজা করিয়াছেন, তাই মহাশক্তির আবির্ভাব অতি সুলভ হইয়াছে—ইহা দ্বারা সংঘ-শক্তির প্রভাব, প্রাধান্য এবং উপকারিতা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শাস্ত্রেও আছে—"সঙ্ঘে শক্তিঃ" অর্থাৎ সঙ্ঘে বা ঐক্যভাবে বিশেষ শক্তির বিকাশ হয়।

মহাকারণরূপিণী গৌরী বা পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে বিনির্গতা হওয়ায় জগন্মাতা অম্বিকার নাম কৌষিকী হইয়াছে। ইনিই উত্তম চরিত্রের দেবতা সত্ত্বগুণপ্রধানা বাগ্‌ভব বীজরূপা সরস্বতী বা মহাসরস্বতী। 'সরস্বান্‌' শব্দের অর্থ চিদানন্দময় কারণ-সমুদ্র, তাঁহারই শক্তি বা অধিষ্ঠাত্রী দেবীই সরস্বতী। বিশুদ্ধচক্রে, আকাশতত্ত্বের অভিব্যক্তি, এজন্য উহাতে শূন্যময় কারণভাব বিদ্যমান; আর আজ্ঞাচক্রের নিরালম্ব পুর সম্পূর্ণ কারণময় স্তর বা চিদানন্দের বিশিষ্ট অবস্থা; দেবীমাহাত্ম্যের উত্তম চরিত্রের যুদ্ধলীলাও বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রের কারণময় স্তরে অনুষ্ঠিত; এজন্য কারণাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীই উত্তম চরিত্রের দেবতা। এতৎব্যতীত সৃ ধাতুর অর্থ গতি, অন্য অর্থ প্রসারণ; সৃ ধাতু অসুন্‌ প্রত্যয় যোগে সরস্‌ পদ নিষ্পন্ন; সুতরাং যাহার গতি বা প্রসারণ আছে, উহাই সরস্‌; সরসের শক্তি বা অধিষ্ঠাত্রীই সরস্বতী। গতি ও ছন্দ একাত্মভাবাপন্ন—উহা অব্যক্তের ব্যক্ত অবস্থা। কাহারও মতে, গতির সক্রিয় অবস্থাই আলো, আর অবরুদ্ধ অবস্থাই অন্ধকার *। গতিকে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তভাবে ক্রিয়াশীল করাই রজোগুণময় ক্রিয়াশক্তির কার্য্য; গতি সমূহের সামঞ্জস্য বিধানই সত্ত্বগুণময় ইচ্ছাশক্তির কার্য্য; আর গতির বা প্রসারণের স্থিতি স্থাপকত্বে নিরন্তর জাড্য বা জড়তা আনয়ন করাই তমোগুণময় জ্ঞান-শক্তির কার্য্য। উত্তম চরিত্রের মহাসরস্বতী শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী নহেন—ইনি বাহিরে সত্ত্বগুণপ্রধানা হইলেও; অন্তরে সর্ব্বলয়কারিণী গৌরী বা মাহেশ্বরীস্বরূপা! —(৮৬ | ৮৭)

---

* বৈজ্ঞানিক মতের সহিতও ইহার সাদৃশ্য আছে যথা—"Ether at rest is darkness, ether in motion is light"

তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥ ৮৮

সত্য বিবরণ। এইরূপে শরীর-কোষ হইতে কৌষিকী আবির্ভূতা হইলে, পার্ব্বতী কৃষ্ণবর্ণা হইলেন এবং হিমাচলবাসিনী কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইলেন॥ ৮৮॥ [অন্য-প্রকার ব্যাখ্যা]—সেই পরমেশ্বরী প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণবর্ণা যে পার্ব্বতী (কৌষিকী) তথায় রহিলেন, তিনিই কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হইয়া হিমাচলে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥৮৮

তত্ত্ব-সুধা। ত্রিগুণময়ী মহাশক্তি হইতে সত্ত্বগুণাংশ বহির্গত হইলে অর্থাৎ প্রকাশময় ভাবটী পৃথক করিলে, অবশিষ্ট কারণময় মূর্ত্তিটী কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করা স্বাভাবিক। [মৎপ্রণীত "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন" গ্রন্থে শিব-শক্তির বিবরণে এবিষয়ে বিশেষ আলোচনা হইয়াছে] সত্ত্বগুণপ্রধানা কৌষিকী দেবী বিনির্গতা হইলে, পার্ব্বতীর গৌরকান্তি কৃষ্ণবর্ণা হওয়ার ইহাই তাৎপর্য্য। অনন্তর পার্ব্বতী বা কৌষিকী দেবী কালিকা নামে বিখ্যাতা হইয়া, দেহের মেরুদণ্ডরূপ হিমালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। প্রথমখণ্ডে বলা হইয়াছে যে, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এক মুখে ব্রহ্মদ্বার রোধ করত অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ ভোগ করেন, আর অন্যমুখ দ্বারা জীব-শক্তিরূপে বিষয় ভোগজনিত পরিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড আনন্দ-মধুকণা সমূহও পান করেন!—ইনিই দেহস্থ মেরুদণ্ডরূপ হিমালয়-নিবাসিনী কালিকা দেবী বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি! অর্থাৎ ইনিই একভাবে তমোগুণময়ী কালিকারূপে দেহ-মেরুর মূলাধারে কৃতাশ্রয়া, ব্রহ্মদ্বার-রোধকারিণী, প্রাণ-চৈতন্য বিষ্ণুরও নিদ্রারূপিণী—দেবী মাহাত্ম্যের ভাষায় 'হরি-নেত্র-কৃতালয়া' যোগ-নিদ্রারূপিণী মহামায়া! আবার ইনিই দ্বিদলস্থ মেরুশৃঙ্গ-বাসিনী মনোহর

জ্যোতির্ময় রূপধারিণী সত্ত্বগুণপ্রধানা প্রকাশময়ী কৌষিকী বা অম্বিকা দেবী।—(৮৮)

ততোঽম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং সুমনোহরম্।
দদর্শ চণ্ডোমুণ্ডশ্চ ভৃত্যৌ শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৮৯

সত্য বিবরণ। অনন্তর শুম্ভ-নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড এবং মুণ্ড সুমনোহর পরম রূপধারিণী সেই কৌষিকী অম্বিকা দেবীকে দেখিতে পাইল।—(৮৯)

তত্ত্ব-সুধা। অনন্তর জগজ্জননী অম্বিকা, অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত মন-বিভ্রান্তকারী জ্যোতির্ময়ী পরমা সুন্দরী রূপ ধারণ করত আজ্ঞা-চক্রস্থ মেরু-শৃঙ্গরূপ মঞ্চে সমাসীনা হইলেন। শুম্ভ-নিশুম্ভরূপ কাম-ক্রোধের অনুচরদ্বয়—**লোভ**রূপী চণ্ড এবং **মোহ**রূপী মুণ্ড অম্বিকা মায়ের সেই পরম রূপ দর্শন করিল। এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে—এই চরিত্রে বর্ণিত আসুরিক বৃত্তিগুলি মুক্তিরূপ প্রলয়ের অভিমুখে ধাবমান; এজন্য ইহাদের বাহ্যভাব তামসিক হইলেও, অন্তর প্রদেশে সাত্ত্বিকাংশ ক্রিয়াশীল। বিশেষতঃ সাত্ত্বিক ভাব না থাকিলে কাহারও দেবদর্শন সম্ভবপর হয় না। চণ্ড-মুণ্ডের পরম সৌভাগ্য, তাই ঐ জ্যোতির্ময়ী মাতৃরূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখানে চণ্ড-মুণ্ডরূপী লোভ-মোহের গতি, বহুমুখী ভোগাসক্তি বা ভোগ-বিলাসের দিকে নহে; বরং আত্মাভিমুখী বা ভগবৎমুখী একত্বের দিকে! লোভরূপ চণ্ডের আশা—ঐ পরমা সুন্দরী রমণীকে কামনারূপী শুম্ভের কাছে যেরূপেই হউক, লইয়া যাইতে হইবে; আর মোহ ঐ মূর্ত্তি দর্শনে এমন মোহিত যে, সহজে কার্য্য সিদ্ধি না হইলে, বল-প্রয়োগ দ্বারাও ঐ সুন্দরীকে আপন প্রভুর কবলে আনিবেই আনিবে! শুম্ভ-নিশুম্ভ বা কাম-ক্রোধ যেরূপ সহভাবাপন্ন, চণ্ড-মুণ্ড বা লোভ-মোহও সেইরূপ; কেননা লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইলে মোহও সেখানে উপস্থিত হইবে,

অর্থাৎ মনকে অভিভূত করিবে। যাঁহারা বাহ্যিক তপস্যা, যোগ-সাধনা, পূজা, যাগ-যজ্ঞ ব্রতাচরণাদি সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানে জীবন যাপন করেন এবং মনে করেন যে, এইসকল আচরণের প্রভাবে অনায়াসে ইষ্ট-দর্শন করিবেন!—ইহা চণ্ডরূপী সাত্ত্বিক লোভের ভাব বা প্রভাব। আর যাঁহারা মনে করেন, ঐসকল সাত্ত্বিক আচরণ দ্বারা ভগবান দর্শন দিতে বাধ্য!—ইহা মুণ্ডরূপী সাত্ত্বিক মোহ বা অজ্ঞানের প্রভাব! কেননা, বিশুদ্ধ জ্ঞান-ভক্তি ব্যতীত শুধু কর্ম্মের প্রভাবে ভগবৎ দর্শন হয় না; কিম্বা তিনিও দর্শন দিতে বাধ্য হন না। সর্ব্ববিধ কর্ম্ম ভগবৎ প্রীত্যর্থে সম্পাদন পূর্ব্বক কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ করা বা শরণাগত হওয়াই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ!—গীতাতেও ভগবান পুনঃ পুনঃ এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন; আর দেবী-মাহাত্ম্যেরও মূল সূত্র বা প্রাণ শরণাগতি—কেননা এখানকার প্রত্যেক যুদ্ধ-লীলাতে বা প্রত্যেক ঘটনাতে উহার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে।—(৮৯)

তাভ্যাং শুম্ভায় চাখ্যাতা অতীব সুমনোহরা।
কাপ্যাস্তে স্ত্রী মহারাজ ভাসয়ন্তী হিমাচলম্ ॥ ৯০

নৈবতাদৃক্ কচিদ্রূপং দৃষ্টং কেনচিদুত্তমম্।
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর ॥ ৯১

স্ত্রীরত্নমতিচার্ব্বঙ্গী দ্যোতয়ন্তী দিশস্ত্বিষা।
সাতু তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্র তাং ভবান্ দ্রষ্টুমর্হতি ॥ ৯২

সত্য বিবরণ। তাহারা (চণ্ড-মুণ্ড) শুম্ভের নিকটে যাইয়া বলিল—মহারাজ! অতীব সুন্দরী অনির্ব্বচনীয়া এক রমণী হিমাচল সমুদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯০ ॥ তাদৃশ অতি উত্তম রূপ কেহ কোন্ কালে বা কোন দেশে দেখে নাই! হে অসুরেশ্বর! এই দেবী কে?—তাহা আপনি প্রথমে অবগত হউন এবং ইহাকে গ্রহণ করুন ॥ ৯১ ॥

হে দৈত্যরাজ! সেই চারু অবয়বা রমণী স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপা; ইনি স্বকীয় অঙ্গ-কান্তিতে দশদিক উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন!—তাঁহাকে আপনার দেখা বিশেষ দরকার; [অর্থাৎ তিনি বিশেষরূপে আপনার দর্শনযোগ্যা]।—(৯২)

তত্ত্ব-সুধা। মায়ের রূপ এমনি বটে! তেমন সুমধুর মনোহর রূপ কেহ কোন দিন দেখে নাই। মেরুদণ্ডরূপ হিমালয় সমুদ্ভাসিত করিয়া মা বসিয়াছেন! সেই জ্যোতির্ম্ময়ীর সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে সাধক-দেহের জড়ভাব সমূহও চিন্ময় হইয়া গিয়াছে! পার্থিব সৌন্দর্য্যময় কোন বস্তুর সহিতই সে রূপের তুলনা হয় না; কিম্বা সে রূপের কথা মাত্রও কেহ প্রকাশ করিতে পারে না—তাই মন্ত্রে মাকে 'সুমনোহরা' বলা হইয়াছে। যাঁহাদের মন অতি পবিত্র, তাঁহারাই সুমনা; সুতরাং উহা দ্বারা বিশুদ্ধ সাধক ও মুনি-ঋষিগণকে বুঝায়; আবার সুমনা দেবতাগণকেও বলা হয়। বিমল ও উজ্জ্বল, দেবভাবাপন্ন চিত্তও মায়ের রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া যায়! তাই সাধক গাহিয়াছেন—"যোগী যোগ ভুলে মুনি-মন টুলে। ধায় কামিনী কাননে ত্যজি কুলে॥" আবার দেবতাগণের ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত উষ্ণীষ শোভিত উচ্চ শিরও সেই অভয়ার চরণতলে লুটাইয়া পড়ে! এইসব কারণে শ্রুতি বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"—যেখানে বাক্য ও মন পৌঁছাইতে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসে! অর্থাৎ বাক্য উহা প্রকাশ করিতে পারে না, মনও উহা ধারণা করিতে অসমর্থ! তাই মন্ত্রে আছে, "**কাপি**"—কে যেন; সেই পরমাত্মময়ীকে কেহই জানিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না! —তিনি নিজেই নিজকে জানেন এবং স্বয়ং স্বপ্রকাশস্বরূপা! মায়ের অঙ্গ-কান্তিতে দশদিক্ সমুদ্ভাসিত—কেননা তিনি যে জ্যোতিরও জ্যোতিঃরূপা সমস্ত প্রকাশময় বস্তুরও

প্রাণস্বরূপা! তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন—"সেই স্বপ্রকাশ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে সূর্য্য চন্দ্র তারকাগণ কেহই প্রকাশ করিতে পারেন না; বিদ্যুৎ এবং অগ্নিও প্রকাশ করিতে অক্ষম! সেই জ্যোতির্ম্ময়ীকে অনুসরণ করিয়াই অর্থাৎ তাঁহার আলোকে আলোকিত হইয়াই সূর্য্য-চন্দ্রাদি প্রকাশ পাইয়া থাকেন! তাহার দীপ্তিতেই সমগ্র জগত প্রকাশিত।"

পরমাত্মাভিমুখী ক্রিয়াশীল লোভ-মোহরূপ চণ্ড-মুণ্ড, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরীর সম্বন্ধে তাহাদের প্রভুর নিকট ত্রিবিধ প্রার্থনা জানাইল—(১) তাঁহাকে দর্শন করুন, (২) তাঁহার বিষয়ে সবিশেষ অবগত হউন, (৩) তাঁহাকে গ্রহণ করুন; ইহাতে শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসনের ভাব নিহিত। যে লোভ-মোহ পূর্ব্বে বিষয়ে বা অনাত্মভাবে প্রলুব্ধ ও মোহিত করিয়া মানবের ভব-বন্ধন আরও সুদৃঢ় করিত, সেই লোভ-মোহ আজ পরমাত্মাভিমুখী হওয়ায়, শুম্ভকে আত্ম-দর্শনের জন্য এবং জ্ঞান-ভক্তি লাভের জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল! কেননা ঐকান্তিক ও একনিষ্ঠ ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভ, ভগবৎ দর্শন এবং তাঁহাকে গ্রহণ অর্থাৎ তাঁহাতে প্রবেশ বা স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে না; তাই গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—"হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! আমার প্রতি অনন্য ও একনিষ্ঠ ভক্তি দ্বারাই আমাকে এবম্বিধ পরমার্থজ্ঞানে অবগত হইতে, দর্শন করিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।" এইরূপে চণ্ড-মুণ্ড শুম্ভকে দেবীদর্শনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার মুক্তির দ্বার যেন উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। আত্মাকে বা আত্মময়ীকে লাভ করার জন্য প্রলোভন, আধ্যাত্মিক-জগতে বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য; তবে উহা অভীষ্ট বস্তুর সান্নিধ্যে আপনা হইতেই লয় হইয়া যায়! এজন্য চণ্ড-মুণ্ড শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পূর্ব্বেই মাতৃ-দেহে বিলয় হইয়াছিল।

দ্রষ্টব্য—চণ্ড-মুণ্ড প্রথমেই দেবীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে পারিত, কিন্তু তাহারা তাহা না করিয়া অসুররাজকে খবর দিতে গমন করিল—উহা তাহাদের চিত্তের সাত্ত্বিক লক্ষণ। আর 'সেই সুন্দরীর পরিচয় অবগত হইয়া গ্রহণ করুন'—এই উক্তিতেও সত্ত্বগুণের বিকাশ; কেননা তমোগুণান্বিত-চিত্ত অসুর হইলে, পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন বোধ না করিয়া, বল-প্রয়োগ করার উপদেশ দেওয়াই স্বাভাবিক হইত। —(৯০-৯২)

যানি রত্নানি মণয়ো গজাশ্বাদীনি বৈ প্রভো।

ত্রৈলোক্যেতু সমস্তানি সাম্প্রতং ভান্তি তে গৃহে॥ ৯৩

সত্য বিবরণ। হে প্রভো! ত্রৈলোক্যে যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রত্ন মণি গজ অশ্ব প্রভৃতি আছে, তৎসমস্তই সম্প্রতি আপনার গৃহে শোভা পাইতেছে। —(৯৩)

তত্ত্ব-সুধা। স্থূল সূক্ষ্ম কারণাত্মক ত্রিলোকময় দেহে যে সমস্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশিষ্ট দিব্যভাব আছে, তৎসমস্তই সাধকরাজ শুম্ভ একত্রিত বা সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন। এই শ্লোক দ্বারা দেহস্থ অন্তরেন্দ্রিয়ের অধিপতিগণের ঐশ্বর্য্য বা দিব্যভাব সমূহ আহরণ করার ভাব সংক্ষেপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এখানে **রত্ন মণি গজ ও অশ্ব** এই চতুর্ব্বিধ ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; ইহাদের আধ্যাত্মিক ভাব যথা—মনের অধিপতি চন্দ্র, তাঁহার ঐশ্বর্য্য—ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিসমূহের ভগবৎ অভিমুখী গতি; রজোগুণময় এই গতি-সমষ্টিই মন্ত্রোক্ত অশ্ব। বুদ্ধির অধিপতি **ব্রহ্মা**; তাঁহার ঐশ্বর্য্য—দিব্যজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। (—কেননা সম্যক্ জ্ঞানব্যতীত কোন নূতন সৃষ্টি বা উদ্ভাবন সম্ভবপর নহে)। এই জ্ঞানই মন্ত্রোক্ত মণিস্বরূপ [মধ্যম চরিত্রে উহাই চূড়ামণি-রূপে ব্যাখ্যাত]। অহং এর অধিপতি **রুদ্র**—ইনিই জীবগণকে

শোক-তাপগ্রস্ত করিয়া বা কাঁদাইয়া বিশুদ্ধ করেন; [সায়নাচার্য্যও বলিয়াছেন "রোদয়তি সর্ব্বমন্তকালে ইতি রুদ্র"]। রুদ্রের ঐশ্বর্য্য—গজ বা ভোগাসক্তি-সমষ্টি; কেননা বিষয়াসক্তিই দুঃখদায়ী; আবার যখন সেই আসক্তি পরমাত্মাভিমুখী হয়, তখন উহা পরানুরক্তি বা ভগবৎ প্রাপ্তির ইচ্ছারূপে পরিণত হয়। রুদ্রের অন্যান্য ঐশ্বর্য্য পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহে অভিব্যক্ত হইবে। চিত্তের অধিপতি প্রাণ্ডুদেব—তাঁহার ঐশ্বর্য্য চিৎত্ব; অর্থাৎ সত্ত্বগুণময় শ্রদ্ধা প্রীতি প্রেম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক পরম রত্নসমূহ (ইহাই মন্ত্রোক্ত রত্নানি)। এই সমস্ত আধ্যাত্মিক এবং অতীন্দ্রিয় রাজ্যের রত্নসমূহ সংগ্রহ করত ইষ্ট দেব-দেবীর চরণে সমর্পণ করাই চণ্ডী-সাধকের সাধ্য ও সাধনা !—(৯৩)

ঐরাবতঃ সমানীতো গজরত্নং পুরন্দরাৎ।
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবোচ্চৈঃশ্রবা হয়ঃ॥ ৯৪

বিমানং হংসসংযুক্তমেতৎ তিষ্ঠতি তেঽঙ্গনে।
রত্নভূতমিহানীতং যদাসীদ্ বেধসোঽদ্ভুতম্॥ ৯৫

নিধিরেষ মহাপদ্মঃ সমানীতো ধনেশ্বরাৎ।
কিঞ্জল্কিনীং দদৌ চাব্ধির্মালামম্লানপঙ্কজাম্॥ ৯৬

ছত্রং তে বারুণং গেহে কাঞ্চনস্রাবি তিষ্ঠতি।
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরাসীৎ প্রজাপতেঃ॥ ৯৭

মৃত্যোরুৎক্রান্তিদা নাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।
পাশঃ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে॥ ৯৮

নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ।
বহ্নিরপি দদৌ তুভ্যমগ্নিশৌচে চ বাসসী॥ ৯৯

সত্য বিবরণ। ইন্দ্রের নিকট হইতে আপনি গজরত্ন ঐরাবত

আনিয়াছেন ; এই পারিজাত তরু এবং উচ্চৈঃ শ্রবা নামক অশ্ব [আনয়ন করিয়াছেন] ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মার রত্নস্বরূপ হংস-বাহন অদ্ভুত বিমান এখানে আনিত হইয়া, আপনার অঙ্গনে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥ আপনি এই মহাপদ্ম নামক নিধি, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে আনয়ন করিয়াছেন, সমুদ্র আপনাকে উৎকৃষ্ট কেসর বিশিষ্ট অম্লান পদ্মের মালা প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ বরুণের স্বর্ণবর্ষণকারী ছত্র আপনার গৃহে রহিয়াছে ; যাহা পূর্ব্বে প্রজাপতি দক্ষের ছিল, সেই উৎকৃষ্ট রথও আপনার গৃহে বিদ্যমান ॥ ২৭ ॥ হে প্রভো ! আপনি যমের উৎক্রান্তিদা [প্রাণাকর্ষণকারী] নামক শক্তি হরণ করিয়াছেন ; সলিলরাজ বরুণের পাশ আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভের হস্তগত ॥ ২৮ ॥ সমুদ্রজাত রত্নরাজি সমস্তই [আপনার ভ্রাতা] নিশুম্ভের অধিকারে আছে ; বহ্নি-দেবতাও আপনাকে অগ্নি দ্বারা নির্ম্মলীকৃত বস্ত্রযুগল প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৯ . . .

তত্ত্ব-সুধা। এই শ্লোক সমূহে দেহস্থ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের অধিপতিগণের এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র (মহেশ্বর) এই তিনটী প্রধান দেহ-দেবতার **দিব্যভাব** ও **ঐশ্বর্য্য**সমূহ সংগৃহীত, ইহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে। যদিও মন্ত্রে সমস্ত ইন্দ্রিয়াধিপতিগণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ নাই, তথাপি ঐশ্বর্য্যের সহিত তাঁহাদের অবস্থিতি উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইলে, মন্ত্রোক্তি সমূহের রহস্য ও তাৎপর্য্য সহজে বোধগম্য হইবে। বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে সাধকগণের বিশুদ্ধ ও উন্নত অবস্থায় নানাপ্রকার দিব্য ভাব এবং যোগৈশ্বর্য্যময় দেবভোগ্য অবস্থা সমূহ উপস্থিত হয়—উহাও ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ !

এক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়াদির ক্রম-অনুসারে ধারাবাহিকরূপে পর পর এখানে অধিপতিগণের নাম ও ঐশ্বর্য্য বিবৃত করা হইল, যথা—

(১) জীবদেহস্থ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিপতি **দিক্**; তাঁহারই প্রধান ঐশ্বর্য্য **উচ্চৈঃশ্রবা** *—ইহা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নাদ শ্রবণাদির শক্তি বা বিভূতি; কিম্বা অতি দূর স্থানের শব্দাদি সূক্ষ্ম ভাবে শ্রবণের বিশেষ ক্ষমতা—ইহাতে শব্দ তন্মাত্রা বা ব্যোম্‌তত্ত্বের অভিব্যক্তি। [উচ্চৈঃশ্রবা নামক স্বর্গীয় অশ্বটী আকাশ-পথে সশব্দে ধাবিত হয়; আর ঘোটকের শ্রুতি-দ্বার বা কর্ণ উচ্চ দিকে থাকে, এজন্যও নাম উচ্চৈঃশ্রবা (শ্রূয়তে অনেন ইতি শ্রবঃ শ্রুতিঃ)] (২) স্পর্শ বা ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিপতি—বাত্ বা বায়ু। প্রাণময় বায়ুই দেহ-রক্ষাকারী বিষ্ণুস্বরূপ—ইনিই মন্ত্রোক্ত 'সলিলরাজ' বা অপ্‌তত্ত্বের অধিপতি; তাঁহার বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্য পাশ—ইহা অবস্থাভেদে বন্ধনকারী, কিম্বা মুক্তি প্রদানকারী। সত্ত্বগুণময় বিষ্ণু বা বিষ্ণুশক্তি মহামায়া যখন জগত পরিপালনের ইচ্ছা করেন তখন পাশ দ্বারাই জীবগণকে মায়াপাশে বা ভব-বন্ধনে আবদ্ধ করেন; আবার যখন কাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে ইচ্ছুক হন, তখন ঐ পাশরূপ প্রেম-রজ্জুপাশে আবদ্ধ করিয়া মুক্তি প্রদান করেন!—এজন্য স্পর্শাত্মক্ পাশে স্পর্শ-তন্মাত্রা বা মরুত্তত্ত্বের অভিব্যক্তি।

(৩) দর্শনেন্দ্রিয়ের অধিপতি **সূর্য্য**। পৃথিবীর সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি

---

* উচ্চৈঃশ্রবা এবং পারিজাত স্বর্গীয় বস্তু, কিন্তু উহাদিগকে ইন্দ্রের নিকট হইতে আনা হইয়াছে কিনা এবিষয়ে মন্ত্রে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ নাই। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, শব্দাত্মক্ উচ্চৈঃশ্রবার অধিকারী শ্রবণেন্দ্রিয়াধিপতি দিক্ এবং গন্ধাত্মক্ পারিজাতের অধিকারী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অধিপতি অশ্বিনীকুমার দ্বয়। সুতরাং উচ্চৈঃশ্রবা এবং পারিজাত তৎ তৎ অধিপতি স্বর্গ-দেবতাগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে এরূপ ধরিয়া লইলে, উহা কষ্টকল্পনা বা অসম্ভব বলিয়া গণ্য হইতে পারে না; বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় উহা অপরিহার্য্য।

সর্ব্ববিধ কার্য্যের প্রধান দেবতা সূর্য্য ; তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই সৌরজগত পরিচালিত হয়। অসীম শক্তির আধারস্বরূপ সূর্য্যকে পরমাত্মারূপেও উপাসনা করা হয় ; এই গ্রন্থের আদিতে 'সাবর্ণি সূর্য্যতনয়' ব্যাখ্যাতেও এবিষয়ে বলা হইয়াছে। সূর্য্য, দেহ-ব্রহ্মাণ্ডেরও অধিপতি ; জ্যোতিষ শাস্ত্রে সূর্য্যকে জীবের আত্মারূপেও গণ্য করা হইয়াছে! সুতরাং পার্থিব ধনের অধিপতি কুবের হইলেও, অপার্থিব এবং পারমার্থিক ধনের অধিপতি বা পরম ধনেশ্বর পরমাত্মময় সূর্য্য। আধ্যাত্মিক জগতে, ধনেশ্বর সূর্য্য মহানিধিস্বরূপ **মহাপদ্ম** দিয়াছেন—ইহাই জীব-দেহস্থ সহস্রদল পদ্ম বা চিরপ্রস্ফুটিত অত্যুজ্জল জ্যোতির্ম্ময় **সহস্রার** *! —ইহাতে রূপ-তন্মাত্রা বা তেজোময় মহাভাবের অভিব্যক্তি।

(৪) রসতত্ত্বময় রসনেন্দ্রিয় অধিপতি **বরুণ** (প্রচেতা)। দেহস্থ আজ্ঞাচক্রেই রসতত্ত্বের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি ; কেননা সেখানে মনোময় কোষে মনের অধিপতি অমৃতস্রাবী সুধাকর চন্দ্র বিদ্যমান ; সেখানে রসতত্ত্বময় ত্রিবেণী তীর্থে জ্যোতির্ম্ময় ওঁকার দেদীপ্যমান ; আবার বিজ্ঞানময় কোষ এবং নিরালম্বপুর-রূপী আনন্দময় কোষও দ্বিদলেই বিরাজমান! সুতরাং দ্বিদলস্থ ত্রিকোণ মণ্ডল সমূহই বরুণের **ছত্রস্বরূপ**! [সাধারণতঃ ত্রিকোণভাবাপন্ন বস্ত্রখণ্ড-সমষ্টি দ্বারাই ছত্র প্রস্তুত হয়]; আর সেখানকার আনন্দ-রস বা অমৃতধারাই বরুণের

---

* কোন কোন যোগীর মতে জীব-দেহের মহানিধিস্বরূপ চির-প্রস্ফুটিত ও অম্লান সহস্রার বা সহস্রদল পদ্মটী সতত উর্দ্ধমুখে অবস্থিত ; আর কোন কোন যোগীর মতে, সহস্রার অধোমুখে ছত্রের ন্যায় বিরাজিত ; আবার কেহ বলেন, যাঁহারা ভোগাকাঙ্ক্ষী বা ফলকামী; তাঁহাদের পক্ষে পদ্মগুলি অধোমুখী ধ্যেয় ; আর যাঁহারা নিষ্কামী বা মোক্ষাভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে উর্দ্ধমুখী ধ্যান প্রশস্ত।

ছন্ত্রের 'কাঞ্চনস্রাব'। বিশেষতঃ সহস্রার-বিগলিত সুধাধারাই দ্বিদলস্থ ত্রিবেণীতে মিলিত হয় এবং উহার কণিকা বা সুধাবিন্দু সমূহ, রসাস্বাদনকারী রসনা দ্বারা আস্বাদিত হইয়া সাধকগণকে আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া তুলে! যাঁহারা সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা 'খেচরী মুদ্রা' সাধন করেন, তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন—ইহাই মন্ত্রোক্ত কাঞ্চনস্রাব! —ইহাতে রসতন্মাত্রা বা আনন্দময় অপ্‌তত্ত্বের বিশেষ অভিব্যক্তি। (৫) গন্ধতত্ত্বের অধিপতি অশ্বিনীকুমারদ্বয়। পারিজাত, কল্পতরুসদৃশ হইলেও, গন্ধই ইঁহার বৈশিষ্ট্য এবং ইহা গন্ধতত্ত্বেরই চরম উৎকর্ষ বলা যাইতে পারে। সাধক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে গন্ধতত্ত্বময় দিব্য সৌরভ উপভোগ করিয়া বিমুগ্ধ হন—উহা সময় সময় স্থূল ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা নাসিকা দ্বারাও উপলব্ধি হইয়া থাকে—ইহাই দেহের পারিজাত-স্বরূপ! —ইহাতে গন্ধতন্মাত্রা বা পৃথ্বীতত্ত্বের অভিব্যক্তি।

[কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের অধিপতি]

(৬) পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতি **ইন্দ্র**; বিদ্যুৎরূপিণী গতি-শক্তিই ইন্দ্রের **ঐরাবৎ**; এবিষয়ে মধ্যম চরিত্রে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বিদ্যুৎসমষ্টিরূপ বজ্র, ইন্দ্র-দেব হস্ত দ্বারা ধৃত করিয়া অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; এজন্যই তিনি পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতি। [ইর্‌ ধাতুর অর্থ গতি; ইরাবান্‌—গতিবিশিষ্ট; সুতরাং ইরাবান্‌ সম্বন্ধীয় বা গতিবিশিষ্ট শক্তিই ঐরাবৎ] আবার গতি-শক্তি দ্বারা পাণীন্দ্রিয়ের আদান-প্রদান কার্য্যও সম্পাদিত হয়। বিশেষতঃ শক্তির গতিময় ব্যক্ত অবস্থাই জ্যোতিঃস্বরূপ; এজন্য ঐরাবতে গতিময় বিদ্যুৎশক্তি অভিব্যক্ত। আর এই বিদ্যুৎশক্তিদ্বারাই স্থূল-জগতের আধিভৌতিক সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদিত হয়; আবার অন্তর্ম্মুখীভাবে

সূক্ষ্ম ও কারণ-জগতেরও আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্যসমূহও সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। (৭) পাদ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি, **বামন** (বা উপেন্দ্র)—ইনি দেহ-পুরের পুরন্দর বা গোবিন্দস্বরূপ ইন্দ্র। দেহের অঙ্গুষ্ঠ মাত্র জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ বা কূটস্থ চৈতন্যই বামন। শাস্ত্রে আছে—"রথেতু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—অর্থাৎ **দেহ-রথে** আত্মময় চৈতন্যরূপী **বামন**কে দর্শন করিতে পারিলে আর জন্ম হয় না। ব্রজলীলায় দেবরাজ ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করার পর, দেবগণ গোবিন্দকেই গোরূপা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; সুতরাং দেহরূপ পৃথিবীরও অধীশ্বর গোবিন্দরূপী বামন; তিনিই ইন্দ্র বা পুরন্দরস্বরূপ। বামনরূপী পুরন্দর **গজরত্ন** দিয়াছেন; বামন পাদ-ইন্দ্রিয়ের অধিপতি; পদই দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডের ধারক ও বাহক। গজের পদচতুষ্টয় তাহার বিরাট দেহটী ধারণ করিতে সমর্থ, এজন্য উহাতে বিশেষরূপে ধারণ-শক্তি অভিব্যক্ত। গজ শব্দের সহিত রত্ন বাক্যটী যুক্ত হওয়ায় ঐ ধারণ শক্তিও যে জ্যোতিষ্মান্ ইহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ গজরত্ন বা গজমতি হার পার্ব্বতী মা সানন্দে হৃদয়-প্রদেশে ধারণ করিয়া ভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। —এইসব কারণে গজরত্নে জ্যোতির্ম্ময় ধারণা-শক্তি অভিব্যক্ত।

(৮) বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি **অগ্নি** বা বহ্নি; তিনি স্বীয় শক্তিদ্বারা বিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল প্রদান করিয়াছেন। —ইহা তেজতত্ত্ব দ্বারা উদ্ভাসিত **ব্রহ্মবিদ্যা** এবং হিরন্ময় **অপরাবিদ্যা**। তেজস্বী বা বীর না হইলে, নির্ম্মল ব্রহ্মবিদ্যা কেহই আয়ত্ত্ব বা লাভ করিতে পারেন না। যেমন পুনঃ পুনঃ অগ্নির তাপে স্বুবর্ণ বিশুদ্ধ হইয়া উজ্জ্বল কান্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পার্থিব অপরাবিদ্যাও [অর্থাৎ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্যাসমূহ] জ্ঞানাগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধ হইলে, উহাও ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সহায়ক হিরন্ময়রূপে

প্রতিভাত হয়। অকারাদি পঞ্চাশৎ মাতৃকা বর্ণ এবং স্তব-স্তুতি বাক্‌রূপী জিহ্বার সাহায্যেই উচ্চারিত হয়; বর্ণমালা দ্বারা গ্রথিত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র সমূহ বা তৎ সারাংশ গতানুগতিক প্রথায় গুরু হইতে শিষ্যে বাগিন্দ্রিয়ের সাহায্যেই অর্পিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যারূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। শুম্ভ-দৈত্য বধের পর দেবগণ অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া স্তবপরায়ণ হইয়াছিলেন; সর্ব্বপ্রকারে বিশুদ্ধ করেন, এজন্য তেজস্বী অগ্নির নাম **পাবক**। দেহ-শুদ্ধি * চিত্ত-শুদ্ধি এবং আত্ম-শুদ্ধি কার্য্যে অগ্নিরূপ তেজস্বীতার সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য।

(৯) পায়ুরিন্দ্রিয়ের অধিপতি **যম**; দেহের পক্ষে যাহা অপকারী বা অপবিত্র মলস্বরূপ, তাহা স্বকীয় আকর্ষণী বা নিঃসরণ-শক্তিদ্বারা বহির্গত করিয়া, যম-দেবতা জীবের দেহটীকে বিশুদ্ধ করেন; আবার অন্তকালে নবদেহে দেহীকে সংস্থাপনের জন্য, পূর্ব্বাশ্রিত দেহ হইতে স্বকীয় উৎক্রান্তিদা শক্তিদ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃত্যু সংঘটন করিয়া থাকেন। এইরূপে জীবগণকে শোক-তাপপূর্ণ ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যম শান্তি বা কল্যাণ প্রদান করেন—এজন্য যমের অন্য নাম **শমন**। [শংশান্তিঃ কল্যাণং বা মনতীতি ক্বিপ্‌; সুতরাং যিনি শান্তি ও কল্যাণ প্রাপক, তিনিই শমন] যে শক্তির বলে যম স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ আকর্ষণ করিয়া পৃথক্ করেন, উহাই 'উৎক্রান্তিদা' নামক শক্তি। সাধক পক্ষে—এই শক্তিলাভ হইলে সাধকের ইচ্ছামৃত্যু সংঘটিত হয়; নিজ দেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ নিষ্কাসন পূর্ব্বক অন্য দেহে প্রবেশ লাভেরও ক্ষমতা জন্মে। আবার প্রাণ আকর্ষণ পূর্ব্বক মারণ উচ্চাটনাদি কার্য্যও সম্পন্ন করা যায়।

* বিশেষ বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানে, স্নানান্তেও অগ্নি স্পর্শ করিয়া স্থূল দেহটীকে শুদ্ধ করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়।

(১০) উপস্থ ইন্দ্রিয়ের অধিপতি প্রজাপতি; কাম-কামনা রজোগুণময় মনের বিকার বা ব্যাপার। মনোময় রথে অরোহণ করিয়াই কাম-কামনার অভ্যুত্থান হয়। আবার মনটী বিশুদ্ধ হইলেই উহা মদন-বিজয়ী বা কাম-কামনা দমনকারী প্রেমময় অতিসুশোভন রথরূপে পরিণত হয়! —উহাই মন্ত্রোক্ত সন্দনবর বা উৎকৃষ্ট যুদ্ধ-রথ। মনোময় রথকে আশ্রয় করিয়াই দেববৃত্তি এবং আসুরিক বৃত্তি সমূহ ক্রিয়াশীল হইয়া পরস্পর সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়! তাই সাধক গাহিয়াছেন— "চড়ি গোপীর মনোরথে, মনমথের মন মথে"।

এতৎ ব্যতীত বুদ্ধির অধিপতি ব্রহ্মার এবং অহঙ্কারাধিপতি রুদ্রের (ইনি আনন্দময় কোষেরও অধিপতি) আরও বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্য সংগৃহীত হইয়াছিল; যথা—(ক) ব্রহ্মার হংসযুক্ত রত্নভূত বিমান—ইহা জ্ঞানময় বিশুদ্ধ রথ—যিনি সিদ্ধকাম এবং পূর্ণমনোরথ তিনিই এই দিব্য জ্ঞানময় রত্ন-খচিত নির্ম্মল রথে আরোহণ করিতে সমর্থ। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে, "প্রতিভ" জ্ঞান বা সর্ব্ববিধ যোগবিভূতি লাভ হইয়া থাকে—ইহাই বুদ্ধি-ক্ষেত্রের রত্নরাজি। "হংসযুক্ত" বলার দুইটী তাৎপর্য্য আছে, যথা—(১) হংস যেমন জলে স্থলে এবং অন্তরীক্ষে বিচরণ করিয়াও নির্লিপ্ত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকও জ্ঞানময় রথে আরোহণ করত, সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মময়ীকে দর্শন এবং অনুভব করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন! আবার সাংসারিক সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়াও, হংসবৎ নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হন। (২) সিদ্ধ সাধক নিজ শ্বাস-প্রশ্বাসে সতত শিব-শক্তিময় **হংস** ভাব, কিম্বা রাধাকৃষ্ণময় **সোহহং** ভাব দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন—ইহাই মন্ত্রোক্ত হংসযুক্ত জীবদেহরূপী বিমান। (খ) অব্ধিরূপ আনন্দসমুদ্র বা আনন্দময়

কোষের অধিপতি—রুদ্ররূপী মহেশ্বর; তিনি কিঞ্জল্ক বা প্রেম-পরাগযুক্ত অম্লান পঙ্কজের মালা প্রদান করিয়াছেন—ইহাই **ষট্‌চক্র** বা ষট্‌পদ্মের অতি সুশোভন যৌগিক মালা! ...বিলতাপূর্ণ দেহ-পঙ্কে জাত, চিত্রা-নাড়ী গ্রথিত, বিভিন্ন ও বিচিত্র বর্ণে সুরঞ্জিত চির-নির্ম্মল ষট্‌পদ্মের মালা, ত্রতাপ-দগ্ধ সংসারে সত্য-সুন্দর জ্ঞানময় মহেশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান স্বরূপ! আনন্দ-সমুদ্র হইতে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম প্রীতি প্রভৃতি অমূল্য রত্নরাজি আহরণ পূর্ব্বক সাধকগণকে প্রদান করিয়া, মঙ্গলকারী রুদ্র, মানব-জীবন লাভের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন!—ইহাই মন্ত্রোক্তির গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(৯৪-৯৯)

এবং দৈত্যেন্দ্র রত্নানি সমস্তান্যাহৃতানি তে।

স্ত্রীরত্নমেষা কল্যাণী ত্বয়া কস্মান্ন গৃহ্যতে ॥ ১০০

সত্য বিবরণ। হে দৈত্যরাজ! এই প্রকারে [ত্রিভুবনের] সমস্ত রত্ন আপনি আহরণ করিয়াছেন; তবে এই কল্যাণময়ী স্ত্রী-রত্ন আপনি গ্রহণ করিতেছেন না কেন?—(১০০)

তত্ত্ব-সুধা। ত্রিভুবনের সর্ব্ববিধ রত্ন এবং ঐশ্বর্য্য সমূহের যখন একত্র সমাবেশ হইয়াছে, তখন এই জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রী-রত্নটী সংগ্রহ করাও একান্ত প্রয়োজন; ইহাই লোভ-মোহরূপী চণ্ড-মুণ্ডের অভিপ্রায়। আর চণ্ড-মুণ্ড অম্বিকা মাকে কল্যাণীরূপে দর্শন করিয়াছে—দেবী দর্শনজনিত সৌভাগ্যবশে তাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়াতে, তাহারা অসুর হইলেও, দেবীকে কল্যাণীরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—ইহাও চণ্ড-মুণ্ডের সাত্ত্বিক লক্ষণ।

এই মন্ত্রে আরও একটী সুন্দর ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ পার্থিব সম্পদ লাভ করা যাইতে পারে, সর্ব্ববিধ বিভূতি এবং যোগৈশ্বর্য্য সমূহের অধিকারী কেহ হইতে পারেন; কিন্তু যতক্ষণ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী

ভগবান * বা ভগবতীর দর্শনলাভ না হইবে, যতক্ষণ চিত্ত-চকোর ইষ্ট দেব-দেবীর চিদানন্দময় শ্রীপাদপদ্মের মকরন্দ-পানে বিভোর না হইবে, ততক্ষণ সর্ব্ববিধ শক্তিলাভ নিরর্থক—সমস্ত ঐশ্বর্য্য বৃথা! তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"জগতের নিখিল পদার্থ তোমরা করতলে বিন্যস্ত, অর্থাৎ সমস্তই তোমার অধিকারে বিদ্যমান; রাজা এবং রাজচক্রবর্ত্তীগণ সকলেই তোমার চরণ-পদ্ম সেবা করিতেছে, তথাপি— "গুরোরঙ্ঘ্রি পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।"—শ্রীগুরুর চরণকমলে যদি তোমার মন লগ্ন না হয়, তবে আর কি লাভ হইল? অর্থাৎ সমস্তই বৃথা! বৃথা!! বৃথা!!!—(১০০)

ঋষিরুবাচ ॥ ১০১

নিশম্যেতি বচঃ শুম্ভঃ স তদা চণ্ডমুণ্ডয়োঃ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং দূতং দেব্যা মহাসুরম্ ॥ ১০২
ইতি চেতি চ বক্তব্যা সা গত্বা বচনান্মম।
যথা চাভ্যেতি সংপ্রীত্যা তথা কার্য্যং ত্বয়া লঘু ॥ ১০৩

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—তখন শুম্ভ, চণ্ড-মুণ্ডের সেই প্রলোভনাত্মক্ বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া, দেবীর নিকট সুগ্রীব নামক এক মহাসুরকে দূতরূপে প্রেরণ করিল ॥১০১।১০২॥ [শুম্ভ বলিল] তুমি সেখানে যাইয়া আমার আদেশে এই কথা সেই দেবীকে বলিবে এবং

---

* সমগ্র ঐশ্বর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি, কিম্বা উৎপত্তি বিনাশাদি ষট্ লক্ষণকে ভগবানের বা ভগবতীর ষড়ৈশ্বর্য্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সন্ধিনী সম্বিদা ও হ্লাদিনী এই ত্রিবিধ স্বরূপ-শক্তি এবং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা ত্রিবিধ গুণময়ী শক্তি, এই ষড়বিধ মহা ঐশ্বর্য্যশালী শক্তিই ভগবানের 'ভগ' বা ষড়ৈশ্বর্য্য! কিম্বা ইহাই মহাশক্তিময়ী ভগবতীরও ষড়ৈশ্বর্য্য।

যাহাতে সম্প্রীতিসহকারে তিনি এখানে [illegible]র উপস্থিত হন, তাহার ব্যবস্থা করিবে ॥—(১০৩)

তত্ত্ব-সুধা। অনুচরের মুখে সেই পরম[illegible]ণীর অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য কামরূপী শুম্ভের কামনা প্রবল হইল। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, এই চরিত্রের আসুরিক ভাবসমূহ বাহিরে তমোপ্রধান হইলেও অন্তর প্রদেশে উহারা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন; এজন্য অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় নারীর কথা শ্রবণ করিয়াও কামরূপী শুম্ভ প্রথমতঃ স্বয়ং তাঁহাকে দর্শনার্থে গমন করিল না; দ্বিতীয়তঃ সেই নারীর প্রতি বল-প্রয়োগ না করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া আনিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল; তৃতীয়তঃ শুম্ভ কিম্বা তাহার ভ্রাতার মধ্যে যাহাকে সেই রমণী পছন্দ করিবেন, তাহারই স্ত্রী হইতে পারিবেন, এইরূপ ত্যাগমণ্ডিত ভাব প্রকাশ করিল—এই সমস্তই সত্ত্বগুণের পরিচায়ক। এইরূপে সত্ত্বগুণের প্রতীক্, সুন্দর অবয়বযুক্ত মধুরভাষী সুগ্রীব নামক দূতকে সেই দেবী আনয়নার্থে প্রেরণ করিয়া এবং যাহাতে সে ভালরূপে বুঝাইয়া কার্য্য-সিদ্ধি করিতে পারে এইপ্রকার আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিল। কামের এমনি মোহ যে, সত্ত্বগুণ কিম্বা সত্ত্বগুণময় প্রবচন বা বাগ্মীতা দ্বারা সেই গুণাতীতাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে!—(১০২-১০৩)

স তত্র গত্বা যত্রাস্তে শৈলদ্দেশেঽতিশোভনে।
সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥ ১০৪

সত্য বিবরণ। যে অতি সুশোভন শৈল-প্রদেশে সেই দেবী কৌষিকী বিরাজ করিতেছিলেন, সেখানে দূত গমন করত কোমল সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল।—(১০৪)

তত্ত্ব-সুধা। **আজ্ঞাচক্রই** দেহ-মেরুর অতি সুশোভন শৃঙ্গ;

উহার ঊর্দ্ধ প্রদেশে আনন্দময় কোষে বা নিরালম্বপুরে আনন্দময়ী মা সমাসীনা! উহা বিশিষ্ট আনন্দের কেন্দ্র বা ভোগৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ শ্রীক্ষেত্রস্বরূপ। যোগীগণ সবিকল্প-সমাধির অবস্থায় এই ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আনন্দ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। দ্বিদল পদ্মের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য বা সম্পদ্‌রাশি অতুলনীয়, এজন্য মন্ত্রে 'অতিশোভন শৈলপৃষ্ঠে' বলা হইয়াছে। সত্ত্বগুণান্বিত সুগ্রীব বিশুদ্ধ-চক্র হইতে আজ্ঞা-চক্রে উত্থিত হইয়া, উহার ঊর্দ্ধভাগে বিরাজমানা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে দর্শনান্তে সুসঙ্গত প্রলোভনাত্মক্ সুমধুর ভাষায় দেবীর নিকট প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। সুগ্রীব দেবী-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, এজন্য তাহার ভাব ও ভাষা সুকোমল ও মধুময় হইয়াছে—তাই গদ-গদ বচনে জ্যোতির্ম্ময়ী অম্বিকার নিকটে স্বীয় প্রভুর উদ্দেশ্য ও ভাব ব্যক্ত করিতেছে।—(১০৪)

দূত উবাচ ॥ ১০৫

দেবি দৈত্যেশ্বরঃ শুম্ভস্ত্রৈলোক্যে পরমেশ্বরঃ।
দূতোঽহং প্রেষিতস্তেন ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ॥ ১০৬
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বাসু যঃ সদা দেবযোনিষু।
নির্জ্জিতাখিলদৈত্যারিঃ স যদাহ শৃণুষ্ব তৎ ॥ ১০৭
মম ত্রৈলোক্যমখিলং মম দেবা বশানুগাঃ।
যজ্ঞভাগানহং সর্ব্বানুপাশ্নামি পৃথক্‌পৃথক্ ॥ ১০৮

সত্য বিবরণ। দূত কহিল—হে দেবি। দৈত্যরাজ শুম্ভ ত্রিভুনের একমাত্র অধীশ্বর, আমি তাহার প্রেরিত দূত; এখানে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি ॥১০৬॥ নিখিল দেবতাবৃন্দ যাঁহার আজ্ঞা অপ্রতিহতভাবে (অবনত মস্তকে) পালন করিয়া থাকেন, সমস্ত দৈত্যারিগণ-বিজয়ী সেই শুম্ভ যাহা বলেন, তাহা শ্রবণ করুন ॥১০৭॥

এই নিখিল ত্রৈলোক্য আমার ; দেবগণ আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী ; আমিই সমস্ত দেবগণের যজ্ঞভাগ পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভোগ করিতেছি ॥১০৮

তত্ত্ব-সুধা। কামরাজ শুম্ভ, দেহরূপী ত্রৈলোক্যের একাধিপত্য লাভ করিয়াছেন ; অর্থাৎ দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপ্রকার যোগৈশ্বর্য্য এবং ভোগৈশ্বর্য্য তাঁহার অধিগত হইয়াছে -- তাই মন্ত্রে তাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে। শুম্ভের আজ্ঞা সর্ব্বত্র অব্যাহত ; কেননা যেখানে দেবভাব সমূহ পরাস্ত এবং শুম্ভের আজ্ঞাধীন, সেখানে আসুরিক ভাবসমূহও তাঁহার বিশেষ অনুগত সন্দেহ নাই ; তাই কামরাজ শুম্ভ দেবতা এবং অসুরবৃন্দেরও অধীশ্বর—এজন্য দেব দানব মানব সকলেই তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত !

শুম্ভ বলিয়াছেন—অখিল ত্রিলোক আমার, রজোগুণময় কামের মূলে অহংভাবীয় অভিমান বিশেষরূপে অন্তর্নিহিত থাকে। এই দর্প বা অভিমান স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই যুগপৎ ক্রিয়াশীল বা পরিস্ফুট হয়। বিশেষতঃ যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তিতে কারণ-ক্ষেত্রে ঐ অহংতা এত প্রবল হয় যে, ত্রিভুবন যেন গ্রাস করিতে উদ্যত !—ধরাকে যেন 'সরা' (মৃৎপাত্র) জ্ঞান করে ! তাই এখানেও ঐশ্বর্য্য-মদে গর্ব্বিত কামাত্মক শুম্ভ বলিতেছে—আমিই ত্রিলোকের পরমেশ্বর এবং দেবগণের যজ্ঞভাগ সমূহ, আমিই পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভোগ করিয়া থাকি !—এইসব কারণে, সর্ব্বেশ্বরত্ব হেতু আমিই সেই অপূর্ব্ব নারীর অধীশ্বর হইব ! অর্থাৎ সে আমার ভোগ্যা হইবে।—ইহাই কামময় শুম্ভের আন্তরিক অভিপ্রায় ; কিন্তু মোহবশতঃ সে এখনও সেই পরম তত্ত্ব বুঝিতে পারে নাই যে, ভগবৎ কৃপাব্যতীত ভগবানকে কেহ ছলে বলে বা কৌশলে লাভ করিতে পারে না—উহা বামনের চাঁদ ধরার ন্যায় অসার সঙ্কল্পমাত্র !

দেবী-মাহাত্ম্যের মধু-কৈটভ বধ লীলায় **'অহংমমেতির' স্থূলভাব**

বিলয় হইয়াছিল। মধ্যমচরিত্রে—অহংরূপী মহিষাসুর এবং মমরূপী তাহার ষোড়শ আসুরিক ঐশ্বর্য্যময় প্রধান বল এবং অণুবল সমূহের বিলয় দ্বারা অহংমমেতির **সূক্ষ্মভাব** বিলয় হইয়াছিল। এখানে উত্তম চরিত্রে কারণময় ক্ষেত্রে, কামরূপী শুম্ভের **কারণময় অহংভাব** অভিব্যক্ত; আর তাহার দিব্য ও আসুরিক ঐশ্বর্য্য সমূহই 'মম' বা মম-স্বরূপে অভিব্যক্ত!—তাই এখানে মন্ত্রে ঐশ্বর্য্যের বিবরণ সমূহে 'অহং' এবং 'মম' বাক্যটী পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই মন্ত্রে সাংসারিক ভাবে শিক্ষণীয় অপূর্ব্ব **রহস্য** আছে, যথা— **প্রাচীনকালে আর্য্যগণের অভ্যুত্থান** সময়ে তাঁহারা সাংসারিক সর্ব্ববিধ **কার্য্যই ভগবান বা ভগবতীর প্রীত্যর্থে** সম্পাদন করিতেন। শয়নে **স্বপনে জাগরণে সর্ব্বাবস্থায় সকল কার্য্যে**, সর্ব্বাগ্রে ইষ্ট দেব-দেবীকে **স্মরণ মননাদি করিয়া** এবং ফলাফল পরম পদে সমর্পণ পূর্ব্বক, **কর্ম্ম** করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। গাছে **একটী** ফল ফলিলে, **উহার সর্ব্বপ্রথমটী ভগবানকে অর্পণ** বা **নিবেদন করিতেন**; **জীবনে মরণে** আহারে বিহারে **সর্ব্বাবস্থায়**, ভগবানই ছিলেন তাঁহাদের পরম লক্ষ্য বা ধ্রুব-তারা!— নিরাশ আঁধারে ভগবানই ছিলেন তাঁহাদের উজ্জ্বল আলোকস্বরূপ এইরূপে প্রত্যেক কার্য্যেরই প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হইত; সুতরাং কর্ম্মফল বা যজ্ঞ-ভাগসমূহও ভগবান প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন! ভগবানের পরিতৃপ্তিতে তদংশভূত দেবগণও তৃপ্তিলাভ করিতেন; তাই ভারতবাসীর সৌভাগ্য এবং অভ্যুদয় চরম ও পরম স্তরে উঠিয়াছিল এবং পৃথিবীর সকলশ্রেণীর লোলুপদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল! কিন্তু কালক্রমে পাশ্চাত্য জড়-বিলাসিতার ণিত অনুকরণে আজ ভারতের নর-নারী বিমুগ্ধ!—ত্যাগমণ্ডিত পবিত্র ভাবধারা ক্রমে যেন বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে! তাই ভগবানের পবিত্র

লীলাভূমি ভারতের এই অভাবনীয় ও শোচনীয় দুর্দ্দশা—দুর্ভিক্ষ মহামারী দারিদ্র্য প্রভৃতি বিবিধ উৎপাত যেন ভারতবাসীকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত!

বর্ত্তমান সভ্য-জগতে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র শক্তিলীলার অনন্ত বিকাশ ও বিলাস চলিতেছে!—অতল জলধি-তলেও শক্তিময় অভিযানের অভাব দৃষ্ট হয় না। যেমন ক্রিয়া-দক্ষতার অহংকারে উন্মত্ত মদান্ধ দক্ষ-প্রজাপতি শিব-বিহীন যজ্ঞ করিয়া সদলবলে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল, সেইরূপ শক্তি-মদে গর্ব্বিত, উদ্ধত আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ বিশ্ববাসী, আজ শিব-বিহীন যজ্ঞানুষ্ঠান এবং ধ্বংসোন্মুখী নীতি অবলম্বন করত প্রলয়রূপী অশিবকে সাদরে আবাহন করিতেছে। কালের কুটিল গতিতে আজ অধঃপতিত ভারতের ঘরে ঘরে সাংসারিক ব্যাপারাদিতেও শিব-বিহীন দক্ষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে!—সমস্তই আত্ম-তৃপ্তির জন্য! এইরূপে সামাজিক বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানেও গণ্যমান্য রাজা জমিদার প্রভৃতি ধনীগণ, মধ্যবিত্তগণ এবং আত্মীয়স্বজন, এই ত্রিবিধ শ্রেণীর লোক নিমন্ত্রিত হয় (—ইহাই দক্ষ-যজ্ঞে ত্রিলোকের নিমন্ত্রণ); কিন্তু বাকী থাকেন একমাত্র যজ্ঞেশ্বর হরি, বা যোগেশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব! কেননা বর্ত্তমান কালে সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠান সমূহ ভগবৎ প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত হয় না, কিম্বা আহার্য্য দ্রব্য সম্ভারও ভগবানকে নিবেদন করার ব্যবস্থা থাকে না; সুতরাং ঐসমস্ত আয়োজনই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বা আত্ম-তৃপ্তির জন্য—এইরূপে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে যজ্ঞভাগসমূহ গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাই এবম্বিধ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ অনুষ্ঠান সমূহও শিবহীন দক্ষ-যজ্ঞস্বরূপ!

এইপ্রকারে আমাদের পবিত্র জীবনী-শক্তি সমূহ তিল তিল করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জীব বা মৃতপ্রায় হইতেছে—এবম্বিধ শিব-বিহীন যজ্ঞ

সর্ব্বত্র অব্যাহত-গতিতে চলিতে থাকিলে, জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য; কেননা আমাদের মধ্যে যাহা কিছু পবিত্র ও মঙ্গলকারিণী শক্তি অবশিষ্ট আছে, তাহাও ক্রমে বিলুপ্ত হইবে—তখন মহাশক্তিরূপিণী **সতী** দেহত্যাগ করিবেন!—আমাদের অনুষ্ঠিত সংসার-যজ্ঞ দক্ষ-যজ্ঞে পরিণত হইবে! এত সাধের সংসারটীও লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যাইবে—ভূত-প্রেত-পিশাচের তাণ্ডব-নৃত্যে এবং দানবীয় দাবানলে সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে! তাই বলি, এখনও সময় আছে; এখনও হে ভারতবাসী আর্য্য বংশধরগণ! আত্মস্থ হও; শিব-বিহীন সংসার-যজ্ঞ করিয়া ধ্বংসকে বরণ করিয়া আনিও না! সর্ব্ববিধ কার্য্যে মঙ্গলময় **ভগবানকে** স্মরণ মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে অভ্যস্ত হও!—আবার আর্য্য-প্রতিভা আর্য্য-কীর্ত্তি আর্য্য-শক্তি এবং আর্য্য গরিমায় সমস্ত বিশ্ব সমুদ্ভাসিত হউক!!—ইহাই মন্ত্রোক্ত কাম-কামনার রাজা শুম্ভাসুরের পৃথক পৃথক্ রূপে যজ্ঞভাগ ভোগের গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(১০৬-১০৮)

[বিগত ১৩২১ সালে হরিদ্বারে **কুম্ভমেলাতে** সমাগত সাধুমণ্ডলী সমবেত হইয়া ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য এবং পরাধীনতা প্রভৃতি দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ কি?—ইহা নির্ণয় করিবার জন্য আলোচনা করেন এবং প্রতিকার্য্যে ভগবৎ বিমুখতাই উহার একমাত্র কারণ বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন! সুতরাং যাহাতে ভারতবাসী পুনরায় ধার্ম্মিক হয়, যাহাতে প্রত্যেকে ভগবানের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা অবধারণ করিয়াছিলেন]।

ত্রৈলোক্যে বররত্নানি মম বশ্যান্যশেষতঃ।
তথৈব গজরত্নানি হৃত্বা দেবেন্দ্রবাহনম্॥ ১০৯
ক্ষীরোদমথনোদ্ভূতমশ্বরত্নং মমামরৈঃ।
উচ্চৈঃশ্রবস- সংজ্ঞং তৎ প্রণিপত্য সমর্পিতম্॥ ১১০

যানি চান্যানি দেবেষু গন্ধর্ব্বেষূরগেষু চ।
রত্নভূতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে॥ ১১১

সত্য বিবরণ। ত্রিভুবনে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট রত্ন বিদ্যমান তৎ সমস্তই আমার আয়ত্বাধীন, দেবেন্দ্র বাহন ঐরাবত হরণ করিয়া আনার পর, অবশিষ্ট গজরত্ন সমূহও আমার অধিকৃত॥১০৯ ক্ষীরোদ সাগর মন্থনে উদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা নামক সেই প্রসিদ্ধ অশ্বরত্ন অমরগণ আমাকে প্রণতিসহকারে সমর্পণ করিয়াছেন॥১১০॥ হে শোভনে! দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও নাগগণের মধ্যে এবং অন্যান্য যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিল, তৎ সমস্তই এক্ষণে আমার অধিকারে অবস্থিত॥ ১১১

তত্ত্ব-সুধা। পূর্ব্ব মন্ত্রে শুম্ভের ঈশিত্ব বা পরমেশ্বরত্ব প্রদর্শিত হইয়াছিল। এখানে তাঁহার অপার্থিব ঐশ্বর্য্য বা যোগৈশ্বর্য্য সমূহের একত্রে সমাবেশ দেখাইয়া অম্বিকাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা হইয়াছে। সত্ত্বগুণাত্মক্ সুগ্রীব, প্রবচনে বা সুললিত বাক্য-বিন্যাসদ্বারা সেই পরমা সুন্দরী শোভাময়ীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে—"দৈত্যেশ্বর কামরূপী শুম্ভ সিদ্ধকাম হইয়াছেন; সর্ব্বপ্রকার যোগৈশ্বর্য্য সমূহ তাঁহার করতলগত; সর্ব্বপ্রকার অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সম্পদ তাঁহার অধিকৃত। দেহস্থ ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণ তাঁহার বশীভূত এবং তাঁহাদের প্রাপ্য যজ্ঞ-ভাগসমূহ তিনি নিজেই ভোগকারী। দেহরূপ ত্রিলোকে যতপ্রকার উৎকৃষ্ট সম্পদরাজির বিকাশ বা সমাগম হইতে পারে, তৎসমস্তই বিকাশ করত একত্রে সমাবেশ করা হইয়াছে; সুতরাং পরম শোভাময় কন্দর্পতুল্য কামরাজের সহিত, আপনার মত পরমা সুন্দরী স্ত্রী-রত্নের সংযোগ বা মিলন মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় অতি সুশোভন ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। বিশেষতঃ কামনাময় শুম্ভের সকল কামনাই পূর্ণ হইয়াছে—সমস্ত অভাব বিদূরিত হইয়াছে; এক্ষণে একমাত্র অভাব,

আপনার সহিত মহামিলন; এই শেষ কামনাটী পূর্ণ হইলেই আমাদের রাজা পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং প্রকৃত রাজাধিরাজ হইবেন।—এজন্য একমাত্র আপনার অভাবেই আমাদের রাজা রাজ্য এবং আমরা (প্রজা ও অনুচরবৃন্দ) সকলেই অভাবগ্রস্ত এবং অপূর্ণ"।—ইহাই দূত উক্তি সমূহের অভিপ্রায়।

মন্ত্রোক্ত **গন্ধর্ব্ব লোকের** রত্নরাজি—দৈহিক সৌন্দর্য্য, নৃত্য-গীত ও বাদ্যাদি সম্বলিত আনন্দ-বিলাসই গন্দর্ব্ব লোকের সম্পদ্ ও বিশেষত্ব। সাধকের অন্তর-প্রদেশ যখন সত্ত্বগুণান্বিত ও বিশুদ্ধ হয়, তখন সেখানে জ্যোতিঃদর্শন এবং নাদ-শ্রবণাদি বিশিষ্ট যোগ বিভূতি সমূহ প্রকাশ পায়; ক্রমে অশ্রু-পুলক-কম্পাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিক লক্ষণও বিকশিত হইয়া সাধককে আনন্দে মাতাইয়া তুলে!—এইসকল প্রকাশময় সাত্ত্বিক পরম ভাবই দেহস্থ গন্ধর্ব্ব লোকের রত্ন বা সম্পদ। আর মন্ত্রোক্ত **নাগ লোকের** রত্ন সমূহ—ইহা জীব-দেহের প্রভাবশালী ও প্রকাশময় কর্ম্ম-বীজ বা কর্ম্ম-সংস্কার এবং তজ্জনিত কর্ম্মফল। মধু-কৈটভ এবং মহিষাসুর বধ দ্বারা সাধকের আগামী কর্ম্ম এবং সঞ্চিত কর্ম্মরাশি বিনষ্ট হইয়াছে; অর্থাৎ **সত্যালোক** এবং **জ্ঞানাগ্নি** দ্বারা কর্ম্ম-বীজ সমূহ বিদগ্ধ হওয়ায়, উহাদের ভাবী কর্ম্মোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেবল প্রারব্ধ-কর্ম্মফলের ভোগ বাকী ছিল; এক্ষণে শুম্ভের মুক্তিলাভ আসন্ন, তাই তাঁহার প্রারব্ধ-কর্ম্মের বীজসমূহ ভোগদ্বারা বিলয় করিবার জন্য জ্ঞানময়ী মহাসরস্বতী মা অবশিষ্ট কর্ম্মফল প্রকট বা পরিস্ফুট করিয়াছেন। প্রকাশভাবাপন্ন এবং প্রভাবশালী কর্ম্মফলসমূহই দেহস্থ নাগ-লোকের মণিরত্নস্বরূপ। এ বিষয়ে মধ্যম চরিত্রে 'নাগহার' ব্যাখ্যা কালে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে।—(১০৯-১১১)

স্ত্রীরত্নভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্যামহে বয়ম্।
সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্ ॥ ১১২
মাং বা মমানুজং বাপি নিশুম্ভমুরুবিক্রমম্।
ভজ ত্বং চঞ্চলাপাঙ্গি রত্নভূতাসি বৈ যতঃ ॥ ১১৩
পরমৈশ্বর্য্যমতুলং প্রাপ্স্যসে মৎপরিগ্রহাৎ।
এতদ্ বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ। ১১৪

সত্য বিবরণ। হে দেবি! ইহলোকে আমরা তোমাকে সমস্ত স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নস্বরূপা বলিয়া মনে করি; অতএব তুমি আমাদের নিকটে আগমন কর; কেননা আমরাই একমাত্র রত্নভোগে সমর্থ ॥ ১১২ ॥ হে চঞ্চলাপাঙ্গি! আমাকেই হউক, অথবা আমার ভ্রাতা মহাবিক্রমশালী নিশুম্ভকেই হউক, তুমি ভজনা কর; যেহেতু তুমিও যে রত্নস্বরূপা ॥ ১১৩ ॥ তুমি আমাকে আশ্রয় করিলে, অতুলনীয় পরম ঐশ্বর্য্যসমূহ প্রাপ্ত হইবে; এইসকল বিষয় বুদ্ধিসহযোগে পর্য্যালোচনা করিয়া, তুমি আমার পত্নীত্ব স্বীকার কর ॥ ১১৪

তত্ত্ব-সুধা। যেখানে অসুরগণও অম্বিকা মাতাকে শক্তিরূপিণী স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে রত্নস্বরূপা বলিয়া উল্লেখ করত, সেই পরমাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, সেখানে সুর-নরগণ যে সেই অভয়ার দর্শন লাভের জন্য কঠোর তপস্যা বা সাধনাদি করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? —মাযে আমার সুরাসুর আরাধ্যা, নর-নারী-সেবিতা, গন্ধর্ব্ব-বন্দিতা জগন্মাতা! তাই অসুরপতিও মাকে আবাহন করিতেছেন —ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ; ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ—আমাদের নিকটে এস (অস্মান্ উপাগচ্ছ), আমাদিগকে আশ্রয় কর—তুমি যে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন-স্বরূপা! তাই সাদরে তোমাকে আমাদের গৃহে আনিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ করিতেছি। হে চঞ্চলে! তোমার চপলার তুল্য চাঞ্চল্য

পরিত্যাগ করত আমাদের নিকটে স্থির মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ কর—আমাদিগকে ভজ, অর্থাৎ কৃপা কর।—আমরা তোমার কৃপাবিন্দু পাইবার জন্য লালায়িত!—"আবিরাবির্ম এধি"—তুমি আবির্ভূতা হও, হে স্বপ্রকাশস্বরূপা! এস, একবার প্রকাশিতা হও—ইহাই পরমাত্ম-কামী সাধকরূপী শুম্ভের আন্তরিক কামনা। মন্ত্রে নিশুম্ভকে উরুবিক্রম বলা হইয়াছে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে—নিশুম্ভ মহাপরাক্রমশালী [উরু—মহান্], শক্তিধর এবং পলোয়ানতুল্য শক্তিমান; এজন্য সেই শক্তিময়ী স্ত্রীরত্নকে তিনি ধারণ বা গ্রহণ করিতে সমর্থ। এতদ্ব্যতীত '**উরুবিক্রম**' বাক্যটীতেও রহস্য আছে, যথা—(১) গতিশক্তির কেন্দ্র-স্বরূপ পাদদ্বয়, উরুর সাহায্যেই দীর্ঘ সময় চলিতে সমর্থ—এজন্য উরু, সামর্থ্যের প্রতীক্। (২) পলোয়ানগণ কুস্তী করিবার সময় উরুতে চপেটাঘাত করত নিজ নিজ শক্তি-বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন—এজন্য ঐস্থানে বিশেষ শক্তির বিকাশ। (৩) হর-গৌরিমূর্ত্তিতে শিব, মহাশক্তিরূপিণী গৌরীকে বাম-ক্রোড়ে বা উরুতে বসাইয়া ধারণ করেন; সেইরূপ এখানেও মহাশক্তিশালী উরুবিক্রম নিশুম্ভ সেই পরম শোভাময়ীকে উরুতে ধারণ করিতে সমর্থ!—ইহাই মন্ত্রোক্তির গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য্য।

মন্ত্রোক্ত '**ভজ**' বাক্যটীও অতি সুন্দর ভাবব্যঞ্জক্। আমরা ভজন করিয়া মাকে আয়ত্বাধীন করিব, ইহা অতি দুরাশা বা পাগলের উচ্ছ্বাস মাত্র; তথাপি সাধন ভজন, চিত্ত-শুদ্ধি এবং চিত্ত-একাগ্রতার সহায়ক—উহা পথের সম্বল বলা যাইতে পারে। আমাদের সাধ্য কি যে, ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা সেই মহাশক্তিকে আয়ত্ব করিয়া ফেলিব!—অণু হইয়া কিরূপে সেই সুমহৎ বা সুবৃহৎ বিরাট্‌কে ধারণা করিব? সুতরাং উহা জোনাকী পোকার সূর্য্যমণ্ডলকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টার ন্যায় বৃথা ও

হাস্যাস্পদ। এজন্য সমস্তই কৃপা সাপেক্ষ এবং শরণাগতির পথই প্রকৃত রাজপথ। তাই গীতাতে ভগবৎ উপদেশোবলীর সার মর্ম্ম বা মূলসূত্র—**শরণাগতি** *। আর দেবী-মাহাত্ম্যের সর্ব্বত্র শরণাগতিরই মূর্ত্ত বিকাশ ও বিলাস। তবে প্রকৃত শরণাগতি লাভও সাধন সাপেক্ষ, এজন্য সাধনার মধ্য দিয়াই শরণাগতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়।

এসম্বন্ধে আরও একটী বিশেষ আশাপ্রদ ভাব, এই যে—শিশু যদি পিতৃ-মাতৃ প্রদত্ত আহার্য্য বস্তু হইতে যৎকিঞ্চিৎ তুলিয়া সর্ব্বাগ্রে পিতামাতাকে খাওয়াইতে চায়, উহা যেমন লৌকিক পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া তৃপ্তি প্রদান করে; সেইরূপ আমরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে পত্র পুষ্প ফল জল যাহাই সেই পরম পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করি না কেন, তাঁহারা লৌকিক পিতা-মাতার ন্যায় উহা সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকেন। জগত-পিতা এবং জগন্মাতা আমাদিগকে কত প্রকার ভোজ্য দ্রব্যাদি দ্বারা সদা-সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত করিতেছেন—বিচিত্র বিষয়-সম্ভারে বিবিধ সজ্জায়

---

* গীতার **শরণাগতিমূলক** বিভিন্ন **উক্তি** সমূহ—"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র"—৬।৩০ মত্তঃপরতরং নান্যৎ"—৭।৭; "মামেব যে প্রপদ্যন্তে"—৭।১৪; "যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ"—৮।১২ "মামুপেত্যতু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—৮।১৬; "ময়া ততমিদং সর্ব্বং"—৯।৪; "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাম্"—৯।২২; "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো"—৯।৩৪; "মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে"—১০।৮; "মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা"—১০।৯; "সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য"—১২।৬; "ময্যেব মন আধৎস্ব"—১২।৮ "মৎ কর্ম্ম পরমোভব"—১২।১০; "মর্য্যপিত মনো বুদ্ধিঃ"—১২।১৪; "ময়ি ভক্তিরব্যভিচারিণী"—১৩।১১; "তমেব শরণং গচ্ছ"—১৮।৬২; "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—১৮।৬৬; "ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা"—১৮।৬৮

সংসারকে সাজাইয়া কতপ্রকারে আমাদের ভজনা বা সেবা করিতেছেন—সে করুণা অযাচিত!—সে দান অফুরন্ত! সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—জগত-পিতা এবং জগন্মাতার দেওয়া বস্তু, গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার ন্যায় তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা—তাঁহাদের প্রীত্যর্থে সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আত্ম-তৃপ্তি এবং তৎসহ অন্তর্য্যামী পরমাত্মার পরিতৃপ্তি সংঘটন করা!—অকৃতজ্ঞের মত অনিবেদিত পাপ ভোজন না করিয়া, সমস্ত ভোজ্য-দ্রব্য, সর্ব্ববিধ ভোগ বিলাসের উপকরণসমূহ, কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা এবং প্রতি কর্ম্ম-প্রবাহে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ইষ্ট দেব-দেবীর প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকৃতিরূপিণী মা এবং মঙ্গলকারী শিবময় পুরুষই সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে ভজনা করিয়া তৃপ্তি বা আনন্দ প্রদান করিতেছেন—সুতরাং আমরা ভজনা করি না—আমরা শুধু জগত-প্রবাহের কর্ম্ম-স্রোতে নিমিত্ত মাত্র। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—যাহারা যে কোনভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি সেই সেইভাবে তাহাদিগকে ভজনা করিয়া থাকি।—কি সুন্দর অমৃতস্রাবী আনন্দের বাণী! তাই এখানেও শুম্ভ, দেবীকে প্রার্থনা জানাইতেছেন—"আমাদিগকে ভজ"।

এখানে কামরূপী শুম্ভ প্রলোভনাত্মক্ সুবিন্যস্ত বাক্যাবলী এবং বিনয়-নম্র প্রবচনাদি দ্বারা বুঝাইয়া সেই পরমাত্মময়ীকে পত্নীরূপে পাইবার জন্য দুরাশার মোহময় স্বপ্নে বিভোর হইয়াছে; কিন্তু সেই কামান্ধ শুম্ভ জানেনা যে, সুমধুর বচন, মেধাযুক্ত বাক্-চাতুর্য্য কিম্বা বুদ্ধির কূটনীতি প্রভৃতি দ্বারা সেই পরমাত্মময়ীকে লাভ করা যায় না। বহু শাস্ত্র পাঠ, শাস্ত্র শ্রবণ বা কঠোর সংযম অনুষ্ঠানাদি দ্বারাও তাঁহাকে বাধ্য করা যায় না! তবে তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা করেন, কৃপা করেন বা বরণ করেন, সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই একমাত্র তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন!

তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেনৈবলভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্" ॥

ঋষিরুবাচ ॥১১৫

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী গম্ভীরান্তঃস্মিতা জগৌ।

দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১১৬

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—দূত দেবীকে এইপ্রকার বলিলে, সেই মঙ্গলদায়িনী জগদ্ধাত্রী দেবী ভগবতী দুর্গা মনে মনে হাস্য করত গম্ভীরভাবে বলিলেন—(১১৫।১১৬)

তত্ত্ব-সুধা। কৌষিকী দেবীকে পত্নীত্ব স্বীকারের জন্য কামরাজ শুম্ভের চলচাপলাযুক্ত প্রলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া দুর্জ্ঞেয়া অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্য মঙ্গলময়ী জগদ্ধাত্রী মা মনে মনে হাস্য করিলেন; কেননা তিনি যে—মা; তিনিতো কন্দর্প-বাণে আহত, উদ্দাম কামনার বীচিমালা-বিক্ষুব্ধ, কিম্বা বিলাসের লাস্য-তরঙ্গে দোলায়িত কামরূপী শুম্ভের ভোগ-বিলাসের পাত্রী নহেন!—তিনি যে জগদ্ধাত্রী দুর্গা ভগবতী মা—তাই মন্ত্রে আছে, "দুর্গা ভগবতী ভদ্রা যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ"।

গম্ভীরা—রোষ এবং তোষে যাঁহার সমান ভাব, তিনিই গম্ভীরা [গম্ভীরা সমানারোষতোষয়োঃ ইতি ভরতঃ] সুতরাং শুম্ভের প্রলাপযুক্ত বাক্য শ্রবণে মা ক্রোধপ্রকাশ করিলেন না বরং গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেন; কেননা তিনি যে জননী! তাই সন্তানের অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত বাক্যে বিচলিত হইলেন না; বরং তাঁহার অন্তরে হাস্য-রসেরই উদয় হইল। আর মন্ত্রোক্ত 'জগৌ' অর্থ—গান করিলেন অর্থাৎ সুললিত স্বরে সঙ্গীতবৎ উচ্চারণ করিলেন—সেই বীণা-বিনিন্দিত প্রাণারাম সুধা-বর্ষণকারী মায়ের বাক্য যিনি শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন,

তিনি জগতে ধন্য ও কৃতকৃত্য !—(১১৫।১১৬)

দেব্যুবাচ ॥ ১১৭

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিৎ ত্বয়োদিতম্।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভোনিশুম্ভশ্চাপি তাদৃশঃ ॥ ১১৮
কিন্ত্বত্র যৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্যা তৎ ক্রিয়তে কথম্।
শ্রূয়তামল্পবুদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞা যা কৃতা পুরা ॥ ১১৯

সত্য বিবরণ। দেবী কহিলেন—তুমি সত্য বলিয়াছ; এ বিষয়ে তুমি কিছুমাত্রও মিথ্যা বল নাই। শুম্ভ ত্রৈলোক্যের অধিপতি এবং নিশুম্ভও তৎ সদৃশ ॥১১৮॥ কিন্তু এবিষয়ে আমার একটী প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা কিরূপে মিথ্যা করিব ? অল্পবুদ্ধিতা বশতঃ আমি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১১৯

তত্ত্ব-সুধা। তত্ত্ব-প্রকাশিকা-টীকাকার প্রথম শ্লোকটীর সাধারণ অর্থ ব্যতীত শ্লেষযুক্ত গূঢ় অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—শুম্ভ-নিশুম্ভ ত্রৈলোক্যাধিপতি, এই উক্তি মিথ্যা, ইহাতে কিঞ্চিমাত্রও সত্য নাই, কেননা আমিই স্বয়ং ত্রিলোকময়ী (অর্থাৎ মহৎ প্রকৃতিরূপা); সুতরাং আমাকে জয় না করা পর্য্যন্ত (অর্থাৎ শক্তি-জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত) কি প্রকারে তাহারা ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইল ?—ইহাই দেবীর অভিপ্রায় বা উক্তির ভাবার্থ।

জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ এবং ভক্তিযোগ ব্যতীত জীবের মুক্তি হয় না—ইহা বেদের একটী শ্রেষ্ঠ উক্তি; পরবর্ত্তী মন্ত্র মায়ের প্রতিজ্ঞা বাক্যাবলীতেও এই ভাবত্রয় নিহিত আছে। অনন্ত ভাবে ও তত্ত্বে পরিপূর্ণ মায়ের প্রতিজ্ঞাটী **বেদবাক্য**স্বরূপ—বেদ যেমন অপৌরুষেয় *

* সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে চারি বেদ উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু উহা তাঁহার কোন প্রকার নূতন কল্পনা-সম্ভূত শব্দ-বিন্যাস নহে—

সেইরূপ মায়ের প্রতিজ্ঞাও অপৌরুষেয়; তদুপরি ইহা পূর্ব্বে উচ্ছিষ্ট হয় নাই; কেননা সুগ্রীবের প্রতি মায়ের উক্তির শেষভাগে মন্ত্রে আছে—"অনালোচিত্বা পুরা"—অর্থাৎ উহা পূর্ব্বে আলোচিত হয় নাই, এজন্য উহা অনুচ্ছিষ্টা। বিশেষতঃ এই মন্ত্রেও "যা কৃতা পুরা" উক্তিটীর সন্ধি ভঙ্গ করিলে প্রকৃত স্বরূপ হয়—'যা অকৃতা পুরা'—যাহা পূর্ব্বে কখনও প্রকাশ বা আলোচিত হয় নাই; অর্থাৎ সেই অমৃতস্রাবী বেদস্বরূপ বাণী, জগন্মাতা এক্ষণে জগতের মঙ্গলের জন্যই প্রকাশ করিলেন!—*ইহাই মন্ত্রোক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য।*

মন্ত্রোক্ত 'অল্প বুদ্ধিত্বাৎ'—যিনি সর্ব্বকারণের কারণস্বরূপ পরমাত্মময়ী, তাঁহার সাধারণ বিষয়ে কার্য্যকরী বুদ্ধি অল্প; কেননা উহা মহাশক্তির অংশভূতা ক্ষুদ্র-শক্তির কার্য্য। এজন্য কারণময় সর্ব্ব-জননীর সান্নিধ্যে যা তাঁহার উক্তিতে বুদ্ধির অল্পত্ব বা অব্যক্ত অবস্থা স্বাভাবিকরূপেই কথিত। বিশেষতঃ পরমাত্মার বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হওয়াই স্বরূপের তুলনায় অতি অল্প হওয়া! আর যিনি অজ (জন্ম-রহিতা নিত্যা) তাঁহাতে বাল্যকাল বা তজ্জনিত অল্পবুদ্ধিত্বের সম্পূর্ণ অভাবহেতু, পূর্ব্বে সেরূপ প্রতিজ্ঞা করা হয় নাই—ইহাই তাৎপর্য্য।—(১১৮।১১৯)

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যাপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥১২০

সত্য বিবরণ। যিনি সংগ্রামে আমাকে জয় করিবেন, যিনি আমার দর্প নাশ করিতে পারিবেন, কিম্বা জগতে যিনি আমার তুল্য

—উহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে প্রচারিত বেদ-বাক্য সমূহের সত্তামাত্র পরিকল্পনা বা পুনরাবৃত্তিস্বরূপ—এজন্য উহা কোন পুরুষ বা মানবকর্ত্তৃক সৃষ্ট হয় নাই! তাই অনাদি-প্রবর্ত্তিত বা আচরিত হেতু বেদকে অপৌরুষেয় বলা হইয়া থাকে।

বলশালী, তিনি আমার ভর্ত্তা হইবেন॥১২০॥ [অন্যরূপ ব্যাখ্যা—] (আমি ত্রিভুবন বিজয়ী অপরাজিতা) এইরূপ আমার দর্প আছে; যিনি সংগ্রাম-স্থলে, আমাকে পরাজয় করিয়া, আমার সেই দর্প চূর্ণ করিতে পারিবেন; কিম্বা অন্ততপক্ষে আমার সমকক্ষ বা সমবলী হইবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন॥১২০

তত্ত্ব-সুধা। জগদম্বা মায়ের এই প্রতিজ্ঞা-বাণীতে তিনটী কল্প বা বিভাগ আছে, যথা—(১) **সংগ্রামে জয়;** (২) **দর্প নাশ;** (৩) **প্রতিবল।** *এই তিনটী পরমভাব যাঁহাতে বিকাশ হইবে, তিনিই* আমার ভর্ত্তা হইবেন; অর্থাৎ তিনিই আমাকে ধারণ ও পোষণ করিতে সক্ষম হইবেন!—জীব-শিব পরম শিব হইয়া মুক্তি লাভ করিবেন। বিশেষতঃ এই তিনটী অবস্থার যে কোন একটী অধিগত হইলে, অবশিষ্ট অবস্থাদ্বয় আপনা হইতেই লব্ধি হইবে; কেননা, যিনি সংগ্রামে জয়ী হইবেন, তাঁহার জয় দ্বারা যুগপৎ মায়ের দর্পও নাশ হইবে, আর তিনি সমবলীও হইবেন—সমবলী না হইলে সংগ্রামে অপরকে জয় করা যায় না; কেননা দুর্ব্বল হইলে, সবলকে কিরূপে জয় করিবে? এক্ষণে এই তিনটী কল্পকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রদর্শন করা হইতেছে।

(১) **সংগ্রামে জয়**—বাহ্যভাবে, ত্রিতাপ-জ্বালা পরিপূর্ণ সাংসারিক সংগ্রামে বা ব্যক্তিগত জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করা; আর অন্তর্ম্মুখীভাবে ইন্দ্রিয়াদিসহ মনোজয় এবং জীব-মায়া অবিদ্যাকে জয়। সংসার-যুদ্ধে যাঁহারা একমাত্র ভগবানকেই ধ্রুবতারারূপে সতত লক্ষ্য রাখেন; যাঁহারা শরণাগতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ অবলম্বন করত, অনাসক্তভাবে সর্ব্ববিধ সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাঁহারাই জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইয়া দুস্তর মায়া-সাগর পার হইতে, অর্থাৎ অবিদ্যাকে জয় করিতে সক্ষম। তাই গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে

মায়ামেতাং তরন্তি তে"—যাঁহারা আমার শরণাগত হয়, তাঁহারাই এই দুস্তর মায়া-সাগর পার হইতে পারে; সুতরাং ভক্তিযোগ দ্বারা প্রপন্ন হইয়া মায়া বা অবিদ্যাকে জয় করাই মন্ত্রোক্ত সংগ্রামে জয়!—শাস্ত্রেও আছে—"ভক্তি বশঃ পুরুষঃ" অর্থাৎ ভগবান ভক্তাধীন। বিশেষতঃ চণ্ডী-সাধকের পক্ষে ইন্দ্রিয় সমূহ এবং রূপরসাদি বিষয় সমূহ সমস্তই শক্তিময় ও মাতৃময়রূপে ভক্তিসহকারে দর্শনের অভ্যাস করিতে হইবে; তাহা হইলে, সূর্য্যোদয় হইলে যেরূপ অন্ধকার থাকিতে পারে না, সেইরূপ সাধকের হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে অজ্ঞান-তমসারূপ অবিদ্যার অন্ধকার আপনা হইতেই বিদূরিত হইয়া যাইবে এবং সাধক জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবেন।

(২) **দর্পনাশ**—দর্প অর্থ—(ক) বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যাদির গৌরব-জনিত অহংকার; (খ) কাম-কামনা; [সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ, কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন]; সুতরাং দর্পনাশের সাধারণ অর্থ—যাঁহাদের অহংকার ও কাম-কামনা নাশ হইয়াছে। রজোগুণময় অহংকার এবং কাম-কামনাকে নাশ করিতে হইলে, সত্ত্বগুণময় প্রকাশ-ভাবাপন্ন জ্ঞান-যোগের প্রয়োজন। পূর্ব্ব কল্পে অবিদ্যা জয়ের ভাব অভিব্যক্ত; আর এখানে শক্তিজ্ঞানরূপ বিদ্যা লাভ দ্বারা বিদ্যার দর্প চূর্ণ বা **প্রকৃতি-বিজয়**। সাধক যখন ভগবৎ কৃপায় শক্তি জ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া প্রপঞ্চময় জগতের অন্তর্ব্বাহ্যে একমাত্র চৈতন্যময় পরম সত্তা দর্শন ও উপলব্ধি করেন; যখন তত্ত্বদর্শী হইয়া মহৎব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্ব ও উপকরণসমূহ স্বকীয় দেহ-ভাণ্ডে অণুরূপে দর্শন করিয়া মহামায়ার জ্ঞান-চক্র ভেদ করিতে সমর্থ হন, তখন প্রকৃতিরূপিণী বিদ্যার দর্প চূর্ণ হয় এবং জ্ঞান-সাধক **শক্তিজ্ঞান** লাভ করিয়া মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হন!—ইহাই মন্ত্রোক্ত দর্পনাশ। বিশেষতঃ শক্তিজ্ঞান

লাভ করিয়া শক্তিমান না হইলে, কেহ শক্তির ভর্ত্তা বা ধারক হইতে পারে না; তাই মহাদেব বলিয়াছেন—"শক্তি জ্ঞানং বিনা দেবি মুক্তির্হাস্যায় কল্পতে" অর্থাৎ শক্তি জ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত মুক্তির কল্পনা হাস্যাস্পদ।

এতৎ সম্পর্কে **মদন ভস্মের** পৌরাণিক কাহিনীটীও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাদেব প্রথমতঃ শক্তিকে স্ববশে রাখিতে পারেন নাই; তাই সতী শিবের নিষেধ বাক্য অবহেলা করিয়া দক্ষ-যজ্ঞে গমন করত, পতিনিন্দা শ্রবণে দেহ-ত্যাগ করেন। তৎপর শিব দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস করার পর, সতীর মৃত-দেহ স্কন্ধে করিয়া ভ্রমণ করা কালীন, বিষ্ণু-চক্রে সতীর দেহ খণ্ডিত হইয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পতিত হইল এবং সেই সকল পবিত্র স্থান শক্তি পীঠ বা তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল। তখন শিব, বাহ্যভাবে শক্তিকে হারাইয়া সতীর জন্য ধ্যান-যোগে সমাধিস্থ হইলেন। এদিকে সতী হিমালয়-গৃহে মেনকার গর্ভে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমে বিবাহযোগ্যা হন। অপরদিকে শিবের সমাধি আর কিছুতেই ভঙ্গ হয় না; তাই দেবগণ মদন বা কন্দর্পের সহায়তায় তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গের চেষ্টা করেন; অতঃপর মহাদেব জ্ঞান-নেত্রের দিব্য তেজদ্বারা মদনকে ভস্ম করিয়া ফেলেন! তখন প্রকৃতিরূপিণী গৌরী, সেই পরম পুরুষ শিবের পদে আত্ম-সমর্পণ করিলেন; প্রকৃতির দর্প চূর্ণ হইল অর্থাৎ প্রকৃতি বা শক্তি, জ্ঞানময় শিবের নিকটে চির-বশ্যতা স্বীকার করিলেন। এইরূপে মহাদেব তপস্যা দ্বারা শক্তিজ্ঞান লাভ করায় শক্তিরূপিণী গৌরীকে অঙ্কে ধারণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিলেন। সুতরাং যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান বা শক্তিজ্ঞান লাভে কৃতকৃতার্থ, তাঁহাদের নিজ নিজ প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইয়া অহংভাব হইতে বিমুক্ত হয় এবং বাহ্য প্রকৃতির মায়িক বন্ধনও ছিন্ন

হইয়া যায়!—ইহাই দর্পনাশের রহস্য ও তাৎপর্য্য।

(৩) **প্রতিবল**—ইহার অর্থ, সমান শক্তিসম্পন্ন হওয়া। দুইটী বস্তু পরস্পর সমভাবাপন্ন বা এক রস না হইলে, তাহাদের মধ্যে একাত্ম-মিলন হইতে পারে না। স্বগত স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদে পরিপূর্ণ জীবভাবের সহিত সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা **ভূমার** মিল হইতে পারে না। এজন্য কর্ম্মময় সাধনা দ্বারা অবিশুদ্ধ জীবভাবকে বিশুদ্ধ করিয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বে পরিণত করা জীবের অন্যতম সাধ্য। যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, কিম্বা মন্ত্র যোগ, লয় যোগাদি সাধনা দ্বারা ক্রমে জীবভাবকে বিশুদ্ধ করিয়া পরম ভাবে বিভাবিত করিলে, তখন পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনে আর বাধা থাকে না। এজন্য মুক্তি কামী সাধক মাত্রকেই কর্ম্ম-যোগ দ্বারা সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব লাভ করিতে হইবে!—ইহাই মন্ত্রোক্ত প্রতিবল। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"।

এখানে মন্ত্রে, ভক্তগণের **সারূপ্য সাযুজ্য** প্রভৃতি মুক্তিলাভ দ্বারা সমধর্ম্মী হওয়ারও ইঙ্গিত আছে। যেমন একটী কীটানুকীট দ্বারা একজন মানুষের যথাযোগ্য বা প্রকৃত সেবা হইতে পারে না, সেইরূপ, পরিচ্ছিন্ন জীবভাবীয় মনবুদ্ধি দ্বারা নিত্যলোকের নিত্যসেবাও সম্ভবপর নহে, এজন্য ভক্তগণেরও সমধর্ম্মী বা 'প্রতিবল' হওয়া প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে।

এই মন্ত্র-রাজে শান্তদাস্যাদি **পঞ্চ মহাভাবের** অন্যতম—সখ্য বাৎসল্য এবং মধুর ভাবযুক্ত সাধন ত্রয় উদ্ঘাটিত করিয়া প্রদর্শন করা হইল। দেবী মাহাত্ম্যের প্রথম চরিত্রে—সাধক, মায়ের নিত্যা জগন্মূর্ত্তি দর্শন করত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রশান্ত হইয়াছেন—ইহাই শান্ত ভাব। মধ্যম চরিত্রে—সাধক পরমাত্মময়ী ভগবতীর চিন্ময়ভাব উপলব্ধি করিয়া

অস্ত্রত্যাগ দ্বারা আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন ; অর্থাৎ মহামায়ার [illegible]-কর্তৃত্ব এবং সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্ম-কর্তৃত্ব পরি[illegible] করত, **দাস্যভাব** অবলম্বন করিয়াছেন। এক্ষণে উত্তম চরিত্রে—সাধক জাগতিক লীলার সহিত সখ্যভাব প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছেন—

সাধকের জ্ঞানময় দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া প্রেম-দৃষ্টিতে পরিণত হইতেছে ; নিজকে আর ছোট বা সাধারণ মনে হইতেছে না !—এক্ষণে তাঁহার অন্তর-বাহির দেহ-দেহী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (দেহ) বা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই একাকার এবং প্রেমের পাত্ররূপে প্রতীয়মান হইতেছে !—ইহাই সমবলী * হওয়া বা পারমার্থিক **সখ্যভাব** প্রতিষ্ঠা। অতঃপর নিজ পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করত, জগৎ তত্ত্বকে আত্ম-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্তরূপে ‡ আস্বাদন করত সর্ব্বত্র কোমল ও স্নেহময় দৃষ্টি প্রসারণ করাই পারমার্থিক

---

* সমবলী না হইলে, যুদ্ধে কাহাকেও পরাজয় করা সম্ভবপর নহে। এজন্য প্রথমে অন্ততঃ সমবলী হইতেই হইবে ; তৎপর আরও বল সঞ্চয় করত দর্পনাশ বা সংগ্রাম বিজয়।

‡ দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটী ক্ষুদ্র তত্ত্ব বা স্তর, মহৎ বা বৃহৎ সমষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের স্তররাজির সহিত সংযুক্ত বা যোগাযোগপ্রাপ্ত ! সমাধির অবস্থার এইসকল স্তর-ভেদ দর্শন হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে জনৈক সিদ্ধপুরুষ তদীয় আত্ম-জীবনীতে লিখিয়াছেন—"দেখিতেছি এই দেহ যেরূপ সীমাবদ্ধ ভাবিতাম, ইহা তদ্রূপ নহে—ইহার অসংখ্য স্তর আছে, প্রত্যেকটী স্তর, এক একটী অনন্ত লোকের অঙ্গীভূত অংশ। ধ্যান যখন সেই স্তরে পৌছে তখন এই জীব-দেহই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়া যায় !—এই অবস্থায় তাহাতে আমি জীবাত্মারূপে বা দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিয়া অন্তর্নিহিত থাকি। * * শাস্ত্র-উপদেশে অনুমান করিতেছি, এই জ্যোতিশীল অবস্থায় জীবাত্মাস্বরূপে নিয়ত অবস্থিতি করিতে পারিলে, পরমাত্ম-স্বরূপ অচিরে প্রকাশিত হইবে।"

বাৎসল্য ভাবের বিকাশ যে ভক্তির বলে ভগবৎ ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া ভক্তের জ্ঞান-প্রেমের বিষয়ীভূত হয়—ভক্তের স্নেহময় দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্যময় ভগবান যখন মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পান; কিম্বা ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যময় অতুলনীয় শক্তিরূপ দর্প যখন প্রেম-ধারায় অভিষিক্ত হইয়া ভক্তের আস্বাদনীয় পরমরসরূপে প্রতিভাত হয়, উহাই মহাশক্তির দর্পনাশ বা স্নেহমণ্ডিত **বাৎসল্য** ভাবের অভিব্যক্তি! লৌকিক ব্যবহারেও জনক-জননীর সর্ব্ববিধ দর্প, ছেলে-মেয়ের কাছে স্নেহ-প্রবণতাহেতু বিনষ্ট হইয়া থাকে। পরিশেষে বাৎসল্য-রসে ভগবান যেমন আত্ম-ঐশ্বর্য্য হারাইয়া ভক্তবাঞ্ছিত প্রেমময়রূপে আত্ম-প্রকাশ করেন, সেইরূপ ভক্তও বিশ্ব-প্রেমে নিমগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া যান! তখন মধুর রসিকা শ্রীরাধিকার ন্যায়—"যাঁহা যাঁহা নেত্র হেরে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে" এবম্বিধ মধুমতী অবস্থা লাভ হয়! এইরূপে বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু এমন কি প্রত্যেকটী অণু পরমাণু পর্য্যন্ত মধুবর্ষী বা অমৃতস্রাবীরূপে পরমানন্দ প্রদান করে—ইহাই পারমার্থিক মধুর ভাব—জীবাত্মা পরমাত্মার একাত্ম বা অপরোক্ষ মিলন!—ভক্ত-ভগবানের অসমোর্দ্ধ প্রেম-রসমাধুর্য্য আস্বাদন বা **নিত্য-রাসলীলা**—ইহাই দেবী মাহাত্ম্যের সংগ্রাম-বিজয় বা সাধনার চরম ও পরম সিদ্ধি!!—(১২০)

তদাগচ্ছতু শুম্ভোঽত্র নিশুম্ভো বা মহাসুরঃ।
মাং জিত্বা কিং চিরেণাত্র পাণিং গৃহ্ণাতু মে লঘু॥ ১২১

সত্য বিবরণ। অতএব মহাসুর শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ অচিরকাল মধ্যে এখানে আসুন এবং আমাকে জয় করিয়া আমার পাণি-গ্রহণ করুন; এবিষয়ে বিলম্বের আর প্রয়োজন কি?—(১২১)

তত্ত্ব-সুধা। সকাম কর্ম্মের ফলে দেহ-ত্রিলোকের একাধিপত্য এবং যোগৈশ্বর্য্য ভোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতি কাহারও অধিগত হইলেও, উহা দেবীর ভর্ত্তা হইবার উপযোগী নহে! অর্থাৎ মুক্তিলাভের পক্ষে উহা অন্তরায়স্বরূপ! সুতরাং শুম্ভ-নিশুম্ভের আসুরিক ভাবে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি, মুক্তির প্রতিকূলতা হেতু, দেবীর উপর কর্ত্তৃত্ব লাভের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। অপরাজিতা মা তাহাদিগকে সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছেন—ইহা কাম-ক্রোধরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভ বিলয়ের পূর্ব্বাভাসমাত্র।

এই মন্ত্রে মহাশক্তিময়ী কৌষিকী দেবী, শুম্ভ-নিশুম্ভকে সংগ্রামে শক্তিমত্তা প্রদর্শন পূর্ব্বক শক্তিমান হইয়া, দেবীর পাণি-গ্রহণ করিতে অর্থাৎ ভর্ত্তা হইতে আহ্বান করিয়াছেন; ইহাতে ভাব-সাধনার কৌশল নিহিত আছে। সাধক-সাধিকাগণ ভগবানকে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবে উপাসনা অর্থাৎ ভাবের সাধনা করিয়া থাকেন। প্রচলিত বৈষ্ণব প্রথায়—মধুর ভাবের সাধক, গোপীভাব বা রাধাভাব অবলম্বন করিয়া পরমাত্মময় পুরুষোত্তমকে পতিভাবে সাধনা করিয়া থাকেন। এখানে চৈতন্যময়ী মা, সাধককে শক্তিমান হইয়া তাঁহার পতি হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন!—ইহাও মধুর ভাবের অন্তর্গত; এরূপ সাধন-রহস্য তন্ত্র-শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে। তবে যে সমস্ত বীর সাধক তপস্যা দ্বারা শক্তিমান বা প্রতিবল হইয়াছেন, তাঁহারাই একমাত্র এবম্বিধ ভাব-সাধনার পথে প্রবেশ করিতে পারেন! নতুবা সাধারণের পক্ষে মাতৃভাব বা অন্যপ্রকার ভাব এবং শরণাগতিমূলক [illegible] প্রকৃষ্ট। জনৈক সিদ্ধসাধক, যিনি কালিকা দেবীকে স্ত্রী-ভাবে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই **সত্য কাহিনীটী** অতি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা হইল।

ব্রহ্মানন্দ গিরি নামক জনৈক সিদ্ধ পুরুষ, বঙ্গের বার ভূঞার

অন্যতম কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের গুরু ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ মাতৃ-গর্ভে থাকাকালীন, নবাবের অনুচরগণ তাঁহার মাতাকে হরণ করেন; পথিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ ভূমিষ্ঠ হওয়ায়, দুর্বৃত্তগণ সদ্য-প্রসূত ছেলেটীকে তিল-ক্ষেত্রে ফেলিয়া দিয়া, তাঁহার মাতৃদেবীকে লইয়া পলায়ন করে; তখন ব্রহ্মানন্দকে জনৈক ব্রাহ্মণ পুত্রবৎ পালন করেন। তৎপর যুবাকালে ব্রহ্মানন্দ ঘটনাসূত্রে তাঁহার গর্ভধারিণীর পাতিত্য এবং বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণের দুর্দ্দশা, বিশেষ ঘটনায় অবগত হইয়া অতীব ক্রুদ্ধ হন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এইরূপ দারুণ প্রতিজ্ঞা করেন যে—'তিনি শিবানীকে স্ত্রীরূপে ভোগ করিয়া, তাঁহার সতী নামের অবসান করিবেন'! তৎপর ব্রহ্মানন্দ তান্ত্রিকমতে দীক্ষিত হইয়া প্রথমে কাশীধামে তপস্যা আরম্ভ করেন; সেখানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, কামাখ্যা পীঠ-স্থানে আসিয়া সাধনা করিতে থাকেন; সেখানেও বিঘ্ন হওয়ায়, সেই ক্ষেত্রে পতিত দুর্গন্ধময় মৃত হস্তীর কঙ্কাল মধ্যে প্রবেশ করিয়া তপস্যা করত ইষ্ট-দেবীর দর্শন লাভ করেন। তখন জগন্মাতা বর দিতে চাহিলে, ব্রহ্মানন্দ দেবীকে পত্নীরূপে পাইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বলেন—"**ব্রহ্মানন্দ** গিরি গিরীন্দ্র-তনয়া বক্ত্রমৃতঃ বাঞ্ছতি"। তখন দেবী সেই বর প্রদান করিতে অসম্মতা হইয়া বলিলেন যে, তিনি ইষ্টমূর্ত্তি কালিকারূপে দর্শন দিয়াছেন, সুতরাং এ দেহে তিনি ভোগ্যা হইতে পারেন না! তবে ভবিষ্যতে কোন মানুষীতনু আশ্রয় করিয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবেন। অতঃপর দেবী তাঁহাকে অন্য কোন বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কোপান্বিত ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—দ্বিতীয় বর—"দূর হও"! তাহাতে দেবী বলিলেন—"আমি তোমাকে কোন বর দান না করিয়া দূর হইতে পারিব না। তখন ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"তবে এই প্রস্তর খানা মস্তকে লইয়া আমার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে থাক"! কথিত আছে যে, কালিকা সেই

বৃহৎ প্রস্তর খানা মস্তকে লইয়া প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দের সেই আদেশ প্রতিপালন করার পর, উহা ঘটনাসূত্রে ব্রহ্মানন্দের গুরুধাম সুপ্রসিদ্ধ **রমণা** কালীবাড়ীতে ফেলিয়া দেন। [ঢাকা সহরের উপকণ্ঠে ৵ রমণা-কালীবাড়ীতে অদ্যাপি সেই সুপবিত্র প্রস্তর খানা (ওজন প্রায় দশ মণ হইবে) সুরক্ষিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছে।] অনন্তর দেবী কুমিল্লা জেলার একটী গ্রামে মানুষী তনু ধারণ করেন; তখন দৈববশে ব্রহ্মানন্দ সেখানে উপস্থিত হইয়া, সেই কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার গর্ভে ব্রহ্মানন্দের ২টী পুত্র জন্মিয়াছিল *। এইরূপে উগ্রতপস্বী ব্রহ্মানন্দ গিরি জগদম্বাকে স্ত্রীরূপে পাইবার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এইপ্রকার মধুর ভাবের সাধনা কাল্পনিক বা অসম্ভব নহে; তথাপি শরণাগতির পথই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত নিরাপদ এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর।—(১২১)

দূত উবাচ ॥ ১২২

অবলিপ্তাসি মৈবং ত্বং দেবি ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
ত্রৈলোক্যে কঃপুমাংস্তিষ্ঠেদগ্রে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ॥ ১২৩
অন্যেষামপি দৈত্যানাং সর্ব্বে দেবা ন বৈ যুধি।
তিষ্ঠন্তি সম্মুখে দেবি কিং পুনঃ স্ত্রী ত্বমেকিকা॥ ১২৪

---

* এই কাহিনী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত "কেদার রায়" নামক গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। এতৎব্যতীত "লঘুভারত" নামক সংস্কৃত গ্রন্থেও কতক বিবরণ দৃষ্ট হয়; আর ঢাকা ও কুমিল্লা জেলার লোকমুখেও ব্রহ্মানন্দ গিরির নানাবিধ বিভূতির কথা প্রচলিত আছে। লঘুভারতের উক্তি—"কেদার গুরু সন্ন্যাসী ব্রহ্মানন্দ গিরিস্তদা। শিলামবাহয়ৎ প্রেম্না তারোমানায়িকাদ্বয়ঃ"॥

সত্য বিবরণ। দূত বলিল—হে দেবি! আপনি অত্যন্ত গর্ব্বিতা হইয়াছেন; আমার সম্মুখে এরূপ কথা বলিবেন না। ত্রিভুবনে এমন পুরুষ কে আছেন, যিনি শুম্ভ-নিশুম্ভের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন ॥১২৩॥ হে দেবি! যুদ্ধার্থী সমস্ত দেবগণ মিলিত হইয়া, অন্যান্য দৈত্যগণের সম্মুখেও অবস্থান করিতে পারেন না; আপনি ত স্ত্রী, আবার একাকিনী ॥ ১২৪

তত্ত্ব-সুধা। সুগ্রীব, দেবীর আত্মম্ভরিতাপূর্ণ প্রতিজ্ঞা-বাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত গর্ব্বিতা বলিয়া ধারণা করিল এবং তাঁহার ভ্রান্তি-নিরসনের জন্য ভীতিব্যঞ্জক উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইল। এখানে সত্ত্বগুণাত্মক সুগ্রীবের উক্তি সত্য; কেননা কাম-ক্রোধরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভের সম্মুখে কে দাঁড়াইবে? কামরূপী **মদনের** শরাঘাতে দেব দানব মানব সকলেই কোন না কোনরূপে আহত বা পরাজিত হয়। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিভুবনে বয়ঃপ্রাপ্ত এমন ব্যক্তি অতি বিরল, যাহাতে কোন সময়েই কামের উদ্রেক হয় নাই বা হইতে পারে না! কিম্বা যিনি কাম-কামনা দ্বারা বিজড়িত বা আহত হইয়াও কায়মনোবাক্যে অচঞ্চল বা স্থির থাকিতে পারেন! ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও মদনের শরে বিদ্ধ হইয়া মোহে পতিত হইয়া ছিলেন। বিশেষতঃ কাম ব্যতীত অন্যান্য রিপুগুলি সমস্তই বিষয়-সাপেক্ষ; অর্থাৎ ক্রোধের কারণ না হইলে ক্রোধের উদ্রেক হয় না, লোভের বিষয় না থাকিলে, লোভ ক্রিয়াশীল হয় না; কিন্তু কাম কোন বিষয় বা কারণের অপেক্ষা রাখে না—উহা নির্ব্বিষয় এবং অশরীরি; অর্থাৎ মদনের নিজ দেহেরও অভাব এজন্য, তাঁহার বিষয়েরও অভাব; তথাপি ইহা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জীবের স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ-দেহে অভিব্যক্ত হয় এবং ইহা দুষ্পূরণীয় অনলস্বরূপ!!—ইহা ভোগমুখী রজোগুণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল

এবং উগ্র অভিব্যক্তি! এইসব কারণে দূত বলিতেছেন—গুপ্তরূপী সাক্ষাৎ কামমূর্ত্তির সান্নিধ্যে ত্রিলোকের কেহই স্থির থাকিতে পারিবে না! অর্থাৎ তাঁহার সহিত সংঘর্ষে সকলেই প্রভাবিত বা পরাজিত হইবেন! সুতরাং আপনি অবলা নারী হইয়া কিরূপে সেই কামকে জয় করিবেন? —ইহাই তাৎপর্য্য।

গীতাতে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"পুরুষ ইচ্ছা না করিলেও কে তাহাকে বলপূর্ব্বক পাপাচরণে নিয়োজিত করে? ভগবান উত্তর দিয়াছিলেন—"ইহা রজোগুণ সমুদ্ভূত **কাম-ক্রোধের** কার্য্য—এই কাম অতি উগ্র এবং দুষ্পূরণীয় অনল সদৃশ ... ... জ্ঞান-বিজ্ঞান বিরোধী পাপরূপী কামকে বিনাশ কর"। বিষয়-সম্ভোগ তৃষ্ণাকেও **কাম** * বলে—উহা **রসময়**। চিদ্‌রসের স্বরূপ—আনন্দ; আর জড় রসের স্বরূপ সুখ-দুঃখ। **রস**—নিত্য, অখণ্ড, অনন্ত, ভাবময় এবং পরমানন্দ-স্বরূপ; কিন্তু উহা বিষয়সাপেক্ষ বা আসক্তিমূলক হইলেই জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে! কেননা বিষয়-রসই কাম-কামনাদিরূপে পরিণত হইয়া জীবগণকে সুখ-দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে! আর যেখানে মহাশক্তি বা ভগবানই বিষয়রূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে পরিধৃত হন, সেখানে চিদানন্দময় নিত্য পরম রসের আবির্ভাব হইয়া উহা **প্রেম-রসে** পরিণত হয়! শ্রীমদ্ভাগবত গোপিগণকে "কৃষ্ণ গৃহীত মানসাঃ" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন; ইহাতে দ্বিবিধ অর্থ ও ভাব বিদ্যমান, যথা—(১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের মনকে গ্রহণ বা হরণ করিয়াছিলেন, সেই সৌভাগ্যবতী গোপিগণ; কিম্বা (২) যাঁহাদের মন সর্ব্বতোভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই

---

* "কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তৎ" —ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

গ্রহণ করিয়াছিল—অর্থাৎ সংসারের কর্ত্তব্যে লিপ্ত থাকিয়াও, যাঁহাদের মন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পরিচিন্তনে বিভাবিত ছিল, সেই সর্ব্বত্যাগী গুণাতীতা গোপিগণ! এইসব কারণে ভগবানের প্রতি গোপিগণের রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা হইলেও, উহা প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। **শ্রীশ্রীরাসলীলা** শ্রবণ কীর্ত্তন বা আস্বাদনে হৃদ্রোগরূপ কামের উচ্ছেদ হয়, বলিয়া শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকারে সর্ব্ববিধ জড় ভাবাপন্ন বিষয়-রসকে বিশুদ্ধ করিয়া রসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা সাধকের কর্ত্তব্য—কেননা তৃষ্ণার সহিত জলের যেরূপ প্রাণাকর্ষণী সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত জীবেরও সেইরূপ নিত্য আকর্ষণী সম্বন্ধ! এজন্য কাম-কামনারূপী তৃষ্ণার সহিত পরম রসময় ভগবান বা ভগবতীকে যুক্ত করিতে পারিলেই উহার পরম সার্থকতা হইবে। চণ্ডী-সাধকের পক্ষে, সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে সর্ব্বভূতে, ব্রহ্মময় আত্মময় বা পরমাত্মময় ভগবৎ দর্শন, বাঞ্ছনীয় এবং অবলম্বনীয়; সুতরাং এই সাধনায় অগ্রসর হইলে, সাধকের কাম-কামনামূলক সর্ব্ববিধ রস, ক্রমে আপনা হইতে প্রেম-রসে পর্য্যবসিত হইবে।

যে স্থলে শুম্ভ-নিশুম্ভের সহকারী অবিশ্বাসরূপী ধূম্রলোচন, লোভ-মোহরূপী চণ্ড-মুণ্ড, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চিত্ত-চাঞ্চল্যাদিরূপ রক্তবীজ প্রভৃতি আসুরিক প্রভাবের নিকটে দেহস্থ সমগ্র দেবভাবমণ্ডলীও পরাভূত. হইয়া যায়, সেস্থলে আপনি একাকিনী অবলা স্ত্রী হইয়াও কিরূপে কামরাজের সহিত যুদ্ধে জয় লাভের আশা করিতে পারেন? এই উক্তির অন্য প্রকার **বিশেষ তাৎপর্য্য** আছে, যথা—সত্ত্বগুণময় সুগ্রীব যেন বলিতেছেন—সমস্ত দেবগণ কামরাজ বা তৎসহকারী আসুরিক ভাবের নিকট পরাস্ত হইতে পারেন, কিন্তু হে দেবি! আপনি একা, অদ্বিতীয়া এবং সমস্ত দেবগণের সমষ্টিভূতা; সুতরাং একমাত্র আপনিই

কামরাজের সম্মুখে অবস্থান করিয়া যুদ্ধ করিতে সক্ষম ; কেননা আপনি যে কামেরও কামরূপা—একমাত্র কাম্য পরম বস্তু! তাই আপনার স্তবে আছে—

"কামেশ্বরী কামহরা কামদা কাম-পণ্ডিতা।
কামাগার স্বরূপাচ কামাখ্যা কাম-সুন্দরী" !!—(১২৩।১২৪)

ইন্দ্রাদ্যাঃ সকলা দেবাস্তস্থু র্যেষাং ন সংযুগে।
শুম্ভাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রযাস্যসি সংমুখম্॥ ১২৫
সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্তা পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মাগমিষ্যসি॥ ১২৬

সত্য বিবরণ। ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ, সংগ্রামে যাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেও পারেন না, সেই শুম্ভাদির সম্মুখে আপনি স্ত্রীলোক হইয়া কি প্রকারে গমন করিবেন? ॥১২৫॥ অতএব আমি আপনাকে বলিতেছি—আপনি এখনই শুম্ভ-নিশুম্ভের সমীপে গমন করুন; কেশাকর্ষণে হত-গৌরবা হইয়া সেখানে যাওয়া ভাল নহে॥ ১২৬

তত্ত্ব-সুধা। অসীম প্রভাবশালী কামের সহিত যুদ্ধে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ পরাস্ত হইয়াছিলেন—এবিষয়ে নানাপ্রকার কাহিনী, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ এবং শাস্ত্রাদিতে উল্লেখ আছে। ইন্দ্রের অহল্যা ছলনা, শিবের পতনে কার্ত্তিকের জন্ম, ব্রহ্মার অগম্যাতে আসক্তি, চন্দ্রের গুরু-পত্নী হরণ প্রভৃতি কাম-যুদ্ধে পরাজয়ের বিবিধ কাহিনীসমূহের ভাব, এই মন্ত্রোক্তিতে নিহিত রহিয়াছে! সুতরাং কামরাজের সহিত যুদ্ধে সকলেই পরাস্ত; অতএব হে স্ত্রীরত্ন! একাকিনী কোমলাঙ্গী অবলা নারী হইয়া কিরূপে আপনি কামরাজ শুম্ভের সম্মুখে যুদ্ধার্থে গমন করিবেন? এই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য—হে নারী-শ্রেষ্ঠা! দেবগণ

সকলেই পরাস্ত হইতে পারেন, কিন্তু—আপনি [তেষাং শুম্ভাদিনাং] *সেই কামরূপী শুম্ভ প্রভৃতির, [সংমুখং প্রযাস্যসি] সম্মুখে যাইতে* পারিবেন ! [কথং] কি প্রকারে ?—কেননা আপনি সে সমস্তের সার রত্নস্বরূপা অদ্বিতীয়া, এবং সর্ব্ব কারণের কারণরূপা ! [সা ত্বং] আপনি এবম্বিধা প্রভাব সম্পন্না ; অতএব আপনি শুম্ভ-নিশুম্ভের পার্শ্বে গমন করিলেও সেখানে কেশাকর্ষণদ্বারা হত-গৌরবা হইবেন না। কেননা, আপনি কাম-কামনারও একমাত্র কারণ স্বরূপা ; সুতরাং ভবদীয় অংশভূত কামরূপী শুম্ভ, আপনার সান্নিধ্যে পৃথক্ থাকিতে পারিবেন না ; বরং আপনার দেহেই বিলয় হইয়া যাইবেন !—ইহাই মন্ত্রোক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য ও রহস্য। সাধক পক্ষে—কাম-কামনা প্রভৃতিকে মাতৃময় ও শক্তিময়রূপে উপলব্ধি করিয়া মহামায়ারূপিণী মায়ের শ্রীচরণ-সরোজে উপহার দিতে পারিলে, রাজোগুণময় কাম, প্রেমরূপে পরিণত হইয়া সাধককে পরমানন্দ প্রদান করিবে। মাতৃ-সাধক গাহিয়াছেন—"কি দিয়ে পূজিব ব্রহ্মময়ী। আমি দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে কিছু আছে যে মা তোমা বই ॥ কাম ক্রোধ দুই বলী, কেমন করে দিব বলি, (তারা) আমাহতে মহাবলী, তাদের সনে পারি কই" ॥

কেশাকর্ষণ—প্রাচীন টীকাকারগণ এবং 'তত্ত্ব-প্রকাশিকা' টীকাকার 'কেশ' শব্দের অর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—কেশ = ক + অ + ঈশ ; ক = ব্রহ্মা ; অ = বিষ্ণু ; ঈশ = মহেশ্বর সুতরাং মায়ের কেশ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্যোতক্। জগদম্বা মা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকেও মুক্তি প্রদানে সমর্থ, এজন্য তাঁহার নাম মুক্তকেশী। মায়ের কেশরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের শক্তিটী আকর্ষণ করিয়া পৃথক্ বা নষ্ট করিতে পারিলে, মা শক্তিহীন হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবেন, ইহাও দূতের অন্তরূপ অভিপ্রায়।

দেব্যুবাচ ॥১২৭

এবমেতদ্‌বলী শুম্ভো নিশুম্ভশ্চাতিবীর্য্যবান্।
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে যদনালোচিতা পুরা ॥১২৮
স ত্বং গচ্ছ ময়োক্তং তে যদেতৎ সর্ব্বমাদৃতঃ।
তদাচক্ষ্বাসুরেন্দ্রায় স চ যুক্তং করোতু যৎ ॥১২৯

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে **দেব্যা দূত-সংবাদো** নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ। **শ্লোকসংখ্যা**—৭৬, **মন্ত্রসংখ্যা**—১২৯

সত্য বিবরণ। দেবী বলিলেন—ইহা সত্য বটে, শুম্ভ বলবান, নিশুম্ভও অতি বীর্য্যবান্। কিন্তু আমি আলোচনা না করিয়াই পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এখন কি করিব? ॥১২৭।১২৮॥ অতএব তুমি সেখানে যাও, আমি যাহা বলিলাম, অতি যত্নসহকারে তৎসমুদয় অসুররাজকে বলিও; তিনি যাহা যুক্তি-সঙ্গত মনে করেন, তাহাই করিবেন ॥১২৯

তত্ত্ব-সুধা। কামরূপী শুম্ভ অতি বলবান এবং ক্রোধরূপী নিশুম্ভও অতি তেজস্বী এবং উগ্রভাবাপন্ন, এজন্য 'অতি বীর্য্যবান্'। যোগৈশ্বর্য্যাদি সমস্তই অধিকৃত হওয়ায় তাঁহারা বলী ও বীর্য্যবান্ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু যতক্ষণ সর্ব্ববিধ জীবভাবীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভেদ অপসারিত হইয়া পূর্ণ বিশুদ্ধিলাভ না হইবে, ততক্ষণ তাঁহাদের মুক্তি হইবে না! শুধু যোগৈশ্বর্য্য বা শক্তিলাভ করিলে চলিবে না; সমবলী হইয়া আমার প্রতিজ্ঞাটী পূরণ করিতে হইবে! নতুবা, [কিং করোমি] আমি আর কি করিব? কেননা আমার প্রতিজ্ঞারূপ যোগসূত্রটী বেদবাক্য-স্বরূপ!—ইহা পূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশ করা হয় নাই, এজন্য এই বাক্য [অনালোচিতা পুরা] অর্থাৎ অনুচ্ছিষ্টা। বর্ত্তমানে জীব-জগতের মঙ্গলের জন্যই উহা প্রকাশ করা হইল; অতএব হে সত্ত্বপ্রধান মঙ্গলকামী দূত! তুমি সেই ত্রিগুণান্বিত ভক্ত শুম্ভকে আমার

প্রতিজ্ঞাটী অতি যত্নসহকারে বিশ্লেষণ করিয়া সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবে। বর্ত্তমানে সে অসুরেন্দ্র হইয়াছে, সুতরাং সে আত্মরূপী আমাকে লাভ করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী * হইতে প্রস্তুত! [অসুরগণ সাধারণতঃ যুক্তির ধার ধারে না; বরং শাস্ত্রবিধি এবং যুক্তির বিরোধী কার্য্যই করিয়া থাকে; কিন্তু এখানে শুম্ভ কারণ-স্তরে উন্নীত, সুতরাং যুক্তিসঙ্গত প্রতিজ্ঞা-বাক্য বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে—ইহাই দেবীর অভিপ্রায়।]—এইসকল ভাব মন্ত্রোক্তিসমূহের রহস্য ও তাৎপর্য্য।

ক্রোধের আশ্রয় কাম; কেননা কাম-কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়; এজন্য ক্রোধকে কামের সহিত একীভূত বা 'কামজ' বলিয়া গণ্য করা হয়। [গীতাতে কাম-ক্রোধ ব্যাখ্যাকালে শ্রীধর স্বামীও এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন] এজন্য মায়ের প্রতিজ্ঞা-বাক্যটী অসুরেন্দ্র শুম্ভকেই বলিবার জন্য মা দূতকে বলিয়াছেন; নিশুম্ভকে পৃথক্‌রূপে কিছু বলা হয় নাই।

মন্ত্রোক্ত 'বলী' বাক্যটী **শ্লিষ্ট** বা দ্বি-অর্থবোধক, যথা—বলী=(১) বলবান্ বা শক্তিমান; (২) শুম্ভ-নিশুম্ভ উভয়েই আমার বলিযোগ্য (পশুত্ব হেতু); কিম্বা তাহারা আমার মহাপূজার বলী, অর্থাৎ উপহার বা উপকরণস্বরূপ।—(১২৭-১২৯)

---

*অসুর=অসূন্ প্রাণান্ রান্তি দদতি ইতি অসুরঃ; অর্থাৎ যিনি প্রাণময় সমস্ত বস্তু ইষ্ট-চরণে অর্পণ করেন, তিনিই অসুর; শুম্ভ সেই পরমাত্মময়ীকে লাভ করিবার জন্য যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন—তাই তিনি অসুরেন্দ্র। বিশেষতঃ অসুরগণ কঠোর তপস্যাপরায়ণ হয় এবং ইষ্টদেবের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদনপূর্ব্বক অভীষ্ট বর লাভ করেন!—ইহাতেও প্রাণময় ভাবের আদান-প্রদান অভিব্যক্ত।

উত্তম চরিত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়—ধূম্রলোচন বধ।

ঋষিরুবাচ ॥ ১

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দূতোঽমর্ষপূরিতঃ।
সমাচষ্ট সমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥ ২
তস্য দূতস্য তদ্‌বাক্যমাকর্ণ্যাসুররাট্ ততঃ।
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩

সত্য বিবরণ। ঋষি কহিলেন—সেই দূত দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া দৈত্যরাজের নিকট আগমনপূর্ব্বক সবিস্তারে দেবী-বাক্য নিবেদন করিল ॥১।২॥ অনন্তর অসুররাজ শুম্ভ সেই দূতের বাক্য শ্রবণে কোপান্বিত হইয়া বহু দৈত্য সৈন্যগণের অধিপতি ধূম্রলোচনকে বলিল ॥৩

তত্ত্ব-সুধা॥ সত্ত্বগুণাত্মক দূত দেবীকে যুক্তিযুক্ত সুললিত বাক্য-বিন্যাস এবং পরিশেষে ভয় প্রদর্শনাদি করিয়াও যখন সেই অভয়াকে বাধ্য করিতে পারিলনা, তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ প্রভুর নিকট বিস্তারিত ভাবে সমস্ত বর্ণনা করিল। যুক্তিযুক্ত শব্দ বিন্যাস, অগাধ পাণ্ডিত্য, শ্রুতিমধুর বাগ্মীতা, মানুষের চিত্ত আকর্ষণ বা বিমোহন করিতে পারে, কিন্তু উহাদ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় না; কেননা ব্রহ্মজ্ঞান আত্মজ্ঞান এবং ভগবান, সমস্তই অনুভূতিময় চিদানন্দ রসস্বরূপ। এজন্য অনুভূতিবিহীন বিদ্যা, পাণ্ডিত্য বা বাগ্মীতা, মক্তি কিম্বা ভগবৎ প্রাপ্তির

অনুকূল নহে, বরং অন্তরায়স্বরূপ—ইহাও দেবী-দূত-সংবাদে একটী বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। কামরূপী শুম্ভের অন্তরে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী সুন্দরীকে লাভ করিবার জন্য যে সত্ত্বগুণময় কামনা উদিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে প্রতিহত হওয়ায়, উহা রজোগুণান্বিত ক্রোধরূপে পরিণত হইল; তখন শুম্ভ সেই সুমনোহরাকে বলপূর্ব্বক কেশাকর্ষণ করত আনয়ন করিবার জন্য, অবিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি ভ্রমান্ধ **ধূম্রলোচনকে** প্রেরণ করিলেন। ধূম্ররূপ অবিশ্বাসের অজ্ঞানতায় যাহার লোচন ভ্রান্ত হইয়াছে, সেই আসুরিক প্রবল ভাবই ধূম্রলোচন। সাধারণতঃ জাগতিক ব্যাপারেও ধূম্রদ্বারা আচ্ছন্ন হইলে, কোন বস্তুরই প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করা যায় না; এইরূপে অবিশ্বাসজনিত ভ্রান্তিময় ভাবদ্বারা সেই শ্রদ্ধাময়ীকে লাভ করা যায় না! অভ্রান্ত বুদ্ধি এবং জ্বলন্ত বিশ্বাসই সত্বর আত্মার বা ভগবানের সান্নিধ্য আনয়ন করে।—(১-৩)

হে ধূম্রলোচনাশু ত্বং স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
তামানয় বলাদ্ দুষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্ ॥৪
তৎপরিত্রাণদঃ কশ্চিদ্ যদি বোত্তিষ্ঠতেঽপরঃ।
স হন্তব্যোঽমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্ব্ব এব বা ॥ ৫

সত্য বিবরণ। হে ধূম্রলোচন! তুমি শীঘ্র স্বসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া সেই দুষ্টাকে কেশাকর্ষণে বিবশা করিয়া বলপূর্ব্বক এখানে লইয়া আইস ॥৪॥ যদি অপর কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হয়, সে দেবতাই হউক, যক্ষই হউক, আর গন্ধর্ব্বই হউক, তাহাকে বধ করিবে ॥৫

তত্ত্ব-সুধা। কেশাকর্ষণদ্বারা বিহ্বলা বা হত-গৌরবা সম্বন্ধে পূর্ব্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। মহামায়া মায়ের সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি ব্যাপারে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব বা সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বই মায়ের কেশ; উহা আকর্ষণ করা কিম্বা

উহার কিছুমাত্র প্রভাব নষ্ট করা ত্রিভুবনে কাহারও ক্ষমতা নাই। সিদ্ধকাম মুনিঋষিগণ এবং জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে কেহ কেহ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ক্ষমতা লাভ করিতে পারেন; তাঁহাদের পক্ষে কল্পনা অনুযায়ী নূতন কিছু সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইতে পারে; তথাপি বর্ত্তমান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরমাত্মময়ী মহাশক্তির ব্যাপকত্বে বা সর্ব্বকর্তৃত্বে কাহারও হাত দিবার ক্ষমতা নাই। তাই বেদান্তদর্শনে আছে—"জগদ্ব্যাপার-বর্জ্জম্"—জাগতিক ব্যাপারে সকলের কর্ত্তৃত্ব বর্জ্জনীয়; অর্থাৎ সেখানে কাহারও কর্ত্তৃত্ব খাটিবে না!—পরমার্থিক নিয়ন্ত্রণের একচুল এদিক ওদিক করা, কাহারও ক্ষমতা নাই; কিম্বা একটী ধূলিকণা পর্য্যন্ত কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না! তাই সত্যদর্শী জনৈক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন—"সূর্য্যের মত প্রকাণ্ড বস্তুর কাছে, সাগর বেলার স্তূপীকৃত বালুকণার অন্তর্গত একটী কণা, নগণ্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; কারণ সেই কোটী কোটী কণিকার মধ্যে একটীর গণনা ভুল হইলে, কিম্বা একটীর অভাব হইলে, বিশ্ব-যন্ত্র বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে! কেননা বৃহৎ সূর্য্য হইতে নগণ্য বালুকণা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই জগত-যন্ত্রের স্থিতি ও গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য সমানভাবে প্রয়োজন"। মহাশক্তিময়ী প্রকৃতির এবম্বিধ স্বরূপ ভাবে ধূম্রলোচনের বিশ্বাস নাই; তাই মায়ের কেশ আকর্ষণদ্বারা তাঁহাকে শক্তিহীন করিবার জন্য অবিশ্বাসী ভ্রমান্ধ ধূম্রলোচন নিযুক্ত হইয়াছে—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।

সেই পরমা সুন্দরী দেবীকে লাভ করার বাসনা কামরূপী শুম্ভের হৃদয়ে প্রবল; তাই একমাত্র সেই অপূর্ব্ব রমণীকে হত্যা না করিয়া জীবিত অবস্থায় ধরিয়া আনিতে হইবে, আর তাঁহার সাহায্যকারী সকলকেই হত্যা করিতে হইবে—ইহাই শুম্ভের অভিপ্রায়।—(৪।৫)

ঋষিরুবাচ ॥ ৬

তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শীঘ্রং স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযৌ ॥ ৭

সত্য বিবরণ। ঋষি কহিলেন—অনন্তর শুম্ভের আদেশে সেই দৈত্য ধূম্রলোচন, ষষ্টি সহস্র অসুর-সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া [দেবীকে আনয়ন করিবার জন্য] সত্বর ধাবিত হইল।—(৬।৭)

তত্ত্ব-সুধা। অবিশ্বাসরূপী ভ্রমান্ধ ধূম্রলোচনের ষষ্টি সহস্র সৈন্য—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, জ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধি-ক্ষেত্র), বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ এই ছয়টী বিশিষ্ট ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক অবিশ্বাসের অবাধ রাজত্ব বিস্তৃত। দেহে মনে প্রাণে বুদ্ধিতে সর্ব্বত্রই অবিশ্বাস ও ভ্রান্তি; বিজ্ঞানময় কোষেও, ভগবৎ কর্ত্তৃত্বে বিশ্বাস না করিয়া 'আমি কর্ত্তা' এরূপ আত্ম-কর্ত্তৃত্বে ভ্রান্তিময় বিশ্বাস; আনন্দময় কোষেও, সর্ব্ববিধ পরিচ্ছিন্ন আনন্দ আমিই ভোগ করি, এরূপ ভ্রমাত্মক বিশ্বাস! অর্থাৎ ভগবানের সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্বে এবং সর্ব্ব-ভোক্তৃত্বে অবিশ্বাসই, ঐরূপ স্বকীয় বা জীবভাবীয় ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের কারণ। এই ষড়বিধ দেহ-কোষের সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় গুণিত হইয়া ষষ্টি প্রকার বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে; এই অবস্থাসমূহ আবার ত্রিগুণ ব্যঞ্জনায় বহুমুখী হইয়া বহুপ্রকারে ক্রিয়াশীল হয়—ইহাই ধূম্রলোচনের ষষ্টি সহস্র সৈন্য।—(৬।৭)

স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।
জগাদোচ্চৈঃ প্রযাহীতি মূলং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥ ৮
নচেৎ প্রীত্যাদ্য ভবতী মদ্ভর্ত্তারমুপৈষ্যতি।
ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণ বিহ্বলাম্ ॥ ৯

সত্য বিবরণ। অনন্তর সেই ধূম্রলোচন হিমালয় সংস্থিতা সেই

দেবীকে [দূর হইতে] দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিল—"শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গমন কর" ॥ ৮ ॥ যদি তুমি অদ্য প্রীতিসহকারে আমার প্রভুর সমীপে উপস্থিত না হও, তবে আমি তোমাকে কেশাকর্ষণে বিহ্বলা করিয়া বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব ॥৯

তত্ত্ব-সুধা। জ্যোতির্ম্ময়ী কৌষিকী দেবী আজ্ঞা-চক্রস্থ দেহ-মেরুরূপী হিমালয়ের বরফাবৃত হিম-স্নিগ্ধ সুশীতল কাঞ্চন-শৃঙ্গে রত্নময় বেদীতে উপবিষ্টা। দ্বিদল পদ্মই মনোময় কোষের বা মনের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। সেখানকার অধিপতি কোমলভাবব্যঞ্জক্ স্নিগ্ধ সুধাকর (চন্দ্র) এবং তথাকার বীজ শান্তিপ্রদ ঠং—ঐ মনোরম সুধাময় পদ্মস্থিত, সুধাকরের প্রশান্তিপূর্ণ সুস্নিগ্ধ সুশীতল ভাবই মন্ত্রোক্ত 'তুহিনাচল' উক্তিতে অভিব্যক্ত। ভ্রান্তিময় অবিশ্বাসরূপী ধূম্রলোচনের দেবী-সান্নিধ্যে উঠিবার ক্ষমতা নাই! তাই হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশ হইতে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ-চক্রে অবস্থান করিয়াই, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত উচ্চশৃঙ্গেস্থিত দেবীকে নিজ বক্তব্য জানাইল।

অবিশ্বাসী ভ্রান্ত ধূম্রলোচন, দেবীর প্রতি বলপ্রয়োগের এবং কেশাকর্ষণের ভয় দেখাইল ; কিন্তু দেবীর একটী কেশও আকর্ষণ করার কাহারও ক্ষমতা নাই, ইহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করা হইয়াছে। যিনি, "ভয়ানাং ভয়ং, ভীষণং ভীষণানাং"—যাঁহাকে দেখিয়া স্বয়ং ভয়ও ভীত হইয়া পড়ে! ভীষণও যাঁহার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে কম্পিত বা স্তম্ভিত হয়, তিনি অবিশ্বাসী দৈত্যের উক্তিতে ভীত হইবেন কিরূপে? কিন্তু অজ্ঞানান্ধ ধূম্রলোচন বুঝিতে পারে না যে, বিশ্বাসের পথ ব্যতীত অবিশ্বাসদ্বারা সেই আত্মময়ীকে কখনও লাভ করা যায় না! তথাপি দেবীকে 'বলপ্রয়োগদ্বারা লাভ করিতে পারিবে', এইপ্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস, অবিশ্বাসের মনে উদিত হইয়াছে!—(৮।৯)

দেব্যুবাচ ॥১০

দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতো বলবান্ বলসংবৃতঃ।
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥১১

সত্য বিবরণ। দেবী বলিলেন—তুমি দৈত্যেশ্বরের প্রেরিত, স্বয়ংও বলবান—প্রচুর সৈন্যে পরিবৃত, এ অবস্থায় যদি তুমি বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাও, তবে আমি তোমার কি করিতে পারি?—(১০।১১)

তত্ত্ব-সুধা। দেবী, অবিশ্বাসরূপী ধূম্রলোচনের আসুরিক প্রভাব জ্ঞাপন করিয়া **ত্রিবিধ বল** প্রদর্শন করিতেছেন, যথা—(১) দৈত্যেশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত—এজন্য তুমি প্রভুবলে বলীয়ান; (২) বলবান সৈন্য বেষ্টিত—এজন্য সহায়বলে বলীয়ান; আবার (৩) স্বয়ং তুমিও বলবান; সুতরাং তোমার বল দেখাইবার যোগ্যতা বা সামার্থ্য যথেষ্টই আছে! সুতরাং ত্রিবিধ বলে বলীয়ান তুমি আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে আমি আর কি করিব? এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, মা যেন উত্তরস্বরূপ অসুরকে বলিতেছেন—তাহাহইলে তোমার মৃত্যুই অনিবার্য্য—তোমাকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব! আসুরিক ভাবাপন্ন একটী বল বা ক্ষমতার প্রভাবে বহু অনর্থ সাধিত হয়, আর যেখানে উহাদের ত্রিবিধ বা বহুবিধ সমাবেশ, সেখানে ধ্বংসই আসন্ন ও অনিবার্য্য! তাই চাণক্য পণ্ডিত, যৌবন ধন-সম্পত্তি, প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রভৃতি চারিটী উশৃঙ্খল ভাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"একৈকোঽপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্" অর্থাৎ উহাদের প্রত্যেকটী অনর্থের কারণ; আর যেখানে উহাদের চারিটীরই একত্রে সমাবেশ, সেখানকার পরিণাম—সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস! মন্ত্রে "কিং করোমি"—কি করিব? উক্তিটী শ্লিষ্ট বা শ্লেষভাবযুক্ত, যথা—(১) এবম্বিধ ত্রিবিধ বলসংযুক্ত তোমার আর কি করিব?—অর্থাৎ

এক্ষেত্রে অক্ষমতা জ্ঞাপন। (২) কি করিব?—এই প্রশ্নের সদুত্তর, বাক্যে নহে—এখনি কার্য্যতঃ তাহা দেখাইতেছি! [দেবী তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন]—(১০।১১)

ঋষিরুবাচ ॥১২

ইত্যুক্তঃ সোঽভ্যধাবৎ তামসুরো ধূম্রলোচনঃ।
হুংকারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা ততঃ ॥১৩

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—দেবী এই কথা বলিবামাত্র অসুর ধূম্রলোচন তাঁহার দিকে ধাবিত হইল; অনন্তর অম্বিকা হুঙ্কার দ্বারাই তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।—(১২।১৩)

তত্ত্ব-সুধা। ভ্রান্ত অবিশ্বাস দ্বিদল-পদ্মস্থিত মাকে বলপূর্ব্বক ধরিবার মানসে বিশুদ্ধ-চক্র হইতে ধাবিত হইল। প্রলয়ঙ্করী সর্ব্বকারণ-রূপা মা তৎক্ষণাৎ পথিমধ্যেই তাহাকে হুঙ্কারদ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

হুংকার—নাদ বা প্রণব-ধ্বনি, পক্ষান্তরে উহা প্রলয়-বীজ। সাধকের চিত্তে যখন ভ্রমাত্মক্ অবিশ্বাস প্রকট্ হয়, তখন উহা নষ্ট করিবার একমাত্র উপায়—ভগবৎ নাম এবং প্রণব জপ করা। হুঙ্কার যোগসাধনে এবং তন্ত্র-মন্ত্রাদিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বাহ্যজগতে বৈষয়িক ব্যাপারেও হুঙ্কার, ক্রোধউদ্দীপক শব্দ; মল্লগণ হুংকারদ্বারা বিপক্ষদলের শৌর্য্য-বীর্য্য স্তম্ভিত বা নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। হুঙ্কার সম্বন্ধে এই গ্রন্থের মধ্যম খণ্ডে যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। চিন্ময়ী অম্বিকা দেবী ভ্রান্ত অবিশ্বাসকে হুংকাররূপ কৃপাদ্বারা ভস্ম বা অস্তিত্বশূন্য করিয়া ফেলিলেন—অর্থাৎ নিজ কারণময় দেহে বিলয় করিলেন। চিন্ময়ী মায়ের সান্নিধ্য লাভ করিলে, কিম্বা তাঁহার জ্যোতিঃদর্শনের সৌভাগ্য হইলে, অবিশ্বাসরূপ অজ্ঞানতা আপনা হইতেই বিলয় হইয়া যায়;

শাস্ত্রেও আছে---"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"—সেই পরমাত্মার দর্শনলাভ হইলে, সমস্ত সংশয় বা অবিশ্বাস ছিন্ন হইয়া যায়। এইরূপে দেবী, কামরাজ শুম্ভের প্রধান বল অবিশ্বাসরূপী ধূম্রলোচনকে বিলয় করিলেন।—(১২।১৩)

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্বিকাম্।
ববর্ষ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈ স্তথা শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥১৪

সত্য বিবরণ। অনন্তর [ধূম্রলোচন বিলয়ে] ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল অসুর বাহিনী, অম্বিকার প্রতি তীক্ষ্ণ শর শক্তি এবং পরশু অস্ত্রাদি বর্ষণ করিতে লাগিল।—(১৪)

তত্ত্ব-সুধা। ভ্রমাত্মক অবিশ্বাসের ঘনীভূত মূর্ত্তি বিলয় হইলে, দেহ-কোষসমূহের বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থিত তাহার অনুচর, অর্থাৎ অবিশ্বাসের অনুভাবসমূহ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিল। তখন তাহারা বিশুদ্ধ-চক্রে অবস্থান করিয়াও উর্দ্ধে দ্বিদলে অবস্থিতা দেবীকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়া, লক্ষ্যভেদকারী বাণ, প্রাণময় শক্তি এবং অজ্ঞানতাময় কুঠাররূপী অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অস্ত্রাদির বিস্তৃত ব্যাখ্যা পূর্ব্ব চরিতে করা হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র; তবে এইটুকু মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে—অসুরগণ অস্ত্ররূপী তাহাদের আসুরিক ভাব বা শক্তিসমূহ দেবভাবের প্রতি যতই নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ততই তাহারা ক্রমে দুর্ব্বল বা শক্তিহীন হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল; এইরূপে ক্রমে তাহাদের সম্পূর্ণ বলক্ষয় হইলে, স্বাভাবিক ভাবেই বিনাশ অনিবার্য্য; এই তত্ত্বময় ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, দেবী-যুদ্ধের কৌশল বা রহস্য সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপে প্রারব্ধ কর্ম্ম-সংস্কারের বীজাণুসমূহ কিছু কিছু করিয়া কারণ-ক্ষেত্রে ক্রমে প্রকট হইয়া, অগ্নিতে পতঙ্গাহুতির ন্যায়

সকলেই যেন প্রলয়ানলে ঝাঁপ দিয়া আত্ম আহুতি দিতে সমুদ্যত হইয়াছে—আসুরিক ভাবসমূহও প্রলয়াভিমুখী অভিযান করিতেছে ও করিবে—ইহাই তাৎপর্য্য।—(১৪)

ততো ধূতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং সুভৈরবম্।
পপাতাসুরসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স বাহনঃ ॥১৫

সত্য বিবরণ। অনন্তর দেবীর বাহন সেই সিংহ কোপে কম্পিত-কেশর হইয়া ভীষণ গর্জ্জনপূর্ব্বক অসুর-সেনামধ্যে পতিত হইল।—(১৫)

তত্ত্ব-সুধা। মাতৃ পদাশ্রিত সাধকের অবিশুদ্ধ জীবভাব হিংসাকারী ধর্ম্মভাবসমষ্টিরূপ সিংহ, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অসুরগণকেও মায়ের শরীরে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং দ্বিদল-পদ্ম হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বিশুদ্ধ-চক্রে অবস্থিত সেই ক্ষুদ্র আসুরিক অবিশ্বাসী সৈন্যগণের উপর পতিত হইল। মন্ত্রে আছে—"অসুরসেনায়াং পপাত" —অসুরসেনাগণের উপরে বা মধ্যে পতিত হইল; উভয়পক্ষ সমান বা সমতল স্থানে অবস্থান করিলে, 'পপাত' অর্থাৎ উচ্চ হইতে পতিত হইল, কথাটী ব্যবহার হইত না। অসুরগণ পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশে অবস্থান করিয়াই উচ্চে পর্ব্বত-শৃঙ্গে অবস্থিত দেবীকে দর্শন করিয়াছিল; অতঃপর চণ্ড-মুণ্ডও মাকে নিম্ন হইতেই 'শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে' দর্শন করিবে! সুতরাং মাতৃপদাশ্রিত সিংহ পর্ব্বতশৃঙ্গরূপী দ্বিদল-পদ্ম হইতে বিশুদ্ধ-পদ্মরূপী নিম্নপ্রদেশে অসুর সৈন্যমধ্যে লম্ফপ্রদানে পতিত হইল, ইহা যুক্তিযুক্তরূপে প্রমাণিত হইল। যৌগিক ব্যাখ্যায়—কুণ্ডলিনীশক্তি একটীমুখ বিশুদ্ধ-চক্রে রাখিয়া সেখানকার বৃত্তিসমূহ ক্রমে নিজ কারণময় দেহে বিলয় করিতে লাগিলেন, আর অপর মুখটীদ্বারা আজ্ঞা-চক্রে অপূর্ব্ব রূপময়ী চিন্ময় তনুবিকাশ করতঃ তিনি কাঞ্চন-বেদীতে

সমাসীনা রহিয়াছেন!—এক্ষণে তিনি বিশুদ্ধ-চক্রে প্রলয়াভিমুখী কার্য্য, আর দ্বিদলে বিকাশমুখী কার্য্য যুগপৎ আরম্ভ করিয়াছেন! মায়ের এবম্বিধ যোগ-বিলাস যোগশাস্ত্রসম্মত; এসম্বন্ধে পূর্ব্বেও আলোচনা করা হইয়াছে—(১৫)

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যনাস্যেন চাপরান্।
আক্রান্ত্যা চাধরেণান্যান্ জঘান সুমহাসুরান্॥১৬

কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী।
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পৃথক্॥১৭

বিচ্ছিন্নবাহুশিরসঃ কৃতাস্তেন তথাপরে।
পপৌ চ রুধিরং কোষ্ঠাদন্যেষাং ধূতকেশরঃ॥১৮

ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বং ক্ষয়ং নীতং মহাত্মনা।
তেন কেশরিণা দেব্যা বাহনেনাতিকোপিনা॥ ১৯

সত্য বিবরণ। সেই সিংহ কতক দৈত্যকে কর-প্রহারে, কতকগুলিকে মুখে গ্রাস করিয়া, অন্য মহাকায় অসুরগণকে অধরদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক নিহত করিলেন॥১৬॥ এইরূপে কেশরী নখরাঘাতে কতকগুলি অসুরের উদর বিদীর্ণ করিলেন, চপেটাঘাতে কাহার মস্তক (শরীর হইতে) পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন॥১৭॥ সেই সিংহ অপর কতক অসুরের বাহু ও শির বিচ্ছিন্ন করিলেন; অনন্তর কেশর বিকম্পিত করত, অন্যান্য অসুরগণের উদর বিদারণপূর্ব্বক রুধির পান করিতে লাগিলেন॥১৮॥ এইরূপে অতি কোপান্বিত মহাপরাক্রমশালী দেবী-বাহন মহাসিংহ ক্ষণকাল মধ্যে সেই সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন॥১৯

তত্ত্ব-সুধা। দেবীর পদাশ্রিত সাধকের ধর্ম্মভাব সমষ্টিরূপী সিংহ ষড়বিধ উপায়ে অসুর সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। উহা আক্রমণের ক্রম-বর্দ্ধমান গুরুত্ব এবং সামর্থ্য প্রয়োগ অনুসারে, পর পর

সুসজ্জিত করিয়া ধারাবাহিকরূপে এখানে প্রদর্শিত হইল, যথা—(১) কেশর কম্পনদ্বারা ক্রোধ প্রকাশ; (২) তলপ্রহার (চপেটাঘাত); (৩) করপ্রহার (মুষ্ট্যাঘাত); (৪) নখাঘাত (আঁচড়) (৫) অধরের আক্রমণ (কামড়); (৬) মুখে গ্রহণ (গ্রাস বা বিনাশ); এই ক্রম-বর্দ্ধমান আক্রমণ ভাবটী লৌকিক ব্যাপারেও দৃষ্ট হয়; এ বিষয়ে একটী সর্ব্বজন-দৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা হইল, যথা—দুইটী বালকের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তাহারা শির কম্পনদ্বারা (ঘাড় নাড়াচাড়া করিয়া) পরস্পর পরস্পরকে ভয় দেখায় এবং "আচ্ছা একবার দেখে নিব"—এইপ্রকার কটু বাক্যাদিও প্রয়োগ করে। তৎপর বিবাদ আর একটু অগ্রসর হইলে, চড় (চপেটাঘাত) প্রদান করে; তৎপর কর-প্রকার (কিল বা মুষ্ট্যাঘাত); ক্রমে অনন্যোপায় হইলে, নখাঘাতে শরীর বিদীর্ণ করে! উহাতেও যদি বিপক্ষকে জব্দ করিতে না পারে, তবে কামড়াইতে প্রবৃত্ত হয় (ইহাই অধরের আক্রমণ); পরিশেষে যখন বিবাদ আরও গুরুতর আকার ধারণ করে তখন একজন অপরকে পাতিত করিয়া উপরে চড়িয়া বসে এবং গলা টিপিয়া কিম্বা অন্য যে কোন প্রকারে তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়! সুতরাং এই উদাহরণের ভাবটী সিংহের ষড়বিধ আক্রমণে প্রয়োগ করিলেই, এখানকার ক্রম-বর্দ্ধমান সামর্থ্যযুক্ত যুদ্ধ ব্যাপারটী সহজে বুঝা যাইবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অন্নময়াদি ষড়বিধ কোষই অবিশ্বাস অভিব্যক্তির বিশিষ্ট কেন্দ্রস্বরূপ। এই ষট্ প্রদেশেই অবিশ্বাসী ধূম্রলোচনের ষষ্টি সহস্র সৈন্যের সমাবেশ হইয়া থাকে। দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি বিজ্ঞান এবং আনন্দ—এই ছয়টী কোষও স্থূল হইতে ক্রমে সূক্ষ্মে ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে অভিব্যক্ত হইয়াছে; সুতরাং অসুরশ্রেণীও স্থূল সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মের ক্রম বা স্তর অনুসারে ছয়টী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত।

এই ক্রম-বর্দ্ধমান সামর্থ্যযুক্ত ছয় শ্রেণীর অসুর নাশের জন্য, সিংহও ক্রম-বর্দ্ধমান ষড়বিধ আক্রমণ বা শক্তি প্রয়োগদ্বারা উহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন—ইহাই যুদ্ধ বিবরণের রহস্য ও তাৎপর্য্য !

এইপ্রকারে অবিশ্বাসের ভাব এবং অনুভাব সমূহ নষ্ট হওয়ায়, সাধকের ধর্ম্মভাবরূপী সিংহ অর্থাৎ ধার্ম্মিক সাধক, যেন রজোগুণময় রুধিররূপ আসুরিক শক্তি ও ভাবসমূহ ভগবৎপ্রেমানুরাগে পরিণত করত, পুলকের সহিত (ইহাই কেশর কম্পন) সেই প্রেমানন্দ-সুধা পান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ! অর্থাৎ এক্ষণে বিশ্বাসী ধার্ম্মিক সাধক, ভগবৎ প্রেমানুরাগরূপ রুধির বা অমৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন । —ইহাও মন্ত্রোক্তির অন্তরূপ তাৎপর্য্য ।

ধার্ম্মিক সিংহ মাতৃ-চরণে শরণাগত হইয়া মাতৃ-পদাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়া শক্তিমান হইয়াছেন ; এজন্য অবিশ্বাসের অনুভাবসমূহ যখন জগন্মাতাকে অপমান বা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল, তখন নিজের সাধন-লব্ধ বল বা সামর্থ্য প্রয়োগদ্বারা সাধক তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন ! যাঁহারা মায়ের শক্তিতে শক্তিমান হন, তাঁহারা একটী একটী করিয়া আসুরিক বৃত্তিসমূহ নিজেই দমন করিতে সমর্থ হন ; তাই এখানে ধার্ম্মিক সিংহ নিজেই ক্ষুদ্র আসুরিক বৃত্তিসমূহ দমন করিয়া, আনন্দ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ! এজন্য মন্ত্রে তাঁহাকে 'মহাত্মা' বলা হইয়াছে ।

শ্রুত্বা তমসুরং দেব্যা নিহতং ধূম্রলোচনম্ ।
বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৃৎস্নং দেবীকেশরিণা ততঃ ॥২০

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ ।
আজ্ঞাপয়ামাস চ তৌ চণ্ড-মুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥২১

সত্য বিবরণ । অনন্তর দৈত্যাধিপতি শুম্ভ, দেবী কর্ত্তৃক সেই সুপ্রসিদ্ধ অসুর ধূম্রলোচন বধ এবং দেবীর সিংহ কর্ত্তৃক সমগ্র সৈন্য-ক্ষয়

বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রকম্পিত অধরে সেই মহাসুর চণ্ড-মুণ্ডকে আদেশ করিলেন ॥২০ | ২১

তত্ত্ব-সুধা। কামরাজ শুম্ভ তাঁহার কামনা পরিপূরণে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে, দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইলেন—ক্রোধে তাহার অধর এবং তৎসহ তাহার শরীর প্রকম্পিত হইতে লাগিল। **কাম** কিম্বা কাম হইতে জাত **ক্রোধ** উপস্থিত হইলে, শরীরের পরমাণু সমূহ কম্পিত হইতে থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসও দীর্ঘ ও ঘন সঞ্চরণশীল হয়; **ইহা বিশেষরূপে আয়ুক্ষয়কারী**, কেননা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী প্রাণবায়ুই **জীবের আয়ুর পরিমাপক**; সুতরাং প্রাণবায়ু ঘন ঘন বা দীর্ঘাকারে **প্রবাহিত হইলেই অলক্ষিতে** আয়ু ক্ষয় হইতে থাকে। কামরাজ শুম্ভ **দেবীকে বলপূর্ব্বক** আনয়ন করিবার জন্য লোভ-মোহরূপী চণ্ড-মুণ্ডকে প্রেরণ করিল। এই লোভ-মোহ ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে দেবী-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। আবার এক্ষণে দেবীকে পাইবার জন্যও তাহারা প্রেরিত; সুতরাং এই **লোভ** নিবৃত্তিমুখী। বিশেষতঃ প্রবৃত্তিমুখী ভোগাসক্তির জন্য চাঞ্চল্য থাকা পর্য্যন্ত, চণ্ডীতত্ত্বে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ লাভ হয় না; সুতরাং দেবীমাহাত্ম্যের বিশিষ্ট আসুরিক ভাব সমূহ সূক্ষ্ম এবং কারণ-রাজ্যের বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এবং উহাদের প্রত্যেকের গতি প্রলয়াভিমুখী! বিশেষতঃ আসুরিক ভাব সমূহের প্রলয়, বিলয় কিম্বা পরিবর্ত্তনদ্বারা দেবভাব প্রাপ্তি এবং দেব-সৈন্যরূপে পরিণত বা পরিগণিত হওয়াই, দেবীমাহাত্ম্যের অসুরগণের একমাত্র সাধ্য! তাই চণ্ড-মুণ্ড প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে বিলীন হইবার জন্য সর্ব্ব প্রলয়কারী দৈত্যরাজ শুম্ভ কর্ত্তৃক আদিষ্ট!—(২০।২১)

হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈ র্বহুলৈঃ পরিবারিতৌ।
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয়তাং লঘু ॥২২

কেশেষ্বাকৃষ্য বদ্ধ্বা বা যদি বঃ সংশয়ো যুধি।
তদাশেষায়ুধৈঃ সর্ব্বৈরসুরৈ বিনিহন্যতাম্ ॥২৩
তস্যাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে।
শীঘ্রমাগম্যতাং বদ্ধ্বা গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্ ॥২৪

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ-সেনানী **ধূম্রলোচন বধো** নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। **শ্লোক**-সংখ্যা—২০; **মন্ত্র** সংখ্যা—২৪

সত্য বিবরণ। হে চণ্ড! হে মুণ্ড! তোমরা বহুতর সৈন্যে পরিবৃত হইয়া তথায় গমন কর এবং সেখানে যাইয়া সত্বর সেই রমণীকে সম্যক্‌রূপে আনয়ন কর* ॥২২॥ [তাহাতে অপারগ হইলে] কেশাকর্ষণদ্বারা কিম্বা বন্ধন করিয়া আনা কালীন সংগ্রামে যদি সংশয় উপস্থিত হয়, তবে সকল অসুর মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা তাহাকে নিহত করিবে ॥২৩॥ সেই দুষ্টা রমণী নিহত এবং সিংহ নিপাতিত হইলে শীঘ্র আগমন করিবে; অথবা সেই অম্বিকাকে বন্ধন করিয়া সত্বর লইয়া আসিবে ॥২৪

তত্ত্ব-সুধা। কামরাজ শুম্ভ উপরোক্ত তিনটী শ্লোকে অম্বিকাকে *আনয়ন সম্বন্ধে তিন প্রকার আদেশ প্রদান* করিয়াছেন, যথা—(১) প্রথম শ্লোকের, ভাবার্থ—বহুতর সৈন্য সহযোগে কোন প্রকার যাতনা না দিয়া সেই সৌন্দর্য্যময়ীকে অক্ষতভাবে আনয়ন। কেননা প্রথমতঃ বহু

---

* *প্রাচীন ও আধুনিক টীকাকারগণ এই শ্লোকটী পৃথকভাবে অন্বয়* বা ব্যাখ্যা করেন নাই; সকলেই পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত মিশাইয়া কেশাকর্ষণ ও বন্ধন করিয়া আনয়ন করা অর্থে, অন্বয় ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে উহা পৃথক্‌রূপে ব্যাখ্যা করিলে, ভাবটী আরও বিস্তার লাভ করে এবং অশোভন বলিয়াও মনে হয়না—লেখক

সৈন্যের সমাবেশ [চতুরঙ্গ বল] দেখিয়া দেবী ভয়ে আত্মসমর্পণও করিতে পারেন ; নতুবা বলপূর্ব্বক উঠাইয়া অক্ষত ভাবে ধরাধরি করিয়াও আনা যাইতে পারে ! —ইহাই দেবীর প্রতি ঐকান্তিকভাবে আসক্ত কামরূপী শুম্ভের প্রথম অভিপ্রায় এবং আদেশ। —তাই মন্ত্রে আছে, 'সমানীয়তাং' অর্থাৎ সসম্ভ্রমে বা সম্মানের সহিত আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে ; প্রথমেই কেশাকর্ষণাদিদ্বারা শারিরীক যাতনা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে—ইহাই ভাবার্থ। (২) দ্বিতীয় শ্লোকের আদেশ—কেশাকর্ষণদ্বারা আনয়ন করা কালীন কিম্বা বন্ধন করার সময়ে, দেবীর সহিত যুদ্ধ বা সংঘর্ষ অনিবার্য্য ; সেই যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্বন্ধে যদি সংশয় উপস্থিত হয়, তবে সমস্ত অসুর সমবেত হইয়া সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগদ্বারা তাহাকে বধ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে ॥ (৩) তৃতীয় শ্লোকের আদেশ—সেই দুষ্টাকে ব[illegible] করিয়া এবং সিংহকে বিনষ্ট করিয়া শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে, তবে যদি সেই পরমা সুন্দরী অম্বিকাকে জীবিত অবস্থায় আনার কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রাণপণে সর্ব্বতোভাবে সেই চেষ্টাই অগ্রে করিতে হইবে; অর্থাৎ যদি অজ্ঞান অবস্থায় কিম্বা মৃতপ্রায় অবস্থাতেও আনা সম্ভবপর হয়, তবে সেই অবস্থাতেও তাঁহাকে বন্ধন করিয়া সত্বর এখানে লইয়া আসিবে—ইহাই শুম্ভের তৃতীয় আদেশের ভাবার্থ। কামরূপী শুম্ভ অনুচরমুখে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর পরম সৌন্দর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাইবার কামনায় এবং লালসায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন ! তাই দেবীর বিরুদ্ধাচরণেও তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় আনিবার জন্যই, মন্ত্রে দুইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন ! দেবীকে বধ করার কঠোর আদেশ দেওয়ার সময়ে, তাঁহাকে 'দুষ্টা' বলিয়া সম্বোধন করা মাত্রই, কামরাজ শুম্ভের চিত্তে

দেবীর মধুময়ী সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তির অপরূপ কল্পনা উদিত হইয়াছিল, তাই পুনরায় সেই দেবীকে কটুভাষা প্রয়োগ না করিয়া কল্যাণময়ী প্রেম-করুণায় পরিপূর্ণা 'অম্বিকা' নামে অভিহিত করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া জীবিত অবস্থায় আনিবার জন্য পূর্ব্বাদেশ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন—ইহাই মন্ত্রোক্তি সমূহের রহস্য ও তাৎপর্য্য।

কামরূপী শুম্ভ, দেবীকে লাভ করিবার ঐকান্তিক কামনার মহাযজ্ঞে একটী একটী করিয়া নিজস্ব শ্রেষ্ঠ প্রিয় বস্তুসমূহ আহুতি প্রদান করিতেছেন—উদেশ্য, সর্ব্বত্যাগী হইয়া সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়াও সেই পরমাকে লাভ করিতেই হইবে!—এই ত্যাগমণ্ডিত অধ্যবসায় সাধকগণের জীবনে উৎসাহ ও প্রেরণা আনয়ন করুক্—তাঁহারাও একটী একটী করিয়া নিজ আসুরিক প্রবল বৃত্তি বা রিপু পরমাত্মময়ী মায়ের চরণে উপহার প্রদান করত আত্ম-বিশুদ্ধি সম্পাদন করুন! এইরূপে *দুর্লভ মানব-জীবন ক্রমে প্রেমানন্দ লাভে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠুক!*—**দেহ-রথের** পরমাত্মাভিমুখী বিলোম গতি বা **বিজয়-যাত্রা** সর্ব্ববাধা বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত হউক! ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ!! ওঁ নমঃ **শ্রীগুরবে**!!!

নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্॥

উত্তম চরিত্র

সপ্তম অধ্যায়—চণ্ড-মুণ্ড বধ।

ঋষিরুবাচ ॥ ১

আজ্ঞপ্তাস্ত ততো দৈত্যাশ্চণ্ডমুণ্ডপুরোগমাঃ।

চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরভ্যুদ্যতায়ুধাঃ ॥ ২

দদৃশুস্তে ততো দেবীমীষদ্ধাসাং ব্যবস্থিতাম্।

সিংহস্যোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে ॥ ৩

সত্য বিবরণ। ঋষি কহিলেন—অনন্তর [শুম্ভের] আজ্ঞাপ্রাপ্ত চণ্ড-মুণ্ডপ্রমুখ দৈত্যগণ চতুরঙ্গ [গজ অশ্ব রথ ও পদাতি] বলের সহিত নানাবিধ অস্ত্র উদ্যত করিয়া [দেবীর উদ্দেশে] অভিযান করিল ॥ ১।২ ॥ অনন্তর তাহারা হিমালয়ের অত্যুচ্চ কাঞ্চনময় শৃঙ্গে সিংহের উপরে সমাসীনা মৃদু-মধুর হাস্যময়ী [কৌষিকী] দেবীকে দর্শন করিল ॥ ৩

তত্ত্ব-সুধা। লোভ-মোহরূপী চণ্ড-মুণ্ড **চতুরঙ্গ বল**সহ যুদ্ধার্থে অভিযান করিল; লোভ-মোহের ক্রিয়াশীলতার প্রধান কেন্দ্র—মন বুদ্ধি অহং ও চিত্ত। অন্তঃকরণের এই চারিটী সার্ব্বভৌমিক বিভাগে আশ্রয় করিয়াই লোভ-মোহের উত্থান পতন বা লয়াদি সম্পন্ন হইয়া থাকে—এই চারিটী কেন্দ্র-বলই লোভ-মোহের চতুরঙ্গ বল; এখানে দেহস্থ চণ্ড-মুণ্ডের চতুরঙ্গ বল, যথা—হস্তী=অহং (মদস্রাবী হেতু); অশ্ব=মন (চাঞ্চল্য হেতু); পদাতি=বুদ্ধি (স্থিরধীর গতি হেতু) এবং রথ=চিত্ত (সর্ব্বকারণত্ব বা সর্ব্বাশ্রয়ত্ব হেতু)। লোভ-মোহ এবং তাহার অনুচর বা অনুভাবসমূহ বিশুদ্ধ চক্র হইতে দ্বিদল পদ্মাভিমুখী

গমনোন্মুখ হইয়া দূর হইতেই শৈলরাজ দেহ-মেরুর কাঞ্চনময় উচ্চ শৃঙ্গে (দ্বিদলে) মণিময় মঞ্চোপরি ধর্ম্মাত্মা সিংহের উপরে সুশোভিতা গরবিনী অম্বিকা মাকে দর্শন করিল। মায়ের শ্রীমুখে মৃদুমন্দ হাসি—আসুরিক বৃত্তিসমূহের যুদ্ধ-যাত্রা দর্শনে, মা যেন অবজ্ঞার হাসি হাসিতেছেন!—তুচ্ছ সামর্থ্য লইয়া লোভ-মোহপ্রমুখ অসুরগণ মাকে ধরিতে চায়—বামন হইয়া আকাশের চাঁদ ধরায় ন্যায় উহা অসম্ভব! তাই সদানন্দময়ী মায়ের মুখে ভক্ত-মনোহারী মৃদু-মধুর হাস্যের সুবিকাশ।—(১-৩)

তে দৃষ্ট্বা তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্রুরুদ্যতাঃ।
আকৃষ্টচাপাসিধরাস্তথান্যে তৎসমীপগাঃ॥ ৪

সত্য বিবরণ। তাহারা দেবীকে দর্শন করিবামাত্র প্রোৎসাহিত হইয়া, তাঁহাকে ধরিবার জন্য উদ্যম করিল। কেহ কেহ আকৃষ্ট-শরাসন ও খড়্গ ধারণ করিল; আর কেহবা তাঁহার সমীপগামী হইল॥৪

তত্ত্ব-সুধা। *লোভ-মোহের অন্তর প্রদেশ সত্ত্বগুণময়; সত্ত্বগুণের বিকাশ ব্যতীত ইষ্ট দেব-দেবীর দর্শন লাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে না;* ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। সত্ত্বগুণান্বিত এক শ্রেণীর সাধক, স্তব-পূজা যাগ-যজ্ঞ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের সাধনা বা উপাসনাদ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য প্রলুব্ধ হন এবং ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কোনপ্রকার শক্তি, বিভূতি বা সুখময় অনুভূতি লাভ করিতে পারিলে কেহ কেহ মনে করেন যে, ইন্দ্রিয়গণের সহযোগে ঐপ্রকার গুণময় কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারাই গুণাতীত ভগবানকে স্বরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপে ভগবৎ জ্যোতিঃ দর্শনে উৎসাহিত এবং প্রলুব্ধ সাধকগণ কর্ম্মরূপ অস্ত্রদ্বারা ভগবানকে বলপূর্ব্বক আয়ত্ত করিতে প্রয়াসী হন—ইহারাই অস্ত্রসহ দূর হইতে দর্শনকারী লোভযুক্ত চণ্ডজাতীয় সাধক।

সত্ত্বগুণাত্মক দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধক কর্ম্মকাণ্ডের বাহ্য অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করত; যোগাঙ্গ সাধনায় দেহের বৃত্তিগুলি সংযমিত ও প্রত্যাহৃত করিয়া এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ করত সমাধি আনয়ন করিবার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, নিরবলম্ব ধ্যানাদিদ্বারা চিত্ত-ক্ষেত্রটী শূন্যময় করেন। ঐ প্রকারে জ্যোতিঃ-দর্শনাদিদ্বারা উৎসাহিত হইয়া একমাত্র চিত্ত-নিরোধ বা আত্ম-নিরোধদ্বারাই পরমাত্মাকে স্বরূপে লাভ করিবার জন্য কেহ কেহ প্রয়াস পান—ইহারাই অস্ত্রত্যাগী ভগবানের সমীপস্থ মোহযুক্ত **মুণ্ড**শ্রেণীর সাধক।

লোভরূপী তেজস্বী চণ্ড সসৈন্যে দূর হইতে পর্ব্বত-শৃঙ্গে (দ্বিদলে) দেবীকে দর্শন করিয়া নিম্ন দেশ (বিশুদ্ধ চক্র) হইতে অস্ত্রাদি সহ 'উদ্যত' বা উৎসাহিত হইয়া দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। আর দেবীর মনোহারিণী সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহরূপী মুণ্ডের মুণ্ড (মস্তক) বিঘূর্ণিত হইল; তখন সে ও তাহার অনুচরগণ অস্ত্রত্যাগ করিল (কেননা ঐ পরমা সুন্দরীর শরীরে তাহারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ব্যথা দিতে পারিবে না!) বিশেষতঃ একটী অবলা স্ত্রীলোককে ধরিবার জন্য বাহুবলই যথেষ্ট—অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন কি? এই মনে করিয়া তাহারা সত্বর অস্ত্রত্যাগ করত লোভ-সৈন্যের অগ্রে গমন করিতে লাগিল—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।—(৪)

ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা ॥৫

ভ্রূকুটী কুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী ॥৬

সত্য বিবরণ। অনন্তর অম্বিকা সেই শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত কুপিতা হইলেন: তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত কোপহেতু মসীবর্ণ

(কৃষ্ণবর্ণ) হইল ॥৫॥ তৎক্ষণাৎ ভ্রুকুটীকুঞ্চিত তদীয় ললাটদেশ হইতে পাশখড়্গাধারিণী করালবদনা কালী বিনিঃসৃতা হইলেন ॥৬

তত্ত্ব-সুধা। লোভ-মোহের আস্পর্দ্ধা দেখিয়া জগন্মাতা অম্বিকা কোপ করিলে, তাঁহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ হইল। সাধারণতঃ কেহ ক্রুদ্ধ হইলে তাহার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়; কিন্তু মায়ের কোপ প্রলয়ঙ্করী, এজন্য তামসীভাবাপন্না; বিশেষতঃ ঐ কোপ সর্ব্বগ্রাসিনী করালবদনা তমোগুণময়ী কালিকার আবির্ভাবের পূর্ব্ব সূচনাজ্ঞাপক!—তাই মায়ের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণা। প্রলয়-ঝঞ্ঝাবাতের পূর্ব্বক্ষণে আকাশ যেমন স্থির ও কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করে, সেইরূপ মায়ের মুখমণ্ডলও প্রলয়ের পূর্ব্বাভাস সূচনা করিতেছে!

দ্বিদলস্থা অম্বিকা মায়ের কোপপূর্ণা ভ্রুকুটীদ্বারা কুটিল বা সঙ্কুচিত ললাটদেশ বা ভ্রুমধ্য হইতে প্রলয়রূপিণী সর্ব্ববিলয়কারিণী করালবদনী কালিকার আবির্ভাব হইল! অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী অম্বিকা মায়ের ললাটরূপ কারণময় দ্বিদল হইতে, তামসী প্রলয়ঙ্করী কালিকামূর্ত্তিতে প্রকট্ হইলেন। ললাট-দেশই দ্বিদল-চক্রের অধিষ্ঠানক্ষেত্র; ইহা প্রাণ (সূক্ষ্মবায়ু) ও মন লয়ের স্থান। ললাটদেশে অবস্থিত দ্বিদল-চক্রে অধিষ্ঠিতা অম্বিকামায়ের কারণময় ললাট-দেশ হইতে লয়মূর্ত্তি কালিকার আবির্ভাব, যুক্তিযুক্ত স্বাভাবিক এবং অতি সুশোভন। বিশেষতঃ মন্ত্রোক্ত "ললাটফলকাৎ" উক্তিদ্বারা কালিকার আবির্ভাব স্থান যে দ্বিদলচক্র, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে এবং নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল।

মা যখন স্বয়ং রিপুদলনী ক্রোধময়ী করালবদনা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, তখন ভক্ত সন্তানের আর চিন্তা কি? আমরা পরমাত্মময়ী মাতৃ-চরণে শরণাগত না হইয়া, নিজেরাই বাহাদুরী দেখাইতে চাই, তাই সাধনাতে এত বিঘ্ন আসে; কিন্তু মাতৃপদাশ্রিত 'মহাত্মা' বা ধর্ম্মাত্মা

সিংহের ন্যায়, যখন সাধক বিশুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম একমাত্র ইষ্টদেব-দেবীর প্রীত্যর্থে সম্পন্ন করিয়া শরণাগত হন, তখন মাতৃপদলগ্নবৎ আত্ম-সমর্পণ-দ্বারা সাধকের শান্তিময় নিশ্চিন্ত অবস্থা আসে; অর্থাৎ যাহা করিতে হয় মা-ই করিবেন আমার আর ভাবনা কি ?—আমি শুধু মায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইব—ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ জয়-পরাজয় যাহা কিছু মায়ের; সাধকের এবম্বিধ দৃঢ় প্রতীতি জন্মে! তখন ভক্ত সাধক এইরূপে প্রেমভক্তিমূলক শরণাগতিদ্বারা বিশ্বরূপিণী মাকে বা আত্ম-স্বরূপ আমাকে (অর্থাৎ আঃ-মাকে বা ঐশ্বর্য্য ও বিস্ময়রূপা মাকে) দর্শন করেন! তখন মা তামসী কালিকামূর্ত্তিতে ভক্তের কারণময় চিত্তক্ষেত্রে বা দ্বিদলে, আবির্ভূতা হইয়া বীজাংশে অবস্থিত কারণময় আসুরিক ভাবসমূহ স্বয়ং গ্রাস বা বিলয় করেন। চণ্ডী-সাধক তখন সাক্ষীরূপে নিজ জীবনে মাতৃকৃপারূপ সেই প্রলয় বা বিলয়-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া, আনন্দে আত্মহারা হন।—ইহাই মন্ত্রোক্তির ভাব ও তাৎপর্য্য।

কালী—"কলয়তি ভক্ষয়তি সংহরয়তি বা সর্ব্বমেতৎ প্রলয়কালে ইতি"—যিনি প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে সংহরণ বা গ্রাস করেন, তিনিই কালী; কিম্বা 'কালয়তি প্রেরয়তি কর্ম্মণি সক্রিয়ঃ করোতি ইতি কালী' বা কাল; অর্থাৎ যিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মে প্রেরণাদান বা সর্ব্ববস্তুকে ক্রিয়াশীল* করেন তিনিই কালী বা কাল। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক্ সর্ব্ববিধ

---

*বাহ্য-দৃষ্টিতে প্রস্তরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জড়ত্বের অববোধক; কিন্তু সামান্য বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহাও গতিময় বা কর্ম্মময়! কেননা সূর্য্যতাপে প্রস্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়—উহার অভ্যন্তরে তাপজনিত গতিময় ক্রিয়াদ্বারাই উহার উত্তাপ ক্রমে বৃদ্ধি পায়; আবার ঠাণ্ডা বা শীতলতার প্রভাবে ঐ সমস্ত তাপ ক্রমে সংহরিত হইয়া

কার্য্যে কর্ম্মশক্তির অভিব্যক্তি; তবে বিলয়-কার্য্যে ক্রিয়াশীলতার মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; এজন্য বিলয়শক্তিরূপা কালী 'ভীষণাদপিভীষণা'! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ব্বাহ্য চর অচর সমস্তই শক্তিময় বা কর্ম্মময়—এজন্য মহাশক্তিরূপিণী মহাকালীর বীজ ক্রীং—উহা কর্ম্মবীজ* অর্থাৎ সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মের দ্যোতক। শক্তি সততই কর্ম্মশীলা—তাঁহার বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই এবং হ্রাস-বৃদ্ধিও নাই, এজন্য কর্ম্মরূপিণী মা চিরযৌবনা এবং ষোড়শীরূপা। তাই সাধক গাহিয়াছেন—"কর্ম্মরূপা মাতা আমার কর্ম্মে দিন বঞ্চে। অকর্ম্মা জনক আমার সপ্তম মঞ্চে॥" মীমাংসক

প্রস্তরটী সুশীতল হইয়া যায়!—সুতরাং এই নিয়মে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, জীব-জগতের সর্ব্ববস্তুই কর্ম্মময় ও গতিময়। বিশেষতঃ শকট আরোহীর শরীরে যেরূপ তাহার অলক্ষিতে বিশিষ্ট গতির ক্রিয়া হইতে থাকে এবং হঠাৎ শকটের গতি বন্ধ করিলে, আরোহী সম্মুখে ঝুলিয়া পড়ে; সেইরূপ পৃথিবীও সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া আহ্নিক ও বার্ষিক দ্বিবিধ গতিতে ঘুরিতেছে, সুতরাং উপরোক্ত শকটের নিয়মে প্রত্যেক বস্তুতেই গতি ও শক্তি ক্রিয়াশীল।

*যেমন মহাশক্তিরূপিণী কর্ম্মময়ী কালীর মহাবীজ—ক্রীং, সেইরূপ আরও চারিটী মহাবীজ জীব-জগতে সতত মঙ্গলকারী। দুর্গতিনাশিনী মহামায়া ভগবতী দুর্গা, সর্ব্ব-দুঃখহরা এবং ভক্তের জন্য আত্মহারা, তাই তাঁহার মহাবীজ—হ্রীং সর্ব্বরসাধার কোমলতায় পরিপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রেম-ভক্তির মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রতিমূর্ত্তি, তাই তাঁহার মহাবীজ—ক্লীং। জীব-জগতের সৌভাগ্য-বিধায়িনী সমস্ত সম্পদ বা ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর মহাবীজ—শ্রীং!—বিশেষতঃ শ্রমদ্বারাই শ্রীরূপিণী সৌভাগ্য-লক্ষ্মী প্রসন্না হইয়া থাকেন; তাই নীতিশাস্ত্রেও আছে—"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"। আর পরম মঙ্গলবিধানকারী সর্ব্বতত্ত্বময় জ্ঞান-বীজ বা গুরু-মহাবীজ ঐং—সর্ব্ববীজের মধ্যমণিস্বরূপ! কেননা গুরুকৃপাদ্বারাই ইষ্টদর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

দর্শনও কর্ম্মের অপ্রতিহত ও অসীম প্রভাব দর্শনে কর্ম্মকেই ভগবান বলিয়াছেন এবং কালকেও কর্ম্মশক্তিরূপে গণ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ক্রিয়ৈব কালঃ"—অর্থাৎ কালও কর্ম্মময়। এই কালাতীত পুরুষই নিরঞ্জনস্বরূপ মহাকাল এবং তৎশক্তি—মহাকালী! সকল বর্ণ বা রঙ্ একত্রে মিলিত হইলে কালরূপ ধারণ করে, এজন্য কারণময়ী তামসী-মূর্ত্তি কৃষ্ণবর্ণা। আবার মায়ের অনন্ত জ্যোতিঃ পার্থিব চক্ষুদ্বারা দর্শন করা যায় না এবং অনন্ত রূপও পার্থিব মনবুদ্ধিদ্বারা ধারণ করা সম্ভবপর নহে—এজন্য চামুণ্ডা মা কালবরণী।

প্রলয়ঙ্করী কালী প্রলয়-কর্ম্মে সমুদ্যতা; তাই তাঁহার হস্তে অসি এবং পাশ শোভা পাইতেছে। অসি=অজ্ঞানতা বা অনাত্ম-ভাব নাশক বা ছেদক জ্ঞান; পাশ=বন্ধন ও আকর্ষণকারী রজ্জু। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; তথাপি যুদ্ধলীলা বর্ণনে অস্ত্র-ব্যাখ্যার পুনরুক্তি করা, কোন কোন সময়ে আবশ্যক হইয়া থাকে।—(৫।৬)

বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরীধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥ ৭
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥ ৮
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাসুরান্।
সৈন্যে তত্র সুরারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্॥ ৯

সত্য বিবরণ। [সেইকালী] বিচিত্র খট্বাঙ্গধারিণী, নৃমুণ্ড-মালা বিভূষিতা, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিতা বিশুষ্ক-দেহা (অস্থিচর্ম্ম সারা) এবং অতি ভয়ঙ্করা ॥৭॥ তাঁহার বদন-বিবর অতি বিস্তৃত, জিহ্বা সঞ্চালন হেতু ভীষণ-দর্শনা, নয়ন কোটরপ্রবিষ্ট [কিম্বা অত্যন্ত গম্ভীর] এবং আরক্ত;

তাঁহার গর্জ্জনে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ ॥৮॥ তিনি সবেগে সেই মহাসুরগণকে নিহত করিতে করিতে অসুর সৈন্যগণ মধ্যে আপতিত হইলেন এবং সেই সৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৯

তত্ত্ব-সুধা। খট্বাঙ্গ—লৌহময় বজ্রতুল্য চূর্ণ-বিচূর্ণকারী অস্ত্র বিশেষ। প্রলয়রূপিণী মা যাহাকে বিলয় বা বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে খট্বাঙ্গদ্বারা আঘাত করত একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন! অর্থাৎ বজ্রাঘাত বা বজ্রপাতদ্বারা ভস্মে পরিণতির ন্যায় ধূলিসাৎ করিয়া তাহাকে অনন্তে বিলীন করেন। নরমালা বিভূষণা—এই **নৃমুণ্ড মালার** বহুপ্রকার ব্যাখ্যা ও রহস্য আছে, যথা—(১) মহাশক্তিরূপিণী কালিকাকে 'ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী' বলা হয়; মা যেন অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ড মাল্যরূপে গ্রথিত করিয়া তাঁহার মহাকারণময় মহৎ বা বিরাট-দেহে ধারণ করিয়াছেন; সুতরাং পঞ্চাশৎ মুণ্ডমালা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক্। (২) —ইহা পঞ্চাশৎ বা একপঞ্চাশৎ বর্ণমালারও দ্যোতক্। জগত বাঙ্‌ময় বা শব্দময়; ঐ শব্দ সমষ্টিই বিভক্ত হইয়া বর্ণমালার আকারে আকারিত বা রূপান্তরিত হইয়া ভাষা ও ভাব সৃষ্টির মূল কারণস্বরূপ হইয়াছে। যাবতীয় শাস্ত্র অশাস্ত্র সমস্তই বর্ণমালার সাহায্যে অভিব্যক্ত হইয়াছে; বিশেষতঃ বর্ণমালাসমূহ মাতৃকা বর্ণরূপে, ন্যাস-মন্ত্ররূপে কিম্বা শক্তিরূপিণী মায়ের অঙ্গরূপে * পূজিত হইয়া থাকে।

---

* তন্ত্রশাস্ত্রমতে কোন অক্ষরদ্বারা জগন্মাতার কোন অঙ্গ পূজিত হয়, তাহা এখানে উল্লেখ করা হইল। অ হইতে অং অঃ পর্যন্ত ষোলটী স্বরবর্ণ, পর পর নিম্নোক্ত ষোলটী মাতৃ অঙ্গের প্রতীক্, যথা—শির, মুখ, দক্ষিণ নেত্র, বামনেত্র, দঃ কর্ণ [দঃ = দক্ষিণ, বাঃ = বাম এরূপ পাঠ করিতে হইবে] বাঃ কর্ণ, দঃ নাসাপুট, বাঃ নাসাপুট, দঃ কপোল, বাঃ কপোল, উপর ওষ্ঠ, নীচ ওষ্ঠ, উপর দন্ত পঙ্‌ক্তি নীচ দন্ত পঙ্‌ক্তি, তালু এবং জিহ্বা। এইরূপে ক হইতে হ পর্যন্ত তেত্রিশটী ব্যঞ্জন বর্ণ, যথাক্রমে—দঃ বাহুমূল,

বিশেষতঃ এই তত্ত্বপূর্ণ বর্ণমালার সহিত ষোড়শ সোম-কলা, দ্বাদশ সূর্য্য-কলা এবং দশ সংখ্যক্ অগ্নি-কলার সুধাময় সংযোগ বিদ্যমান। অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ যথাক্রমে ষোড়শ সোমকলার সহিত সম্মিলিত; ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি স্পর্শ বর্ণ, ব্যুৎক্রমে দ্বাদশ সূর্য্যকলার সহিত মিলিত [কভ, খব, গফ, (এই ভাবে)]; আর য হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত [অনুনাসিক ও নিরনুনাসিক ভেদে দুইটী ল সহ] দশটী ব্যাপক্ বর্ণ; ইহারা অগ্নির দশ কলার সহিত সংযুক্ত! সুতরাং এইসকল তত্ত্বসমন্বিত বর্ণমালা ও কলা সমষ্টিই মায়ের গলে নৃমুণ্ডমালাস্বরূপ! ষোড়শ সোমকলার নাম কামকলা-তত্ত্ব বর্ণনাতে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সূর্য্যকলা এবং অগ্নিকলা সমূহের নাম উল্লেখ করা হইল। **সূর্য্যের** দ্বাদশ কলা, যথা—তপিনী তাপিনী ধূম্রা মরীচি জ্বলিনী রুচি সুষুম্না ভোগদা বিশ্বা বোধিনী ধারিণী এবং ক্ষমা। **অগ্নির** দশ কলা—ধুমার্চ্চি উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গি সুশ্রী সুরূপা কপিলা হব্যবাহনা এবং কব্যবাহনা।

মা দীপি, বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন—ইহা অনন্তের ভাবব্যঞ্জক্। যেমন দুইটী বালুকা কণা, কিম্বা দুইটী চুল একরকমের

দঃ বাহুকূর্পর, দঃ বাহু মণিবন্ধ, দঃ বাহু অঙ্গুলীমূল, দঃ বাহু অঙ্গুলী অগ্র, বাঃ বাহুমূল, বাঃ বাহুকূর্পর, বাঃ বাহুমণিবন্ধ, বাঃ বাহু অঙ্গুলীমূল, বাঃ বাহু অঙ্গুলী অগ্র, দঃ জঙ্ঘা, দঃ জানু, দঃ গুল্ফ, দঃ পাদাঙ্গুলীমূল, দঃ পাদাঙ্গুলী অগ্র, বাঃ জঙ্ঘা, বাঃ জানু, বাঃ গুল্ফ, বাঃ পাদাঙ্গুলীমূল, বাঃ পাদাঙ্গুলী অগ্র, দঃ কুক্ষি, বাঃ কুক্ষি, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর, হৃদয়, দঃ স্কন্ধ, কুকুদ, বাঃ স্কন্ধ, হৃদয়াদি দঃ কর, হৃদয়াদি বাম কর, হৃদয়াদি দঃ পাদ, হৃদয়াদি বাঃ পাদ। (অর্দ্ধ) ল্=নাভ্যাদি হৃদয়ান্ত [হ এবং ক্ষ মধ্যে ল্ গুপ্তভাবে আছে] ক্ষ=হৃদয়াদি ভ্রূমধ্য। সুতরাং স্বরবর্ণ ১৬+ব্যঞ্জন বা মিশ্রবর্ণ ৩৫=৫১ বর্ণমালা।

হয় না, সেইরূপ বিচিত্ররূপে চিত্রিত ব্যাঘ্রচর্ম্মস্থিত বিভিন্ন রকমের কৃষ্ণবর্ণ দাগ বা ফোটাগুলিরও কোনটার সহিত কোনটার মিল হইবে না; শত শত ব্যাঘ্র-চর্ম্ম মিলাইয়া দেখিলেও, যে কোন দুইটীর দাগ বা ফোটার মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যাইবে না; বৈসাদৃশ্য থাকিবেই থাকিবে! এজন্য উহা অনন্তের প্রতীক্! তাই দেবাদিদেব মহাদেবের পরিধানেও ব্যাঘ্র-চর্ম্ম সুশোভিত। কালিকাদেবীর শরীর অতিকৃশ ও বিশুষ্ক—ইহা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বুভুক্ষুর ন্যায় সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাময়ী মূর্ত্তি। রাজপুতনার *ঐতিহাসিক প্রাচীন বিবরণে দেখা যায় যে, একস্থানে দুর্ভিক্ষের* অধিষ্ঠাত্রী করালিনী দেবী দৈববাণী করিয়াছিলেন—"ম্যায় ভূখা হুঁ"; অর্থাৎ 'আমি ক্ষুধাতে অত্যন্ত কাতর—খেতে দাও', ইহাই এই উক্তির ভাবার্থ। এখানেও মায়ের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধাময়ী বিশুষ্ক মূর্ত্তি। [লৌকিক ভাবেও দেখা যায় যে, সামান্য ক্ষুধাতেও মুখ শুকাইয়া যায়] অতি বিস্তার বদনা—কালের করাল বদনের ক্রিয়াশীলতা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্থূল সূক্ষ্ম কারণে সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত; রৌদ্রী মায়ের দয়ামায়াশূন্য ধ্বংসলীলা সর্ব্বত্র ব্যাপক্; তাই মাকে অতি বিস্তারবদনা বলা হইয়াছে!—গীতার ভাষায় তিনি—"সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্ * সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি" অর্থাৎ তিনি সর্ব্বতশ্চক্ষু, সর্ব্বত্রই তাঁহার মস্তক ও মুখমণ্ডল বিদ্যমান; তিনি সকলকেই আবৃত করিয়া বিরাজ করিতেছেন।

জিহ্বাললন ভীষণা—সর্ব্ববিধ রসাস্বাদন রসনাদ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে; রসই আনন্দ। জিহ্বাসঞ্চালন চৈতন্যের দ্যোতক্; চিন্ময় রসনা সঞ্চালনদ্বারা মা বিশ্বের পরিছিন্ন সর্ব্ববিধ আনন্দ-রস স্বয়ং আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন!—সৃষ্টিতেও মায়ের আনন্দ, পালনেও আনন্দ, আবার ধ্বংসলীলাতেও তাঁহার আনন্দের অভিব্যক্তি!—তাই বিলয়-জনিত আনন্দ ভোগকে মন্ত্রে জিহ্বাললনা ও ভীষণা বলা হইয়াছে।

[জাগতিক ভাবে ক্ষুধার্ত্ত পশু লোভনীয় ভক্ষ্যবস্তুর সমীপস্থ হইলে, তাহাদের রসনায় রসের আবির্ভাব হয় এবং জিহ্বা বিলম্বিত করিয়া তাহারা মুখমণ্ডল চাটিতে থাকে—সংস্কৃত উপকথার ভাষায় উহা —"সৃক্কণীপরিলেলিহং"]। এতদ্ব্যতীত উলু-ধ্বনিও জিহ্বাললন-সম্ভূত।

নিমগ্নারক্তনয়না—কোপময়ী কালিকার চক্ষু রক্তবর্ণা। রক্তই জীবের জীবনী-শক্তি; সুতরাং রক্ত—শক্তির দ্যোতক; সুতরাং ধ্বংসলীলাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ হওয়ায়, মায়ের চক্ষু জবাফুলের ন্যায় অরুণ বর্ণ। এতৎব্যতীত ক্রোধে রজোগুণের অভিব্যক্তি হয়; সুতরাং ক্রোধময়ী মায়ের চক্ষুও রক্তবর্ণ। মায়ের নয়ন নিমগ্না—ইহাতে দুইটী ভাব আছে, যথা—(১) অত্যন্ত গম্ভীর নয়না; (২) নয়ন কোটর-প্রবিষ্টা। জাগতিক নিয়মে প্রলয়ের পূর্ব্বাবস্থাতে প্রকৃতি অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করেন, সুতরাং প্রলয় বা ধ্বংসের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মায়ের নয়নে গম্ভীর ভাব অভিব্যক্ত। চক্ষুই মানবের নিজ নিজ চরিত্রের দর্পণস্বরূপ —দেহে যখন যেরূপ ভাব প্রবল হয়, উহা চক্ষুতেই প্রতিবিম্বিত হয়। এতদ্ব্যতীত সরলতা, কুটীলতা, কিম্বা প্রেমপ্রবণতা প্রভৃতি ভাবও চক্ষুতে বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। তাই দোঁহাতে আছে—"যোগী ভোগী রোগীকা জান্, আঁখ্‌মে নিশান্ আঁখ্‌মে পশান্"। মায়ের নয়ন কোটরাগতা—ইহাতে ত্রিবিধ ভাব আছে—(১) প্রাকৃতিক নিয়মে স্বেচ্ছায় মা ধ্বংস বা প্রলয়লীলা সম্পাদন করেন; তথাপি সৃষ্টবস্তু মাত্রই মায়ের সন্তানতুল্য! সুতরাং ধ্বংসলীলাজনিত রস মা অন্তর্ম্মুখীভাবে ভোগ করিয়া থাকেন; কিন্তু বাহ্যিক উৎফুল্ল দৃষ্টিতে উহা দর্শন করিতে সঙ্কুচিতা হন! কেননা তিনি যে মা—জগজ্জননী, সর্ব্বকারণের কারণরূপা! তাই সন্তানের ধ্বংসলীলাতে মায়ের চক্ষু কোটরগতা! অর্থাৎ দর্শন অন্তর্ম্মুখী। (২) প্রলয়রূপিণী মা বহির্ম্মুখী প্রকাশ ভাব

সমস্তই সংহরণ করিতে থাকেন—সমস্ত পদার্থেরই বীজাংশ বা কারণাংশ আকর্ষণ পূর্ব্বক উহাদের বহিঃপ্রকাশ স্তম্ভিত করিয়া অন্তর্ম্মুখী করেন —তাই তাঁহারও প্রকাশময় নয়ন কোটরগতা। (৩) প্রলয়রূপিণী মা জ্ঞান-বৃদ্ধা ধূমাবতীস্বরূপা! ভোগের শেষে প্রত্যেক বস্তুর প্রলয় অনিবার্য্য; তাই প্রলয়ঙ্করী মা বিশুষ্ক-মাংসা এবং তাঁহার চক্ষুও বৃদ্ধের ন্যায় কোটরগতা।

নাদাপূরিত দিঙ্‌মুখা—মায়ের নাদময় ওঁকার বা প্রণবধ্বনি এবং *প্রলয়কারী গর্জ্জনদ্বারা দিঙ্‌মণ্ডল প্রপূরিত ও প্রতিধ্বনিত।* বজ্রাঘাতের ধ্বংসলীলাতেও কর্ণবধিরকারী বিকট গর্জ্জন অভিব্যক্ত হয়। **সাধকপক্ষে** প্রণব জপাদিদ্বারা যখন দেহ-মণ্ডলে বিভিন্ন নাদের অভিব্যক্তি হয়, তখন আসুরিক ভাব সমূহের প্রলয় সূচনা করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য— মায়ের রূপ বর্ণনার সহিত সাধকের আধ্যাত্মিক ভাব বিজড়িত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইল, যথা —'**নরমালা**'বিভূষণা—মানব-দেহে ষট্‌পদ্মেরও মোট পঞ্চাশটী দল আছে—[চতুর্দ্দল + ষড় দল + দশ দল + দ্বাদশ দল + ষোড়শ দল + দ্বিদল = মোট পঞ্চাশ দল] এই পঞ্চাশ দলে পঞ্চাশটী বর্ণ মালাও সুগ্রথিত! সুতরাং মুণ্ডমালাতন্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, সমস্তই এই ভূষণরূপ নর-মালাতে বিদ্যমান। সাধকের অন্তর্ব্বাহে সর্ব্বত্র প্রকৃতিরূপিণী মায়ের অনন্তভাব ও লীলাদর্শন এবং অনুভব করাই—**দ্বীপিচর্ম্ম** পরিধান। যতদিন পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক ভাবে সমুন্নত বা সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া যায়, যতদিন পর্য্যন্ত চিরবিরহী জীবের ভগবৎ দর্শন বা পরমাত্মভাব লব্ধি না হয়, ততদিন সাধকের আধ্যাত্মিক ভাব বিশুষ্ক ও বিরহযুক্ত, নির্জ্জীব বা প্রাণহীন থাকে—উহাই মন্ত্রোক্ত শুষ্কমাংসা। **বিস্তারবদনা**— আমিত্বের সঙ্কীর্ণ ভাবকে বিশুদ্ধ করিয়া বিশ্বময় প্রসারিত করাই

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানলাভই—বদন বিস্তার। সমস্ত চৈতন্যময় রসাস্বাদনের বা পরিচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগের মূলে সর্ব্বরসের প্রাণস্বরূপ চিন্ময়ী মাকে বা চিতি শক্তিকে উপলব্ধি করিতে হইবে—ইহাই জিহ্বা-ললন। আধ্যাত্মিক জগতে শক্তিলাভ করত উহাতে উচ্ছ্বসিত বা উল্লসিত না হইয়া গম্ভীরভাবে আত্ম-গোপন করাই— 'নিমগ্নারক্ত' হওয়া! —ইহাই মন্ত্রোক্তি সমূহের গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য্য !!

এক্ষণে পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধচক্রের প্রলয়লীলা আরম্ভ হইল, তাই কুলকুণ্ডলিনীরূপা কালিকা দ্বিদল-পদ্ম হইতে, বিশুদ্ধপদ্মস্থিত শৃঙ্গাভিমুখী অভিযানকারী চণ্ড-মুণ্ড এবং তদীয় সৈন্যগণের মধ্যে অতি বেগে নিপতিত হইলেন, পতনবেগে বহু সৈন্য নষ্ট হইল এবং তিনি অসুর-সৈন্যগণকে নিজ কারণময় দেহে বিলয় করিতে লাগিলেন। দ্বিদল-পদ্মে দেবাসুরভাবসমূহের সৃষ্টি ও স্থিতি এবং বিশুদ্ধ-চক্রে তাহাদের বিলয়রূপ যে **যোগ-বিলাস** যোগেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী মা যুগপৎ সম্পন্ন করিতেছেন, তাহা মন্ত্রে 'অভিপতিত' উক্তিদ্বারা প্রমাণিত হইল। কেননা বেগে পতন সমতল স্থানে হয় না, উচ্চস্থান হইতেই হইয়া থাকে। পূর্ব্বমন্ত্রে মাকে করালবদনা বলা হইয়াছে—সেই করাল বদনের ক্রিয়াশীলতা অসুর-ভক্ষণদ্বারা এখানে বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। 'করালবদনা' উক্তিতে প্রলয়ের বিশিষ্ট ক্রিয়াশীলতার অভিব্যক্তি এবং উহা চৈতন্যভাবের দ্যোতক; কেননা মায়ের ত্রিনয়নে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রদীপ্ত, **জিহ্বা** লকলক্ লেলিহান্ অর্থাৎ সঞ্চালনযুক্ত (চৈতন্যভাবাপন্ন), মুখে অট্টট্ট প্রলয়কারী হাস্য এবং ভৈরব-গর্জ্জন !—এইসমস্ত চৈতন্যময় ক্রিয়াশীলতা বা কর্ম্মময় ভাবই মায়ের বদন-মণ্ডলে বিশেষরূপে অভিব্যক্ত !—এজন্যও মা করালবদনা !—(৭-৯)

পার্ষ্ণিগ্রাহাঙ্কুশগ্রাহিযোধঘণ্টাসমন্বিতান্।
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্॥১০
তথৈব যোধং তুরগৈ রথং সারথিনা সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্॥১১

সত্য বিবরণ। [তিনি] পার্শ্বরক্ষক, অঙ্কুশধারী মহামাত্র (মাহুত), গজারোহী যোদ্ধা এবং ঘণ্টাসমন্বিত গজসমূহকে একহস্তে গ্রহণ করিয়া মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন॥১০॥ সেইরূপে [একহস্তে] অশ্বসহ অশ্বারোহীকে এবং সারথিসহ রথকে বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দন্তদ্বারা অতি ভয়ঙ্কররূপে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন॥১১

তত্ত্ব-সুধা। প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে লোভ-মোহরূপী চণ্ড-মুণ্ড চতুরঙ্গ বল, অর্থাৎ গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতি সৈন্যসহ যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। এই শ্লোকদ্বয়ে প্রধান তিনটী বলের বিলয় সূচিত হইয়াছে। **গজ**সমূহ—অহংকারের কারণময় অনুভাবসমূহ; উহাদের পরিচালক **ভ্রান্তি**, পার্শ্বরক্ষক বা সহায়ক—**ভেদপ্রতীতি**, আরোহীগণ সত্ত্ব-গুণাত্মক লোভের অনুভাবসমূহ; আর ঘণ্টা—অহংরূপী গজের ভ্রান্তিপথে গমনের প্রতি পদে পদে জয়ধ্বনি বা মোসাহেবী (চাটুকারিতা)। অশ্ব—মন; সুতরাং অশ্বারোহী সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চাঞ্চল্যের অনুভাবসমূহ। রথ—চিত্ত; সুতরাং রথারোহীগণ প্রাক্তন ও ইহলৌকিক অনন্ত কর্ম্ম-সংস্কার বা কর্ম্মবীজ।

• শরণাগত সাধকের শূন্যময় বিশুদ্ধ-চক্রে (আকাশ-তত্ত্বে) কুল-কুণ্ডলিনী মা সংহারিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া—আকাশতত্ত্বজাত উপরোক্ত আসুরিক বলসমূহ আকর্ষণপূর্ব্বক নিজ কারণময় তনুতে উহাদিগকে বিলীন করিতে লাগিলেন—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।

মায়ের এবম্বিধ প্রলয়কার্য্য ঐশ্বরিক বহিরঙ্গভাব, কিম্বা ভগবৎ

ঐশ্বর্য্যের একটী রূপময় উগ্রলীলা বিলাসস্বরূপ! ভক্ত অর্জ্জুন ভগবানের ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে দিব্য-দৃষ্টি দান করতঃ বিভিন্ন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক্ রূপময় ঐশ্বর্য্য স্বকীয় বিরাট্ তনুতে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তখন ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত অর্জ্জুন বিবিধ ঐশ্বর্য্যময় রূপ দর্শন করিয়া স্তম্ভিত ও আনন্দে পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ভগবানকে প্রণাম করিয়াছিলেন। কালের ধ্বংসলীলা দর্শনে ভীত অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—"যেমন নদী-প্রবাহ সাগরাভিমুখে অতি বেগে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ পৃথিবীর বীর-শ্রেষ্ঠগণ তোমার জ্বলন্ত মুখবিবরে প্রবেশ করিতেছেন! যেমন প্রদীপ্ত অনলে বিনাশের নিমিত্ত পতঙ্গ সকল অতি বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ, এই সকল ব্যক্তিগণ বিনষ্ট হইবার জন্য, সবেগে তোমার মুখ-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইতেছেন"! "তন্মধ্যে (মুখবিবরে) কাহারও মস্তক চূর্ণীকৃত, আবার কেহবা তোমার করাল দন্তশ্রেণীর সন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে"!—গীতাতে, ইনিই কালরূপী ভগবান [—ইহা স্বয়ং শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যথা—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ]; আবার ইনিই চণ্ডীতে ভগবতী কালিকা বা চামুণ্ডা! ব্রহ্মা হইতে অণু পর্য্যন্ত সকলেই কালের ক্রোড়ে জাত, ক্রমে বর্দ্ধিত এবং পরিণামে বিলয় প্রাপ্ত। কালের অপ্রতিহত ক্রিয়াশীলতা হইতে বিশ্বের কোন বস্তুরই অব্যাহতি নাই; যে শ্বাস-প্রশ্বাস জীবের জীবনী-শক্তির পরিচায়ক, উহাই আবার মৃত্যুর দিকে গতির পরিমাপক! তাই তিলে-তিলে শ্বাসে-শ্বাসে প্রত্যেকেই মৃত্যুর দিকে আকৃষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছে। এজন্য শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"কালো জগত ভক্ষকঃ"—কাল জগতকে সতত ভক্ষণ করিতেছেন। কাল-শক্তির কৃপায় কালরূপী মৃত্যুকে অতিক্রম করত কালাতীত বা মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে পারিলেই, সাধকের নিত্য-লীলাতে

প্রবেশ করিবার অধিকার হয়—কালাতীত না হইলে, হর-গৌরি বা রাধা-শ্যামের স্বরূপ দর্শন হয় না।—(১০।১১)

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথচাপরম্।
পাদেনাক্রম্য চৈবান্যমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥১২
তৈর্মুক্তানি চ শস্ত্রাণি মহাস্ত্রাণি তথাসুরৈঃ।
মুখেন জগ্রাহ রুষা দশনৈর্মথিতান্যপি ॥১৩
বলিনাং তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং মহাত্মনাম্।
মমর্দ্দাভক্ষয়চ্চান্যানন্যাংশ্চাতাড়য়ৎ তদা ॥১৪
অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খট্বাঙ্গতাড়িতাঃ।
জগ্মুর্বিনাশমসুরা দন্তাগ্রাভিহতা স্তথা ॥১৫

সত্য বিবরণ। [তিনি] কাহাকেও কেশাকর্ষণে, কাহাকেও বা গ্রীবাকর্ষণে, কাহাকেও বা পাদ দ্বারা আক্রমণ করিয়া গ্রহণ করিলেন, আবার কাহারও বা বক্ষস্থলে আক্রমণপূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া ফেলিলেন [কিম্বা নিজ বক্ষাঘাত দ্বারা কাহাকেও বিনাশ করিলেন] ॥১২॥ সেই দেবী অসুরগণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ ক্রোধভরে মুখ মধ্যে গ্রহণ করিয়া দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করত বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥১৩॥ এইরূপে বলবান মহাকায় অসুরসৈন্যগণের মধ্যে কাহাকেও মর্দ্দন করিয়াছিলেন, কাহাকেও ভক্ষণ করিয়াছিলেন ; আবার কাহাকেও বা বিতাড়িত করিয়াছিলেন ॥১৪॥ কতকগুলি অসুর খড়্গ দ্বারা নিহত হইল, কতকগুলি খট্বাঙ্গদ্বারা তাড়িত হইয়া বিনষ্ট হইল, অবশিষ্ট অসুরগণ দন্তাগ্রের আঘাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইল ॥১৫

তত্ত্ব-সুধা। এক্ষণে বিশেষরূপে যুদ্ধ-লীলা আরম্ভ হইল। কালিকা মা কাহাকেও কেশাকর্ষণে গ্রহণ করিলেন—অর্থাৎ আসুরিক

ভাবের অন্তর্নিহিত গুণময় অবস্থা সংহরণ করিয়া, তাহাকে মুক্তিপ্রদান করিলেন। কাহারও গ্রীবাদেশ গ্রহণ করিলেন; **গ্রীবা**—জ্ঞানময় মুখমণ্ডল এবং কর্ম্মময় হৃদয়-মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী স্থান; মা সেইস্থান গ্রহণ করায়, সর্ব্ববিধ আসুরিক ক্রিয়াশীলতা বিনষ্ট হইল এবং সে জ্ঞানময় দিব্যভাবে বিভাবিত হইল। পাদদ্বারা আক্রমণ কিম্বা অসুরের পাদদেশে আক্রমণ—উভয়ভাবেই একই প্রকার ফল লব্ধি হয়; জীব মাত্রেরই পাদদেশ জড়ত্বের অববোধক, সুতরাং সেখানে মায়ের চিন্ময় আক্রমণ দ্বারা তাহার আসুরিক জড়ত্ব বিনষ্ট করিয়া, তাহাকে চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; কিম্বা মায়ের চিন্ময় শ্রীপাদপদ্মদ্বারা অসুর-দেহে আঘাত করিয়া তাহার আসুরিক ভাব বিনষ্ট করত তাহাকে চিন্ময় করিলেন। প্রাণময় বক্ষস্থলে আক্রমণদ্বারা অসুরের আসুরিক ভাব বিনষ্ট করিয়া, তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন; কিম্বা মায়ের প্রাণময় বক্ষস্থল অসুরদেহে স্পর্শ করাইয়া অসুরের অসুরত্ব নষ্ট করত তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলেন। অসুরগণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্ররূপ শক্তিসমূহ কালিকা মা তাহার কারণময় মুখবিবরে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া, নিজ শরীরে লয় করিতে লাগিলেন—ক্রমে অস্ত্রনিক্ষেপদ্বারা অসুরগণ শক্তিহীন ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এইরূপে কোন কোন অসুরকে মর্দ্দন করিলেন—তাহারা মৃতবৎ হইল, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাদের পুনরুত্থান সম্ভবপর রহিল। কাহাকেও ভক্ষণ করিলেন—উহারা চিরদিনের জন্য বিনষ্ট হইল। কাহাকেও বিতাড়িত করিলেন—ইহারা অক্ষত শরীরে পলায়ন করিল এবং ভবিষ্যতে পূর্ণবিক্রমে তাহাদের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিয়া গেল; কেননা পরবর্ত্তী যুদ্ধ-লীলায় ঐসকল আসুরিক ভাবের সহায়তা-গ্রহণ অসুর-রাজের প্রয়োজন হইবে। কেহ খড়্গদ্বারা নিহত হইল—অনাত্মভাব বা অজ্ঞানতা বিনষ্ট

হওয়ায়, সে জ্ঞানময় আত্মভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কেহ কেহ খট্বাঙ্গদ্বারা বিনষ্ট হইল—বজ্রতুল্য খট্বাঙ্গের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অনন্তে বিলীন হইয়া গেল। আবার কেহ দন্তাগ্রের আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হইল—অর্থাৎ আসুরিক শক্তিসমূহ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া একেবারে নির্জীব বা শক্তিহীন হইয়া পড়িল। অসুর সৈন্যগণের বৈচিত্র্যময় বিভিন্নভাব-হেতু তাহাদের বিলয়ের উপায়ও বিচিত্র ও বিভিন্ন!—ইহাই মন্ত্রোক্ত যুদ্ধ-লীলার রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(১২—১৫)

ক্ষণেন তদ্বলং সর্ব্বমসুরাণাং নিপাতিতম্।
দৃষ্ট্বা চণ্ডোঽভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণাম্॥ ১৬

সত্য বিবরণ। অসুরগণের সেই সমগ্র সৈন্য ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া চণ্ড অতি ভীষণা সেই কালীর অভিমুখে মহাবেগে ধাবিত হইল [তৎসহ মুণ্ডও ধাবিত হইল]—(১৬)

তত্ত্ব-সুধা। প্রজ্জ্বলিত দাবানলে অরণ্য যেমন মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ প্রলয়রূপিণী মায়ের প্রলয়াগ্নিতে আকর্ষিত হইয়া সমস্ত অসুরসৈন্য ক্ষণকাল মধ্যে পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া গেল! **কালাগ্নির** সম্মুখে ক্ষুদ্র খদ্যোতের তেজ প্রকাশ যেমন বৃথা, সেইরূপ **পরমাত্ম**-ভাবের সান্নিধ্যে অনাত্মভাবসমূহ আপনা হইতেই তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায়। এজন্য লোভ-মোহরূপী চণ্ড-মুণ্ডের অনুচর ও অনুভাবসমূহ নিমিষের মধ্যে বিশুদ্ধ-চক্রে মাতৃদর্শনে বা মাতৃআকর্ষণে বিলুপ্ত হইয়া গেল—ইহাই তাৎপর্য্য। তখন ক্রুদ্ধ চণ্ড, ভীষণা কালিকার প্রলয়মূর্ত্তিতে বিলয় হইবার জন্য প্রলয়বেগে প্রধাবিত হইল! সহভাবাপন্ন মুণ্ডও তৎসহ ধাবিত হইল—(১৬)

শরবর্ষৈর্মহাভীমৈ র্ভীমাক্ষীং তাং মহাসুরঃ।
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ডঃ ক্ষিপ্তৈঃ সহস্রশঃ॥ ১৭

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তন্মুখম্।
বভূর্যথার্কবিম্বানি সুবহূনি ঘনোদরম্॥ ১৮

সত্য বিবরণ। মহাসুর চণ্ড ভীষণ শরবর্ষণে সেই ভীমনেত্রা কালীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, এবং মুণ্ডও সহস্র-সহস্র চক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল॥১৭॥ সেই বহুসংখ্যক্ চক্র কালিকার মুখে প্রবিষ্ট হইয়া, মেঘ-মণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ বহু রবিবিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥১৮

তত্ত্ব-সুধা। ব্রত-পূজা ও যোগাঙ্গ প্রভৃতি সাধন-ভজনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে; কেননা প্রবর্তক-সাধকের পক্ষে আত্ম-বিশুদ্ধির উহা বিশেষ সহায়ক; তথাপি **উপায়কেই** উদ্দেশ্য বা **লক্ষ্য** বস্তুবৎ ধরিয়া থাকিলে, ভুল করা হইবে—চিরকাল সাধন-ভজনরূপ উপায় লইয়া প্রলুব্ধ বা মগ্ন থাকিলে চলিবে না, কারণ উহাই চণ্ড-মুণ্ডের প্রভাব; সুতরাং সাধন-পথে স্তরে স্তরে উন্নত হইতে হইবে—ক্রমে উপায়গুলি উদ্দেশ্যের কিম্বা ইষ্টদেব-দেবীর চরণে বিলাইয়া বা উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে! শাস্ত্রেও আছে—"জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ"—অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা জ্ঞেয়কে দর্শন করিলে, তখন জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিবে। অন্ধকার পথে আলোর সাহায্যে পথ দেখিতে হয়, কিন্তু পথ অতিক্রম করিয়া নিজ বাড়ীতে পৌছিলে, সেখানে পৃথক্ আলোর আর প্রয়োজন হয় না। সাধন-ভজনদ্বারা বিশুদ্ধি লাভ করিলে, উহা দ্বারা আত্মাকে লাভ করিতে না পারিলেও আত্মার সান্নিধ্যে পৌছা যায়; তাই চণ্ড-মুণ্ড দূর হইতে অম্বিকা মাকে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এক্ষণে লোভ-মোহরূপী চণ্ড-মুণ্ডের বিলয় আসন্ন; তাই প্রলয়ঙ্করী কালী মূর্ত্তি তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহারও সেই মূর্ত্তিতে বিলয় হইবার জন্য প্রধাবিত; তাই তাহারা তাহাদের সত্ত্বগুণময়

কর্ম্ম ও ভাব সমূহ দেবীকে সমর্পণ করিতে লাগিল—উহাই দেবীর প্রতি চণ্ডের শরবর্ষণ। আর মোহের মোহ-বন্ধনে আবদ্ধকারী সত্ত্বগুণময় চক্ররূপ উপায়সমূহ এক্ষণে বিশুদ্ধ, উজ্জ্বলীকৃত এবং দেবীতে সমর্পিত! এজন্য ঐ উজ্জ্বল চক্রসমূহ সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায়, কিম্বা মেঘেতে বিজলী-প্রভার ন্যায় মায়ের মেঘবৎ নিবিড় ঘন কৃষ্ণবর্ণ মুখ-মণ্ডলের মধ্যে একে একে বিলীন হইতে লাগিল!—প্রলয়কালীন দ্বাদশ সূর্য্য যেন উদিত হইয়া একে একে প্রলয়ের ঘোরা ঘোরতরা এবং ঘোরতমা কৃষ্ণবর্ণা কালী মূর্ত্তিতে বিলয় হইতে লাগিল! এখানে বিশুদ্ধ-চক্রে চণ্ড-মুণ্ড আসুরিক শক্তিসমূহ কালীতে সমর্পণ করায়, তাঁহারা পরমাত্মময়ীতে মিশিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। তাই মন্ত্রে তাঁহাদিগকে মহাসুর (মহান্ অসুর) বলা হইয়াছে।—(১৭।১৮)

তেতো জহাসাতিরুষা ভীমং ভৈরবনাদিনী।
কালী করালবক্ত্রান্তর্দ্দুর্দ্দর্শদশনোজ্জ্বলা ॥১৯

সত্য বিবরণ। অনন্তর ভৈরবনাদিনী কালী অতিশয় ক্রোধে ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহার করালবদনের মধ্যবর্ত্তী ভীষণ-দর্শন দন্তসমূহের প্রভায় তাঁহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিল ॥১৯॥

তত্ত্ব-সুধা। শরণাগত সাধকের আসুরিক ভাবসমূহ বিলয় করার জন্য কালীমাতা, শূন্যময় বিশুদ্ধ-ক্ষেত্রে অতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। মায়ের কোপময়ী চণ্ডিকা-মূর্ত্তিই সাধকের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন; সাধকের আসক্তির মূল কারণসমূহ মা করাল-বদনে চর্ব্বণ করিয়া বিলয় করেন! তাই এখানে তিনি প্রলয়-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভৈরব-গর্জ্জনে বিকট অট্টট্ট-হাসিতে সাধকের দেহ-পুর প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত করিতেছেন!—ভীষণ দশন-পঙ্‌ক্তিদ্বারা

উজ্জ্বল শ্বেত-প্রভা বিকিরণ করত সাধকের অজ্ঞান-তমসা বিদূরিত করিতেছেন! করালবদনা **মায়ের** এবম্বিধ প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ভীষণাদপি ভীষণা হইলেও, উহা ভক্তের নিকটে প্রেমফুল্লাননারূপেই প্রতিভাত হয়। **কালীমাতা** দক্ষিণ দিকের হস্তদ্বয়ে বর এবং অভয়; আর বামদিকে অবস্থিত হস্তদ্বয়ের একটীতে রক্তাক্ত মহা অসি, অপরটীতে রক্তপ্রবহবান্ ছিন্ন দানব-মুণ্ড!—এই মূর্ত্তিতে ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীশ্রীকালী মাতার পূজা হইয়া থাকে। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি অসুরের কিম্বা নাস্তিকের পক্ষে ভীতিপ্রদা ও অতি ভয়ঙ্করা হইতে পারে, কিন্তু ভক্ত-সন্তানের কাছে তিনি মাতৃরূপা, বরাভয়করা ভক্তমনোহরা প্রেমকরুণার পারাবারা জগজ্জননী! তাই মুক্তি বা কৈবল্যপ্রার্থী সাধক ভক্ত, অমা-নিশার মধ্যভাগে, যখন তামসীপ্রকৃতি বাহ্য-জগতকে সুষুপ্ত অবস্থায় নিজ অঙ্কে বিলয় করিয়া রাখেন, তখন সাধকও নিজ প্রকৃতির বহির্ম্মুখী সর্ব্ববিধ ক্রিয়াশীলতা সংহরণপূর্ব্বক বাহ্য-প্রকৃতির ন্যায় আত্ম-নিরোধ ও ইন্দ্রিয়-বিলয় করিয়া, মহাকালীর মহাপূজা সম্পাদন করেন—এইরূপে ক্রমে মাতৃ-রূপা প্রাপ্ত হইয়া, তিনি **মহানির্ব্বাণ** লাভ করেন।—(১৯)

উত্থায় চ মহাসিং হং দেবী চণ্ডমধাবত।
গৃহীত্বা চাস্য কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্ছিনৎ ॥২০
অথ মুণ্ডোঽপ্যধাবৎ তাং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
তমপ্যপাতয়দ্ ভূমৌ সা খড়্গাভিহতং রুষা ॥২১

সত্য বিবরণ। অনন্তর দেবী কোপজ্ঞাপক 'হম্' উচ্চারণপূর্ব্বক [কিম্বা সিংহের ন্যায় উল্লম্ফন করত] মহা অসি উত্তোলনপূর্ব্বক চণ্ডের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং কেশাকর্ষণ করত, সেই অসিদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন ॥২০॥ অনন্তর চণ্ডকে নিপাতিত দেখিয়া, মুণ্ডও কালীর প্রতি ধাবিত হইল; তখন তিনি ক্রুদ্ধা হইয়া, তাহাকেও

সেই অসির আঘাতে নিহত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন ॥২১

তত্ত্ব-সুধা। কালিকা দেবী লোভরূপী চণ্ডের কেশ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে মহাঅসি বা খড়্গাঘাতে বধ করিলেন। কেশাকর্ষণ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও আলোচিত হইয়াছে; এখানে চণ্ডের ব্যষ্টি-দেহে ত্রিগুণের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক্ যে সমস্ত ভাব ও অনুভাব ছিল, উহাদিগকে সংহরণপূর্ব্বক, **মহাঅসি**রূপ জ্ঞান-খড়্গদ্বারা তাহার শির বিচ্ছিন্ন করিলেন বা পৃথক্ করিলেন! অর্থাৎ তাহার তমোগুণময় জড়ত্ব ও অজ্ঞানতা এবং রজোগুণময় বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রবৃত্তিসমূহ বিলয়পূর্ব্বক, তাহাকে সত্ত্বগুণময় বা প্রকাশময় জ্ঞান-রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। আর তাহার সহভাবাপন্ন মুণ্ডও একই দশা প্রাপ্ত হইল।

মায়ের হস্তস্থিত **মহা অসি** একদিকে যেমন অজ্ঞানতাকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্ করিয়া জ্ঞান বা মুক্তি প্রদান করে, সেইরূপ অপরদিকে জীবের অনাত্ম ও অবিশুদ্ধ ভাবসমূহ বিদূরিত করিয়া তাহাকে পরমাত্মার সহিত মহামিলনে আবদ্ধ করে। এই ভাবটীর সহিত **"তত্ত্বমসি"** মহাবাক্যের সাদৃশ্য আছে, যথা—"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে তিনটী কল্প বিদ্যমান, যথা—তৎ-ত্বং-অসি; তৎরূপী পরমাত্মার সহিত ত্বংরূপী জীবাত্মার মিলন, জ্ঞানময় 'অসি' সহযোগেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এইসকল তত্ত্ব ও ভাবই মন্ত্রোক্তিসমূহের রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(২০।২১)

হত শেষং ততঃ সৈন্যং দৃষ্ট্বা চণ্ডং নিপাতিতম্।
মুণ্ডঞ্চ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভয়াতুরম্ ॥২২
শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেবচ।
প্রাহ প্রচণ্ডাট্টহাসমিশ্রমভ্যেত্য চণ্ডিকাম্ ॥২৩
ময়া তবাত্রোপহৃতৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাপশূ।
যুদ্ধযজ্ঞে স্বয়ং শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ হনিষ্যসি ॥২৪

সত্য বিবরণ। অনন্তর হতাবশিষ্ট সৈন্যগণ চণ্ড ও মুণ্ডকে নিপাতিত দর্শনে ভয়াতুর হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল ॥২২॥ কালী চণ্ড-মুণ্ডের মস্তক গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকার নিকট গমনপূর্ব্বক প্রচণ্ড অট্টহাস্য সহকারে কহিলেন ॥২২॥ এই যুদ্ধ-যজ্ঞে আমি তোমাকে চণ্ড-মুণ্ডরূপ মহাপশুদ্বয় উপহার দিলাম; শুম্ভ-নিশুম্ভকে তুমিই স্বয়ং নিহত করিও ॥২৪

তত্ত্ব-সুধা। হতাবশিষ্ট অসুর-সৈন্যগণ পলায়ন করিল— অর্থাৎ চণ্ড-মুণ্ড বধদ্বারা লোভ-মোহের মূল সংস্কার নষ্ট হইলেও তাহাদের শাখা প্রশাখা বা অনুভাবসমূহ সম্পূর্ণ বিলয় হইল না; কারণ এখনও কাম-ক্রোধরূপী মহা-অসুর এবং তদীয় সহকারীগণ জীবিত আছে; সুতরাং যাহারা পলায়ন করিল, তাহারা পুনরায় সুযোগ পাইলেই আত্ম-প্রকট্ করত কামরাজের সহায়তা করিবে—ইহাই পলায়নের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য।

যৌগিক ব্যাখ্যায়—বিশুদ্ধ-চক্রের সর্ব্ববিধ বিলয়কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ায় কুণ্ডলিনীশক্তি তাঁহার নিম্নস্থ মুখদ্বারা চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্নশির গ্রহণ করিয়া দ্বিদল-চক্রে আগমন করিলেন [মন্ত্রেও আছে 'অভ্যেত্য চণ্ডিকাম্'] এবং চণ্ডিকামায়ের শ্রীপাদপদ্মে সেই মুণ্ডদ্বয় উপহার প্রদান করিলেন। বিশুদ্ধ-চক্রস্থিত শুম্ভ-নিশুম্ভ এবং তৎসহকারী অসুরসৈন্যগণ অচিরাৎ কুণ্ডলিনীশক্তি কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া দ্বিদল পদ্মাভিমুখে অভিযান করিবে; তখন বিশুদ্ধচক্রটী ম্লান হইয়া পড়িবে। এক্ষণে কুণ্ডলিনীশক্তির আগমনে দ্বিদল-পদ্মস্থ সদসৎ বৃত্তিসমূহ ক্রমে প্রকট্ বা মূর্ত্ত হইতে লাগিল এবং সেখানে মহাযুদ্ধের সূচনা করিল। **মস্তক**—জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ এবং মন বুদ্ধি অহং চিত্তরূপ অন্তঃকরণের একমাত্র কেন্দ্র বা আধার; সুতরাং জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মস্তক, মাতৃ-চরণে ডালি বা

উপহার দেওয়ার অতি সুন্দর উপযুক্ত সম্ভার !! অম্বিকা মাতার কোপ প্রকাশেই কালিকার উদ্ভব হইয়াছিল; এজন্য এখানে মন্ত্রে অম্বিকা মাকে 'চণ্ডিকা' অর্থাৎ কোপময়ী বলা হইয়াছে।—(২২-২৪)

ঋষিরুবাচ ॥২৫

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥২৬

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি ॥২৭

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে **চণ্ড-মুণ্ড**-বধো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ **শ্লোক** সংখ্যা—২৫ ; **মন্ত্র** সংখ্যা—২৭

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—অনন্তর সেই [নিহত] চণ্ড-মুণ্ড আনীত হইয়াছে দেখিয়া কল্যাণী চণ্ডিকাদেবী কালীকে সুললিত বাক্যে বলিলেন—যেহেতু তুমি চণ্ড-মুণ্ডকে গ্রহণপূর্ব্বক আমার নিকটে আগমন করিয়াছ, সেইজন্য হে দেবি! জগতে তুমি '**চামুণ্ডা**' নামে বিখ্যাতা হইবে।—(২৬।২৭)

তত্ত্ব-সুধা। এইরূপে সাধকের অন্তর্ম্মুখী লোভ-মোহ দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ডের এবং যোগ-মার্গের অনুষ্ঠানসমূহের কতকাংশ, জগন্মাতা স্বয়ং কৃপাপরবশ হইয়া বিলয় করিলেন—চণ্ড-মুণ্ড নিহত হইল। অতঃপর চণ্ড-মুণ্ডের পবিত্র মস্তকদ্বয় মাতৃ-চরণে উপহার প্রদত্ত হইল—মা প্রীতিসহকারে উহা গ্রহণ করিলেন এবং চণ্ড-মুণ্ড হননকারী কালিকাকে চামুণ্ডা* নাম প্রদানপূর্ব্বক জগতে পূজার্হা ও বিখ্যাতা

* চণ্ডমুণ্ডৌ বিদ্যেতে অস্যাঃ ইতি চামুণ্ডা; কিম্বা চণ্ডমুণ্ড বাক্যে হননার্থ বোধক আ যুক্ত হইয়া চামুণ্ডা পদ নিষ্পন্ন; [চামুণ্ডেতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ—ইতি নাগোজী]

করিলেন। শ্রীশ্রী**দুর্গা**পূজাতে মহাষ্টমী এবং মহানবমীর মহা**সন্ধি**ক্ষণে, দেবী-মাহাত্ম্যে বর্ণিত [ওঁ কালী করালবদনা···নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখাঃ] এই ধ্যানসহকারে চামুণ্ডা কালিকা দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। প্রতিপদ তিথি সংক্রমণকাল হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত, কিম্বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত, তিথিভেদে সুধাকরের ষোড়শ কলা জীব-দেহেও ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে—এসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এবং স্থান-নির্দ্দেশাদি এই গ্রন্থের যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইবে। তবে কাহারও মতে—অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিতে অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগের মিলন-ভূমিতেই চামুণ্ডা **কালিকা** মায়ের অর্থাৎ প্রলয়মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। মহাকালীরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীশক্তি এই অনুলোম ও বিলোমভাবের মধ্যস্থলে অর্থাৎ জীবভাব ও পরম ভাবের মহাসন্ধিরূপ মূলাধার পদ্মে অধিষ্ঠিত থাকেন ; এজন্য ইনি দেবীমাহাত্ম্যের প্রথম চরিত্রের দেবতা। সাধকের আত্মাভিমুখী বিলোম গতি হইলেই কুলকুণ্ডলিনী মহাশক্তি কালিকা জাগ্রত হইয়া পদ্মে পদ্মে উত্থিত হন এবং স্তরে স্তরে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণের আসুরিক ভাবসমূহ স্বকীয় প্রলয়-মূর্ত্তিতে বিলয় করত, **ললাট**-প্রদেশে (দ্বিদলে) উত্থিত হইয়া সগুণ বা সবিকল্পভাবে ভক্তসহ পরমানন্দ ভোগ করেন। [ললাট-প্রদেশেই চতুর্দ্দশী তিথিতে চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার সহিত কামকলার সম্মিলনে বিশিষ্ট আনন্দের অভিব্যক্তি হয়] এইরূপে কুণ্ডলিনীশক্তি সাধককে দ্বিদলাধিপতি সুধাকরের সুধা বা কুলামৃত পান করাইয়া পরিতৃপ্ত ও পরিপুষ্ট করেন! পরিশেষে **সহস্রারে** পূর্ণিমারূপ পূর্ণ স্বরূপানন্দ বা অমাকলার অমৃতানন্দ ভোগ করাইয়া সাধককে **শিবত্ব**, মুক্তি বা নির্ব্বাণ প্রদান করেন। এজন্য দেবীও চণ্ডী মহাগ্রন্থের শেষাংশে অষ্টমী নবমী ও চতুর্দ্দশীতে দেবী-মাহাত্ম্য পাঠের ও শ্রবণের বিশেষ ফল উল্লেখ করিয়াছেন !—(২৬।২৭)

একক্ষণে হে ভারতবাসী মায়ের প্রিয় সন্তানগণ! এস, আমরা জাগতিক দৈহিক ও পারিবারিক ব্যাপারে, **চামুণ্ডা** মায়ের মঙ্গলকারী কশাঘাত বা নির্যাতনাদি তাঁহার স্নেহময় আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিতে শিক্ষা করি—রোগ শোক পরিতাপ প্রভৃতি প্রলয় মূর্ত্তিতে আলিঙ্গনদ্বারা করালিনী মা আমাদের মায়া-মোহ বা সুখের স্বপন ভাঙ্গিয়া, জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলন করিয়া দিতেছেন! ভ্রান্ত আমরা,—তাই বিষয়-রসে বিমোহিত হইয়া পরম-রস আস্বাদনে বঞ্চিত! এই জন্য জগদম্বা কালিকা, বিষয়ের আভ্যন্তরীন্ কুলামৃত বা দিব্য-স্তন্য পান করাইয়া সন্তানগণকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য ব্যস্ত!—বহির্জ্জগতের অন্তরালে যে আনন্দময় **অমৃত-ধারা** সর্ব্বত্র অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে, সেই অমৃতস্বরূপ পরম-রস আস্বাদন করাইয়া কৈবল্য দান করিবার জন্যই, কৈবল্যদায়িনী কালী করাল-বেশে বিষয়াসক্তির বাহ্য-খোসাটীকে প্রলয়রূপী তাণ্ডবের আঘাতে ভাঙ্গিয়া দিয়া, জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া থাকেন —ইহাই তো প্রেম-করুণার ছদ্মবেশে চামুণ্ডা মায়ের অপূর্ব্ব **চণ্ডীলীলা**! অতএব, আমরা যেন জাগতিক অনন্ত তাণ্ডব ও প্রলয়-লীলার অন্তরালে আনন্দময়ী মায়ের অফুরন্ত করুণা-ধারার উৎস দর্শন ও আস্বাদন করিতে সক্ষম হই—আমাদের বিশ্ব-নাট্যের যবনিকা-পতনের শুভ মুহূর্ত্তে, আমরা যেন শ্মশান-রঙ্গিনী শ্যামা মায়ের অভয়-ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত হইয়া কালকে জয় করত **মহানির্ব্বাণ** লাভ করি!!

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ !!!

কালী কালী মহাকালী কালিকে পাপহারিণি।
বরাভয়প্রদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

উত্তম চরিত্র

অষ্টম অধ্যায়—রক্তবীজ বধ।
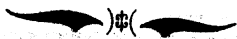
ঋষিরুবাচ ॥১

চণ্ডেচ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডেচ বিনিপাতিতে।
বহুলেষুচ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ ॥২
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান।
উদ্যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥৩

সত্যবিবরণ। ঋষি কহিলেন—চণ্ড নিহত হইলে, মুণ্ড দৈত্যও নিপাতিত হইলে এবং বহুসংখ্যক সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, অসুরেশ্বর প্রতাপশালী শুম্ভ কোপাবিষ্ট চিত্তে সমুদয় দৈত্যসৈন্যকে যুদ্ধার্থে উদ্‌যোগী হইতে আদেশ করিলেন।—(১-৩)

তত্ত্ব-সুধা। সানুচর চণ্ড-মুণ্ড নিহত হওয়ায় কামরাজ শুম্ভের কামনা পূরণে বিশেষ বাধা পড়িল; তাই তিনি অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার দেহ-রাজ্যের সর্ব্ববিধ শক্তি বা বলসমূহ একত্রে সমাবেশ করত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। জীব-দেহে **'অষ্টধা'** বা অষ্টবিধা **প্রকৃতি**-শক্তি বিশিষ্টরূপে সতত ক্রিয়াশীল। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন—"আমার মায়ারূপ প্রকৃতি —ভূমি জল অনল বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি অহংকার, এই অষ্ট প্রকারে বিভক্ত"। এই অষ্টবিধ প্রকৃতিজাত অনন্ত সদসৎ ভাব এবং অনুভাব সমূহ দেহের শক্তিময় অষ্ট প্রধান-কেন্দ্রে সতত ক্রিয়াশীল; সুতরাং দেহস্থ অসুরবৃন্দও অষ্টপ্রকার বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই অষ্টবিধ

আসুরিক শক্তিকে সম্যক্‌রূপে যথাযথভাবে দমন করিতে হইলে, আরও অষ্ট প্রকার দৈবী-শক্তির আবির্ভাব প্রয়োজন—ইঁহারাই ব্রহ্মাণী-বৈষ্ণবীপ্রমুখ দেব-শক্তিগণ।

কামরাজ শুম্ভ কামনার মহাযজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদানে উদ্যত, তাই সমগ্র বল সমাবেশের আদেশ দিয়াছেন। কেননা ভগবৎ চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করিলে, তাঁহাকে স্বরূপে পাওয়া যায় না; তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে—"সব না দিলে কি কেশবে মিলে?"—"ষোল আনা দিতে হয়"—তাই, "সব দিয়ে আমি শব হয়েছি"!—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যের প্রাণময় সাধন-কৌশল। বিশেষতঃ মুক্তি কামীগণের **অষ্টপাশ** হইতে বিমুক্তি হওয়াও বিশেষ প্রয়োজন; তাই মহাদেব [ভৈরব যামলে] বলিয়াছেন—"ঘৃণা শঙ্কা ভয়ং লজ্জা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী। কুলং শীলঞ্চ মানঞ্চ অষ্টপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"॥ অর্থাৎ ঘৃণা শঙ্কা ভয় লজ্জা জুগুপ্সা (নিন্দা) কুল শীল এবং মান, এই অষ্টবিধ পাশ বা বন্ধন-রজ্জু। অন্যত্র বলিয়াছেন—"পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তো সদাশিবঃ।"—অষ্টপাশে বদ্ধ থাকাই জীবত্ব, আর পাশমুক্ত হইলেই শিবত্ব লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত জীবের আরও অষ্টবিধ বিশিষ্ট অক্ষমতা বা **জীব্-ধর্ম্ম** আছে, যথা—অল্পশক্তিত্ব, অল্পজ্ঞানত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব, বহুত্ব, পরাধীনত্ব, অসমর্থত্ব, অপরোক্ষত্ব এবং অবিদ্যা উপাধি-স্থানত্ব—এই আটটী জীব-ধর্ম্ম বিদূরিত করিয়া তৎ বিপরীত আটটী ঈশ্বর-ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। মুক্তিকামী শরণাগত সাধকের জীব-ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া মাতৃশক্তিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর-ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; সুতরাং অষ্টশ্রেণীর অসুর বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টশ্রেণীর অষ্টপাশও আপনা হইতে বিলয় হইয়া যাইবে! কেননা যে তত্ত্ব হইতে যে পাশের উদ্ভব, সেই তত্ত্ব বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ সমূহও ছিন্ন বা বিলীন হইয়া যাইবে;

আর তৎসহ অষ্ট জীব-ধর্ম্মও পরিবর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বর-ধর্ম্মে পরিণত হইবে।—(১-৩)

অদ্য সর্ব্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বুনাং চতুরশীতি নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ॥৪
কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া॥৫
কালকা দৌহৃদা মৌর্য্যাঃ কালেকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম॥৬
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহাসৈন্যসহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ॥৭

সত্য-বিবরণ। অদ্য আমার আদেশে উদায়ুধ বংশীয় ছিয়াশীজন দৈত্য স্ব স্ব সৈন্যগণসহ, এবং কম্বুবংশীয় চুরাশীজন দৈত্য স্বকীয় সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া শীঘ্র বাহির হউক॥৪॥ কোটিবীর্য্য নামক পঞ্চাশটী অসুর সম্প্রদায়, ধূম্রবংশীয় একশত [অসুর] সম্প্রদায় আমার আদেশে যুদ্ধার্থে বহির্গত হউক॥৫॥ কালক, দৌহৃদ, মৌর্য্য এবং কালকেয় অসুরগণ সজ্জিত হইয়া আমার আদেশে যুদ্ধার্থে সত্বর বহির্গত হউক॥৬॥ অসুর-রাজ ভৈরব-শাসন শুম্ভ এই প্রকার আদেশ প্রদান পূর্ব্বক বহু সহস্র মহাসৈন্যে পরিবৃত হইয়া নির্গত হইলেন॥৭

তত্ত্ব-সুধা। পূর্ব্ব মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, অষ্টবিধ আসুরিক শক্তি দেহের আটটী প্রধান কেন্দ্রে ক্রিয়াশীল হইয়া বিভিন্ন শ্রেণীর দৈত্য উৎপত্তির কারণস্বরূপ হয়। এখানে দেহ-তত্ত্বের সহিত দৈত্যবংশীয় সৈন্যগণের শ্রেণী-বিভাগসমূহ ধারাবাহিকরূপে পর পর সুসজ্জিত করিয়া প্রদর্শন করা হইল। যথা—(১) **ভৌম** দৈত্যগণ—ক্ষিতি বা পৃথ্বী

অংশে জাত উদায়ুধগণ—ইহারা উদ্ধত প্রকৃতির এজন্য সর্বদাই অস্ত্র প্রয়োগের জন্য ব্যস্ত। এই শ্রেণীর দৈত্যগণ দ্বাপরে ব্রজ-লীলায় পুতনা বকাসুর অঘাসুর প্রভৃতিরূপে পৃথ্বীতত্ত্বে (জড় দেহ ধারণপূর্ব্বক) ক্রিয়াশীল হওয়ায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইহাদিগকে বিলয় করিয়া মুক্তি প্রদান করেন। অস্ত্রধারী ভৌম অসুরগণ আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ এবং সঙ্কীর্ণ-ভাবাপন্ন অর্থাৎ নিজকে অত্যন্ত বড় মনে করে—এজন্য অপর সকলের প্রতি একটা ঘৃণার ভাব স্বাভাবিকরূপেই সতত পোষণ করে; সুতরাং এই উদায়ুধ অসুরগণের নাশের সহিত **ঘৃণা**রূপ পাশটীও আপনা হইতেই বিলয় হয়। পূর্ব্বোক্ত অষ্টধা প্রকৃতির অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত এবং মন-বুদ্ধি অহং এর সহিত দশেন্দ্রিয় গুণিত হইয়া আশীপ্রকার পৃথক্ অবস্থা সৃষ্টি করে; তৎসহ পৃথ্বীতত্ত্বময় জড় বা স্থূলদেহের ষড়ভাববিকার (আমার দেহ জাত, স্থিত, বর্দ্ধিত, পূর্ণতাপ্রাপ্ত, জড়াগ্রস্ত এবং বিনাশপ্রাপ্ত বা মৃত) এই ছয়টী স্থূল ভাবযুক্ত হইয়া ছিয়াশী প্রকার অবস্থা হয়—এবম্বিধ স্থূলভাবাপন্ন আসুরিক ভাবই মন্ত্রোক্ত ছিয়াশী জন দৈত্য-প্রধান!—এই ভৌম অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্যই ভূমি বা ক্ষিতিতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী **ব্রহ্মাণী** শক্তির বিশিষ্ট আবির্ভাব।

(২) অপ্ বা জল অংশেজাত **কম্বু**বংশীয় দৈত্যগণ— ব্রজলীলায় কালীয় ও তৎসহচরগণ এই বংশীয় দৈত্য ছিল; ভগবান কৃষ্ণ শ্রীপাদ-পদ্মের নৃত্য-ভঙ্গিমাদ্বারা উহাদিগকে দমন করিবার পর, উহারা সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল কম্বু শব্দের অর্থ শঙ্খ; শঙ্খ শামুক (গুগ্‌লী) প্রভৃতি সমুদ্র বা জলজাত প্রাণীগণের লজ্জা বা আবরণ ভাব অতি প্রবল; এজন্য অপ্‌তত্ত্বে জাত কম্বুবংশীয় দৈত্যগণও সঙ্কোচভাবাপন্ন এবং অত্যন্ত স্বার্থপর; কেননা নিজেদের পৃষ্ঠস্থিত গুরুভার বহন করা ব্যতীত বাহিরের কোনপ্রকার উদার স্পন্দন বা উচ্চভাব গ্রহণ করিতে ইহারা

পদ্মমুখ !—এই কম্বুবংশীয় দৈত্যগণের বিনাশের সহিত লজ্জা পাশটীও নাশপ্রাপ্ত হয়। দেহের ষড়বিধ-কোষেই সঙ্কোচ ভাব ও স্বার্থপরতা ক্রিয়াশীল ; উহাদের সহিত অন্তরেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়, এই চতুর্দ্দশ করণ গুণিত হইয়া চুরাশী প্রকার বিভিন্ন ভেদ-ভাবের সৃষ্টি করে —ইহারাই কম্বুবংশীয় চুরাশী জন দৈত্য-সেনাপতি। এই অপ্‌তত্ত্ব-জাত কম্বুবংশীয়গণকে বিনাশ করিবার জন্যই অপ্‌তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী **বৈষ্ণবী** বা নারায়ণী-শক্তির বিশিষ্ট আবির্ভাব।

(৩) তেজাংশে বা তেজতত্ত্বজাত **কোটিবীর্য্য** দৈত্যগণ—ইহারা আদিত্য রুদ্র এবং অগ্নিতেজে জাত ; এজন্য অত্যন্ত বীর্য্যশালী, তাই 'কোটিবীর্য্য' বলা হইয়াছে। ব্রজলীলাতে এই কোটিবীর্য্য বংশীয় তেজস্বী দানবগণ দাবানলরূপে রাখাল বালকগণের ভীতি উৎপাদন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঐ দাবানল ভক্ষণ করিয়া, ব্রজধাম রক্ষা করেন এবং সখাগণেরও ভয় বিদূরিত করেন। এই অতি তেজস্বী কোটিবীর্য্য দানবগণকে কে না ভয় করে ?—ইহারা যেন সাক্ষাৎ ভয়স্বরূপ ! মধ্যম চরিত্রে, এই ভয়রূপী অসুরের সূক্ষ্ম ভাবকে "উগ্রবীর্য্য"রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; এখানে ভয়ের কারণাংশ অভিব্যক্ত। ভয়রূপী পাশ হইতে মুক্ত হইয়া মৃত্যুঞ্জয়ী বা কালাতীত হইতে হইবে। কোটিবীর্য্যগণের বিলয়ের সহিত ভয়রূপী পাশটীও বিনষ্ট হয়। রুদ্রতেজাংশযুক্ত পঞ্চক্লেশ— (১) অবিদ্যা, (২) অস্মিতা (অহংকারের সূক্ষ্মাবস্থা) (৩) রাগ (প্রাপ্তি ইচ্ছা), (৪) দ্বেষ এবং (৫) অভিনিবেশ (পুনঃ পুনঃ ভোগেচ্ছা), দশেন্দ্রিয়ের সহিত সতত ক্রিয়াশীল ; এই পঞ্চক্লেশ, দশেন্দ্রিয়ের সহিত গুণিত ও মিশ্রিত হইয়া পঞ্চাশৎ প্রকার বিভিন্ন তেজময় অবস্থা সৃষ্টি করে—ইহারাই কোটিবীর্য্যের পঞ্চাশৎ কুল বা বংশ। [বিশেষতঃ ক্লেশ বা দুঃখের কর্ত্তাও রুদ্র]—এই রুদ্রতেজজাত ভয়ঙ্কর কোটিবীর্য্য

অসুরগণকে বিনাশ করিবার জন্য এবং ভক্তকে অভয় প্রদানের জন্যই ত্রিশূলধারিণী **মাহেশ্বরী** বা রুদ্রাণী-শক্তি রৌদ্রার আবির্ভাব।

(৪) মরুৎ বা বায়ু অংশে জাত **ধূম্র**বংশীয় অসুরগণ—পূজা এবং আরতিতে ধূপকে বায়ুতত্ত্বের প্রতীক বলিয়া গণ্য করা হয়; বায়ুকে স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যায় না, কিন্তু যখন ধূপ অগ্নির সহায়তায় ধূম্রাকারে বায়ুভরে নানাপ্রকার কুণ্ডলী পাকাইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন আমরা বায়ুর ধূম্রাকার বিচিত্র গতি বা রূপ লক্ষ্য করিতে পারি; এইরূপে ধূম্র বায়ুকে আশ্রয় করিয়াই ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। বায়ুতত্ত্বে জাত এই বংশীয় তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্য, ব্রজধামে ঘূর্ণিবায়ুর আকারে ক্রিয়াশীল হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে ধারণপূর্ব্বক বিমান-পথে উত্থিত হইলে, ভগবান বিশ্বম্ভররূপে তাহাকে পাতিত করিয়া বিনাশ করেন। অবিশ্বাসী ভ্রান্ত ধূম্রলোচনও এই বংশীয় অসুর—তাই অম্বিকাকে অপমান করিবার জন্য বায়ুবেগে ধাবিত হইয়া দেবীর হুঙ্কারে বিনষ্ট হইয়াছিল। বায়ুর গুণ, চলন প্রসারণ আকুঞ্চন প্রভৃতি; সুতরাং বায়ুতত্ত্বে জাত অসুরগণের চাল-চলনরূপ স্বভাব বা শীল উহাদের মজ্জাগত; অর্থাৎ উহাদের স্ব স্ব ভাবরূপ স্বভাব বা সংস্কারাদি সহজে নষ্ট হয় না; এজন্য ধৌম্রগণের বিনাশের সহিত, '**শীল**' নামক পাশটীও ছিন্ন হয়। দেহস্থ পঞ্চপ্রাণ এবং প্রপঞ্চের কারণরূপ পঞ্চ তন্মাত্র দশেন্দ্রিয়ের সহিত গুণিত হইয়া একশতপ্রকার বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি করে—বায়ুতত্ত্বময় অদৃশ্য ধৌম্রগণ এইপ্রকারে শতকুলোদ্ভব—ইহাদিগকে বিলয় করিবার জন্যই দেহস্থ প্রাণময় ক্ষেত্রের বিশিষ্ট শক্তি বা বিদ্যুৎশক্তি **বজ্রহস্তা ইন্দ্রাণীর** আবির্ভাব।

(৫) আকাশ বা ব্যোমতত্ত্বে জাত **কালক** দৈত্যগণ—ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ক্রমে লয় হইয়া আকাশে পর্য্যবসিত হয়; আবার কাল-বর্ণে

সকলপ্রকার বর্ণ বা রঙ্ লয় হইয়া কালই অবশিষ্ট থাকে; এজন্য সর্ব্বলয়কারী কালক অসুরগণ অত্যন্ত প্রবল ও শক্তিশালী। ব্রজধামে ইন্দ্র-কোপে আকাশে "সম্বর্ত্তক" মেঘশ্রেণী, বজ্রপাত এবং বিবিধ উৎপাত ক্রিয়াশীল হইলে, ভগবান গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া, আকাশের উৎপাত হইতে ব্রজধাম রক্ষা করিয়াছিলেন। ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র আকাশপথ হইতে যজ্ঞ-নষ্টকারী তাড়কা, মারীচ প্রভৃতি আকাশতত্ত্বে জাত অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কালক অসুরগণের অজ্ঞানতামূলক ভাব অতি প্রবল, এজন্য তাহারা অত্যন্ত হিংসা ও নিন্দাপরায়ণ সুতরাং ইহাদের বিনাশের সহিত **জুগুপ্সা** বা নিন্দারূপ পাশেরও বিলয় হয়। আকাশতত্ত্বেজাত প্রবল কালক অসুরগণকে বিনাশের জন্যই অম্বিকা মায়ের শরীর হইতে আকশতত্ত্বের বিশিষ্ট শক্তি অপরাজিতা বা **শিবদূতী**র আবির্ভাব [আকাশের গুণ শব্দ, অপরাজিতাও শত শিবার ন্যায় নিনাদকারিণী]

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকালীলার অন্তর্গত নরকাসুর বধের সময়ে, নরকাসুরের **পঞ্চতত্ত্বময় দুর্গ**সমূহ—অর্থাৎ ক্ষিতিদুর্গ, জলদুর্গ, অগ্নি বা তেজ দুর্গ, বায়ু দুর্গ এবং আকাশ দুর্গ অতিক্রম করার পর, তাহার সহিত ভগবান যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে অগ্নি-বাণ, জল-বাণ প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বের বাণসমূহও ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং পৌরাণিক যুগের দেবী-যুদ্ধে উপরোক্তরূপ পঞ্চতত্ত্বময় সৈন্যের অবতারণা বা বিবরণ, নিতান্ত কাল্পনিক কিম্বা অশাস্ত্রীয় বলা যায় না! বরং উপরোক্ত ব্যাখ্যাদ্বারা ক্রমে নবশক্তি আবির্ভাবের এবং পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধ-লীলার একটা ধারাবাহিক শৃঙ্খলা, সার্থকতা এবং বিস্ময়জনক প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইবে।

(৬) মনতত্ত্বে জাত **দুর্হৃদ**বংশীয় অসুরগণ—যাহাদের অন্তঃকরণ

বা হৃদয় দুষ্ট তাহারাই দুর্হৃদ্ এজন্য মনের আসুরিকভাব হইতে কিম্বা কুসংস্কার হইতে জাত আসুরিক ভাবসমূহ দৌর্হৃদশ্রেণীর অন্তর্গত। রক্তবীজ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অসুর। ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বে জাত অসুরগণ অপেক্ষা মনতত্ত্বে জাত অসুরগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, এজন্য অধিক শক্তিশালী। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন হইতে উদ্ভব হওয়ায়, দুর্হৃদ্গণ অত্যন্ত চঞ্চল; চাঞ্চল্যহেতু, কোন বিষয়েই তাঁহারা স্থির বিশ্বাসী হইতে পারে না, সকল কার্য্যেরই ফললাভ বিষয়ে সন্দিহান; অর্থাৎ শঙ্কা বা আশঙ্কাযুক্ত হইয়া, তাহারা আরও চঞ্চল হয়। এজন্য দুর্হৃদ্-গণের বিলয়ের সহিত **শঙ্কা** নামক পাশটীও লয় হইয়া যায়। আজ্ঞা-চক্রই মনের নিজ অধিষ্ঠান ক্ষেত্র উহাতে পর পর দুইটী স্তর আছে—(১) মনের চাঞ্চল্য-স্বভাবযুক্ত সূক্ষ্মস্তর; (২) সংস্কার ও বীজাংশ লম্বলিত কারণস্তর। মনটী যখন নিস্তরঙ্গ হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তখন উহাতে সত্ত্বগুণময় একরস আনন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে এবং সেখানে বিষ্ণু-শক্তি সত্ত্বগুণময়ী **বারাহীর** আবির্ভাব হয়। কেননা মনের সূক্ষ্মক্ষেত্রোদ্ভূত চঞ্চল স্বভাবযুক্ত দুর্হৃদ্ অসুরগণকে বিনাশ করাই তাঁহার অভিপ্রায়; আর **কালিকা** দেবী মনের কারণাংশে আবির্ভূতা হইয়া মনের সংস্কার ও বীজাংশে জাত তামসিক দুর্হৃদ্গণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং মনতত্ত্বে জাত বিভিন্ন দৌর্হৃদ্গণকে বিনাশের জন্যই কালিকা এবং বারাহীর আবির্ভাব।

(৭) বুদ্ধিতত্ত্বে জাত **মৌর্য্য** অসুরগণ—এই অসুরগণ বুদ্ধিতত্ত্বে জাত হওয়ায় শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী হইলেও অবিদ্যা কর্ত্তৃক মোহিত এজন্য মূঢ় ভাবাপন্ন। ইহারা শ্রেষ্ঠ বংশজাত এজন্য অভিমানী; তাই চিতিশক্তি অম্বিকাকে বিশেষরূপে দর্শন করিয়াও তাঁহারা মান বা অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে না; তাই

ইহাদের বিলয়ের সহিত **মান** নামক পাশটীও অবনত হইয়া পড়িবে! বুদ্ধিতত্ত্বে জাত মৌর্য্যগণকে বিনাশের জন্যই, অসীমশক্তিশালিনী বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী ব্রহ্মচারিণী বীর্য্যময়ী **কৌমারী** শক্তি আবির্ভূতা। (৮) অহং তত্ত্বেজাত **কালকেয়** অসুরগণ—সর্ব্ববিলয়কারী অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন কালক অসুরগণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেও, ইহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং অষ্টধা প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ অহংতত্ত্বে জাত; এজন্য ইহাদের জাতি বা কুলের অভিমান এবং ভেদ-প্রতীতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; সুতরাং ইহাদের বিনাশের সহিত **কুল** নামক পাশটীও বিলয় হয়—ইহাদের বিনাশের জন্যই সর্ব্বভেদনাশিনী সর্ব্বব্যাপিনী চিতিশক্তি **নারসিংহীর** আবির্ভাব। লৌককভাবেও কৌলিন্য বা আভিজাত্যের অভিমান বা সংস্কার-জনিত ভেদভাব সহজে দূর হয় না, এজন্য উহা ব্রহ্মজ্ঞান কিম্বা আত্মজ্ঞান লাভের বিরোধী বা পরিপন্থী! জীব-দেহের সমস্ত বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সমূহ কাম-কামনার অনুগত; বিশেষতঃ কামের অপ্রতিহত প্রভাবে দেববৃত্তি এবং আসুরিক বৃত্তি সমস্তই নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে! এজন্য মন্ত্রে কামরাজ গুপ্তকে 'ভৈরব-শাসন' বলা হইয়াছে।—(৪-৭)

আয়াতং চণ্ডিকাং দৃষ্ট্বা তৎ সৈন্যমতিভীষণম্।
জ্যাস্বনৈঃ পূরয়ামাস ধরণীগগনান্তরম্ ॥৮
ততঃ সিংহো মহানাদমতীব কৃতবান্ নৃপ।
ঘণ্টাস্বনেন তান্ নাদান্ অম্বিকা চোপবৃংহয়ৎ ॥৯
ধনুর্জ্যাসিংহঘণ্টানাং শব্দাপূরিতদিঙ্মুখা।
নিনাদৈ ভীষণৈঃ কালী জিগ্যে বিস্তারিতাননা ॥১০
তং নিনাদমুপশ্রুত্য দৈত্যসৈন্যৈশ্চতুর্দ্দিশম্।
দেবী সিংহস্তথা কালী সরোষৈঃ পরিবারিতঃ ॥১১

সত্য বিবরণ। চণ্ডিকা অতি ভীষণ সৈন্যবাহিনী আসিতেছে দেখিয়া ধনুষ্টঙ্কার-ধ্বনি দ্বারা ভূতল হইতে গগনমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিপূরিত করিলেন ॥৮॥ হে নৃপ! অনন্তর সিংহ অতিশয় গর্জ্জন বা মহানাদ করিতে লাগিলেন; অম্বিকাদেবীও ঘণ্টধ্বনি দ্বারা সেই নাদকে পরিবর্দ্ধিত করিলেন ॥৯॥ ধনুর জ্যা-ধ্বনি, সিংহের গর্জ্জন এবং ঘণ্টার শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ করিল, আবার বিস্তারিতাননা কালী, স্বকীয় ভীষণ নিনাদে সেই সমস্ত ধ্বনিকে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন ॥১০॥ সেই শব্দ শ্রবণে ক্রুদ্ধ দৈত্যসৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে দেবী সিংহ এবং কালীকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল ॥১১

তত্ত্ব-সুধা। বিশুদ্ধ চক্রের বিলয় কার্য্য সম্পূর্ণ হওয়ায়, কুণ্ডলিনী মহাশক্তির আকর্ষণে কামরাজ শুম্ভ সবান্ধবে ও সসৈন্যে অর্থাৎ সমগ্র বলসহ অভিযান করিয়া দ্বিদল-পদ্মে উত্থিত বা সমাগত হইলেন—তাই বিশুদ্ধ পদ্মটী ম্লান হইয়া পড়িল। কামরাজকে সদলবলে উপস্থিত দেখিয়া চণ্ডিকা (ক্রুদ্ধা অম্বিকা) ধনুকের জ্যা-শব্দদ্বারা প্রণবময় ধ্বনি বা মহানাদ উত্থিত করিলেন। দ্বিদল-পদ্মস্থিত মায়ের সেই মহাশব্দে সাধকের দেহ-পুরের মূলাধার হইতে বিশুদ্ধচক্র পর্য্যন্ত সমস্ত চক্রগুলি প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল [তাই মন্ত্রে আছে—"ধরণীগগনান্তরম্"]। অতঃপর মাতৃপদ্মাশ্রিত সত্ত্বগুণান্বিত ধর্ম্মাত্মা সিংহও রজোগুণে উদ্বেলিত হইয়া, যুদ্ধে মায়ের সহায়তা করিবার জন্য সিংহনাদ বা ভৈরব গর্জ্জন করিতে লাগিলেন! তখন ভক্ত-সন্তানের উৎসাহ দেখিয়া বিশ্ব-জননী ত্রিগুণময় ঘণ্টাধ্বনির মহানাদে পূর্ব্বের সকল শব্দ অভিভূত বা ঐক্য করত, ভক্তকে অভয় প্রদান এবং অসুরগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিলেন। পরিশেষে প্রলয়-মূর্ত্তি কালিকা, করাল বদন বিস্তারপূর্ব্বক প্রলয়কারী বিকট চীৎকারে সমস্ত শব্দ নাদ ও গর্জ্জন ডুবাইয়া দিলেন। প্রথমে

সত্ত্বগুণময়ী অম্বিকা সত্ত্বগুণময় প্রণব ধ্বনি বা নাদ উত্থিত করিলেন; তৎপর মহাত্মা ধার্ম্মিক সিংহ রজোগুণান্বিত হইয়া রজোগুণময় গর্জ্জন করিলেন; তৎপর চণ্ডিকা ত্রিগুণময় ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা সমস্ত ধ্বনিকে ঐক্যতানযুক্ত করিলেন; পরিশেষে তামসী কালিকা সর্ব্বপ্রলয়কারী তমোগুণময় মহাশব্দে সমস্ত নাদ স্তম্ভিত ও বিলয় করিয়া ফেলিলেন! অর্থাৎ একমাত্র প্রলয়রূপী শব্দই অবশিষ্ট থাকিয়া, সকলের ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল!—ইহাই তাৎপর্য্য।

যেখানে অভয়া মা স্বয়ং প্রণব-ধ্বনিতে দেহ-পুর পুলকিত করিতেছেন, যেখানে ধার্ম্মিক সিংহ মহাশক্তিরূপিণী মায়ের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয়ের বলে বলীয়ান হইয়া, ভৈরব-গর্জ্জনে মায়ের জয়ধ্বনি উচ্চারণে উল্লসিত, যে অপূর্ব্ব কারণময় ক্ষেত্রে কৈবল্যদায়িনী কালিকা, প্রলয়ের বিকট নিনাদ দ্বারা সর্ব্ববিধ অনাত্ম-ভাব বিলয়ে নিমগ্না, সেখানে অসুর দলন অতি তুচ্ছ কথা—তথাপি যে যুদ্ধ, উহা ভগবতীর ইচ্ছাকৃত অপূর্ব্ব লীলা-বিলাস মাত্র। এতদিন সাধক স্বয়ং পুরুষকাররূপ সাধনাদ্বারা ক্রমে অগ্রসর হইয়া, পরিশেষে মাতৃ-চরণে সর্ব্ববিধ সাধনা সমর্পণ করিয়াছেন—পুরুষকার যে মায়ের, উহা উপলব্ধি করিয়াছেন!—তাই তাঁহার নিকটে পুরুষ কার?—উহা মায়ের! কেননা পুরুষ বা পৌরুষই যে শক্তি!—তাই সাধক পুরুষকারকেও শক্তিময় ও মাতৃময়রূপে উপলব্ধি করিয়া সমস্তই মাতৃ-চরণে সমর্পণপূর্ব্বক উল্লাসে জয়োচ্চারণ বা আনন্দধ্বনি করিতেছেন।

দ্বিদল-পদ্মে সমাগত দৈত্যসৈন্যগণ প্রলয়কারী শব্দে আকৃষ্ট হইয়া মেরুশৃঙ্গে অবস্থিত সত্ত্বগুণময়ী কৌশিকী, রজোগুণময় সিংহ এবং তমোগুণময়ী কালীকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টনপূর্ব্বক ঘিরিয়া ফেলিল। কেননা এই তিনটী মহাবলের যে কোন একটীকে পরাজয় করিতে পারিলেই, দৈত্যপতি শুম্ভ সন্তোষলাভ করিবেন; আর যাহাতে কেহ পলায়ন

করিতে না পারে, ইহাও ভ্রান্ত সৈন্যগণের উদ্দেশ্য।—(৮-১১)

এতস্মিন্নন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্য্যবলান্বিতা ॥১২
ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্যচ শক্তয়।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাংযযুঃ ॥১৩
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্।
তদ্বদেবহি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ ॥১৪

সত্য বিবরণ। হে ভূপতে! ইত্যবসরে অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত এবং দেব-শ্রেষ্ঠগণের কল্যাণার্থে ব্রহ্মা শিব কার্ত্তিকেয় বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের অতিবীর্য্যবলান্বিত শক্তিসমূহ তাঁহাদের (ব্রহ্মাদির) শরীর হইতে বিনির্গত হইয়া সেই সেই রূপ ধারণপূর্ব্বক চণ্ডিকার নিকটে আগমন করিলেন ॥১২।১৩॥ যে দেবতার যে প্রকার রূপ, যেরূপ ভূষণ এবং যেমন বাহন, ঠিক সেইরূপ, সেই ভূষণ ও সেই বাহন লইয়া দেবশক্তিগণ অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিলেন ॥১৪

তত্ত্ব-সুধা। এই মন্ত্রে শক্তি এবং শক্তিমান যে অভেদ, ইহা বিশিষ্টরূপে প্রমাণিত হইল; কেননা প্রত্যেক বিশিষ্ট দেবতা হইতে তাঁহার শক্তি, ঠিক তাঁহারই মত রূপ, ঐশ্বর্য্য, ভূষণ ও বাহনাদিসহ নির্গত হইলেন—অর্থাৎ দেবগণ তৎতৎ রূপ, ভূষণ ও বাহনাদিসহ স্ত্রী-দেবতার মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যেন রূপান্তরিত হইলেন, এতদ্ব্যতীত শক্তি, প্রভাব কিম্বা অন্য কোনপ্রকারে ভেদ বা বৈলক্ষণ্য থাকিল না!—এই বিচিত্র ভাবটী শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব প্রতিপন্নকারক। ব্রজ-লীলাতে ভগবতী দুর্গা, বালক শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক, স্তন্য-সুধা পান করাইয়াছিলেন। আবার শ্রীকৃষ্ণও কালিকা মূর্ত্তিতে

রূপান্তরিত হইয়া, আয়ান ও কুটিলাকে দর্শনদানে, শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন করিয়াছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সাধক গাহিয়াছেন—"রাসমঞ্চে আমি নট বনমালী, অসুর-দলনে আমি মহাকালী; পীতাম্বর যেই, দিগম্বরী সেই, নরমুণ্ডমালিনী। আমি বাজাই বাঁশী, আমি চালাই অসি, আমি কালা, আমি কালবরণী" ॥

শক্তি আনন্দস্বরূপা এবং সর্ব্বকার্য্যের সূক্ষ্ম ও কারণরূপে বিদ্যমান; এজন্য উহা অনন্ত ও অব্যক্ত—যেমন রসাস্বাদন বা আনন্দের অনুভূতি মাত্রই **'মূকাস্বাদনবৎ'** অর্থাৎ বোবার আস্বাদনের ন্যায় মুখে বা বাক্যদ্বারা উহা প্রকাশ করা যায় না; সেইরূপ শক্তিও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃষ্ট বস্তু; কেননা জীব-জগতে আমরা শক্তির কার্য্যাংশ বা ফলমাত্র দর্শন করিয়া থাকি, আর সূক্ষ্ম বা কারণাংশ অদৃষ্ট অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। মাটীর জাড্য-শক্তি, জলের তারল্য-শক্তি, অগ্নির দাহিকা-শক্তি, বায়ুর গতি-শক্তি এবং আকাশের নিঃসঙ্গ বা শূন্যময় শক্তিসমূহ ক্রিয়াশীল হইয়া বাহ্য-জগতে কার্য্যরূপে প্রকাশ পায়, তখনই উহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।

মধ্যম চরিত্রে দেবগণ পরাজিত হইয়া ভগবতীকে নিজ নিজ অস্ত্ররূপী শক্তিসমূহ মহিষাসুর বধের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শরণাগতিদ্বারা মাতৃকৃপায় উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, কারণ-ক্ষেত্রে অসুর বিনাশের জন্য মায়ের সাহায্যার্থে নিজ নিজ অনুরূপ আত্ম-শক্তিময় মূর্ত্তিসমূহ নির্গত করিয়া পরমাত্মময়ী ভগবতীর সমীপে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন!—ইহা শরণাগতিজনিত আধ্যাত্মিক্ ক্রম-বিকাশের মধুময় ফলস্বরূপ! এখানে মন্ত্রে ব্রহ্মাদি পাঁচজন দেবতার নাম উল্লেখ আছে। বারাহী এবং নারসিংহীও বিষ্ণু-শক্তি; এজন্য বরাহ এবং নৃসিংহ দেবতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ হয় নাই।—(১২-১৪)

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তি ব্রহ্মাণী সাভিধীয়তে ॥১৫

মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখাবিভূষণা ॥১৬

কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরবরবাহনা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ দৈত্যানম্বিকা গুহরূপিণী ॥১৭

তথৈব বৈষ্ণবীশক্তি র্গরুড়োপরি সংস্থিতা।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গহস্তাভ্যুপাযযৌ ॥১৮

সত্য বিবরণ। প্রথমতঃ হংসযুক্ত বিমানে আরোহণ করিয়া অক্ষমালা ও কমণ্ডলুধারিণী ব্রহ্মার শক্তি আগমন করিলেন; ইনি ব্রহ্মাণী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন ॥১৫॥ শ্রেষ্ঠ ত্রিশূলধারিণী, মহাসর্পবলয়া অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতা মাহেশ্বরী, বৃষারূঢ়া হইয়া [যুদ্ধার্থে] সমাগতা হইলেন ॥১৬॥ শক্তিহস্তা গুহরূপিণী (কার্ত্তিকেয়-রূপধারিণী) অম্বিকাদেবী শ্রেষ্ঠ ময়ূর-বাহনে কৌমারী-শক্তিরূপে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিলেন ॥১৭॥ সেইরূপে বৈষ্ণবী শক্তি, শঙ্খচক্রগদা এবং শ্রেষ্ঠ খড়্গ [কিম্বা ধনু ও খড়্গ] হস্তে গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥১৮

তত্ত্ব-সুধা। এখানে পর পর অষ্ট-মাতৃকা-শক্তির স্বরূপ এবং আবির্ভাব বর্ণনা করা হইয়াছে; এসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বক্তব্য সংক্ষেপে বিবৃত করা হইল।

(১) **ব্রহ্মাণী**—সৃষ্টিকারিণী ক্রিয়াশক্তি—ব্রাহ্মী; মূলাধার পদ্মের শক্তি—ক্ষিতিতত্ত্বময়ী বা বিরাট্রূপিণী। **হংসযুক্ত** বিমানে আরূঢ়া—**হংস** জলমধ্যে বিচরণ ও অবগাহন করে; তথাপি তাহার শরীর জলে সিক্ত হয় না; হংস ত্রিবিধ স্থান-বিহারী; অর্থাৎ জল স্থল

ও শূন্য, এই ত্রিপথে বিচরণশীল হইয়াও নির্লিপ্তভাবাপন্ন। হংস অসার বস্তু পরিত্যাগ করত সার বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ—কেননা সে জল হইতে ক্ষীর তুলিয়া হইতে পারে; এজন্য জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণকে হংস বা **পরমহংস** আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। এতৎব্যতীত হংস জীবের প্রাণস্বরূপ; অর্থাৎ জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসকেও হংস বলা হয়—শ্বাস ত্যাগে হং আর শ্বাস গ্রহণে সঃ উচ্চারিত হয়; এই হংসঃ বা সোঽহং মন্ত্রই অজপা জপ। এই মন্ত্র, কিম্বা ইষ্ট-মন্ত্রের সহিত যুক্তভাবে অজপা জপ, সাধকের ধর্ম্মভাব সৃষ্টির বিশেষ সহায়ক। এইসব কারণে বিশুদ্ধ রজোগুণময়ী সৃষ্টিকারিণী ব্রহ্মাণীর বাহন—হংস। এবিষয়ে ইতিপূর্ব্বেও কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। অক্ষসূত্র—অক্ষরমালা বা বর্ণমালা, সমস্ত তত্ত্বের সমষ্টি, এজন্য উহা জপমালা*রূপেও মাতৃ-করে ধৃত। কমণ্ডলু—কারণ-জলের পাত্র; অর্থাৎ সৃষ্টির বীজাণুসমূহ উহাতে ধৃত।

(২) **মাহেশ্বরী** তমোগুণময়ী লয়কারিণী শক্তি, জ্ঞানময়ী রুদ্রাণী; তেজময় মণিপুর চক্রের শক্তি। বৃষারূঢ়—চতুষ্পাদ ধর্ম্মই বৃষস্বরূপ; ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গই ধর্ম্মরূপী বৃষের পদচতুষ্টয়; মতান্তরে, ধর্ম্মের আশ্রয়রূপ চতুর্জগত, কিম্বা তপ শৌচ দয়া এবং দান, এই চারিপাদ ধর্ম্ম। জ্ঞানময়ী মহাশক্তি ধর্ম্মকেই বাহন করেন; অম্বিকা মাতাও ধর্ম্মাত্মা বা ধর্ম্ম-সমষ্টিরূপী সিংহকেই বাহন করিয়াছেন। ত্রিশূল সম্বন্ধে পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; মহাঅহি (সর্প) বলয়া—কুটিল কর্ম্ম সংস্কারের সমষ্টিই 'অহি-বলয়'; মহা বলার তাৎপর্য্য এই যে, উহা এত প্রভাবশালী

*জপের মালাতে সাধারণতঃ ১০৮টী ফল বা গোলক থাকে। জনৈক বৈষ্ণব মহাত্মা উহাকে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—অষ্টসখী + চৌষট্টি গোপী + দ্বাদশ গোপাল + অষ্ট মুনি + অষ্ট ঋষি + তিন বায়ু + তিন বসু + রাধাকৃষ্ণ = ১০৮

যে, জগন্মাতা গনেশ-জননীও উহার প্রভাবে প্রভাবিত—তাই তাঁহার পিতা দক্ষের অজমুণ্ড এবং পুত্র গনেশের গজ-মুণ্ড ব্যবস্থিত হইয়াছিল! আবার যদু বংশের প্রতি ব্রহ্মশাপ হেতু, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মও ব্যাধের শরে বিদ্ধ হইয়াছিল! চন্দ্ররেখা ভূষণ—মায়ের ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র সুশোভিত, আর মহেশ্বরের নামও শশিশেখর'—তিনিও ললাট-প্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়া থাকেন সুতরাং উভয়ের চন্দ্র মিলিয়া পূর্ণচন্দ্ররূপে পরিণত হয়; তাই হেঁয়ালী আছে—অষ্টমীতে পূর্ণচন্দ্র, কে দেখেছে বল?—উত্তর এই যে, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহাষ্টমীর রাত্রে মায়ের ললাটস্থিত অর্দ্ধচন্দ্র, আর আকাশে উদিত অষ্টমী তিথির অর্দ্ধচন্দ্র উভয়ে মিলিয়া যেন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। কিম্বা দুর্গা প্রতিমার উর্দ্ধাংশে চিত্রপটে মহেশ্বর অধিষ্ঠিত থাকেন; সুতরাং দুর্গার এবং মহেশ্বরের অর্দ্ধচন্দ্রদ্বয় মিলিত হইয়া, যেন পূর্ণচন্দ্ররূপে দেদীপ্যমান হইল! মন্ত্রে 'চন্দ্ররেখা' উল্লেখ থাকায়, রেখা শব্দে চন্দ্রের ক্ষীণকলা অর্থাৎ বাল-চন্দ্রেরভাব অভিব্যক্ত, এরূপও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

(৩) কৌমারী—দেবসেনাপতি সর্ব্ববিজয়ী কার্ত্তিকেয় শক্তি;—ইনি ব্রহ্মচারিণী এবং দেবভাব পরিচালনকারিণী মহাতেজস্বী শক্তি; এজন্য তাঁহাকে অসুর বিজয়িনীরূপেও উল্লেখ করা হয়। শক্তিহস্তা—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনে যে অসীম বীর্য্য ও শক্তিলাভ* হয়, ইনি সেই সর্ব্ববিজয়া শক্তিকে ধারণ করিয়াছেন। যিনি কামকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অন্যত্র পরাজয়ের সম্ভাবনা কোথায়? তাই

*ভুক্তদ্রব্যের সারাংশ সপ্তপ্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, পরিশেষে শুক্ররূপে পরিণত হয়। উহার সূক্ষ্মাংশই ওজঃ বা ব্রহ্মতেজ; উহাই সংযমী নর-নারীগণের দেহে ব্রহ্মণ্য-জ্যোতিঃরূপে প্রকাশ পায়। এই ওজঃই বল-বীর্য্য স্মৃতি-মেধা প্রভৃতি লাভের একমাত্র কারণস্বরূপ।

কৌমারী সর্ব্ববিজয়িনী মহাশক্তি; এজন্য মন্ত্রে তাঁহাকে গুহরূপিণী **অম্বিকাদেবী** বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কৌমারী ময়ূর-বাহনা—ময়ূর, সর্প ভক্ষণ করিয়া থাকে; সর্পের কুটিল গতি এবং খলস্বভাবই তাহাকে জগতে ভীতিপ্রদ করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং যিনি কুটিলতাময় চাঞ্চল্য কিম্বা কুবুদ্ধি-প্রণোদিত, অপকারী বা হিংসাত্মক্ খল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সরলপ্রাণ এবং পরোপকারী হইয়াছেন, তিনিই ময়ূর-ধর্ম্মী এবং কৌমারী-শক্তিকে ধারণ করিবার উপযুক্ত। ব্রহ্মচারিণী-হেতু কৌমারীতে বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং মেধার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি, এজন্য তিনি বুদ্ধি-তত্ত্বে জাত অসুরগণকে বিনাশের জন্য আবির্ভূতা।

(৪) **বৈষ্ণবী**—সত্ত্বগুণময়ী পালনীশক্তি; অপ্‌তত্ত্বময় স্বাধিষ্ঠান-চক্রের অধিষ্ঠাত্রী পালনকারিণী-শক্তি। বৈষ্ণবীর হস্তস্থিত অস্ত্রাবলীর ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে; তবে তাঁহার হস্তস্থিত শার্ঙ্গ বাক্যটীর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সাধারণভাবে নারায়ণী-শক্তি বৈষ্ণবীর চারিটী হস্ত; কিন্তু এখানে শঙ্খচক্রগদা শার্ঙ্গ (ধনু) এবং খড়্গ এই পাঁচটী অস্ত্রের* উল্লেখ দেখা যায়। ধনু থাকিলে সেখানে বাণও থাকিবে, এজন্য মায়ের **ষড়ভুজ** সূচিত হইতেছে। বামন পুরাণে, বৈষ্ণবী মায়ের উপরোক্ত ষড়্‌বিধ অস্ত্রসহ ষড়্‌ভুজের উল্লেখ আছে। আর 'তত্ত্বপ্রকাশিকা-' টীকাকার এখানে চারি হস্তে চারি অস্ত্র থাকা সাব্যস্ত করিয়া শার্ঙ্গকে † খড়্গের বিশেষণ করিয়াছেন † যথা—শার্ঙ্গ অর্থ—(১) প্রধান বা

---

* পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, সুদর্শন-চক্র, কৌমোদকী-গদা, বৈষ্ণবীর রক্ষাকারী ধনু (শার্ঙ্গ) ও বাণ এবং নন্দক নামক খড়্গ—এইসব বৈষ্ণবাস্ত্র।

† শৃঙ্গং প্রধানং স্বার্থে টণ্‌ ইতিশার্ঙ্গঃ। যদ্বা শৃঙ্গস্য বিষাণস্যায়ং ইতিশার্ঙ্গঃ তন্ময়মুষ্টিত্বাৎ লক্ষণয়া খড়্গোঽপি শার্ঙ্গ উচ্যতে।

শ্রেষ্ঠ (২) শৃঙ্গের অংশযুক্ত; অর্থাৎ খড়্গ ধারণ করিবার স্থানটী শৃঙ্গ দ্বারা বাঁধা থাকে। বৈষ্ণবী **গরুড়-বাহনা**—যেমন দুইটী পাখা এবং একটী পুচ্ছ ব্যতীত পাখী আকাশে উড়িতে পারে না, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ আকাশে উড়িতে হইলে, জ্ঞান-কর্ম্মরূপ দুইটী পক্ষ এবং ভক্তিরূপ পুচ্ছ প্রয়োজন হয়—পাখীর পুচ্ছটী নৌকার হালের মত গন্তব্যস্থানে পরিচালনা করে; ভক্তিময় পুচ্ছও তদ্রূপ। **কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তির** সামঞ্জস্যে এবং আবর্ত্তনে যে সত্ত্বগুণময় মধুমতী ও বিশুদ্ধ অবস্থার উদয় হয়, উহাই **গরুড়**স্বরূপ!—সেই গরুড়ই সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুকে ধারণ করিতে পারেন। গরুড়ও সর্পভোজী; অর্থাৎ সর্পের রজোগুণময় কুটিল গতি এবং তমোগুণময় খলস্বভাব; গরুড় গ্রাস বা বিলয় করেন। ভাগবত গরুড়কে ত্রিবেদস্বরূপ বলিয়াছেন, যথা—"ত্রিবৃদ্ বেদঃ সুপর্ণস্তু যজ্ঞং বহতি পুরুষম্"—অর্থাৎ বেদত্রয়রূপী গরুড় পক্ষী, যজ্ঞ-পুরুষ বিষ্ণুকে বহন করেন।—(১৫-১৮)

যজ্ঞবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ।
শক্তিঃ সাপ্যাযযৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তনুম্॥১৯

নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ।
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিপ্তনক্ষত্রসংহতিঃ॥২০

বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরি স্থিতা।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্রস্তথৈব সা॥২১

ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানো দেবশক্তিভিঃ।
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং মম প্রীত্যাহ চণ্ডিকাম্॥২২

সত্য বিবরণ। যজ্ঞ-বরাহের ন্যায় রূপধারিণী হরির শক্তিও বরাহ-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক সেখানে আগমন করিলেন॥১৯॥ নারসিংহী নৃসিংহ

দেবের তুল্য মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন; তাঁহার কেশরাজির সঞ্চালনে নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ চালিত হইয়াছিল ॥২০॥ এইরূপে সহস্রনয়না ইন্দ্র-শক্তি বজ্রহস্তে, ঐরাবতে আরোহণ করত আগমন করিলেন; ইন্দ্র যেমন ইনিও ঠিক সেইরূপ। ॥২১॥ অনন্তর ঈশান সেই দেবশক্তিগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া চণ্ডিকাকে বলিলেন, আমার প্রীতির জন্য, আপনি শীঘ্র এই অসুরগণকে নিহত করুন ॥২২

তত্ত্ব-সুধা। (৫) **বারাহী**—সত্ত্বগুণময়ী বিষ্ণু-শক্তি; মনোময় কোষের সূক্ষ্ম অসুর বিলায়কারিণী। বরাহরূপী ভগবান বসুন্ধরাকে প্রলয়-বারি হইতে দন্তদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া, ধারণ করিয়াছিলেন—তিনিই যজ্ঞ-পুরুষরূপে পৃথিবীকে ধারণ ও প্রতিপালন করিয়াছিলেন; এজন্য বিষ্ণু-শক্তি বারাহীও জগতের এবং জীব-দেহের পালন ও ধারণকারিণী জগদ্ধাত্রীরূপা। বরাহ—কালেরও পরিমাপক; চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়; বর্ত্তমানে আমাদের পৃথিবীতে শ্বেত-বরাহ-কল্প চলিতেছে এবং সেই কল্পের ছয়টী মন্বন্তর শেষ হইয়া, বর্ত্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে।

(৬) **নারসিংহী**—অহংতত্ত্বময়ী; ইনি ভগবান বিষ্ণুর সর্ব্বব্যাপিকা চিৎশক্তি। গুরুকৃপাপ্রাপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী প্রহ্লাদ নানাপ্রকারে নির্যাতিত হইলেও সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় ইষ্টরূপী হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন; পরিশেষে ভগবান নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করত, ভক্তের সর্ব্ববিধ দুঃখ হরণ করিয়াছিলেন—এই বিষ্ণু-শক্তি কিম্বা বিষ্ণুরূপা শক্তিই নারসিংহী। মধ্যম চরিত্রে—দুর্গাদেবীর ভুজসহস্রে দিঙ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; সেইরূপ এখানেও সর্ব্বব্যাপিনী নারসিংহীর সমুজ্জ্বল কেশরসমূহ, সমগ্র আকাশে সঞ্চালিত হইয়া নক্ষত্রমণ্ডলকেও সন্ত্রস্ত ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন!—ইহা প্রলয়ের পূর্ব্ব সূচনা মাত্র। হিরণ্যস্বরূপ চিদানন্দময় আত্মাকে যিনি কশিত বা দুঃখিত করেন তিনিই হিরণ্যকশিপু; নরগণ যখন ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত

হন, তখন তাঁহারা নৃসিংহস্বরূপ! সুতরাং নৃসিংহই হিরণ্যকশিপুরূপী আত্যন্তিক দুঃখকে বিদূরিত করিয়া আত্মাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম! তখন আত্ম-রাজ্যে প্রকৃষ্টরূপে আহ্লাদনকারী প্রহ্লাদস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(৭) **ঐন্দ্রী**—ইনি দেহ-কেন্দ্রের অনাহত-চক্রস্থিত জ্যোতির্ময়ী বিদ্যুৎশক্তি; বজ্র এবং গজরাজ ঐরাবত সম্বন্ধে যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। দেহ-পুরের ইন্দ্র বা পুরন্দর হইতে হইলে, সহস্রাক্ষ হইতে হয়, সব দিক দেখিতে হয়। স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে, কোথায় কি দোষ বা ত্রুটী-বিচ্যুতিরূপ অসুর লুক্কায়িত আছে, তাহা ঐন্দ্রী-শক্তি সহস্রলোচনে দর্শন করিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন এবং বজ্রাঘাতে তাহাদিগকে বিলয় করিয়া দেহ-রাজ্য নন্দন-কাননে পরিণত করেন!—তাই মা সহস্র নয়না।

(৮) **চামুণ্ডা** বা **কালিকা**।

ঈশান—প্রলয়কারী কালপুরুষ; তাই প্রলয় কার্য্যের সহায়িকা অষ্ট-শক্তি গণের আধার বা আশ্রয়ভূত হইয়া সমাগত। যেখানে প্রলয়-মূর্ত্তি কালিকা ধ্বংস কার্য্যে উল্লসিতা, সেখানে তাহারই একাত্ম-ভাবাপন্ন কালপুরুষ ঈশানের আবির্ভাব প্রয়োজন। আব্রহ্ম অনুপর্য্যন্ত সকলেই কালের অধীন; তাই দেব-শক্তিগণ কালরূপী ঈশানকে মধ্যমণিরূপে পরিবেষ্টন করিয়া প্রলয়ানন্দে উদ্বেলিত হইয়াছেন।

বিশেষতঃ **ঈশান**রূপী ঈশ্বরের আটটী ঐশী-শক্তি বা ঈশ্বর-ধর্ম্ম আছে, উহাই যথাক্রমে মাতৃকা-শক্তিগণের মধ্যে বিকশিত, যথা—(১) সর্ব্বশক্তিত্ব (—ইহা সর্ব্ববিধ সৃষ্টিকারিণী **ব্রহ্মাণীতে** বিকাশ); (২) সর্ব্বজ্ঞত্ব (—ইহা সর্ব্বজ্ঞানের আধারভূতা **মাহেশ্বরীতে** অভিব্যক্ত); (৩) ব্যাপকত্ব (—ইহা সর্ব্বব্যাপিনী **নারসিংহী**-শক্তিতে অভিব্যক্ত); (৪) একত্ব (—ইহা অদ্বিতীয় কাল বা কালশক্তি

কালিকাতে অভিব্যক্ত)। (৫) স্বাধীনত্ব (—ইহা দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র-শক্তি **ঐন্দ্রীতে** বিকাশ); (৬) সামর্থ্যত্ব (—ইহা মহাবীর্য্যময়ী **কৌমারী**-শক্তিতে নিহিত) (৭) পরোক্ষত্ব (—ইহা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সর্ব্ববিধ দর্শনের ক্ষমতা—অর্থাৎ পর বা পরমভাব দর্শনাদি সত্ত্বগুণময়ী **বারাহীতে** অভিব্যক্ত); (৮) মায়া-উপাধি বানত্ব (—ইহা বিষ্ণুমায়া **বৈষ্ণবীতে** অভিব্যক্ত)। ভগবান ঈশান অষ্টবিধ **ঈশ্বর-ধর্ম্মের** মূর্ত্ত শক্তিগণে পরিবৃত হইয়া সাধকের অষ্টবিধ **জীব-ধর্ম্ম** নষ্ট করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন!—ইহাও মাতৃকা-শক্তিগণের আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা-সূচনা করিতেছে।

ঈশান, চণ্ডিকা দেবীকে দানবগণের বধের জন্য অনুরোধ করিলেন —কেননা শক্তিমান প্রেরণা দিবেন, আর কার্য্য করিবেন তৎশক্তি স্বয়ং। ঈশান আরও বলিয়াছেন—আমার প্রীত্যর্থে দানব-বধরূপ কার্য্য সম্পন্ন কর। যেখানে স্বয়ং মহাশক্তি চণ্ডিকাও, ভগবানরূপী ঈশানের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য কার্য্য করিতে উপদিষ্ট, সেখানে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে—মানব মাত্রেরই ভগবৎ প্রীত্যর্থে সর্ব্ববিধ কার্য্য করা কর্ত্তব্য!—ইহাই মন্ত্রোক্তির অভিপ্রায়।—(১৯-২২)

ততো দেবীশরীরাৎ তু বিনিষ্ক্রান্তাতিভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনিনাদিনী ॥২৩

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা।
দূতত্বং গচ্ছ ভগবন্ পার্শ্বং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥২৪

ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দানবাবতিগর্ব্বিতৌ।
যে চান্যে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ ॥২৫

সত্য বিবরণ। অনন্তর দেবী অম্বিকার শরীর হইতে অতি ভীষণা উগ্রস্বভাবা চণ্ডিকা-শক্তি বিনির্গতা হইলেন। ইনি অসংখ্য

শৃগালের ন্যায় নিনাদকারিণী। [কিম্বা চণ্ডিকা-শক্তি বিনির্গতা হইলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে নিনাদকারিণী শত শত শিবা বা শৃগালও বিনিষ্ক্রান্তা হইল] ॥২৩॥ অনন্তর সেই অপরাজিতা (চণ্ডিকা-শক্তি) ধূম্রবর্ণ জটাধারী ঈশানকে কহিলেন—ভগবন্! আপনি শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট দূতরূপে গমন করুন ॥২৪॥ অতিগর্ব্বিত শুম্ভ-নিশুম্ভকে এবং অন্য যে সমস্ত দানব যুদ্ধার্থে সেখানে সমবেত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলিবেন ॥২৫

তত্ত্ব-সুধা। অম্বিকা মা বিশ্বজননী এবং সর্ব্বকারণের কারণরূপা তাঁহার কারণময় শরীর হইতে অতি উগ্রা চণ্ডিকারূপিণী শক্তি নির্গতা হইলেন—ইনি আকাশতত্ত্বময়ী—এজন্য শতশত শিবার ন্যায় তুমুল গর্জ্জন-কারিণী। **শিবাশতনিনাদিনী**—প্রাচীন ও আধুনিক টীকাকারগণ এই মত অবলম্বন করিয়াছেন যে, চণ্ডিকার আবির্ভাবের সহিত শতশত শৃগালও উদ্ভূত হইয়াছিল; প্রলয়-লীলাতে শৃগালের রক্তপান শোভনীয় বটে, তথাপি উহা চণ্ডিকার বিশেষণ রূপে অর্থ করিলেও অর্থাৎ শতশত শিবা বা শৃগালের ন্যায় গর্জ্জনকারিণী চণ্ডিকা আবির্ভূতা হইলেন, এই অর্থও অসঙ্গত নহে। 'তত্ত্বপ্রকাশিকা'-টীকাকার এই পরবর্ত্তীমতের বিরুদ্ধে মত দিয়া, উহার সাপক্ষে ঈশানের দৌত্য বাক্যের অন্তর্গত, "তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ"—'আমার শিবাগণ তোমাদের মাংসে তৃপ্তি লাভ করুক'; এই অংশ উল্লেখ করিয়া এখানেও শিবা অর্থে শৃগাল, এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; কিন্তু ইহাও খণ্ডন করা কঠিন নহে; কেননা এখানে শিবা অর্থে—মঙ্গলকারিণী চামুণ্ডা, মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃ-শক্তিগণরূপে ধরিলেও কার্য্য হইবে না। আর মন্ত্রেও আছে যে, রক্তবীজ-বধান্তে মাতৃশক্তিগণ অসুরগণের রক্তপান করিয়া আনন্দে নৃত্যপরায়ণা হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ

শিবদূতীর যুদ্ধ-বিবরণে উল্লেখ আছে যে, তিনি উচ্চ অট্টহাসিদ্বারা অসুরগণকে মূর্চ্ছিত করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন! নিশুম্ভ-বধের পূর্ব্বেও তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গর্জ্জন বা উচ্চনাদ করিয়াছিলেন এবং নিশুম্ভ-বধান্তে, তিনি চামুণ্ডা এবং সিংহ, অবশিষ্ট অসুরগণকে (অর্থাৎ তাহাদের মাংস) ভক্ষণ করিয়াছিলন! সুতরাং শিবার ন্যায় নিনাদিনী বাক্যটীকে শব্দতত্ত্বময়ী শিবদূতীর বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করাও সমীচীন এবং সুসঙ্গত।

মন্ত্রে ঈশানকে 'ধূম্রজটিল' এবং মাকে অপরাজিতা বলা হইয়াছে। যুদ্ধরূপ প্রলয় আসন্ন; তাই মহেশ্বরের শুভ্র-দেহে কালাবচ্ছিন্ন চৈতন্যের বা **কাল**রূপী প্রলয়ের কাল ছায়া পতিত হইয়া তাঁহার শ্বেতবর্ণ, ধূম্রবর্ণে পরিণত করিয়াছে; আর তাঁহার স্বাভাবিক শুদ্ধ সরল ভাবটিও প্রলয়ের জটিলতায় সঙ্কুচিত করিয়া তাঁহাকে যেন চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছে! তাই মন্ত্রে তাঁহাকে 'ধূম্রজটিল' বলা হইয়াছে। আকাশতত্ত্বে শব্দময়ী শিবদূতী জাতা; নিঃসঙ্গ ও নির্লিপ্ত ভাবই আকাশকে সকলের কারণ, শ্রেষ্ঠ এবং অপরাজেয় করিয়াছে; তাই—শিবদূতীও **অপরাজিতা।** সাধক যখন সর্ব্বকার্য্যে আকাশবৎ নিঃসঙ্গ ও নির্লিপ্ত পরমভাব লাভ করেন, তখন তিনিও অপরাজিতার সন্তানরূপে প্রতিভাত হন এবং স্বয়ং সর্ব্বত্র অপরাজেয় হন!—ইহাই তাৎপর্য্য।

ভগবতী ভগবানকে **দূত**রূপে প্রেরণ করিলেন—প্রলয়কারী চরম পন্থা অবলম্বন করার পূর্ব্বে, প্রতিপক্ষকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার গতানুগতিক প্রথা স্বাভাবিক এবং সমীচীন; তাই—কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পূর্ব্বেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দূতরূপে অধর্ম্মের প্রতীক্ দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন। ইহাতে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, কর্ত্তব্যকার্য্য অবশ্যই করনীয়—উহার ফলাফল যতই বিরুদ্ধ,

বা অপ্রীতিকর হউকনা কেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত না করাই উচিত। আর এখানে মন্ত্রে শুম্ভ-নিশুম্ভকে অতিগর্ব্বিত বলা হইয়াছে—যাহারা বলপূর্ব্বক পরমাত্মময়ীকে অঙ্কশায়িনী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,—তাঁহারা অতিগর্ব্বিত এবং কন্দর্পের দর্পে অতিদর্পী সন্দেহ নাই!—(২৩—২৫)

ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রযাত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥২৬

বলাবলেপাদথ চেদ্ ভবন্তো যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ।
তদাগচ্ছত তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥২৭

সত্য বিবরণ। ইন্দ্র ত্রৈলোক্য লাভ করুন, দেবগণ যজ্ঞভাগ ভোগ করুন; তোমরা যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে পাতালে গমন কর ॥২৬॥ আর যদি তোমরা বল-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হও, তবে শীঘ্র আগমন কর; তোমাদের মাংসদ্বারা আমার শিবাগণ [মঙ্গলকারিণী প্রলয়াত্মিকা মাতৃ-শক্তিগণ, কিম্বা শৃগালগণ] তৃপ্তি লাভ করুক ॥২৭

তত্ত্ব-সুধা। এই দৌত্য-কর্ম্মে মায়ের চারিপ্রকার উপদেশ আছে—(১) **ইন্দ্র** ত্রিলোকের অধিপতি হউন—অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণময় জীব-দেহে দেব-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিসমূহ সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত ও পরমরসে বিভাবিত হউক —এইরূপে সাধক জীব-দেহে সর্ব্বময় কর্ত্তা বা পুরন্দররূপে অধিষ্ঠিত হউন। (২) দেবগণ **যজ্ঞভাগ** গ্রহণ করুন—একাদশ ইন্দ্রিয়ের সর্ব্ববিধ কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ কর্ত্তৃত্ব এবং ভগবৎ অধিষ্ঠান দর্শন ও অনুভব করাই—ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণের যথাযথ অধিকার ভোগ, এ বিষয়ে মধ্যম খণ্ডে এবং এই খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। (৩) অসুরগণ **পাতালে** গমন করুক—অর্থাৎ তাহাদের আসুরিক

ক্রিয়াশীলতা জড়ত্বে পরিণত হউক—তাহারা যেন দেবভাব সমূহের কার্য্যে কোনপ্রকার বাধা না জন্মায়। (৪) বলগর্ব্বে গর্ব্বিত হইলে, বিনাশ অনিবার্য্য—ইহাই চতুর্থ উপদেশের ভাবার্থ। **বিবেক**রূপী জ্ঞানগুরু জ্ঞানময় **ঈশান** সতত আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া, আমাদিগকে সদুপদেশ দিতেছেন—আমাদিগকে মঙ্গলের পথে সতত পরিচালনের চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু আমরা তাঁহার বাক্য অগ্রাহ্য করত মোহময় কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়া অতি দুঃখিত হইতেছি এবং অতিগর্ব্ব বশতঃ আমরা বিনাশের দিকে সতত মুর্খের মত অগ্রসর হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছি! সুতরাং ভক্তি ও মুক্তিকামী মানব মাত্রেরই উপরোক্ত উপদেশ চতুষ্টয় নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিপালন পূর্ব্বক জীবনকে মধুময় ও শান্তিময় করা কর্ত্তব্য—ইহাই ভগবান ঈশানের উপদেশ সমূহের রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(২৬।২৭)

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ং।
শিবদূতীতি লোকেঽস্মিংস্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ॥২৮

তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শর্ব্বাখ্যাতং মহাসুরাঃ।
অমর্ষাপূরিতা জগ্মুর্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥২৯

সত্য বিবরণ। যেহেতু সেই দেবী (চণ্ডিকা-শক্তি) স্বয়ং শিবকে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি ইহলোকে 'শিবদূতী' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন ॥২৮॥ শিব-কথিত দেবীর বাক্যসমূহ শ্রবণ করা মাত্র, সেই অসুরগণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেখানে কাত্যায়নী অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই স্থানে গমন করিল ॥২৯

তত্ত্ব-সুধা। মানব-দেহে **শিবদূতী** গুরুশক্তিরূপা—শ্রীগুরু অভিলাষ করেন, সাধক-ভক্তের আসুরিকভাব দলন হউক—তিনি স্বয়ং কার্য্য করেন না, উপদেশরূপে প্রেরণামাত্র প্রদান করেন; আর কার্য্য

করেন গুরুশক্তি স্বয়ং। এখানে দেবীমাহাত্ম্যেও ঈশান স্বয়ং যুদ্ধ করেন নাই—এখানেও তাঁহার প্রীত্যর্থেই অসুর বিনাশের আদেশ। এজন্য বিবেকরূপী জ্ঞানগুরু ঈশান আমাদিগকে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্ব্বর্গ লাভের জন্য, আমাদের মনের উপরে অর্থাৎ মন-বুদ্ধির মধ্যস্থলে শতদলে (গুরুপদ্মে) থাকিয়া, সংভাবের প্রেরণাদ্বারা আমাদিগকে সতত অনুপ্রাণিত করিতেছেন! আর সেই প্রেরণা যাহাতে সাধক-জীবনে মূর্ত্ত হইয়া কার্য্যকরী হয়, এজন্য গুরুশক্তিরূপিণী শিবদূতী স্বয়ং নাদের বিকাশ করতঃ অসুর-দলনী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহারই মঙ্গলময়ী প্রলয়াত্মিকা শক্তিরূপা শিবাগণের সাহায্যে, সাধকের অনাত্ম-ভাবসমূহ দলনপূর্ব্বক তাঁহার আত্ম-রাজ্য সংস্থাপন করেন। শতদল-পদ্মস্থিত গুরু এবং গুরু-শক্তির ধ্যানে আছে—"বামাঙ্কপীঠে স্থিত দিব্যশক্তিং মন্দস্মিতং পূর্ণকৃপানিধানম্"—ইনিই আমাদের সর্ব্বমঙ্গলা শিবদূতী।

ইতিপূর্ব্বে **শিবদূতীকে** আকাশতত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হইয়াছে এবং আকাশতত্ত্বের অসুরগণকে দলন করিবার জন্যই, দেবীযুদ্ধে তিনি আবির্ভূতা, এরূপ বলা হইয়াছে; আর এক্ষণে শতদল-পদ্মের গুরু-শক্তি বলা হইল—ইহাতে বাহ্য-দৃষ্টিতে বিরোধ থাকিলেও, অন্তর্দৃষ্টিতে উভয়ই সত্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশুদ্ধ-চক্রের বা আকাশতত্ত্বের অধিপতি পঞ্চানন সদাশিব; সুতরাং তৎশক্তি অপরাজিতাই শিবদূতী। **গুরু** এবং **গুরু-শক্তি** যখন শতদল-পদ্মে অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন উহা তাঁহাদের স্বরূপভাবে বা গুণাতীতভাবে অবস্থিতি—সে অবস্থায় তাঁহারা নিষ্ক্রিয়; শুধু ভক্তের ধ্যানের বিষয়ীভূত আনন্দময় পরম-বস্তুরূপে প্রতিভাত হন এবং করুণ-দৃষ্টিতে মৃদুমন্দ হাস্য করত অবস্থান করেন!—ইহা শতদল-পদ্মস্থ স্বরূপভাব। আর যখন গুরু-শক্তি সক্রিয় বা ক্রিয়াশীলা হন, তখন প্রপঞ্চের বা পঞ্চতত্ত্বের সম্মিলিত অবস্থারূপ

আকাশতত্ত্বে উদয় হইয়া, সগুণভাবে ক্রিয়াপরায়ণা হন!—সেখানেও জগদগুরু সদাশিব নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকেন [—তাই তিনি সদা শিব বা মৃতবৎ]। সেই গুরুকে আশ্রয় করিয়াই গুরুশক্তি শিবদূতী ক্রিয়াশীল হইয়া অসুর বিলয়দ্বারা সাধকের বা ভক্তের মঙ্গল বিধান করেন; সুতরাং এই উভয় পদ্মের বা চক্রের কার্য্যাবলী বিচার করিলে, সমস্তই শৃঙ্খলাযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। বিশেষতঃ শতদল পদ্ম, গুপ্ত বা গোপনীয় পদ্ম—ষট্চক্র ভেদ করার পর, সেই গুরুধাম দর্শন হয়—গুরু-শক্তি, এই সকল মঙ্গলময় সংবাদ জগতবাসীকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করেন, এজন্যও তাঁহার নাম **শিবদূতী**।

ভগবান **ঈশান** যেরূপ, দেহস্থ অন্তর্জগতের **গুরু**, সেইরূপ দীক্ষা বা মন্ত্রদাতা গুরুও সেই পরমগুরু ভগবান ঈশানেরই প্রতীক্ এবং তাঁহারই বহির্বিকাশ মাত্র!—তিনিই প্রতাপঘন বা **সৎ**, তিনিই প্রজ্ঞানঘন বা **চিৎ**, তিনিই প্রেমঘন বা **পরমানন্দ**স্বরূপ!—শ্রীগুরুর প্রতি এবম্বিধ জ্বলন্ত বিশ্বাসই সাধক-জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের অন্যতম কারণ। এইসব কারণে শাস্ত্রেও গুরু, মন্ত্র এবং ইষ্ট দেব-দেবীকে অভেদ বুদ্ধিতে দর্শন ও উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যবস্থা আছে!—এই তিনের ঐক্যজ্ঞান-লাভ করিতে পারিলে, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ গুরু-শক্তির কৃপায় অতি সুগম হয়। এজন্য বৈষ্ণব-গ্রন্থে শ্রীগুরুমাহাত্ম্য বর্ণনাতে আছে—"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়"।

ঈশানের দৌত্যের উদ্দেশ্য সফল হইল না; কেননা—"বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধিঃ"—তাই মহাসুরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিদল-পদ্মের যেস্থানে কাত্যায়নী অম্বিকা অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইল।—(২৮।২৯)

ততঃ প্রথমেবাগ্রে শরশক্ত্যৃষ্টি-বৃষ্টিভিঃ।
ববর্ষুঃ ক্রুদ্ধতামর্ষাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥৩০
সা চ তান প্রহিতান্ বাণাঞ্ছূলচক্রপরশ্বধান্।
চিচ্ছেদ লীলয়াধ্মাতধনুর্ম্মুক্তৈর্ম্মহেষুভিঃ ॥৩১

সত্য বিবরণ। অনন্তর প্রথমেই অসুরগণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, শর শক্তি ঋষ্টি বর্ষণদ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ॥৩০॥ তখন দেবী, সেই অসুর নিক্ষিপ্ত বাণ শূল চক্র এবং পরশু প্রভৃতি অস্ত্রসমূহকে সশব্দ ধনুঃ নিক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্বারা অবলীলাক্রমে ছিন্ন করিয়া দিলেন ॥৩১

তত্ত্ব-সুধা। এইবার মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সর্ব্বাগ্রে অসুরগণ আক্রমণ করিল। অসুরগণের ইহা চিরন্তন স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম; কেননা সর্ব্বত্র তাহারাই সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া ধর্ম্মের গ্লানি বা সঙ্কোচভাব আনয়ন করিয়া থাকে। তাই **গীতার** "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"; **ভাগবতের**—"অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষী তনুমাশ্রিতং" এবং **চণ্ডীর**—"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি" প্রভৃতি অভয় বাণীসমূহ সমস্তই অসুরগণের অগ্রে আক্রমণের ফলস্বরূপ, ভগবান বা ভগবতীর আবির্ভাব এবং ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্থাপন লীলা।

যুদ্ধ-লীলায় অসুরগণ পরমাত্মাভিমুখী লক্ষ্য নষ্টকারী শরসমূহ, আসুরিক প্রভাবময় শক্তি এবং উভয় পার্শ্বে ধারাল অজ্ঞানতাময় ঋষ্টি বা খড়্গদ্বারা সর্ব্বপ্রথমে দেবীকে সমাচ্ছন্ন করিল; তখন দেবী স্বকীয় প্রণবময় বা প্রণব-শব্দায়িত ধনুঃ এবং বোধময় ও রসময় দিব্য মহাবাণ-নিকরদ্বারা অসুরগণের অস্ত্ররূপ শক্তিসমূহ অবলীলাক্রমে বা লীলাচ্ছলে নষ্ট করিয়া দিলেন।

সাধক যখন আধ্যাত্মিক জগতে কারণময় দৃষ্টি প্রসারিত করিতে

সক্ষম হন, তখন তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ ক্রমে প্রাণময়, বোধময় রসময় এবং শক্তিময় বা মাতৃময়রূপে প্রতিভাত হয়। তখন নিজকৃত প্রণব-জপাদিও যেন দেহস্থ অষ্টধা প্রকৃতিরূপিণী মা স্বয়ং সম্পাদন করত আনন্দলাভে পরিতৃপ্ত হইতেছেন!—ইহাই যুদ্ধলীলার রহস্য।—(৩০।৩১)

তস্যাগ্রত স্তথা কালী শূলপাতবিদারিতান্।
খট্বাঙ্গপোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ব্বতী ব্যচরৎ তদা॥ ৩২
কমণ্ডলুজলাক্ষেপহতবীর্য্যান্ হতৌজসঃ।
ব্রহ্মাণী চাকরোচ্ছত্রূন্ যেন যেন স্ম ধাবতি॥ ৩৩
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষ্ণবী।
দৈত্যান্ জঘান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা॥ ৩৪
ঐন্দ্রীকুলিশপাতেন শতশো দৈত্যদানবাঃ।
পেতুর্বিদারিতাঃ পৃথ্ব্যাং রুধিরৌঘপ্রবর্ষিণঃ। ৩৫

সত্য বিবরণ। তখন কালীও সেই (কৌষিকী) দেবীর সম্মুখে শত্রুগণকে শূলাঘাতে বিদারিত এবং খট্বাঙ্গদ্বারা বিমর্দ্দিত করাবস্থায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩২॥ ব্রহ্মাণী যুদ্ধক্ষেত্রের যে যে প্রদেশে ধাবিত হইলেন, সেই সেই স্থানের শত্রুগণকে কমণ্ডলুর জল-প্রক্ষেপদ্বারা হতবীর্য্য এবং নিরুদ্যম করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥ অতিকোপনা মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা, বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা এবং কৌমারী শক্তিদ্বারা দৈত্যগণকে নিহত করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥ ঐন্দ্রী বজ্র-প্রহারে শতশত দৈত্য ও দানবগণকে বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন—তাহাদের রক্তধারা স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥৩৫

তত্ত্ব-সুধা। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি প্রথমতঃ মূলাধার চক্রস্থিত সদসৎ বৃত্তিসমূহের বীজ বা কারণসমূহ বিকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন; তৎপর

স্বাধিষ্ঠান-চক্রের সদসৎ বৃত্তিসমূহের কারণাংশ প্রকট করত গ্রাস করিলেন।
এইরূপে ক্রমে পরপর বিশুদ্ধ-চক্র পর্য্যন্ত তৎ তৎভাবাপন্ন অসুরগণকে যথাযথভাবে নিজ কারণময় দেহে বিলয়পূর্ব্বক সকলেরই কারণাংশ বা বীজাংশসহ আজ্ঞা-চক্রে সমুত্থিত হইয়াছেন; এখানে কারণময় ক্ষেত্রে সমুত্থিত হওয়ায়, সর্ব্বশ্রেণীর অর্থাৎ সকল চক্রের কারণময় অবশিষ্ট শক্তিশালী আসুরিক বীজগুলি ক্রমে মূর্ত্ত হইয়া প্রকট হইল; ইহাদিগকে শ্রেণীবিভাগমতে যথাযথ ভাবে বিলয় করিবার জন্য, **চক্রশক্তি**গণ বা **মাতৃশক্তি**গণ সকলেই কারণময় আজ্ঞাচক্রে আবির্ভূতা! তাঁহারা অসুর বিলয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমেই **কালী**, জ্ঞানময় লয়কারী শূলের আঘাতে এবং চূর্ণরূপে বিলয়কারী খট্বাঙ্গের আঘাতে মন-তত্ত্বের কারণাংশে জাত ধূম্রবংশীয় অসুরগণকে বিলয় করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ তাহাদের অজ্ঞানতা বিদূরিত এবং মোহ নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে দিব্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। **ব্রহ্মাণী**, তাঁহার কমণ্ডলুস্থিত কারণ-বারি ছিটাইয়া ক্ষিতিতত্ত্বময় উদায়ুধগণকে হতবল ও নিষ্ক্রিয় করত বিলয় করিতে লাগিলেন এবং যে সমস্ত বীজ, তখনও অঙ্কুরিত হয় নাই, সেই আসুরিক বীজসমূহ কারণবারিদ্বারা সৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ বিলয় করিতে লাগিলেন; তৎসহ **ঘৃণা** নামক পাশটীও ছিন্ন হইতে লাগিল।

অতিক্রুদ্ধা রৌদ্রা **মাহেশ্বরী**, জ্ঞানময় ত্রিশূলের আঘাতে রুদ্রতেজ জাত কোটিবীর্য্য অসুরগণকে বিলয়পূর্ব্বক তাহাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিতে লাগিলেন; তৎসহ **ভয়** নামক পাশটীও লয় হইতে লাগিল। **বৈষ্ণবী**, মহামায়ার মায়া-চক্রভেদকারী দিব্য চক্রদ্বারা অপ্‌তত্ত্বে জাত কম্বুবংশীয় দৈত্যগণকে বিলয় করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ তখন তাহাদের ভেদ-প্রতীতি নষ্ট করিয়া সর্ব্বত্র একরস ব্রহ্মানন্দময় ভাব প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন; তৎসহ সঙ্কোচভাব বা **লজ্জা** নামক পাশটীও লয় হইতে

লাগিল। **কৌমারী** স্বকীয় ব্রহ্মতেজরূপ অপূর্ব্ব শক্তিদ্বারা বুদ্ধিতত্ত্বে জাত মৌর্য্য অসুরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন; এইরূপে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠার ফলে সাধকের স্মৃতি-মেধা বল-বীর্য্যের উৎকর্ষে, তাহার শাস্ত্রোজ্জ্বলা বা শাস্ত্রমর্ম্ম-ভেদকারী বিশুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইতে লাগিল; তৎসহ **মান**-অভিমানের পাশটীও নষ্ট হইতে লাগিল। **ঐন্দ্রী**, তড়িৎ-শক্তি বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়া, বায়ুতত্ত্বে জাত ধূম্রবংশীয় অসুরগণকে বিলয় করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ অন্তর্ম্মুখী বিদ্যুতের প্রবাহে সাধকের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইতে লাগিল—তখন রক্তরূপ রজোগুণের অন্তর্ম্মুখী ক্রিয়াশীলতাদ্বারা সাধকের হৃদয়-প্রদেশে যেন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎসহ মজ্জাগত স্ব-ভাব বা **শীল** নামক পাশটীও বিলয় হইতে লাগিল!—ইহাই যুদ্ধ-লীলার রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(৩২-৩৫)

তুণ্ডপ্রহারবিধ্বস্তা দংষ্ট্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ।
বরাহমূর্ত্ত্যা ন্যপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥৩৬
নখৈর্বিদারিতাংশ্চান্যান্ ভক্ষয়ন্তী মহাসুরান্।
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপূর্ণদিগম্বরা ॥৩৭
চণ্ডাট্টহাসৈরসুরাঃ শিবদূত্যভিদূষিতাঃ।
পেতুঃ পৃথিব্যাং পতিতাং স্তাংশ্চখাদাথ সা তদা ॥৩৮
ইতি মাতৃগণং ক্রুদ্ধং মর্দ্দয়ন্তং মহাসুরান্!
দৃষ্ট্বাভ্যুপায়ৈর্বিবিধৈর্নেশুর্দেবারিসৈনিকাঃ ॥৩৯

সত্য বিবরণ। বারাহীর তুণ্ডাঘাতে কোন কোন দৈত্য বিধ্বস্ত হইল; দন্তাঘাতে কাহারও বা হৃদয় বিদীর্ণ হইল; আর কেহবা চক্রাস্ত্রে বিদারিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৩৬॥ নারসিংহী সিংহনাদে

দিঙ্‌মণ্ডল এবং নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া, নখেরদ্বারা কতিপয় অসুরকে বিদীর্ণ করত এবং অন্যান্য মহাসুরগণকে ভক্ষণপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥ শিবদূতীর প্রচণ্ড (উৎকট) অট্ট-হাস্যে অসুরগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ; অনন্তর তিনিও তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩৮॥ এইরূপ বিবিধ উপায়ে মাতৃগণ মহাসুরগণকে বিমর্দ্দিত করিতেছেন দেখিয়া, দৈত্যসেনাগণ পলায়ন করিতে লাগিল ॥৩৯

তত্ত্বসুধা—বিষ্ণু-শক্তি **বারাহী** সত্ত্বগুণপ্রধানা হইলেও, ধর্ম্ম রক্ষাকল্পে এখানে ত্রিগুণময় ভাবের অভিব্যক্তি করিয়াছেন এবং যুদ্ধে ত্রিবিধ অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—তুণ্ড, দন্ত ও চক্র ; বারাহী দন্তদ্বারা সাধকের আসুরিক ভাবের হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক, প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদ্বারা ধর্ম্মভাব সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মস্তক বা তুণ্ডাঘাতে আসুরিক ভাব ও অনুভাব অপসারণ করত, সেই ধর্ম্মভাবকে তিনি রক্ষা বা পালন করেন, আর চক্রদ্বারা আত্ম-ভাব হইতে অনাত্ম-ভাবসমূহ সম্পূর্ণ লয় করিয়া সাধকের মনোময় রাজ্যে ধর্ম্ম-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে **বারাহী** মন-তত্ত্বের সূক্ষ্মাংশে জাত চঞ্চল স্বভাবযুক্ত দুর্হৃদ অসুরগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ; তৎসহ চাঞ্চল্যজনিত **শঙ্কা** নামক পাশটীও লয় হইতে লাগিল।

দেবীসূক্তের অহংতত্ত্বময়ী সর্ব্বব্যাপিনী চিৎশক্তি **নারসিংহী** * শব্দতত্ত্বময় মহানাদদ্বারা দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের দিঙ্‌মণ্ডল এবং নভোমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া, আসুরিক ভাবসমূহ স্তম্ভনপূর্ব্বক দেবভাব বা ধর্ম্মভাব সৃষ্টি করিতে লাগিলেন ; [নাদ বা শব্দ, কম্পন হইতে উত্থিত হয় ;

* "এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি"—তাপনীয় শ্রুতি।

আবার "কম্পনাৎ জগত"—কম্পন দ্বারাই জগতের সর্ব্ববিধ সৃষ্টি হইয়া থাকে ; পূজাকালীন সমবেত বাদ্য-ধ্বনি, কম্পনাঘাতে মনোলয় করিয়া ধর্ম্মভাবের স্পন্দন সৃষ্টি করে]। নারসিংহী চিন্ময় নখের আঘাতে আসুরিক অজ্ঞানতা অপসারণপূর্ব্বক ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ; আর মহা আসুরিক ভাবসমূহ ভক্ষণদ্বারা বিলয় করিতে লাগিলেন। এইরূপে অহংতত্ত্বে জাত সর্ব্বোচ্চ কুলাভিমানী বিপুল শক্তিশালী কালকেয় মহাসুরগণ বিলয় হইতে লাগিল ; তৎসহ **কুল** নামক পাশটীও লয় হইতে লাগিল। **শিবদূতী** প্রলয়কারী প্রচণ্ড অট্টট্ট-হাস্যদ্বারা আকাশ তত্ত্বে জাত কালক দৈত্যগণকে মূর্চ্ছিত করত ভূতলে পাতিত করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ; অর্থাৎ তাহাদের আসুরিক প্রগতি স্তম্ভন পূর্ব্বক, তাহাদের অনাত্মভাবসমূহ নিজ কারণময় অঙ্গে বিলয় করিতে লাগিলেন ; তৎসহ জুগুপ্সা বা **নিন্দা** নামক পাশটীও বিলয় হইতে লাগিল। প্রলয়কারী প্রচণ্ড নাদ বা অট্ট হাস্যই শিবদূতীর সর্ব্বপ্রধান যুদ্ধাস্ত্র। যেখানে মাতৃ-শক্তিগণ স্তরে স্তরে সুসজ্জিত হইয়া, যথাযথভাবে সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বময় অসুরগণকে বিমর্দ্দন ও বিলয় কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, সেখানে অবশিষ্ট জীবিত অসুরগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করাই স্বাভাবিক। তবে কালক্রমে সুযোগ পাইলেই, পুনরায় তাহারা ক্রিয়াশীল হইবে, ইহাও তাহাদের অভিপ্রায়—(৩৬-৩৯)

পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দৈত্যান্ মাতৃগণার্দ্দিতান্।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ ক্রুদ্ধো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৪০
রক্তবিন্দুর্যদা ভূমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ।
সমুৎপততি মেদিন্যা স্তৎপ্রমাণ স্তদাসুরঃ ॥৪১

সত্য বিবরণ।—মাতৃগণকর্ত্তৃক নিপীড়িত দৈত্য সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, মহাসুর রক্তবীজ অতি ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধার্থে সমাগত

হইল ॥ ৪০ ॥ রক্তবীজের শরীর হইতে রক্ত-বিন্দু যখনই ভূমিতে পতিত হয়, তখনই পৃথিবী হইতে তৎসদৃশ অসুর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৪১

তত্ত্বসুধা। **রক্তবীজ**—অন্তঃকরণের বীজাংশে বা কারণাংশে অবস্থিত জন্মজন্মান্তরের এবং ইহলোকের অনন্ত কর্ম্মসংস্কার, কর্ম্মাসক্তি, কর্ম্মবীজ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রজোগুণময় কর্ম্মপ্রবৃত্তি সমূহই **রক্তবীজ** * —ইহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিভেদে দ্বিবিধ—জাগতিকভাবে ইহা অন্তঃকরণে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক্ চাঞ্চল্য, বিষয়াসক্তিময় কর্ম্মপ্রচেষ্টা বা অনাত্মভাবে প্রবৃত্তিরূপে প্রকাশ পায়; আর নিবৃত্তি পথেও উহা *ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চাঞ্চল্য, সাধনার অনন্ত প্রচেষ্টা,* কিম্বা অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসরূপেও প্রকাশ পায়। দেহস্থ রজোগুণময় রক্ত এবং বীজই (শুক্র) জীবের জীবনীশক্তি; এজন্য জীব-দেহরূপ পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল রক্তবীজও অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান, তাই তাহকে বিলয় করিবার জন্য, সমবেত মাতৃ-শক্তিগণ যুদ্ধ করিবেন। রক্ত ও বীজ (শোণিত-শুক্র) হইতে জাত, ষড়ভাব বিকারগ্রস্ত জীব-দেহের সহিত অন্তঃকরণজাত রক্তবীজের বিশেষ সম্বন্ধ বিজড়িত; কেননা শারিরীক অসুস্থতাতে অন্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হয়, আবার মানসিক অশান্তিতে বা দুঃখে শরীরটীও ক্লিষ্ট হয়; অর্থাৎ বাহ্য-দেহ শুকাইতে থাকে। এখানে রক্তবীজের বিশেষ আশ্রয়রূপ জীবের অন্তঃকরণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

---

*রক্তবীজ শুম্ভ-নিশুম্ভের ভগ্নী ক্রোধবতীর পুত্র; রজোগুণময় কামই প্রতিহত হইয়া ক্রোধরূপে প্রকাশ পায়; এজন্য ক্রোধবতী-পুত্র রক্তবীজ রজোগুণময় কাম-কামনারই সংস্কার হইতে জাত এবং অন্তঃকরণের অনন্ত বেগময় তরঙ্গরাজির সমষ্টি। চণ্ডীর কোন কোন সংস্করণে রক্তবীজের উৎপত্তি সম্বন্ধে, নিম্নোক্ত শ্লোকটী চত্বারিংশৎ শ্লোকের পর অধিক দৃষ্ট হয়, যথা—"ভাগিনেয়ো মহাবীর্য্যস্তয়োঃ শুম্ভ-নিশুম্ভয়োঃ। ক্রোধোবত্যাঃ সুতো জ্যেষ্ঠো মহাবলপরাক্রমঃ ॥"

উল্লেখ করা প্রয়োজন। অন্তঃকরণের প্রথম বৃত্তি (১) **মন**—ইহা সংশয়াত্মক বৃত্তি, সংকল্প-বিকল্প এবং সতত চাঞ্চল্যই ইহার স্বভাব (২) **বুদ্ধি**—ইহা মন অপেক্ষা কতকটা স্থির, কেননা বুদ্ধিই মনের সংশয় নিরাস বা মীমাংসা করে; এজন্য ইহা নিশ্চয়াত্মক্ বৃত্তি। তথাপি বুদ্ধি যতদিন ভগবৎ ভক্তি ও জ্ঞানের সহিত মিশ্রিত হইয়া **"স্থিতপ্রজ্ঞ"** না হয়, ততদিন বুদ্ধির মালিন্য বা অবিশুদ্ধতা বিদূরিত হয় না। (৩) **অহং**—ইহা জীবের অভিমানী বৃত্তি; যদিও অহংরূপী আমি বা জীবাত্মা জন্মমৃত্যুহীন, উপাধি বিহীন এবং অবিনশ্বর, তথাপি সংসার-স্থিতিকারিণী মহামায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়াই, অহংরূপী জীব দেহাত্মাভিমানী হয়; এইরূপে আমি জাত (অর্থাৎ আমার জন্ম হইয়াছে), আমি জীবিত আছি, আমি বর্দ্ধিত হইতেছি, আমি পূর্ণত্ব (যুবকত্ব) প্রাপ্ত হইতেছি, আমি জরাগ্রস্ত হইতেছি, আমি মরিয়া যাইব, এবম্বিধ দেহের ছয়টী বিকারের সহিত অহংরূপী আমিও যেন সতত বিজড়িত এবং বিকারগ্রস্ত! তাই লৌকিক ব্যবহারেও বলা হয়—আমি সুন্দর, আমি অসুস্থ, আপনি কেমন? ইত্যাদি—এখানেও দেহাত্মাভিমান পরিব্যক্ত। (৪) **চিত্ত**—সংস্কার-বৃত্তি; প্রাক্তন কর্ম্মের এবং ইহজন্মে কৃত কর্ম্মের সর্ব্ববিধ সংস্কার চিত্তে, বীজাংশে সঞ্চিত থাকে; এই চিত্ত অতিস্বচ্ছ এবং চৈতন্যস্বরূপ [চিত্তই **চিৎ-স্ব**]; জীবনের ধারাবাহিক ঘটনাবলী, এই কারণরূপিণী চিত্তই (গ্রামোফোনের রেকর্ডের ন্যায়) ধারণ করেন এবং আবশ্যক মত চিত্ত-দর্পণে স্মৃতিরূপে, যে কোন অতীত দৃশ্য বা ঘটনা, স্মরণমাত্র প্রতিবিম্বিত হয় বা ফুটিয়া উঠে। এজন্য চিত্ত, মন-বুদ্ধি-অহংরূপ ত্রিগুণের জননী বা **কারণ**-স্বরূপা। অন্তঃকরণের এই বৃত্তিচতুষ্টয় বাহ্য-দৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহাদের ক্রিয়া যুগপৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত যথা—একটী গোলাপ ফুল দর্শন করা মাত্র মন প্রশ্ন করিল, এটী কি?—বুদ্ধি মীমাংসা করিল, ইহা গোলাপ ফুল; অহং অভিমান করিল—আমি গোলপ ফুলটী দেখিতেছি; আর চিত্ত দেশকাল-পাত্রানুসারে, অর্থাৎ যে দেশে যেকালে এবং যে অবস্থায় ঐ ফুলটী দর্শন হইল, উহা যথাযথভাবে গ্রহণ করিল; অর্থাৎ উহা চিত্তে সংস্কার-রূপে দাগ লাগিয়া গেল। এই নিয়মে, অন্তঃকরণের সমস্ত কার্য্যাবলীই যুগপৎ-সম্পন্ন হয়। জীব-জগতের অনন্ত সংস্কাররাশি অন্তঃকরণেই ফুটিয়া উঠে!—এই সকল পরিপুষ্ট সংস্কার, অনন্ত চাঞ্চল্য এবং চিত্তের আবেগময় আসক্তি বা তরঙ্গরাজিই রক্তবীজের [illegible] মূর্ত্তি ধারণ।

পৃথিবীর পাঁচটী গুণ, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; এই পঞ্চ বিষয়াত্মক্ বা পঞ্চতত্ত্বময় পৃথিবীতে, রক্তবীজের রক্ত-বিন্দু পতিত হইলেই তৎসদৃশ অসুর উৎপন্ন হয়—ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন যে, "বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি জন্মে;" সুতরাং আসক্তির কারণ বা জননী বিষয়—এই আসক্তি বা অনুরাগই রজোগুণময় রক্তবীজ—"রক্তমনুরাগঃ বীজং কারণং ইতি" অর্থাৎ রক্তই অনুরাগ, বীজ কারণস্বরূপ; সুতরাং কারণময় অনুরাগ যখন বীজাকারে পৃথিবীরূপী পঞ্চবিধ বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তখন, নূতন নূতন সমবল রক্তবীজরূপী অনন্ত অসুর সৃষ্টি করিয়া থাকে! অর্থাৎ রক্তরূপী অনুরাগ, বীজাকারে বা কারণময় অবস্থায় চিত্তের কারণময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিতে থাকে, তৎপর দেশকাল পাত্রানুসারে যখন ঐ বীজ বিষয়রূপী পৃথিবীর সহিত যুক্ত হয়, তখন অনুরাগ ও বিষয়ের সংমিশ্রণে সেইবীজ মূর্ত্ত ও সুরঞ্জিত হইয়া প্রকট হইয়া থাকে—ইহাই বহু রক্তবীজ উৎপত্তির তত্ত্ব ও রহস্য!

রক্তবীজের রক্ত পৃথিবীতে পতিত হইলেই সমবলী রক্তবীজ উৎপন্ন হয়—ইহার সহিত জীবদেহের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি প্রভৃতি

কার্য্যাদিরও সাদৃশ্য আছে, যথা—প্রাকৃতিক নিয়মে বিশিষ্ট *জীব মাত্রেরই* দেহ-ধারণকালে, **ত্রিবিধ গর্ভ** ভোগ করিতে হয়—(১) ঔষধি-গর্ভ; (২) পিতৃ-গর্ভ; (৩) মাতৃ-গর্ভ। *প্রথমে জীব-দেহ সৃষ্টির* ***মূল বীজটী*** ভুবলোক বা অন্তরীক্ষ হইতে পতিত হইয়া, পৃথিবীর সহিত সংযুক্ত, পৃথিবীর রসে পুষ্ট, কোন ঔষধি-গর্ভে প্রবেশ করে; অর্থাৎ ধান্য, যব বা অন্য কোন প্রকার উদ্ভিদজাত খাদ্য-দ্রব্য, যাহা ভবিষ্যতে জীবের পিতা ভক্ষণ করিবেন, সেরূপ কোন সজীব ঔষধিতে অজ্ঞান অবস্থায়, কারণরূপে প্রবেশ করে। তৎপর সেই মূলবীজটী খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণের সহিত পিতৃ-দেহে প্রবিষ্ট হয়!—সেখানেও সেই বীজরূপী কারণময় জীবকে দশটী গর্ভ ভোগ করিতে হয়; [কফ, পিত্ত, বায়ু—এই তিনটী বিশিষ্ট ধাতুময় গর্ভ এবং রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্ত ধাতুময় গর্ভ *] পিতৃ-দেহে উক্ত দশটী গর্ভে বা গর্ভাঙ্কে অবস্থিতি করার পর, ঐ জীব-বীজ যথানির্দ্দিষ্ট কালে মাতৃ-দেহে প্রবেশ করে। সেখানে মাতৃ-দেহের রক্তদ্বারা সে নিজকে পুষ্ট করিতে থাকে। বৃক্ষের বীজ যেমন মাটীতে উপ্ত হইলে, উহা নিজ আকর্ষণী শক্তিদ্বারা পৃথিবীরূপা দেহ হইতে আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক, ক্রমে নিজ দেহটী পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে থাকে, সেইরূপ

* শাস্ত্রমতে—ভুক্তদ্রব্যের অসার অংশ মল-মূত্রাদিরূপে নির্গত হয়, আর সারাংশ রসরূপে অবশিষ্ট থাকে। ঐ রস, চারি দিবসে রক্তে পরিণত হয়, তৎপর চারি দিবসে মাংসে পরিণত হয়; এইরূপে মাংস-দেহে চারি দিবস অতিক্রম করার পর, উহা মেদে পরিবর্ত্তিত হয়; ক্রমে চারি দিবসে অস্থিতে, চারি দিবসে মজ্জায় এবং পরিশেষে চারি দিবসে শুক্রে পরিণত হইয়া থাকে! অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য, মোট ২৮ দিবসে শুক্রে পরিণত হয়—এজন্য শুক্র বীর্য্যময়, সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাতু।

মানবের বিচিত্র সংস্কারযুক্ত **মহাবীজটীও** প্রাকৃতিক নিয়মে মাতৃ-দেহরূপী ক্ষিতিতত্ত্বময় পৃথিবী হইতে, তাহার দেহ-পুষ্টির উপকরণ-সমূহ আকর্ষণ করত, ক্রমে দেহটী পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিতে থাকে। এইরূপে পঞ্চম মাসে দেহটী স্বাভাবিক পরিণত অবয়ব প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের মোটামুটি পরিপুষ্টি হইলেই, উহাতে প্রাণ-সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তৎপর দশ মাস দশ দিন গর্ভভোগান্তে, সেই পুষ্ট মহাবীজ ভূমিষ্ঠ বা পৃথিবীতে পতিত হয়। এখানে পতিত হইয়াও সেই মহাবীজরূপী **জীব** নিশ্চিন্ত থাকেনা—কেননা, প্রথমেই সে পৃথিবীস্বরূপা মাতৃ-স্তন্যের অমৃত পান করিয়া পুষ্টিলাভ করে [মাতৃ-স্তন্যের অমৃতও, পৃথিবীজাত খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণেরই চরম পরিণতিস্বরূপ] অতঃপর পৃথ্বীতত্ত্বময় দেহধারী গোমাতার * সুধা-রস পান করিয়া সেই মূলবীজজাত দেহটী আরও পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অনন্তর বয়স্ক হইলেও, সে জগদ্ধাত্রীরূপিণী পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যজাত বিভিন্ন দ্রব্য-সম্ভারাদি আহরণ বা গ্রহণপূর্ব্বক স্বকীয় দেহটী আমরণকাল পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট করিতে প্রয়াসী হয়! পরিশেষে মৃত বা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও, রক্ত-বীজসম্ভূত পঞ্চভূতের দেহ, পঞ্চভূতময় পৃথিবীতে বা পৃথ্বীতত্ত্বে বিলীন হইয়া যায়!—সুতরাং রক্তবীজজাত পার্থিব দেহেরও সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি কার্য্য, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে পৃথিবীকে আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে। আবার এই রক্তবীজময় পঞ্চভৌতিক দেহকে আশ্রয় করিয়াই 'আমি'রূপী জীবাত্মাও দেহাত্মাভিমানী হইয়া থাকে!—এইসকল তত্ত্ব ও ভাব রক্তবীজ উৎপত্তি প্রভৃতির অন্যপ্রকার গূঢ় রহস্য ও তাৎপর্য্য!!—(৪০।৪১)

---

* গোগণ হম্বা বা 'অম্বা' ধ্বনিতে ডাকে- উহা প্রকৃতপক্ষে জগন্মাতারই নাম! এজন্য গোমাতা মাতৃতুল্য বা দেবতুল্য—ইহা সায়নাচার্য্য ঋক্‌বেদের ভাষ্যে বলিয়াছেন।

যুযুধে স গদাপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ।
ততশ্চৈন্দ্রী স্ববজ্রেণ রক্তবীজমতাড়য়ৎ॥৪২
কুলিশেনাহতস্যাশু তস্য সুস্রাব শোণিতম্।
সমুত্তস্থু স্ততোযোধা স্তদ্রূপা স্তৎপরাক্রমাঃ॥৪৩
যাবন্তঃ পতিতাস্তস্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ।
তাবন্তঃ পুরুষা জাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ॥৪৪
তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ।
সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্ত্রপাতাতিভীষণম্॥৪৫

সত্য বিবরণ। সেই—মহাসুর (রক্তবীজ) গদাহস্তে ঐন্দ্রীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিল; অনন্তর ঐন্দ্রী স্বীয় বজ্রদ্বারা রক্তবীজকে প্রহার করিলেন॥৪২॥ বজ্রদ্বারা আহত হওয়ায়, তাহার দেহ হইতে শোণিত-স্রাব হইতে লাগিল এবং তাহা হইতে তত্তুল্য আকৃতি ও পরাক্রমবিশিষ্ট যোদ্ধাগণ উত্থিত হইতে লাগিল॥৪৩॥ তাহার দেহ হইতে যতসংখ্যক রক্তবিন্দু (ভূমিতে) পতিত হইল, তত সংখ্যক রক্তবীজের ন্যায়, বীর্য্য বল ও বিক্রমযুক্ত পুরুষ (অসুর) উৎপন্ন হইল॥৪৪॥ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ত-সম্ভূত পুরুষগণও মাতৃগণের সহিত অত্যুগ্র শস্ত্র নিক্ষেপ করত, অতি ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল॥৪৫

তত্ত্ব-সুধা। সর্ব্বপ্রথমেই রক্তবীজ ঐন্দ্রীর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিল—ইহার কারণ সুস্পষ্ট; কেননা দেহ-পুরের পুরন্দরস্বরূপ ইন্দ্রের শক্তি **ঐন্দ্রী** প্রাণময় হৃদয়প্রদেশে তড়িৎসমষ্টিরূপে অধিষ্ঠিত; সুতরাং সাধকের প্রাণময় ক্ষেত্রে অজ্ঞান-সমষ্টিরূপ আসুরিক গদাঘাতদ্বারা ঐ স্থানের দেব-রাজ্য নষ্ট করিয়া দিতে পারিলে, সাধককে অতি সহজে অসুরের কবলে কবলিত করা যাইবে! এইজন্য ঐন্দ্রীর সহিত সর্ব্বাগ্রে

যুদ্ধ। বিশেষতঃ ইন্দ্র, পাণীন্দ্রিয়ের অধিপতি—তাঁহার হস্তের অসীম ক্ষমতাদ্বারাই তিনি বজ্র ধারণ করিতে সক্ষম। হস্তদ্বারাই প্রত্যাহাররূপ আদান-প্রদান হইয়া থাকে—মধু-কৈটভের সহিতও ভগবান বিষ্ণু, দীর্ঘকাল আদান-প্রদানরূপ বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন; সুতরাং ঐন্দ্রী-শক্তিকে পরাজিত পারিলে, সাধকের 'প্রত্যাহার'রূপ শ্রেষ্ঠ সাধনার অঙ্গটী বিকল হইয়া পড়িবে! ইহাও ঐন্দ্রীর সহিত অগ্রে যুদ্ধ করার অন্যরূপ কারণ। অতঃপর ঐন্দ্রীও দিব্যতড়িৎ-নির্ম্মিত বজ্রদ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলে, তাহার শরীর হইতে শোণিত-বিন্দুর প্রবাহ ছুটিতে লাগিল—অর্থাৎ দেহের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সাধকের মানসিক চাঞ্চল্যে বজ্ররূপী দিব্য তড়িৎএর আঘাত দ্বারা সেই চাঞ্চল্য স্তম্ভিত করিলেন! তখন সাধকের দেহে অনন্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ অন্তর্ম্মুখী-ভাবে উজান গতিতে ছুটিতে লাগিল—ইহাই মন্ত্রোক্ত শোণিত-বিন্দু সমূহের স্রাব। তখন শোণিত-বিন্দু হইতে অসংখ্য রক্তবীজাসুর উত্থিত হইল—সাধক যখন ইষ্টদেব-দেবীর ধ্যান-ধারণাদি-দ্বারা মনকে স্থির করিয়া পরমানন্দ লাভের চেষ্টা করেন, তখন রক্তবীজের শরীরে বজ্রাঘাত পড়ে!—তাই সে তড়িৎবেগে অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত চাঞ্চল্যময় অনন্তপ্রকার বৈষয়িক বা অনাত্মভাবের অবতারণা করিয়া, সাধকের সাধনা পণ্ড করিতে চেষ্টা করে; তখন সাধকের মন, বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক লক্ষ্যবিষয় হইতে বিচ্যুত হইয়া বহুমুখী চঞ্চল হয়—ইহাই রক্তবীজের নব নব অনন্ত শক্তিশালী মূর্ত্তি ধারণ!

বীর্য্য বল ও বিক্রম—মন্ত্রোক্ত এই বাক্য-ত্রয়ের ভাব এই য—রক্ত-বীজ, তদীয় অসীম বীর্য্য-প্রভাবে অনন্ত রক্তবীজ সৃষ্টি করিতে লাগিল, বল-প্রভাবে সৃষ্ট অসুর-বলকে (সৈন্যগণকে) রক্ষা করিতে লাগিল, আর বিক্রমের প্রভাবে দেবভাবরূপী মাতৃগণকে পরাজয় করিবার জন্য,

অস্ত্ররূপী আসুরিক-শক্তি দ্বারা ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। তত্ত্ব প্রকাশিকা-টীকাকার উপরোক্ত বাক্য-ত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা— বীর্য্য—ইন্দ্রিয়-শক্তি; বল—দেহ-শক্তি; বিক্রম—উৎসাহ; অর্থাৎ রক্তোদ্ভূত অসুরগণ ইন্দ্রিয়-শক্তিতে, দেহ-শক্তিতে এবং উৎসাহ-শক্তিতে সকলেই রক্তবীজের তুল্য।—(৪২—৪৫)

পুনশ্চ বজ্রপাতেন ক্ষতমস্য শিরো যদা।
ববাহ রক্তং পুরুষাস্ততো জাতাঃ সহস্রশঃ ॥৪৬
বৈষ্ণবী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ।
গদয়া তাড়য়ামাস ঐন্দ্রীতমসুরেশ্বরম্ ॥৪৭
বৈষ্ণবীচক্রভিন্নস্য রুধিরস্রাবসম্ভবৈঃ।
সহস্রশো জগদ্ব্যাপ্তং তৎপ্রমাণৈর্মহাসুরৈঃ ॥৪৮
শক্ত্যা জঘান কৌমারী বারাহীচ তথাসিনা।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন রক্তবীজং মহাসুরম্ ॥৪৯

সত্য বিবরণ। পুনরায় যখন বজ্রপাতে উহার মস্তক আহত হইল, তখন রক্ত-স্রোত প্রবাহিত হইল এবং তাহা হইতে সহস্র সহস্র পুরুষ (অসুর) উৎপন্ন হইল ॥৪৬॥ যুদ্ধে বৈষ্ণবী এই রক্তবীজকে চক্রদ্বারা আহত করিলেন; ঐন্দ্রীও সেই অসুরপতিকে গদা-প্রহার করিলেন ॥৪৭॥ বৈষ্ণবী রক্তবীজকে চক্রদ্বারা আঘাত করিলে, তদীয় রক্ত-প্রবাহ হইতে তৎসদৃশ সহস্র সহস্র মহাসুর উৎপন্ন হইয়া জগৎ পরিব্যাপ্ত করিল ॥৪৮॥ তখন কৌমারী শক্তিদ্বারা, বারাহী খড়্গদ্বারা এবং মাহেশ্বরী ত্রিশূলদ্বারা মহাসুর রক্তবীজকে আহত করিলেন ॥৪৯

তত্ত্ব-সুধা। মাতৃ-শক্তিগণ দৈবী-শক্তিরূপ দিব্যাস্ত্রের আঘাতদ্বারা রক্তবীজের চাঞ্চল্য ও অনন্ত সংস্কাররাশি, বীজাংশ হইতে ক্রমে পর পর

বিকশিত ও পরিপুষ্ট করত, তাহাদিগকে [illegible] করিতে লাগিলেন। কারণ-ক্ষেত্রে বীজাংশে অবস্থিত রক্ত-বিন্দুরূপী আসুরিক বীজসমূহ, ক্রমে পুষ্ট হইয়া একএকটী পরাক্রমশালী দৈত্যরূপে [illegible] হইল এবং যুদ্ধ করত মাতৃগণের হস্তে নিহত হইতে লাগিল। করুণাময়ী জগজ্জননী আজ ভক্তের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, যুদ্ধচ্ছলে সাধকের জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত অনন্ত কর্ম্ম-বীজরাশি সমূলে উৎপাটনপূর্ব্বক ধ্বংস করিবার মানসে বিবিধ মাতৃ-শক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন!—যেখানে সাধকের মনোময় ক্ষেত্রে আজ্ঞা-চক্রে **চক্রেশ্বরী** মাতৃশক্তিগণ সমবেত হইয়া, সর্ব্বশ্রেণীর অসুরগণকে দলনপূর্ব্বক যুদ্ধ-লীলায় উল্লসিত, সেখানে অচিরাৎ সাধকের মন, চির-স্থির হইয়া, মনের "**ইন্দ্রাসন**" বা দেবভোগ্য নাম সার্থক করিবে!—সাধক, দিব্য পরম ভাবে বিভাবিত হইয়া অবিলম্বে হৃদিপদ্মে ইষ্ট-দর্শনে কৃতকৃত্য হইবেন—এই মহাযুদ্ধই সেই সৌভাগ্যের সূত্রপাত।

এইবার **ইন্দ্রাণী** রক্তবীজের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়াছেন; সুতরাং জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মস্তক হইতে তড়িৎ বেগে অজ্ঞান-তমসার বীজসমূহ অপসৃত হইতে লাগিল; কিম্বা উহারা অনন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত মাতৃগণ কর্ত্তৃক বিলয় হইতে লাগিল। **বৈষ্ণবী** সংসার-মোহের ও মোহ-ভঙ্গের কারণস্বরূপ বৈষ্ণবাস্ত্র চক্রদ্বারা সাধকের সাংসারিক মমতা এবং আমি-আমার ভাবের কেন্দ্ররূপী রক্তবীজকে আঘাত করিতে লাগিলেন। **ঐন্দ্রী** লয়কারী আত্ম-জ্ঞানরূপী দিব্য গদাঘাতে পুনরায় রক্তবীজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন; **কৌমারী** ব্রহ্মতেজময় ব্রহ্মে বিচরণকারী **ব্রহ্মচর্য্য শক্তি**রূপী অস্ত্রদ্বারা সেই মহাসুরকে নির্বীর্য্য ও শক্তিহীন করিতে লাগিলেন। **বারাহী** প্রলয়কারী জ্ঞানময় মহাঅসিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন; অর্থাৎ "তত্ত্বমসি"

প্রভৃতি বেদের মহাবাক্যে তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। আর, **নারসিংহী** ত্রিগুণাত্মক্ ত্রিশূলের আঘাতে, সাধকের ত্রিগুণের খেলা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে আত্ম-চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন !—ইহাই যুদ্ধ-লীলার রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(৪৬-৪৯)

স চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ব্বা এবাহনৎ পৃথক্।
মাতৃঃ কোপসমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৫০

তস্যাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভি র্ভুবি।
পপাত যো বৈ রক্তৌঘস্তেনাসঞ্ছতশোঽসুরাঃ ॥৫১

তৈশ্চাসুরাসৃক্‌সম্ভূতৈরসুরৈঃ সকলং জগৎ।
ব্যাপ্তমাসীৎ ততোদেবা ভয়মাজগ্মুরুত্তমম্ ॥৫২

সত্য বিবরণ। সেই মহাসুর উৎপাদক * দৈত্য রক্তবীজ, ক্রুদ্ধ হইয়া গদাদ্বারা প্রত্যেক মাতৃ-শক্তিকে আঘাত করিতে লাগিল ॥৫০॥ শক্তি-শূলাদিদ্বারা আহত সেই রক্তবীজের দেহ হইতে যে রক্ত-স্রোত ভূতলে পতিত হইল, তদ্দ্বারা আরও শতশত অসুর উৎপন্ন হইল ॥৫১॥ অসুরের রক্ত-জাত সেই অসুরগণে নিখিল জগত পরিব্যাপ্ত হইল; তাহাতে দেবগণ অত্যন্ত ভয় পাইলেন ॥৫২

তত্ত্ব-সুধা। তখন রক্তবীজ অজ্ঞানতাময় ভেদ-প্রতীতিকারক গদা বা আসুরিক শক্তিদ্বারা মাতৃ-শক্তিগণকে আঘাত করিতে লাগিল; কিন্তু চিন্ময় দেব-শরীরে সেই আঘাতদ্বারা কোন ফল হইল না, পক্ষান্তরে অসুরের শক্তিই ক্রমে, প্রতি আঘাতে ক্ষয় হইতে লাগিল। মাতৃশক্তিগণ বহু রক্তবীজের বংশ বিনষ্ট করিলেন; তথাপি তাহাদের শেষ নাই! বরং আরও জগদ্ব্যাপ্ত হইল। অন্তঃকরণজাত রক্তবীজ অন্তর্জগতে এবং বহির্জগতে সতত ক্রিয়াশীল; সাধারণতঃ মানুষের মন

* মহান্তঃ অসুরাঃ যস্মাৎ স মহাসুরঃ ইতি; (অতঃ ন পৌনরুক্ত্যম্)।

এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকেনা—কত কল্পনা-জল্পনা, ঘাত-প্রতিঘাত উত্থান-পতন এবং উন্মত্তের ন্যায় দিগ্‌বিদিক্ পরিভ্রমণ !—কেননা ইহাই যে মনের চিরন্তন স্বভাব। বিশেষতঃ রজোগুণই রক্ত—"রক্তমেব বীজং যস্য স রক্তবীজঃ ইতি"—রক্তই যাহার বীজস্বরূপ সেই রক্তবীজ। যেমন বীজ, মাটীর সংস্পর্শে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ রজোগুণ (—ইহাই রক্ত) অনন্ত বিষয়ের সংস্পর্শে বীজবৎ ক্রিয়াশীল হইয়া, অনন্ত ভেদভাব এবং অসীম চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। তাই—রজোগুণময় মনেরও বিরাম নাই বিশ্রাম নাই !—উহা সতত তরঙ্গায়িত ! —বিচার করিলে, মনের অনন্ত বিক্ষেপ এবং অফুরন্ত তরঙ্গরাজির নিকটে, মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ-মালাও বুঝি পরাস্ত হইয়া যাইবে !—ইহাই রক্তবীজবংশের জগৎ-পরিব্যাপ্তি ! রজোগুণময় রক্তবীজের অনন্ত ক্রিয়াশীলতা দর্শনে, সত্ত্বগুণময় ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণসহ সাধক, উদ্যমহীন নৈরাশ্যযুক্ত এবং ভীত হইয়াছেন; কেননা মাতৃ-পূজার মহাউপকরণ-সমূহ একে একে সংগৃহীত হইতেছে—আত্মনঃ মহাপূজার সুসময়ও আসন্ন—অথচ এরূপ উন্নত ও আনন্দযুক্ত অবস্থায়, রজোগুণের প্রলয়মুখী চাঞ্চল্যজনিত বাধা-বিঘ্ন দর্শনে সাধকের পক্ষে ভয় পাওয়া স্বাভাবিক—(৫০-৫২)

তান্ বিষণ্ণান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ সত্বরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু ॥৫৩

মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতান্ রক্তবিন্দূন্ মহাসুরান্।
রক্তবিন্দোঃপ্রতিচ্ছ ত্বং বক্ত্রেণানেন বেগিতা ॥৫৪

ভক্ষয়ন্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাসুরান্।
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্যঃ ক্ষীণরক্তো গমিষ্যতি ॥৫৫
ভক্ষমাণাস্ত্বয়া চোগ্রা নচোৎপৎস্যন্তি চাপরে ॥৫৬

সত্য বিবরণ। দেবী-চণ্ডিকা দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ [মাভৈঃ বলিয়া] আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং কালীকে বলিলেন—চামুণ্ডে! তোমার বদন-মণ্ডল বিস্তার কর॥ [মতান্তরে দেবী চণ্ডিকা, দেবগণকে বিষণ্ণ দেখিয়া, সত্বর রণাভিলাষী হইয়া কালীকে বলিলেন—চামুণ্ডে!—ইত্যাদি; (প্রাহ=রণাভিলাষী)] ॥৫৩॥ তুমি আমার অস্ত্রাঘাতে উৎপন্ন রক্ত-বিন্দুসকল এবং রক্ত-বিন্দু-সম্ভূত মহাসুর-গণকে সত্বর [বা সবেগে] মুখের মধ্যে গ্রহণ কর ॥৫৪॥ [তুমি] রক্ত বিন্দু-সম্ভূত অসুরসমূহ ভক্ষণ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে বিচরণ কর; এইরূপে এই দৈত্য ক্ষীণরক্ত হইয়া, বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥৫৫॥ তুমি ভক্ষণ করিলে, অপর উগ্র দৈত্যগণ আর উৎপন্ন হইবে না ॥৫৬

তত্ত্ব-সুধা। ভক্তগণকে ভীত হইতে দেখিয়া, অভয়া অম্বিকা মাতা, **"মাভৈঃ"** শব্দ উচ্চারণ করিয়া যেন বলিতেছেন—"প্রিয় সন্তানগণ! ভীত হইওনা—"মা বিষীদত"—বিষাদগ্রস্ত হইওনা! রক্তবীজ বধের উপায় আমি করিতেছি"!—ভয় না পাইলে কি অভয়াকে পাওয়া যায়? সংসার-জ্বালায় জর্জ্জরিত ও ত্রিতাপ-তাপে তাপিত হইয়া, যখন মায়ের ভক্তসন্তানগণ সংসারকে বিষবৎ মনে করিয়া বিতৃষ্ণ হন, তখন অভয়া অম্বিকা মা, ভক্তের ভয় বিদূরিত করিবার, কিম্বা ত্রিতাপ জ্বালা উপশমিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন!—গীতার ভাষায় উহা 'যোগক্ষেম-বহন'।

কালিকা মায়ের করাল বদনের চর্ব্বণরূপ কৃপাব্যতীত, অন্তঃকরণের চাঞ্চল্যময় অশান্ত রক্তবীজ বিনাশ হয় না। শোক-মোহাদির প্রচণ্ড আঘাতে, ত্রিতাপের দাবদাহী উত্তাপের জ্বালায়, জীবের প্রবৃত্তিমুখী গতি রুদ্ধ হইয়া, চৈতন্যের উদয় হয়—এইরূপে মায়ের প্রতিকূল কৃপাদ্বারা মানবের অনাত্ম বা অনিত্য বিষয় হইতে নিত্যে, অসত্য হইতে সত্যে ক্রমে আকর্ষণ হইয়া, বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে; তৎপর গুরু-কৃপায়

বা ভগবৎ কৃপায় কর্ম্ম, জ্ঞান বা ভক্তি সাধনাদ্বারা বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া সাধকের অভীষ্টসিদ্ধি হয়; সুতরাং প্রলয়ঙ্করী করালবদনা কালিকার বাহিরের বা বাহ্য-জগতের নিষ্ঠুরতার অন্তরালে, মানবের জন্য অফুরন্ত আনন্দধারা নিহিত থাকে! —তাই **কালী** করুণারূপিণী **কৈবল্যদায়িনী !!**

অম্বিকামাতা রক্তবীজ বধের তিনটী উপায়, কালিকাকে উপদেশ করিয়াছেন; উহা সাধকগণের পক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অবলম্বন করার ইঙ্গিৎ রহিয়াছে। কালিকার প্রতি মায়ের আদেশ যথা—(১) বদন বিস্তার কর; (২) রক্তবীজের রক্তবিন্দুসমূহ মুখে গ্রহণ কর; (৩) রক্ত হইতে উৎপন্ন অসুরগণকে চর্ব্বণ বা ভক্ষণ করিতে করিতে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিচরণ কর। এক্ষণে উপরোক্ত **আদেশ ত্রয়ের রহস্য** ভেদপূর্ব্বক প্রদর্শন করা হইতেছে। [১] বদন বিস্তার কর—বদনমণ্ডলই জীবের জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ মস্তক—উহা প্রকাশ ভাবাপন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরোন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র, এবিষয়ে নানা স্থানে বলা হইয়াছে; সুতরাং বদন বিস্তার করার তাৎপর্য্য—জ্ঞান বিস্তার করা বা ব্রহ্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিশ্বের সর্ব্বত্র একরস পরমানন্দময় বা শক্তিময় পরমভাব দর্শন করা;—এই উপায় যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে, রক্তবীজের বিনাশ অনিবার্য্য। [২] রক্তবিন্দুসমূহ কালিকার মুখে গ্রহণ, অর্থাৎ অর্পণ করা। রক্তবীজের রক্তরূপ কর্ম্ম-বীজ, সংস্কার-বীজ প্রভৃতি, কিম্বা আসক্তি-বীজসমূহ সমস্তই করালবদনা কালিকাতে সমর্পণ করিতে পারিলে, রক্তবীজের চাঞ্চল্য চিরতরে বিলীন হইয়া যাইবে! অর্থাৎ প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলে, সুখ-দুঃখময় যে কোন অবস্থা উপস্থিত হউক্ না কেন, উহা ভগবানের বা কর্ম্ম-ফলের দানরূপে অচঞ্চলভাবে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করিতে পারিলে; কিম্বা রজোগুণময়

সর্ব্ববিধ কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল, মহাশক্তিময়ী জগদম্বা বা পরমাত্মময় ভগবানের প্রীত্যর্থে অর্পণ করিতে পারিলে, চিত্ত-ক্ষেত্র বিশুদ্ধ ও নিসঙ্গ হইয়া রক্তবীজের রক্তবিন্দুর কবল হইতে বিমুক্ত হইবে। [৩] অসুরগণকে ভক্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিচরণ—সংসার-ক্ষেত্রই যুদ্ধক্ষেত্র, এখানে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে, স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণের সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্যকে ক্রমে অভ্যাস এবং অধ্যবসায় সহযোগে পদদলিত করিতে করিতে আমিত্বের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে! অবিশ্রান্ত এই সাধনাতে মগ্ন বা বিচরণশীল হইয়া মনের উপর বিজয় আনয়ন করিতে হইবে!—এইরূপে জয়-পরাজয়ে লাভালাভে সুখ-দুঃখে সমভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া, মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে! তাই গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—"সুখ-দুঃখে যাহার সমান ভাব, সেই ধীরপুরুষ অমৃতত্ব লাভের অধিকারী"।

আজ করুণাময়ী জগজ্জননী অম্বিকা, সাধক ভক্তের রক্তবীজ বধের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন! ধন্য করুণাময়ীর করুণা!—তিনি স্বয়ং অসুর বধের উপায় উদ্ভাবন না করিলে, সাধকের সাধ্য কি যে সংযমরূপ নিরোধ, কিম্বা সত্ত্বগুণময় অনুষ্ঠানদ্বারা রক্তবীজকে বধ করিবে? চিত্ত-ক্ষেত্রের কারণাংশে কোথায় কোন প্রাক্তন বীজ বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দুর্ব্বলতা গোপনে লুক্কাইত আছে, মানবের সাধ্য কি যে, সে উহা নিজ শক্তিতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বিনাশ করিবে? —সুতরাং সেই লুক্কাইত বীজসমূহকে প্রকট করিয়া বিনাশ করিতে একমাত্র জগন্মাতা অম্বিকাই সক্ষম! —চাই শুধু জ্বলন্ত বিশ্বাস, নির্ভরতা এবং সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ—(৫৩-৫৬)

ইত্যুক্ত্বা তাং ততো দেবী শূলেনাভিজঘান তম্।
মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজস্য শোণিতম্ ॥৫৭

ততোসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্।
ন চাস্যা বেদনাং চক্রে গদাপাতোऽল্পিকামপি ॥৫৮

তস্যাহতস্য দেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্।
যতস্তত স্তদ্বক্ত্রেণ চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি ॥৫৯

মুখে সমুদ্গতা যেঽস্যা রক্তপাতান্মহাসুরাঃ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা পপৌ তস্য চ শোণিতম্ ॥৬০

সত্য বিবরণ। দেবী কৌষিকী কালীকে এইরূপ বলিয়া রক্তবীজকে শূলদ্বারা আঘাত করিলেন। কালীও রক্তবীজের (প্রবহমান) শোণিতরাশি মুখে গ্রহণ করিলেন ॥৫৭ অনন্তর রক্তবীজ যুদ্ধে চণ্ডিকাকে গদাদ্বারা আঘাত করিল; কিন্তু গদাঘাতে তিনি অল্পমাত্রও বেদনা অনুভব করিলেন না ॥৫৮॥ দেবী কর্ত্তৃক আহত রক্তবীজের দেহের যে যে স্থান হইতে শোণিতস্রাব হইতে লাগিল, চামুণ্ডা সেই সেই স্থান হইতে মুখদ্বারা তাহা পান করিতে লাগিলেন ॥৫৯॥ তাঁহার (চামুণ্ডার) মুখ মধ্যে রক্ত পতিত হওয়ায়, যে সমস্ত মহাসুর উৎপন্ন হইতে লাগিল, চামুণ্ডা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিলেন এবং রক্তবীজেরও রক্তপান করিতে লাগিলেন ॥৬০

তত্ত্ব-সুধা। এইবার অম্বিকা মা জ্ঞানময় দিব্য শূলদ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিলেন; আর কালিকা, সাধকের রজোগুণময় রক্তবিন্দু বা আসুরিক বীজসমূহ গ্রাস করিয়া, তাঁহার কর্ম্মক্ষয় করিতে লাগিলেন। অনন্তর রক্তবীজও তাহার অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত আসুরিক শক্তি বা ভেদ-জ্ঞানময় গদাদ্বারা, কিম্বা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগরূপ গদাদ্বারা অম্বিকাকে আক্রমণ করিল [গদ্ ধাতুর অন্য অর্থ ব্যক্তবাক্য] কিন্তু শত গালি-বর্ষণেও মা বিচলিত হন না! কেননা তিনি যে মা—জগজ্জননী!—তাই অজ্ঞান সন্তানের প্রলাপোক্তিতে তাঁহার দুঃখ বা

বেদনা হইতে পারে না। আর গদাঘাতে মায়ের শরীরে অল্পমাত্রও বেদনা বা কষ্টময় অনুভূতি হইল না—কেননা তিনি যে চিন্ময়ী আনন্দময়ী এবং সর্ব্বকারণেরও কারণরূপা—তাই দুঃখের বেদন বা অনুভূতি তাঁহাকে ব্যথিত বা ক্লিষ্ট করিতে পারে না!—কেননা তিনি যে সমস্ত বেদনার কারণরূপা বেদন-সমষ্টি! আবার তিনি যে, সম্বেদনরূপী বেদেরও জননী বা **বেদমাতা!** সুতরাং গদাঘাত তাঁহাকে বেদনা দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার চিন্ময় দেহ স্পর্শও করিতে পারে নাই। তথাপি তিনি কৃপাপূর্ব্বক অসুরের অজ্ঞান-সমষ্টি সংহরণ বা আকর্ষণ করিয়া, নিজ কারণময় দেহে লয় করিতে লাগিলেন—ইহাই দেবীমাহাত্ম্যের যুদ্ধ-কৌশল। রক্ত-বীজের দেহের যেখানে রক্তস্রাব, সেইখানেই চামুণ্ডার রক্তপান!—অতি চমৎকার রণ-লীলা! কেননা যেখানে রজোগুণময় রক্তরূপী বীজের ক্রিয়া-শীলতা, সেখানেই প্রলয়-মূর্ত্তির প্রলয় গ্রাস! বিশেষতঃ শরণাগত সাধক যদি ভ্রম বশতঃ, ভগবানে সর্ব্বতোভাবে নির্ভর না করিয়া, কোন অনাত্ম-বস্তুতে বিশেষ আসক্ত হন, তখন ভগবান সেই বস্তুটী গ্রাস করিয়া তাঁহার মোহ ভঙ্গ করত, চৈতন্য সম্পাদন করেন—ভক্ত, সহায় মনে করিয়া, যে ডালটী আশ্রয় করেন, তাহাই ভগবান ভাঙ্গিয়া দেন!—সংসারের সর্ব্বত্রই করালিনী মায়ের এবম্বিধ বিচিত্র যুদ্ধলীলা অভিব্যক্ত। বদ্ধজীব ঐ আঘাতে নিতান্ত অভিভূত বা শোকগ্রস্ত হয়; আর শরণাগত সাধক, সাক্ষীরূপে নিজ জীবনে উহার আভ্যন্তরীণ মঙ্গল বিধান প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সমর্থ হন—ইহাই পার্থক্য। ব্রজের কালীয়-দমন লীলাতেও অহংকাররূপী রজোগুণময় কালীয়, যে মস্তকটী উচ্চ করিয়া আস্ফালন করিত, উহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যভরে দলন করিয়াছিলেন; পরিশেষে, কালীয়, রক্তবমনদ্বারা শক্তিহীন হইয়া ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। এখানে কৃষ্ণলীলার অনুরূপ লীলাই অন্য আকারে কালিকা

দেবীর যুদ্ধ-লীলাতে অভিব্যক্ত।

প্রশ্ন হইতে পারে—চিন্ময়ী কালিকার মুখে মাটী আসিল কিরূপে? কেননা মুখেও অসুর উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহার সমাধানও কঠিন নহে; কেননা যিনি সর্ব্বকারণেরও কারণরূপা, তাঁহাতে ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বও অব্যক্তভাবে নিহিত থাকে। বিশেষতঃ এখানকার যুদ্ধ-লীলা আজ্ঞা-চক্রের কারণময় ক্ষেত্রে; আর এখানে ভৌমদৈত্যগণ পর্য্যন্ত সমাগত; সুতরাং মহাকারণরূপিণী মায়ের ললাট-ফলক হইতে আবির্ভূতা কালিকার কারণময় বদনেও ক্ষিতিতত্ত্ব থাকা স্বাভাবিক; এজন্য সেখানেও অসুর উৎপন্ন হওয়াও সম্ভব হইয়াছে।

আর কালিকাদেবীর মুখে অসুর গ্রহণের আরও একটী সুন্দর ভাব আছে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রক্তবীজ প্রবৃত্তিমুখী এবং নিবৃত্তিমুখী উভয়তঃই ক্রিয়াশীল হয় এবং রজোগুণসম্ভূত অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাসও আত্ম-লাভের বিঘ্নস্বরূপ রক্তবীজ। এই ভাবোচ্ছ্বাস-সমূহ দেহের অন্য স্থান অপেক্ষা প্রকাশময় মুখমণ্ডলেই বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয়; এজন্য কালিকাও নিজ বদনদ্বারা উহাদিগকে গ্রাস করিয়াছিলেন। ভাবাবেশে অতিরিক্ত **উচ্ছ্বাস** আধ্যাত্মিক-শক্তির ক্ষয়কারী; আর উহা কর্ত্তব্য-কার্য্যেও অবহেলা আনয়ন করে; আবেগময় উচ্ছ্বাস জোয়ার-ভাটার মত—পরিশেষে তমোগুণময় অবসাদে উহার পরিসমাপ্তি! কেননা উচ্ছ্বাসদ্বারা ক্রমশঃ শক্তি-ক্ষয় হওয়ার পর, এমন একটা বিশুষ্ক অবস্থা আসিতে পারে, যাহা মরুভূমিতুল্য নিরস। জাগতিক নিয়মেও ধীর-পদ-বিক্ষেপে চলিলেই দীর্ঘপথ অনায়াসে অতিক্রম করা যায়; পক্ষান্তরে কেবল দৌড়াইয়া চলিলে, গমন বা গতি রুদ্ধ হইবে এবং পথিকও হাঁপাইতে বাধ্য হইবে; এজন্য গন্তব্যপথে পৌছাইতেও গৌণ হইবে; সুতরাং মুখমণ্ডলে

প্রকাশিত ভাবোচ্ছ্বাসরূপ রক্তবীজসমূহকে কালিকা নিজ মুখে গ্রাস করিয়া দমন করেন—ইহাও মন্ত্রোক্তির অন্যতম তাৎপর্য্য।—

দেবী শূলেন বজ্রেণ বাণৈরসিভির্ঋষ্টিভিঃ।
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ॥৬১

স পপাত মহীপৃষ্ঠে শস্ত্রসংঘসমাহতঃ।
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজো মহাসুরঃ ॥৬২

সত্য বিবরণ। কৌষিকী দেবী, শূল বজ্র বাণ খড়্গ এবং ঋষ্টিদ্বারা রক্তবীজকে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং চামুণ্ডা তাহার রক্ত পান করিলেন ॥৬১॥ হে রাজন্! সেই মহাসুর রক্তবীজ সমবেত শস্ত্রাঘাতে আহত ও রক্তশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥৬২

তত্ত্ব-সুধা। রক্তবীজ মহাসুরকে বধ করিতে হইলে, সমবেত বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে অস্ত্ররূপ দিব্যশক্তিসমূহ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ রজোগুণময় রক্তবীজ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ, এই পঞ্চবিধ বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই অভিব্যক্ত হয়; সুতরাং এখানে অম্বিকা মাতা, শূল প্রভৃতি পঞ্চতত্ত্বময় পাঁচটী অস্ত্রের সমবেত আক্রমণে রক্তবীজকে বধ করিলেন। (১) বজ্র—আকাশতত্ত্ব; কেননা উহা আকাশ হইতে সশব্দে পতিত হয় [আকাশের গুণও শব্দ] (২) শক্তি—বায়ুতত্ত্ব প্রাণরূপী বায়ুই জীবনী-শক্তি * (৩) অসি—তেজতত্ত্ব; (৪) বাণ—রসতত্ত্ব [এই অস্ত্রাদির তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বেও যথাস্থানে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে]। (৫) ঋষ্টি—পৃথ্বীতত্ত্ব; ঋষ্টি—উভয়দিকে ধারযুক্ত খড়্গ, এজন্য অন্যান্য অস্ত্র অপেক্ষা ইহা অধিক প্রভাবসম্পন্ন; বিশেষতঃ পৃথ্বী-তত্ত্বরূপ জড়কে আঘাত করিয়া উহাকে চৈতন্যময় করিতে বিশেষ

* অমরকোষেও আছে—"শক্তিঃ পরাক্রমঃ প্রাণঃ" ইত্যমরঃ। অর্থাৎ শক্তিই পরাক্রম, শক্তিই প্রাণ বা বায়ু।

শক্তিশালী অস্ত্রের প্রয়োজন—উহাই ঋষ্টি। এইরূপে একদিকে করুণাময়ী মা পঞ্চতত্ত্বময় পঞ্চবিধ অস্ত্রের যুগপৎ আক্রমণে রক্তবীজকে দিব্যভাবে এবং দিব্যজ্ঞানে বিভাবিত করিলেন, অপরদিকে চামুণ্ডা দেবী, অস্ত্রাঘাতে প্রবাহিত সমস্ত রক্ত পান করিয়া ফেলিলেন! অর্থাৎ সাধকের সর্ব্ববিধ রজোগুণময় ক্রিয়াশীলতা ও সংস্কার-বীজসমূহ গ্রাস বা বিলয় করিলেন! তখন রক্তবীজ রক্তশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল—অর্থাৎ তাহার ক্রিয়াশীলতা ও সজীবতা জড়ত্বে পরিণত বা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে দেবী, সাধকের মনোময় রাজ্যটী বিশুদ্ধ অচঞ্চল ও দেবভাবে পূর্ণ করিয়া, তাঁহাকে প্রশান্তি ও পরমানন্দ প্রদান করিলেন।—(৬১।৬২)

ততস্তে হর্ষমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ।
তেষাং মাতৃগণো জাতো ননর্ত্তাসৃঙ্মদোদ্ধতঃ ॥৬৩

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে **রক্তবীজ** বধোনাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ। **শ্লোক** সংখ্যা—৬১; **মন্ত্র** সংখ্যা—৬৩

সত্য বিবরণ। হে নৃপতে অনন্তর দেবগণ অতুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন; তাঁহাদের দেহজাত মাতৃগণও রক্তরূপ মদ্যপানে উদ্ধত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।—(৬৩)

তত্ত্ব-সুধা। ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণ তাঁহাদের অন্তঃকরণরূপ দৈবরাজ্য অসুর কবল হইতে বিমুক্ত দেখিয়া পরমানন্দিত হইলেন। দেহস্থ যে সকল দেবভাব, রক্তবীজের প্রভাবে প্রকাশ হইতে পারে নাই, তাঁহারা এক্ষণে বিশিষ্টরূপে 'উদ্ধত' বা ক্রিয়াশীল হইলেন, দেহস্থ মাতৃ-শক্তিগণ রক্তরূপ রজোগুণকে বিশুদ্ধ করিয়া, অর্থাৎ পরমাত্মাময় অনুরাগে অভিরঞ্জিত হইয়া, প্রেমানন্দরূপ মদ্য পান করত, নৃত্য করিতে লাগিলেন—আনন্দের অতিশয্যে সাধকের দেহে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক

ভাবসমূহ প্রকাশ পাইয়া আনন্দের স্পন্দন তুলিতে লাগিল। সাধক প্রথমে **মধু-কৈটভ** বধ দ্বারা বাহ্যতঃ শান্তিলাভ করিয়াছেন; তৎপর মহিষাসুররূপী রজোগুণময় অহংকারের সূক্ষ্মভাব এবং অনুভাবসমূহ বিলয়দ্বারা জ্ঞানে ও প্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন; এক্ষণে ধূম্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড এবং রক্তবীজ প্রভৃতি কারণ-ক্ষেত্রের আসুরিক বীজসমূহ বিলয় হওয়ায়, পরমানন্দের সান্নিধ্যলাভ করিয়াছেন—তাই সাধকের নিকট সমগ্র জগত আনন্দময়ীর আনন্দ-লীলারূপে প্রতিভাত হইতেছে! এইরূপ অবস্থা উপলক্ষ্য করিয়াই মাতৃ-সাধক গাহিয়াছেন—"যে জানে আনন্দময়ী তোমাকে। সে কি অন্তরে কি বাহিরে আনন্দময় সব দেখে॥ ভবে আনন্দ যে পায়, সেত আগে পায় ঐ **পায়**; নইলে আনন্দময়ীর চরণ বিনে আনন্দ কোথায়? তাই চরণতলে হৃদয় ঢেলে পাগলা পেল পাগলীকে॥···সেত ঘটে পটে মঠে কেবল আনন্দের ছটা দেখে!"—ইহাই প্রকৃত দর্শন। রক্তবীজ বধ হওয়ায়, সাধক আজ দেহস্থ দেবগণ এবং দেব-শক্তিগণের আনন্দ মহোৎসবের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন—তাঁহারা সহস্রার-বিগলিত আনন্দ-সুধারূপ মদ্য-পানে বিভোর!—তাঁহাদের চিত্তক্ষেত্র পরমানন্দে নৃত্যপরায়ণ!!—(৬৩)

এক্ষণে এস সাধক! আমরা আনন্দময়ী মায়ের প্রেমানন্দময় শ্রীচরণ-সরোজ ধ্যান করিতে করিতে দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করি। **ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ**

আনন্দকন্দসম্ভূতং জ্ঞাননাল সুশোভিতম্।
ত্রাহি মাং সংসারাদ্ঘোরাৎ দিব্যজ্যোতি র্নমোঽস্তু তে॥

উত্তম চরিত্র

নবম অধ্যায়—নিশুম্ভ বধ।

——:()*():——

রাজোবাচ ॥১

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন্ ভবতা মম।
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥২
ভূয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজেনিপাতিতে।
চকার শুম্ভো যৎ কর্ম্ম নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ ॥৩

সত্য বিবরণ। রাজা সুরথ বলিলেন—ভগবন্! আপনি আমাকে রক্তবীজ-বধ বিষয়ক দেবীর বিচিত্র চরিত্র-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন ॥২॥ রক্তবীজ বধ হইলে, শুম্ভ কি কর্ম্ম করিলেন এবং অতি ক্রুদ্ধ নিশুম্ভও [কি করিলেন], পুনরায় তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ॥৩

তত্ত্ব-সুধা। সাধকরাজ মাতৃ-লীলার অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং পরবর্ত্তী লীলা শুনিবার জন্য তদীয় জ্ঞান-গুরুর সমীপে কৌতূহল ও ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কামরাজ শুম্ভের কামনা, পুনরায় বিশেষরূপে প্রতিহত হওয়ায়, তাহাতে ক্রোধ প্রকাশ পাইল; আর তাঁহারই একাত্ম-ভাবাপন্ন নিশুম্ভ স্বয়ং ক্রোধরূপী; এজন্য তাঁহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধের অভিব্যক্তি হইল, তাই মন্ত্রেও নিশুম্ভকে অতিক্রুদ্ধ বলা হইয়াছে [নিশুম্ভশ্চাতিকোপনঃ]।

বিশেষতঃ পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহে দেখা যাইবে যে, নিশুম্ভ অতি ক্রোধান্বিত হইয়া [অমর্ষমুদ্‌বহন্] মুখ্য অসুরসেনা পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধার্থে বহির্গত হইলেন, আর শুম্ভও সবলে তাহার অনুগমন করিলেন; সুতরাং নিশুম্ভ বধ লীলাটীতে সর্ব্বত্র ক্রোধের বিকাশ দৃষ্ট হইবে এবং তাহার ফলে যে সর্ব্বনাশ সংঘটিত অনিবার্য্য, তাহাও ক্রমে প্রদর্শন করা হইবে।

সর্ব্বত্রই বলা হইয়াছে যে, দেবী-মাহাত্ম্যের যুদ্ধ-লীলা অন্তর্ম্মুখী ভাব অর্থাৎ সাধকগণের ভগবৎ অভিমুখী গতি, আর অসুরগণের প্রলয়মুখী অভিযান। তবে সময় সময় প্রবৃত্তিমুখী বাহ্য আসুরিক ভাবও যুদ্ধস্থলে বিচারের বিষয়ীভূত হয়; কেননা প্রারব্ধের ফলে জীবন্মুক্ত সাধকের জীবনেও নানাপ্রকার দুঃখময় ভোগ উপস্থিত হইতে পারে—কিন্তু তিনি উহাতে সাক্ষীভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ক্রোধের বাহ্যভাবে বিশেষ ক্রিয়াশীলতা থাকিলেও, এখানে নিশুম্ভের ক্রোধ পরমাত্মাভিমুখী; কেননা কামরাজ শুম্ভের একমাত্র কামনা সেই অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী নারী-রত্নকে লাভ করা; সুতরাং সেই কামনাতে বাধা-বিঘ্ন হইয়া যে অতি ক্রোধের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও অন্তর্ম্মুখীই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ সাধকগণেরও অন্তর্ম্মুখী ক্রোধের আবশ্যকতা আছে; নিজের উপর ক্রোধ করা উচিৎ—কেন আত্ম-বিশুদ্ধি বা সংযম করিতে পারিতেছি না?—কেন আধ্যাত্মিক উন্নতি বা শক্তিলাভ হইতেছে না—কেন ভগবানকে পাইতেছি না? ইত্যাদি—এবম্বিধ ক্রোধময় ভাবও রজোগুণের অন্তর্ম্মুখী ক্রিয়াশীলতা। বিশেষতঃ অভীষ্ট বস্তু-লাভে বাধা পড়িলে, ক্রোধই ঐ বাধা অপসারণ করিয়া লক্ষ্য বস্তুর সান্নিধ্য আনয়ন করে; সুতরাং ক্রোধের অন্তর্ম্মুখী ভাব মঙ্গলপ্রদ।—(১-৩)

ঋষিরুবাচ ॥৪

চকার কোপমতুলং রক্তবীজে নিপাতিতে।
শুম্ভাসুরো নিশুম্ভশ্চ হতেষ্বন্যেষু চাহবে ॥৫

হন্যমানং মহাসৈন্যং বিলোক্যামর্ষমুদ্বহন্।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ মুখ্যয়াসুরসেনয়া ॥৬

তস্যাগ্রতস্তথা পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োশ্চ মহাসুরাঃ।
সন্দষ্টৌষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্তুং দেবীমুপাযযুঃ ॥৭

আজগাম মহাবীর্যঃ শুম্ভোঽপি স্ববলৈ র্বৃতঃ।
নিহন্তুং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্বা যুদ্ধন্তু মাতৃভিঃ ॥৮

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—রক্তবীজ এবং অন্যান্য অসুরগণ যুদ্ধে নিহত হইলে, শুম্ভাসুর ও নিশুম্ভ অতিশয় কোপান্বিত হইলেন ॥৪।৫॥ অনন্তর নিশুম্ভ, সেই মহতী সেনা নিহত হইতেছে দেখিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া প্রধান প্রধান অসুরসেনাসহ যুদ্ধার্থে দেবীর অভিমুখে ধাবমান হইলেন ॥৬॥ নিশুম্ভের সম্মুখে পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে অবস্থিত মহাসুরগণ ক্রোধে ওষ্ঠপুট দংশনপূর্ব্বক দেবীকে নিহত করিতে অগ্রসর হইল ॥৭॥ মহাবীর্য্যবান শুম্ভও যুদ্ধ করিয়া মাতৃগণের সহিত চণ্ডিকাকে নিহত করিবার জন্য, স্বকীয় সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া সক্রোধে আগমন করিলেন ॥৮

তত্ত্ব-সুধা। এই শ্লোকাবলীতেও ক্রোধময় ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি; কেননা, 'কোপমতুলং' 'অমর্ষমুদ্বহন্' ওষ্ঠপুটদংশন, 'কোপাৎ' এই সকল উক্তিই ক্রোধের অভিব্যক্তিব্যঞ্জক। পরামাত্মময়ী মহাশক্তিকে লাভ করিবার জন্য নিশুম্ভের সর্ব্বত্যাগী ক্রোধ জগতে অতুলনীয় বটে। তাই তিনি ক্রোধের স্বরূপমূর্ত্তি ধারণ (উদ্বহন্) পূর্ব্বক, সম্মুখে পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে সৈন্যবল দ্বারা চতুর্ব্বর্গব্যূহ রচনা পূর্ব্বক, নিজে মধ্যস্থ

হইয়া অভিযান করিয়াছেন! —চতুর্ব্যূহই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ; কেননা শরণাগতির সাফল্যে চতুর্ব্বর্গফল ভগবৎকৃপায় আপনা হইতেই লাভ হইতে পারে; কিন্তু চতুর্ব্বর্গ লাভের সাধন-পন্থাকেই শ্রেষ্ঠবল মনে করিয়া উহাদ্বারা বলপূর্ব্বক ভগবানকে আয়ত্তাধীন করিবার চেষ্টা করিলে বিফল মনোরথ হইতে হইবে; কেননা ধর্ম্মলাভের সাধনা, অর্থ বা পরমার্থ লাভের সাধনা, অভীষ্ট কামনা পূরণের সাধনা, কিম্বা মোক্ষ লাভের জন্য সাধনা, এইসকল সমবেত সাধনা দ্বারা বলপূর্ব্বক সিদ্ধি আনয়ন করা যায় না। এ সম্বন্ধে ভগবৎ কৃপা বা শরণাগতির পথই একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ। কাম-কামনার সহভাবী নিশুম্ভ চতুর্ব্বর্গ সাধনারূপ বলের সহায়তায় অম্বিকাকে লাভ করারূপ সিদ্ধি আনয়নের জন্য অভিযান করিয়াছেন, মহাবীর্য্য কামরাজও ক্রোধের সহায়তা করিবার জন্য সবলে বা সদর্পে অগ্রসর হইয়াছেন—কেননা কাম-ক্রোধ পরস্পর আপেক্ষিক বা সহভাবাপন্ন। অসুরগণ ক্রোধে ওষ্ঠপুট দংশন করিতে লাগিল—অর্থাৎ তাহাদের প্রত্যেকে নিজেই নিজকে দন্তাঘাতে শক্তিহীন করত ক্রমে শক্তিক্ষয় করিতে লাগিল, ইহাই তাৎপর্য্য।—(৪-৮)

ততো যুদ্ধমতীবাসীৎ দেব্যা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরীব বর্ষতোঃ॥৯

চিচ্ছোদাস্তাঞ্ছরাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশু শরোৎকরৈঃ।
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্ত্রৌঘৈরসুরেশ্বরৌ॥১০

নিশুম্ভো নিশিতং খড়্গং চর্ম্ম চাদায় সুপ্রভম্।
অতাড়য়ন্মূর্দ্ধ্নি সিংহং দেব্যা বাহনমুত্তমম্॥১১

তাড়িতে বাহনে দেবী ক্ষুরপ্রেণাসিমুত্তমম্।
নিশুম্ভস্যাশু চিচ্ছেদ চর্ম্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্॥১২

সত্য বিবরণ। অনন্তর দেবীর সহিত বারিবর্ষণকারী মেঘের ন্যায় শরবর্ষণকারী শুম্ভ-নিশুম্ভের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল ॥৯॥ চণ্ডিকা দেবী শর সমূহের দ্বারা অসুর-নিক্ষিপ্ত শরনিকর, তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং নানাবিধ শাস্ত্রাঘাতে অসুরপতিগণের অঙ্গ, ক্ষত বিক্ষত করিলেন ॥১০॥ (তখন) নিশুম্ভ শাণিত খড়্গ এবং সুনির্ম্মল চর্ম্মফলক (ঢাল) গ্রহণপূর্ব্বক, দেবীর শ্রেষ্ঠবাহন সিংহের মস্তকে আঘাত করিল ॥১১॥ বাহন আহত হইলে, দেবী ক্ষুরপ্র নামক [ক্ষুরের ধারের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম] অস্ত্রদ্বারা নিশুম্ভের উজ্জ্বল অসি এবং অষ্টচন্দ্র-চিহ্নিত চর্ম্মফলকও ছেদন করিয়া দিলেন। ॥১২

তত্ত্ব-সুধা। কাম-ক্রোধরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভের মুক্তিকাল আসন্ন, তাই তাঁহারা মেঘের জলবর্ষণের ন্যায় আসুরিক শক্তিসমূহ অম্বিকার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া শক্তিহীন হইতে লাগিল। সর্ব্বাহুতিকারী প্রলয়ানল-রূপ মহাযজ্ঞের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছে! তাই আত্ম-আহুতকারী অসুরের দল অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় প্রলয়বেগে মৃত্যুরদিকে প্রধাবিত হইয়াছে। মেঘের জলবর্ষণ কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, সে অতি ক্ষীণকায়া বা ছায়ামাত্র অবশিষ্ট থাকে; সেইরূপ ক্রমান্বয়ে শক্তিরূপ অস্ত্রত্যাগ দ্বারা উভয়ে ক্রমে শক্তিহীন হইতে লাগিল—ইহাই মন্ত্রোক্ত উপমার তাৎপর্য্য। তখন অম্বিকাদেবী শররূপ প্রণবানন্দ দ্বারা এবং দিব্য অস্ত্রের চিদানন্দময় আলোক-সম্পাতে অসুরগণকে দিব্যভাবে বিভাবিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ক্রোধের পূর্ণমূর্ত্তি নিশুম্ভ অনন্ত ভেদপ্রতীতি বা ভেদজ্ঞান-রূপী আসুরিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (—ইহাই 'নিশিত') **খড়্গ** এবং জড়ভাবাপন্ন অজ্ঞানতাময় আসুরিক প্রভাবসম্পন্ন **চর্ম্ম** (ঢাল) লইয়া সর্ব্বপ্রথমেই দেবীর পদাশ্রিত ধর্ম্মাত্মা বা উত্তমভাবপ্রাপ্ত **সিংহকে**

আক্রমণ করিল। কেননা সাধকের ধর্ম্মভাব-সমষ্টিরূপী সিংহকে আসুরিকভাবে বিমোহিত করিতে পারিলেই, সহজে কার্য্য সিদ্ধি হইবে এবং দৈবীভাবের অধীশ্বরী অম্বিকা তখন পরাজিত হইয়া আত্ম-সমর্পণ করিবেন, ইহাও অসুরের অভিপ্রায়। মধ্যম চরিত্রেও সিংহের উপরে বিশেষভাবে আক্রমণ হওয়াতে, দেবী কোপান্বিতা হইয়াছিলেন। এখানে দেবী-বাহনকে উত্তম বলা হইয়াছে, কেননা মধ্যম চরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, এক্ষণে সর্ব্বত্র আনন্দ-প্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন! এজন্য পর পর উত্তমভাবই লব্ধি হইতেছে। অনন্তর দেবী—'ক্ষুরপ্র'—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানময় ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা নিশুম্ভের উত্তম খড়্গ এবং অষ্টচন্দ্র শোভিত চর্ম্ম ছেদন করিয়া তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিলেন। মাতৃ-হস্তে নিশুম্ভের বিলয় বা মুক্তি আসন্ন। তাই দেবীর অস্ত্রাঘাতে নিশুম্ভের শক্তিরূপী অস্ত্রসমূহও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাই মন্ত্রে তাঁহার অসিকে 'উত্তম' বলা হইয়াছে এবং চর্ম্মকেও পূর্ব্বমন্ত্রে 'সুপ্রভ' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ চর্ম্মের জড়ত্বভাব অপহৃত হইয়া চৈতন্যভাবাপন্ন হইয়াছে। আর চর্ম্ম অষ্ট-চন্দ্র শোভিত—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিশুম্ভ পূর্ব্বোক্ত অষ্ট শ্রেণীর অসুরগণের অধিনায়করূপে যুদ্ধে সমাগত, কেননা নিশুম্ভ বধের সহিত শুম্ভ-নিশুম্ভের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং শুম্ভ একক হইবেন! সুতরাং সেনানায়কের আসুরিক আবরক অষ্টফলক-শোভিত অস্ত্রে (চর্ম্মে) অষ্টবিধ অসুরশ্রেণীর **জয়-ধ্বজা,** অষ্টবিধ জীব-ধর্ম্মের বিশিষ্ট আবরক চিহ্ন, কিম্বা অষ্টপাশের বন্ধনকারী কারণময় ভাব উহাতে চন্দ্রবৎ উদ্ভাসিত !!—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য।—(৯—১২)

ছিন্নে চর্ম্মণি খড়্গে চ শক্তিং চিক্ষেপ সোঽসুরঃ।
তামপ্যস্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥১৩

কোপাধ্মাতো নিশুম্ভোঽথ শূলং জগ্রাহ দানবঃ।
আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচূর্ণয়ৎ ॥১৪
আবিধ্যাথ গদাং সোঽপি চিক্ষেপ চণ্ডিকাংপ্রতি।
সাপি দেব্যা ত্রিশূলেন ভিন্না ভস্মত্বমাগতা ॥১৫
ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবম্।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে ॥১৬

সত্য বিবরণ। চর্ম্ম ও খড়্গ ছিন্ন হইলে, সেই অসুর শক্তি নিক্ষেপ করিল; দেবী তাঁহার সেই অস্ত্র সম্মুখাগত হইবা মাত্র, চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন ॥১৩॥ অনন্তর দানব নিশুম্ভ কোপে প্রজ্বলিত হইয়া শূলাস্ত্র নিক্ষেপ করিল; দেবী তাহাও মুষ্ট্যাঘাতে বিচূর্ণ করিয়া দিলেন ॥১৪॥ তৎপর সেই অসুরও গদা বিঘূর্ণিত করিয়া চণ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ করিল; দেবী ত্রিশূলদ্বারা সেই গদাকে বিদীর্ণ করিয়া ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। ॥১৫॥ অনন্তর সেই দৈত্যশ্রেষ্ঠ, পরশু (কুঠার) হস্তে আগমন করিতেছে দেখিয়া, দেবী বাণসমূহদ্বারা আহত করিয়া তাহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥১৬

তত্ত্ব-সুধা। তখন ক্রোধরাজ আসুরিক পূর্ণবলরূপ শক্তি, সেই কারণময়ী অম্বিকার প্রতি নিক্ষেপ করিলে, দেবী বৈষ্ণবী-অস্ত্র, দিব্য চক্রদ্বারা উহা বিনষ্টপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। তখন সে অজ্ঞানতাময় ভেদ-প্রতীতিকারক আসুরিক শূল গ্রহণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিল; দেবী দিব্যজ্ঞানে দৃঢ়তারূপ মুষ্টির আঘাতে উহা নষ্ট করিলেন। তখন অসুর আত্ম-বিস্মৃতিরূপ লয়কারী গদাদ্বারা আক্রমণ করিলে, দেবী তাহা ত্রিগুণলয়কারী ত্রিপুটীজ্ঞানময় ত্রিশূলের আঘাতে নষ্ট করিয়া, তাঁহাকে আত্ম-চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন—তাঁহার অজ্ঞানময় বিস্মৃতি ভস্ম হইয়া গেল। তখন ক্রোধপতি সর্ব্বত্র ভ্রান্তি-উৎপাদক অজ্ঞানতাময়

পরশুসহ অগ্রসর হইলে, দেবী ভগবৎমুখী এক লক্ষ্যকারী বাণনিকরদ্বারা তাহার ভ্রান্তি নাশ করিলেন ; তখন আসুরিক ভাবের সর্ব্বনাশ হওয়ায়, অসুররাজ সুরভাবে বা দিব্যভাবে বিভাবিত হইয়া, আনন্দে মূর্চ্ছিত অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন।

ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—"বিষয় ধ্যানকারী পুরুষের সেই সকল বিষয়ে **আসক্তি** জন্মে, আসক্তি হইতে **কামনার** উদ্ভব ; কামনা প্রতিহত হইলেই, **ক্রোধ** উৎপন্ন হয় ; তৎপর ক্রোধ হইতে **সম্মোহ** (হিতাহিত বিবেচনা শূন্যতা) উপস্থিত হয় ; ক্রমে **স্মৃতি-বিভ্রম** জন্মে ; তাহা হইতে **বুদ্ধিনাশ**, এবং বুদ্ধিনাশ হইলেই মৃত্যুতুল্য অবস্থা বা **মৃত্যু** হয়।" এই ভগবৎ উক্তির ভাবটী যথাযথভাবে ক্রোধরূপী নিশুম্ভের পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে এবং পরবর্ত্তী যুদ্ধে অতি সুন্দররূপে প্রতিফলিত! ইহা নিম্নে প্রদর্শন করা হইতেছে—দেবীর অপূর্ব্ব রূপ-বর্ণনা শ্রবণ করত, শুম্ভ-নিশুম্ভের সে বিষয়ে আসক্তি জন্মে ; তৎপর দেবীকে লাভ করিবার কামনা তাহাদের অন্তরে অত্যন্ত প্রবল হয় ; তৎপর সৈন্যাদির বিনাশে সেই কামনা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায়, তাহাদের অতিক্রোধ উৎপন্ন হয় ; তখন ক্রোধময় নিশুম্ভ, সবলে ধাবিত হইয়া প্রথমেই দেবীর বাহন সিংহকে আক্রমণ করিল ; কিন্তু দেবী, পদাশ্রিত ভক্তকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর ক্রোধমূর্ত্তি নিশুম্ভ, দেবীকে দর্শন করিয়া সম্মোহিত হইলে এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার সমস্ত **শক্তি** প্রয়োগ করিলে, দেবী তাহাও ব্যর্থ করিয়া দিলেন। অনন্তর শক্তিক্ষয় হেতু তাহার স্মৃতি-ভ্রম উপস্থিত হইল ; অর্থাৎ যদিও দেবীকে আয়ত্ত্বাধীন করা সম্ভবপর হইল না, তথাপি তাহাকে বিনাশ নিশ্চয়ই করিতে পারিবে, এইরূপ ভ্রান্ত-বিশ্বাসে সে দেবীর প্রতি আসুরিক শূল নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু দেবী তাহা হস্তদ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ;

তখন তাঁহার বুদ্ধি লোপ হইল অর্থাৎ কি করা কর্ত্তব্য, স্থির করিতে না পারিয়া, পরিশেষে আসুরিক গদা দূর হইতে নিক্ষেপ করিল; দেবী তাহাও ভস্ম করিয়া ফেলিলেন! তখন অজ্ঞানে ও লজ্জায় তাহার মৃত্যুতুল্য অবস্থা হইল এবং সে জীবন্মৃত তুল্য হইয়া পরশুসহ ধাবিত হইলে, দেবী তাহাকে রসময় বাণাঘাতে মূর্চ্ছিত করিয়া ভূমিশায়ী করিলেন; অর্থাৎ গীতার ভাষায় তাঁহার বিনাশ উপস্থিত হইল—ইহাই উপরোক্ত মন্ত্রে বর্ণিত যুদ্ধ-লীলায় রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(১৩-১৬)

তস্মিন্ নিপতিতে ভূমৌ নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
ভ্রাতর্য্যতীব সংক্রুদ্ধঃ প্রযযৌ হন্তুমম্বিকাম্ ॥১৭

স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈ র্গৃহীতপরমায়ুধৈঃ।
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈ র্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ ॥১৮

সত্য বিবরণ। সেই ভীম-বিক্রম ভ্রাতা নিশুম্ভ ভূপতিত হইলে, শুম্ভ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া অম্বিকাকে নিহত করিবার জন্য ধাবিত হইল ॥১৭॥ সেই শুম্ভাসুর রথারূঢ় হইয়া অতুলনীয় সুদীর্ঘ অষ্টহস্তে নানাপ্রকার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমগ্র আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥১৮

তত্ত্ব-সুধা। কারণময় দ্বিদল-চক্রে মনোময় কোষে ক্রোধরূপী নিশুম্ভের সাময়িক পতনে বা নিষ্ক্রিয়ভাবে, সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রে প্রশান্তি ও আনন্দের অভিব্যক্তি হইল। তখন কামরূপী শুম্ভ, কামময় অতুলনীয় সাক্ষাৎ সুশোভন **মন্মথ**-মূর্ত্তি পরিগ্রহণপূর্ব্বক সশস্ত্র অষ্টবাহুতে সুসজ্জিত হইয়া, সাধকের দেহ-রথে আরোহণ করত মূলাধার হইতে দ্বিদল-চক্রের উপরিস্থ শূন্যময় আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। [মদনের শরাঘাতে আহত হইলে মূলাধার হইতে মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত সমস্ত প্রকাশময় স্থানসমূহও বিক্ষোভিত হইয়া থাকে] জীবদেহস্থ

মনোময় রথেই **কন্দর্প** সর্ব্বাগ্রে আরোহণ করিয়া থাকেন—ইহাই মন্ত্রোক্ত রথ। আর কামরাজের **অষ্টবাহুই** শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুন, যথা—শ্রবণ (বা স্মরণ), কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ (প্রকৃষ্টরূপে দর্শন বা অন্বেষণ), গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া-নিষ্পত্তি—ইহা শুধু অনঙ্গের বহিরঙ্গ বিভাগ নহে, প্রকৃতপক্ষে যে কোন বিশিষ্ট কাম্য বস্তু সংগ্রহ বা ভোগ করিতে হইলে, উপরোক্ত আটটী অঙ্গ উপায়স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। রূপ রসাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ, ক্রিয়াকেও মৈথুন বলা হয়; এজন্য সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযমই যথার্থ মৈথুন ত্যাগ; আর ব্রহ্মে বা ব্রহ্মজ্ঞানে বিচরণশীল হওয়াই প্রকৃতপক্ষে **ব্রহ্মচর্য্য**পালন; নতুবা শুধু কামেন্দ্রিয় সংযমদ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের চরম ফল লাভ করা যায় না।

এক্ষণে কামনার অষ্টবাহু সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুইটী **দৃষ্টান্ত** উল্লেখ করা হইল, যথা—(১) অদীক্ষিত একব্যক্তি জনৈক সদ্গুরুর সম্বন্ধে প্রসংশাবাণী শ্রবণ করিলেন (—ইহাই শ্রবণ বা স্মরণ) তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন (—ইহাই কীর্ত্তন); অভিজ্ঞ লোকের নিকট যাতায়াত করিয়া পরামর্শ লইলেন (—ইহাই কেলি); তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া দর্শনলাভ (—ইহাই প্রেক্ষণ); তাঁহার সহিত দীক্ষা সম্বন্ধে গোপনে আলাপ (—ইহাই গুহ্যভাষণ); তৎপর দীক্ষার উপকরণ সংগ্রহ (—ইহাই অধ্যবসায়) এবং দীক্ষা গ্রহণ (—ইহাই ক্রিয়া-নিষ্পত্তি)। (২) পরহস্তগত কোনও একটী সম্পত্তি যেন উদ্ধার করিতে হইবে—প্রথমে নিজসম্পত্তি অপরের দখলে থাকা সম্বন্ধে শ্রবণ, তৎপর উহার আলোচনা (কীর্ত্তন); অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট যাতায়াত (কেলি); কাগজপত্র দেখান (প্রেক্ষণ) তৎপর গোপন পরামর্শ, মোকদ্দমা করার সঙ্কল্প, এবিষয়ে আবেদনপত্র ঠিক করা (অধ্যবসায়)

এবং উহা দাখিল ও নিষ্পত্তি করা (ক্রিয়ানিষ্পত্তি)! সুতরাং এইরূপ-ভাবে বিচার করিলে, সমস্ত বিশিষ্ট কার্যের সহিত অষ্টাঙ্গমৈথুনরূপ কামনার অষ্টবাহু বিজড়িত।—ইহাই কামরাজ শুম্ভের অষ্টবাহু প্রসারণের গূঢ় তাৎপর্য্য। অষ্টবাহুস্থিত অষ্টপ্রকার অস্ত্র, যথা—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধাত্মক, মদনের পঞ্চবিধ শর এবং মন বুদ্ধি অহং। কেননা (১) মনদ্বারা কামের বিষয় স্মরণ বা চিন্তন (আসুরিক ধ্যান); (২) বুদ্ধিদ্বারা উহা মনন অর্থাৎ নিয়ত তৎভাবে বিভাবিত হওয়া (আসুরিক ধারণা); আর অহংদ্বারা উহাতে তন্ময়ত্ব লাভ অর্থাৎ তদাকার কারিত হওয়া (আসুরিক সমাধি)! সুতরাং অষ্টধা প্রকৃতির উপরোক্ত অষ্টবিধ ভাবই অষ্টবাহু সমন্বিত কামের অষ্টপ্রকার আয়ুধ বা প্রাণময় অস্ত্র! এজন্য অষ্টবাহু সমন্বিত **কামকে** বিনাশ করিবার জন্যই দেবীও **অষ্টভুজা মহাসরস্বতী**রূপ ধারণপূর্ব্বক আবির্ভূতা! (১৭।১৮)

তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
জ্যাশব্দঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীবদুঃসহম্ ॥১৯

পূরয়ামাস ককুভো নিজঘণ্টাস্বনেন চ।
সমস্তদৈত্যসৈন্যানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥২০

ততঃ সিংহো মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈঃ।
পূরয়ামাস গগনং গাং তথোপদিশো দশ ॥২১

সত্য বিবরণ। দেবী তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ধনুকের অতি দুঃসহ জ্যাশব্দ করিলেন ॥১৯॥ [দেবী] সমস্ত দৈত্যসৈন্যগণের তেজোবিনাশ সম্পাদনকারী নিজ ঘণ্টাধ্বনিদ্বারা সমস্ত দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন ॥২০॥ অনন্তর সিংহ হস্তিগণের মদস্রাব নিবারণকারী মহাগর্জ্জনে ভূমণ্ডল এবং সমীপবর্ত্তী দশ দিক পূর্ণ করিলেন ॥২১

তত্ত্ব-সুধা। কামরাজকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি ও জ্যাধ্বনি—সাধক যদি কোন সময় নিজদেহে কামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আগমন অনুভব করেন, তবে উহা নিবারণ কল্পে ধর্ম্মভাব উদ্দীপনকারী যে কোন কার্য্য তৎক্ষণাৎ করা কর্ত্তব্য। 'জয় মা' 'জয় গুরু' প্রভৃতি ধ্বনিরূপ শঙ্খধ্বনিদ্বারা প্রথমেই উহা দমন হইতে পারে; নতুবা প্রণব জপ বা ইষ্টমন্ত্র জপাদি দ্বারা অন্তর্ম্মুখী হইতে পারিলেও, কামাসুরের পক্ষে উহা দুঃসহ হইবে এবং সে অন্তর্ধ্যান করিবে। কেননা দোঁহাতে আছে—"যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম, যাঁহা রাম তাঁহা নেহি কাম। দোনো একট্‌ঠা নেহি রঁহে দিবস-রজনী এক ঠাঁম॥" অর্থাৎ যেমন দিবা ও রাত্রি একত্রে অবস্থান করিতে পারেনা, সেইরূপ যেখানে কামের আধিপত্য, সেখানে রাম থাকিতে পারেন না, আর যেখানে (জপ ধ্যানাদিজনিত) রামের অবস্থান, সেখানে কাম থাকিতে পারে না। এইরূপে জপ ও ধ্যানাদি করিতে করিতে দেহে যখন ত্রিগুণময় নাদের অভিব্যক্তি হয় (—ইহাই ঘণ্টাধ্বনি); তখন উহা কামরূপী দৈত্যের সর্ব্ববিধ তেজের বিনাশ সম্পাদন করে। এইরূপে কামজয়কারী ধর্ম্মাত্মা সিংহরূপী সাধক মদস্রাবী কাম-কামনার ঘনীভূত অবস্থারূপী অজ্ঞানতাময় হস্তীর কিম্বা মদান্ধ কন্দর্পের দর্পচূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়া, আনন্দধ্বনি করিলেন এবং সেই আনন্দে সাধকের দেহ-পুরের মূলাধার হইতে দ্বিদলের মহাকাশ পর্য্যন্ত এবং অন্তঃকরনের (—ইহাই বর্ত্তমান রণক্ষেত্র) দশদিক পুলকিত ও উল্লসিত হইল!—ইহাই কামরূপী শুম্ভের আগমনে, মন্ত্রোক্ত শব্দতত্ত্ব অভিব্যক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য।

সহভাবী নিশুম্ভের মূর্চ্ছাতে কামরূপী শুম্ভ দ্বিদল-চক্রে মনোময় রথে অরোহণ করত, অষ্টবাহুযুক্ত স্বরূপ-ঐশ্বর্য্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেবীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, দেবী তাহার অগ্রগতি স্তম্ভিত

করিবার জন্য প্রথমেই ধর্ম্মভাব সৃষ্টিকারী শঙ্খ-নিনাদ বা অনাহত ধ্বনি করিলেন; অনন্তর অসুরগণের পক্ষে দুঃসহ বা অসহ্য ধনুষ্টঙ্কার বা প্রণবাদি ধ্বনিদ্বারা ধর্ম্মভাব পোষণ বা রক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন; তৎপর প্রলয়কারী ঘণ্টা-নিনাদদ্বারা, কামরাজ ও তৎ সহকারীগণের তেজ ও বল নাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা সিংহ কন্দর্পাহত মদোন্মত্ত কামরাজের মদস্রাবী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি বা স্তম্ভনকারী রাজসিক মহানাদদ্বারা ভূমণ্ডল হইতে গগন মণ্ডল পর্য্যন্ত (মূলাধার হইতে আজ্ঞা-চক্র পর্য্যন্ত) দশদিক প্রতিধ্বনিত ও বিক্ষোভিত করিলেন।—(১৯-২১)

ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ।
করাভ্যাং তন্নিনাদেন প্রাক্‌স্বনাস্তে তিরোহিতাঃ ॥২২
অট্টাট্টহাসমশিবং শিবদূতী চকার হ।
তৈঃ শব্দৈরসুরাস্ত্রেসুঃ শুম্ভঃ কোপং পরং যযৌ ॥২৩
দুরাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ব্যজহারাম্বিকা যদা।
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাকাশসংস্থিতৈঃ ॥২৪

সত্য বিবরণ। অনন্তর দেবী কালিকা আকাশে উত্থিত হইয়া করদ্বয়দ্বারা পৃথিবীকে তাড়না করিলেন; সেই শব্দে পূর্ব্বোত্থিত শব্দসকল তিরোহিত হইল ॥২২॥ শিবদূতী ভীষণ অট্টাট্ট হাস্য করিলেন; ঐ শব্দে অসুরগণ ভীত হইল; তাহাতে শুম্ভ অত্যন্ত কোপান্বিত হইল ॥২৩॥ "রে দুরাত্মন্! থাক্ থাক্," অম্বিকা এই কথা বলিলে, আকাশস্থিত দেবগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন ॥২৪

তত্ত্ব-সুধা। অনন্তর প্রলয়রূপিণী করুণাময়ী কালিকা (কুণ্ডলিনী-শক্তি) আজ্ঞা-চক্রের উপরিস্থ মহাশূন্যময় 'গগনে' বা আকাশে (কারণময় অংশে) সমুত্থিত হইয়া সেখানকার শুম্ভরূপী কামের বহির্ম্মুখী

প্রকটকারী পঞ্চতত্ত্বময় পৃথিবীর অংশীভূত মূল কাম-বীজটী, তাঁহার অভয় হস্ত-যুগলের মঙ্গলময় আঘাতদ্বারা সাময়িকভাবে নষ্ট করিয়া দিলেন! অর্থাৎ তখনকারমত সেই কামের আক্রমণ-চেষ্টা সমূলে উৎপাটিত হইল। **লৌকিকভাবেও**—কাম-বাণে আহত হইলে, উহার ক্রিয়াশীলভাব বীজটী মস্তিষ্কে অবস্থিতি করত সমগ্র দেহটী বিক্ষুব্ধ করিতে থাকে; সুতরাং মঙ্গলময়ী কালী সাধকের বিক্ষোভকারী কাম-বীজটীকে নষ্ট করিয়া তাঁহার অন্তরাকাশ মেঘমুক্ত করিলেন। কালিকার করাঘাত-জনিত যে বিপুল শব্দ উত্থিত হইল, তাহা পূর্ব্বোত্থিত ত্রিগুণময় শব্দকে অভিভূত করিল—কেননা উহা যে মহাকাশে উত্থিত বিপুল শব্দ বা শব্দতন্মাত্র। তখন গুরুশক্তি শিবদূতী অট্টহাস্যদ্বারা সাধককে আনন্দ প্রদানপূর্ব্বক অসুরগণের সন্ত্রাস উৎপাদন করিলেন, কাম-রাজের সহকারীগণের চেষ্টা বিফল দেখিয়া, তিনি কুপিত হইলেন, তাহাতে দেবী তাহাকে আর কিছুসময় অপেক্ষা করিতে বলিলেন—অর্থাৎ তাহার বিনাশরূপ মুক্তি অনতিবিলম্বেই সংঘটিত হইবে—ইহাই দেবীর 'তিষ্ঠ-তিষ্ঠ' বলার অভিপ্রায়। তখন দেহস্থ ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণ আনন্দে অম্বিকা মায়ের জয়ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।—(২২-২৪)

শুম্ভেনাগত্য যা শক্তির্মুক্তা জ্বালাতিভীষণা।
আয়ান্তী বহ্নিকূটাভা সা নিরস্তা মহোল্কয়া ॥২৫

সিংহনাদেন শুম্ভস্য ব্যাপ্তং লোকত্রয়ান্তরম্।
নির্ঘাতনিঃস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥২৬

শুম্ভমুক্তাঞ্ছরান্ দেবী শুম্ভস্তৎপ্রহিতাঞ্ছরান্।
চিচ্ছেদ স্বশরৈরুগ্রৈঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৭

ততঃ সা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা শূলেনাভিজঘান তম্।
স তদাভিহতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতো নিপপাত হ ॥২৮

সত্য বিবরণ। শুম্ভ অগ্রসর হইয়া অতিভীষণ শিখাবিশিষ্ট যে শক্তি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিল, অগ্নিরাশির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সেই শক্তি আসিতে না আসিতেই, দেবীর মহোল্কা নামক অস্ত্রদ্বারা [পথিমধ্যে] নিরস্ত হইল ॥২৫॥ শুম্ভের সিংহনাদে-ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইল ; কিন্তু হে অবনীপতে ! দেবীর ভীষণ বজ্রধ্বনি সেই সিংহনাদকেও অতিক্রম করিল ॥২৬॥ দেবী, স্বকীয় তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা শুম্ভ-নিক্ষিপ্ত শত-সহস্র বাণ ছিন্ন করিলেন ; আর শুম্ভও তদীয় শরসমূহদ্বারা দেবী-নিক্ষিপ্ত শত-সহস্র বাণ ছেদন করিলেন ॥২৭॥ অনন্তর চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইয়া শূলদ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ; তখন শুম্ভ আহত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥২৮

তত্ত্ব-সুধা। অন্তরপ্রদেশে দেবীপ্রাপ্তিরূপ কামনাদ্বারা বিদ্ধ কামরাজ শুম্ভ, অপ্রতিহত প্রভাবসম্পন্ন দুষ্পূরণীয় উগ্র অনলরূপ **কামের** পরিপূর্ণ শক্তি দেবীর প্রতি প্রয়োগ করিলে, দেবী অগ্নিপ্রদাহের ন্যায় জ্বালা প্রদানকারী কামের সেই জ্বলন্ত শক্তিকে তাঁহার প্রেমানন্দপ্রদ মহাজ্যোতিঃরূপ মহোল্কা অস্ত্রদ্বারা বিলয় করিয়া ফেলিলেন ! তখন পরাজিত শুম্ভ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য, কামোদ্দীপক ভীষণ গর্জ্জনাদিদ্বারা সাধকের স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণময় দেহত্রয় বিক্ষোভিত করিতে চেষ্টা করিলে, অম্বিকা মা কারণময় বজ্রাঘাতের প্রলয়-ধ্বনিদ্বারা কামরাজের গর্জ্জন ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এইরূপে চিন্ময়ী দেবীর সহিত ক্রমাগত শত-সহস্র শর বিনিময়দ্বারা শুম্ভের আসুরিক ভাব ক্রমে বিশুদ্ধ হইয়া দেবভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল ! তাই তিনি দেবীর দিব্য শরসমূহও তাঁহার বিশুদ্ধ শর-নিকরদ্বারা ছেদন করিতে অর্থাৎ উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অতঃপর দেবী অনন্ত ভেদ-প্রতীতি নষ্টকারী দিব্য জ্ঞানময় শূলাঘাতে কামরাজ শুম্ভকে মূর্চ্ছিত করিয়া, ভূতলে পাতিত করিলেন ;

অর্থাৎ তাঁহার অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন জড়ত্ব বা আসুরিক ভাব অনেকটা নষ্ট হওয়ায়, আনন্দের আতিশয্যে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন!—ইহাই যুদ্ধ-বিবরণের রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(২৫-২৮)

ততো নিশুম্ভঃ সংপ্রাপ্য চেতনামাত্তকার্ম্মুকঃ।
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥২৯
পুনশ্চ কৃত্বা বাহূনামযুতং দনুজেশ্বরঃ।
চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্ ॥৩০
ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি স্বশরৈঃ শায়কাংশ্চ তান্ ॥৩১

সত্য বিবরণ। অনন্তর নিশুম্ভ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া ধনুক গ্রহণ-পূর্ব্বক শরদ্বারা দেবীকে, চামুণ্ডাকে এবং সিংহকে আঘাত করিল ॥২৯॥ দিতিপুত্র অসুরাধিপতি নিশুম্ভ, পুনরায় অযুত বাহু বিস্তার করত চক্র এবং আয়ুধ [বাণসমূহ] দ্বারা চণ্ডিকাকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল ॥৩০॥ তৎপর দুর্গতিহারিণী ভগবতী দুর্গা ক্রুদ্ধা হইয়া, নিজ শররাজি দ্বারা নিশুম্ভ-নিক্ষিপ্ত সেই চক্র এবং বাণসমূহ ছেদন করিলেন ॥৩১

তত্ত্ব-সুধা। ক্রোধরূপী নিশুম্ভ অচেতন হইয়াছেন বটে, কিন্তু বিনাশ প্রাপ্ত হন নাই; এক্ষণে তিনি নব-বলে বলীয়ান হইয়া, ভেদ-প্রতীতিকারক্ আসুরিক ধনু গ্রহণপূর্ব্বক সত্ত্বগুণময়ী মহাসরস্বতী কৌষিকী দেবীকে, রজোগুণময় সিংহকে এবং তমোগুণময়ী কালিকাকে নিজ শরদ্বারা আক্রমণ করিলেন; তৎপর **অযুত** বা **দশ সহস্র বাহু** প্রসারিত করিলেন। ক্রোধের পাত্র বা অপাত্র নাই, আর উহার ক্রিয়া-শীলতার বিষয়ও অনন্ত বা অসংখ্য—এজন্য ক্রোধরূপী নিশুম্ভের সহস্র সহস্র বাহু। বিশেষতঃ ক্রোধরূপী অসুরের কবল হইতে মুক্ত পুরুষগণও

মুক্ত নহেন—কেননা ক্রোধের সংস্কার জন্মগত ও স্বভাবগত; ঘা বা ক্ষত শুকাইয়া গেলেও যেমন কিছু না কিছু দাগ থাকিয়া যায়, সেইরূপ ক্রোধের সংস্কারও একেবারে নষ্ট হয় না। [মন্ত্রে নিশুম্ভকে দিতিজ বলা হইয়াছে—মহর্ষি কশ্যপের অদিতি ও দিতি এই দুই পত্নী; অদিতি হইতেই আদিত্য প্রভৃতি দেবগণ এবং দিতি হইতে দৈত্য বা দানবগণের উৎপত্তি।]

মায়াবী ক্রোধরূপী নিশুম্ভ আসুরিক চক্র ও বাণসমূহদ্বারা মায়াজাল বিস্তার করত চণ্ডিকা দেবীকে আচ্ছাদিত করিলে, দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নিজ দিব্য শরাঘাতে অসুরের মায়াজাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন! যিনি স্বয়ং **মহামায়া**, তাঁহাকে আসুরিক মায়া-জালে আচ্ছাদিত করার প্রচেষ্টা, অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন অসুরের পক্ষেই সম্ভব। কংস-কারাগারে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করার পর, তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বসুদেব যখন কারাগার হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-কান্তিতে বা জ্যোতিতে কারাগারের শৃঙ্খল-বদ্ধ দ্বারগুলি আপনা হইতেই খুলিয়া বসুদেবের বহির্গমের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল! সেইরূপ এখানেও মায়ের অঙ্গজ্যোতিঃ রেখারূপ পরম রসময় শরনিকরের প্রভা দ্বারা আসুরিক আচ্ছাদনরূপ অজ্ঞান-অন্ধকার তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হইয়াছিল!—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য।—(২৯-৩১)

ততো নিশুম্ভো বেগেন গদামাদায় চণ্ডিকাম।
অভ্যধাবত বৈ হন্তুং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ॥৩২

তস্যাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
খড়্গেন শিতধারেণ স চ শূলং সমাদদে॥৩৩

শূলহস্তং সমায়ান্তং নিশুম্ভমমরার্দ্দনম্।
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্ডিকা॥৩৪

ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্ ॥৩৫
তস্য নিষ্ক্রামতো দেবী প্রহস্য স্বনবৎ ততঃ।
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়্গেন ততোসাবপতদ্ ভুবি ॥৩৬

সত্য বিবরণ। অনন্তর নিশুম্ভ দৈত্য সেনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গদা গ্রহণপূর্ব্বক চণ্ডিকাকে বধ করিবার জন্য মহাবেগে ধাবিত হইল ॥৩২॥ চণ্ডিকা, তদভিমুখে ধাবিত হওয়ামাত্র তীক্ষ্ণ খড়্গদ্বারা তাহার গদা ছিন্ন করিয়া দিলেন, তখন সে শূল গ্রহণ করিল ॥৩৩॥ অমর-পীড়ক নিশুম্ভ, শূল হস্তে আগমন করিতেছে দেখিয়া, চণ্ডিকা অতিবেগে স্বীয় শূল নিক্ষেপ করত তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন ॥৩৪॥ শূলাঘাতে বিদীর্ণ তদীয় হৃদয় হইতে অপর একটী মহাবল ও মহাবীর্য্যবান পুরুষ, তিষ্ঠ (থাক্) বলিতে বলিতে নির্গত হইল ॥৩৫॥ অনন্তর সেই পুরুষ বহির্গত হইতে না হইতেই, দেবী উচ্চহাস্য করত খড়্গদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ; তখন সেও ভূপতিত হইল ॥৩৬

তত্ত্ব-সুধা। তখন ক্রোধরূপী নিশুম্ভ **অষ্টশ্রেণীর** সকল অসুরগণকে সঙ্গে লইয়া দেবীর অভিমুখে সবেগে প্রলয়-অভিযান করিল এবং দেবীর প্রতি আত্ম-বিস্মৃতিরূপ ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতাময় গদা নিক্ষেপ করিল। দেবী সূক্ষ্ম অজ্ঞান-ছেদক জ্ঞানময় খড়্গদ্বারা ঐ গদা নষ্ট করিয়া দিলেন। তখন সে অজ্ঞানতাময় ভেদ-প্রতীতিকারক শূল গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলে, দেবী ব্রহ্মজ্ঞানময় দিব্য শূলের প্রচণ্ড আঘাতে ক্রোধরাজের হৃদয় প্রদেশ বিদীর্ণ করিয়া তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করত, দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলেন। তখন বিদারিত অসুর-দেহের কারণ-ক্ষেত্র হইতে পুনরায় এক মহাবলবীর্য্যসমন্বিত ক্রোধের কারণময় সংস্কারযুক্ত উগ্র মূর্ত্তি বহির্গত হইতে না হইতে, দেবী অম্বিকা উচ্চহাস্যদ্বারা আনন্দ

প্রকাশপূর্ব্বক তাহাকেও দিব্যজ্ঞানময় খড়্গাঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূপাতিত করিলেন—অর্থাৎ তাহার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ অংশ মাতৃদেহে লীন হইল এবং অজ্ঞানাংশ পৃথক্ করিয়া ভূতলে বা জড়ত্বে মিশাইয়া দিলেন —এইরূপে ক্রোধরূপী মহাপশু বা **মহারিপু** * মাতৃ-কৃপায় মাতৃচরণে উৎসর্গীকৃত হইল! মহিষাসুরের ন্যায় এখানেও ক্রোধময় নিশুম্ভের কারণভাবাপন্ন সংস্কার মূর্ত্তিটী সম্পূর্ণ বিকশিত হইতে না দিয়াই, চণ্ডিকা তাহাকে বধ করিলেন; কেননা সাক্ষাৎ কামরাজ শুম্ভ সশরীরে এখনও জীবিত; সুতরাং তাঁহার সহিত একাত্ম-ভাবাপন্ন ক্রোধের কারণাংশও সম্পূর্ণ বিলয় হইলে, তাহার সুশোভন কামমূর্ত্তির অঙ্গহানি হইবে! কেননা পরবর্ত্তী শেষ যুদ্ধেও ক্রোধের তেজ-বিকিরণ প্রয়োজন হইবে। বিশেষতঃ কামরাজের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট ক্রোধ-লেশ আপনা হইতেই বিলয় হইয়া যাইবে, ইহাই দেবীর অভিপ্রায়।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গীতাতে ভগবান ক্রোধের ক্রম-পরিণতি উল্লেখ করিয়া পরিশেষে যে বিনাশ দেখাইয়াছেন, ইহা নিশুম্ভের পরবর্ত্তী যুদ্ধেও অভিব্যক্ত—ইহাই এখানে দেখান যাইতেছে।

মূর্চ্ছিত ক্রোধমূর্ত্তি নিশুম্ভ চেতনা পাইয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। দেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য পুনরায় ক্রোধ প্রবল

* যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"ইহলোকে ক্রোধ জীবের বিনাশের মূল বলিয়া দৃষ্ট হয়—ক্রুদ্ধ ব্যক্তির বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান থাকে না; সে না করিতে পারে, এমন কর্ম্ম নাই। ক্রোধ মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে—অবধ্যকে বধ্য করে; ক্রুদ্ধ ব্যক্তিগণ আত্ম-ঘাতী হইয়া নরকগামী হয়। ক্রোধ মানুষের মুখ-চন্দ্রমার কমনীয় কান্তি বিদূরিত করিয়া, উহা বিভৎস দৃশ্যে পরিণত করে"—মহাভারত। বিশেষতঃ আধুনিক অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ, ক্রোধকে উন্মাদের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হওয়ায়, নিশুম্ভ আসুরিক শররূপ নাগ-পাশে দেবীকে কালীকে এবং সিংহকে বন্ধন করিয়া আনিবার জন্য ত্রিগুণময় শর নিক্ষেপ করিলে, দেবী উহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। তখন সেই মায়াবী সম্মোহিত হইয়া অযুত বাহু বিস্তার করত, চক্র ও বাণের সম্মোহন মায়াজাল সৃষ্টি করত, দেবীকে চতুর্দ্দিক হইতে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল! কিন্তু আর্ত্ত-জনের দুঃখ-নাশিনী মহামায়া দুর্গা ঐ মায়াবীর মায়াজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন অপরিসীম শক্তি-ক্ষয়হেতু নিশুম্ভের পুনরায় স্মৃতি-বিভ্রম উপস্থিত হইল—তাই দেবীকে বধ করিবার বৃথা আশায় সে আসুরিক গদা লইয়া দেবীর দিকে ধাবিত হইল। দেবী তাহার সেই উদ্যমও নষ্ট করিয়া দিলেন; তখন পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতায় তাহার বুদ্ধি লোপ হইল—তাই পুনরায় শূল লইয়া দেবীকে আক্রমণে উদ্যত হইলে, দেবী কর্ত্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইল—ইহাই ক্রোধের চরম পরিণতি!—সুতরাং নিশুম্ভ-বধ-লীলাতে গীতার ক্রোধ-বিষয়ক শ্লোকটী পর পর মূর্ত্ত হইয়া সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।—(৩২-৩২)

ততঃ সিংহশ্চখাদোগ্র-দংষ্ট্রাক্ষুন্নশিরোধরান্।
অসুরাংস্তাংস্তথা কালী শিবদূতী তথাপরান্॥৩৭
কৌমারীশক্তিনির্ভিন্নাঃ কেচিন্নেশুর্মহাসুরাঃ।
ব্রহ্মাণীমন্ত্রপূতেন তোয়েনান্যে নিরাকৃতাঃ॥৩৮

সত্য বিবরণ। অনন্তর সিংহ (নৃসিংহরূপী * শক্তি) উগ্রদংষ্ট্রা-

* চণ্ডীর প্রাচীন ও নবীন টীকাকারগণ সকলেই এই মন্ত্রোক্ত সিংহকে দেবী-বাহন সিংহরূপে গণ্য করিয়াছেন; কিন্তু আমি সিংহকে নৃসিংহ শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইলাম; কেননা পরবর্ত্তী চারিটী শ্লোকের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র নারসিংহী ব্যতীত নবশক্তিগণের অন্যান্য সকল শক্তি বা মাতৃগণের এই যুদ্ধে, শেষ ক্রিয়াশীলতার উল্লেখ রহিয়াছে; আর উক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ের শেষ শ্লোকটীতে দেবী-

দ্বারা গ্রীবাদেশ বিদীর্ণ করিয়া অসুরগণকে [illegible] করিতে লাগিলেন। কালী ও শিবদূতী অন্যান্য অসুরগণকে [illegible] করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥ কতকগুলি মহাসুর কৌমারীরশক্তিদ্বারা বিদারিত হইয়া বিনষ্ট হইল; অপর কতকগুলি ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপূত জলে বিধ্বস্ত হইল ॥৩৮

তত্ত্ব-সুধা। অষ্টশ্রেণীর সৈন্যগণের অধিনায়ক শুম্ভ-নিশুম্ভ; তন্মধ্যে শুম্ভ মূর্চ্ছিত, আর নিশুম্ভ বিনাশপ্রাপ্ত; সুতরাং অসুর-সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। তখন যে শ্রেণীর অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য যে যে মাতৃগণ আবির্ভূতা, তাঁহারা এই শেষ যুদ্ধে অসুরগণকে যথাযথ ভাবে বিলয় করিতে লাগিলেন। **নারসিংহী**—অহংতত্ত্বজাত **কালকেয়** মহাসুরগণকে বিলয় করিলেন। তৎসহ সাধকের **'কুল'** নামক পাশটী বা জাত্যাভিমান চিরতরে বিলীন হইল; আর জীব-ধর্ম্ম 'পরিচ্ছিন্নত্ব' নষ্ট হইয়া, ঈশ্বর-ধর্ম্ম 'ব্যাপকত্ব' লাভ হইল। অনন্তর **'কালিকা** দেবী মন-তত্ত্বের কারণাংশে জাত **দৌর্হৃদ** বংশীয় অসুরগণকে ভক্ষণ করিলেন। তৎসহ সাধকের **শঙ্কা** নামক পাশ বীজাংশসহ নষ্ট হইল; আর তাঁহার জীব-ধর্ম্ম 'বহুত্ব' নষ্ট হইয়া ঈশ্বর-ধর্ম্ম **একত্ব**-ভাব লব্ধ হইল। **শিবদূতী**—আকাশতত্ত্বে জাত **কালক** বংশীয় অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। তৎসহ সাধকের জুগুপ্সা বা নিন্দা নামক পাশটী বিনষ্ট হইল—এইরূপে গুরু-শক্তি শিবদূতী সাধকের সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অপসারিত করিয়া তাঁহার সঙ্গে [illegible] মঙ্গল সাধন করিলেন। অনন্তর **কৌমারী**—বুদ্ধিতত্ত্বজাত **মৌর্য্য** বংশীয়

বাহন "মৃগাধিপের" কার্য্যও পৃথকরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং যেখানে সমস্ত মাতৃশক্তিগণের নাম ও কার্য্যতা বিশেষভাবে উল্লেখ রহিয়াছে, সেখানে নৃসিংহ-শক্তির নাম বা কার্য্য কিছুই উল্লেখ থাকিবে না, অথচ দেবী-বাহন সিংহের নাম ও কার্য্য, দুইবার উল্লেখ থাকিবে, ইহা মোটেই যুক্তিসঙ্গত বা সমীচীন নহে। সুতরাং সিংহকে নৃসিংহ-শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করাই কর্ত্তব্য মনে করি—লেখক।

অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। তৎসহ সাধকের **মান** নামক পাশটীও বিলয় হইয়া গেল; আর সাধকের জীব-ধর্ম্ম 'অসমর্থত্ব' নষ্ট হইয়া ঈশ্বর-ধর্ম্ম **'সামর্থ্যত্ব'** লাভ হইল। **ব্রহ্মাণী**—ক্ষিতিতত্ত্বজাত **উদায়ুধ** ভৌম-অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। তৎসহ সাধকের **ঘৃণা** নামক পাশটী নষ্ট হইল; আর তাঁহার জীব-ধর্ম্ম 'অল্পশক্তিত্ব' নষ্ট হইয়া ঈশ্বর-ধর্ম্ম **'সর্ব্বশক্তিত্ব'** লাভ হইল।—এইরূপে সাধক অষ্টপাশ এবং অষ্ট জীবধর্ম্ম হইতে ক্রমে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইতে লাগিলেন।—(৩৭। ৩৮)

মাহেশ্বরীত্রিশূলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে।
বারাহীতুণ্ডঘাতেন কেচিচ্চূর্ণীকৃতা ভুবি ॥৩৯

খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ণব্যা দানবাঃ কৃতাঃ।
বজ্রেণ চৈন্দ্রীহস্তাগ্রবিমুক্তেন তথাপরে ॥৪০

কেচিদ্‌বিনেশুরসুরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ।
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী শিবদূত -মৃগাধিপৈ ॥৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে **নিশুম্ভ** বধোনাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ **শ্লোক**সংখ্যা ৩৯—**মন্ত্র**সংখ্যা ৪১

সত্য বিবরণ। কতকগুলি অসুর মাহেশ্বরীর ত্রিশূলাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইল; আর কতক বা বারাহী তুণ্ডাঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল ॥৩৯॥ বৈষ্ণবী চক্রদ্বারা কতকগুলি দানবকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন; আর কতকগুলি অসুর ঐন্দ্রীর স্বহস্তে নিক্ষিপ্ত বজ্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড হইল ॥৪০॥ একগুলি অসুর নিহত হইল; কতকগুলি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল; আর অবশিষ্ট অসুরগণ, চামুণ্ডা শিবদূতী এবং মৃগাধিপ (সিংহ) কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল ॥৪১

তত্ত্ব-সুধা। এইরূপে **মাহেশ্বরী**—তেজতত্ত্বজাত **কোটিবীর্য্য** অসুরগণকে বিলয় করিলেন। তৎসহ সাধকের **'ভয়'** নামক পাশটীও

বিলীন হইল; আর তাঁহার জীব-ধর্ম্ম [illegible]জ্ঞানত্ব’ নষ্ট হইয়া, ঈশ্বর-ধর্ম্ম **‘সর্ব্বজ্ঞত্ব’** লাভ হইল। **বারাহী**—মনতত্ত্বের সূক্ষ্মাংশে জাত **দুর্হৃদ** বংশীয় অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। তৎসহ সাধকের **‘শঙ্কা’** নামক পাশটীও বিলয় হইয়া গেল; আর তাঁহার জীবধর্ম্ম ‘অপরোক্ষাত্ব’ ভাব অর্থাৎ অপর দর্শন বা সর্ব্বত্র ভেদভাব প্রত্যক্ষ করার সঙ্কীর্ণতা নষ্ট হইয়া, ঈশ্বর-ধর্ম্ম **‘পরোক্ষ’**ভাব, অর্থাৎ পর দর্শন বা অভেদ পরম ভাব দর্শন করার ক্ষমতা লাভ হইল। **বৈষ্ণবী**—অপ্‌তত্ত্বজাত **কম্বু**বংশীয় দৈত্যগণকে বিনাশ করিলেন। তৎসহ সাধকের **লজ্জা** নামক পাশটীও নষ্ট হইল; আর তাঁহার জীব-ধর্ম্ম অবিদ্যা-উপাধি-স্থানত্ব নষ্ট হইয়া ঈশ্বর-ধর্ম্ম **‘মায়া**-উপাধিবানত্ব’ লাভ হইল—অর্থাৎ সাধক মায়া বা শক্তিতত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিলেন, **ঐন্দ্রী**—বায়ুতত্ত্বজাত **ধূম্র**-বংশীয় অসুরগণকে বিনাশ করিলেন; তৎসহ সাধকের **‘শীল’ নামক পাশটী নষ্ট হইল**; আর তাঁহার **জীব-ধর্ম্ম** সর্ব্ববিষয়ে ‘পরাধীনত্ব’ **নষ্ট হইয়া, ঈশ্বর-ধর্ম্ম** সর্ব্ববিষয়ে **‘স্বাধীনত্ব’** লাভ হইল।

এইরূপে মাতৃশক্তিগণ প্রধান অষ্টশ্রেণীর অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর যে সমস্ত আসুরিক ভাব অবশিষ্ট রহিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যুদ্ধ-ক্ষেত্রের সংঘর্ষে বা চাপে পড়িয়া বিনষ্ট হইল; কতকগুলি পলায়ন করিল—অর্থাৎ ভবিষ্যতে অসুরবংশ রক্ষার্থে বীজরূপে পরিণত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইল; আর অবশিষ্ট ত্রিগুণময় অসুরগণের মধ্যে তমোগুণপ্রধান অসুরগণকে, তামসী কালী বিনাশ করিলেন; সত্ত্বগুণপ্রধান অসুরগণকে, সাত্ত্বিকী শিবদূতী বিনাশ করিলেন; আর রজোগুণপ্রধান অসুরগণকে, রজোগুণান্বিত মৃগাধিপ সিংহ ভক্ষণ করিলেন; অর্থাৎ মাতৃগণ অসুরগণকে বধ করত তাহাদের রক্তমাংসদ্বারা তৃপ্তিলাভ করিলে, ধর্ম্মাত্মা সিংহ যুদ্ধের **মহাপ্রসাদ**রূপে

অবশিষ্ট দৈত্যগণকে ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন!—ইহাই [illegible]
যুদ্ধ-লীলার রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(৩৯-৪১)

সাধকের রজোগুণময় ক্রোধ, যাহা অন্তর্মুখীভাবে নানারূপে ক্রিয়াশীল হইয়া মুক্তি-পথের অন্তরায় বা বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই আসুরিক ভাব এবং অনুভাবসমূহ বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে সাধকের ক্রোধরূপী ভগবৎমুখী রজোগুণ বিশুদ্ধ হইয়া পর-বৈরাগ্য, পরাভক্তি এবং প্রেমানুরাগরূপে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে! অষ্টশ্রেণীর আসুরিক চাঞ্চল্য বিলয় হওয়ায়, সাধক রজোগুণময় **অষ্টসিদ্ধি** * লাভ করিয়াছেন; আনন্দের আতিশয্যে সাধকের দেহে অশ্রু পুলকাদি অষ্ট-সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহও প্রকাশ পাইতে লাগিল!—তিনি আজ অষ্টবিধ জীব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত ঈশ্বর-ধর্ম্ম বা ঈশ্বরত্ব লাভ করিলেন। দেবীমাহাত্ম্যের আদি শ্লোকে, জ্ঞানগুরু ঋষি অষ্টম মনুত্ব বা মহামানবত্ব লাভের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছিলেন, অনন্ত সাধন-সমুদ্র মন্থন করিয়া, সেই অমৃত-কুম্ভ এক্ষণে উত্তোলিত হইয়াছে—সুদীর্ঘ সাধন-পথ অতিক্রম করত, সাধক এক্ষণে পরমাত্মার সান্নিধ্যে উপনীত হইয়াছেন!—এক্ষণে সাধকের লব্ধ ঈশ্বর-ধর্ম্মরূপ ঐশ্বর্য্যটীকে পরমাত্মময়ী মাতৃচরণে অঞ্জলি দিয়া **মহাযজ্ঞের** পূর্ণ আহুতি প্রদান করিতে হইবে!—তাহা হইলেই মহামায়ার মহাপূজা সুসম্পন্ন হইবে!—ভক্ত-ভগবানের একাত্মমিলনরূপ মহারাসের মহালীলা সুসম্পন্ন হইয়া **মহামানবত্ব** লাভ হইবে!!

---

* অষ্টসিদ্ধি, যথা—(১) অণিমা (ইচ্ছামত ছোট হওয়া) (২) লঘিমা (ইচ্ছামত লঘু বা হাল্‌কা হওয়া,—খেচরত্বলাভ); (৩) মহিমা (ইচ্ছামত বড় হওয়া); (৪) প্রাপ্তি (যথেচ্ছা গমন); (৫) প্রাকাম্য (দূরস্থিত বস্তু নিকটে আনয়ন); (৬) বশিত্ব (স্তম্ভন, জীবমাত্রকেই বশীভূত করণ); (৭) ঈশিত্ব (ভৌতিক সর্ব্ববিধ পদার্থের উপর প্রভুত্ব); (৮) কাম বসায়িত্ব (ইচ্ছামত যে কোন পদার্থ যে কোন শক্তি প্রয়োগ)।

এক্ষণে হে ভক্তবৃন্দ! আসুন আমরা ভক্ত-ভগবানের সেই পরম বা শেষ লীলাটী আস্বাদনের জন্য প্রস্তুত হইয়া, মহামায়া মায়ের শ্রীচরণে প্রণত হই! **ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ !!**

ওঁ দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ।
যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ,
ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥

উত্তম চরিত্র

দশম অধ্যায়—শুম্ভ বধ।

—:()*():—

ঋষিরুবাচ ॥১

নিশুম্ভং নিহতং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং প্রাণসম্মিতম্।
হন্যমানং বলঞ্চৈব শুম্ভঃ ক্রুদ্ধোঽব্রবীদ্ বচঃ ॥২

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা নিশুম্ভকে নিহত হইতে এবং সৈন্যসকলকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া, শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল ॥—১৷২

তত্ত্ব-সুধা। কামরাজ শুম্ভের সেনাপতি, সৈন্য, রাজ্য সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে; অবিশ্বাস, লোভ-মোহ, অন্তঃকরণের দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য ও সংস্কাররাশি সমস্তই বিলয়প্রাপ্ত; প্রাণপ্রতিম একাত্মভাবাপন্ন সোদরতুল্য ক্রোধরূপী নিশুম্ভও নিহত—জগতে **'আমার'** বলিতে তাঁহার আর

কেহই নাই, কেবল '**আমি**' মাত্রই অবশিষ্ট। এইরূপে মহাসৌভাগ্যশালী শুম্ভের কারণ-ক্ষেত্রে অবস্থিত সর্ব্ববিধ আসুরিক সংস্কারাদি ক্রমে যথাযথ দেশ-কাল-পাত্র সংযোগে প্রকট করিয়া, করুণারূপিণী জগন্মাতা সমস্তই বিনষ্ট বা বিলয় করিয়াছেন! এজন্য শুম্ভের আমিত্ব ভাবটী ক্রমে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছে * —তাঁহার জীবাত্মা, পরমাত্মাতে লয় হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে! কিন্তু অবশিষ্ট একটী ভেদ ভাবের জন্যই সম্যক্ আত্ম-জ্ঞানের পরিস্ফুরণ হইতেছে না; উহা এই যে—সর্ব্বনাশ হইলেও, এখনও সেই পরমাত্মময়ীকে ভেদভাবে লাভ করার কামনাটী কামরাজের হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী—এখনও শুম্ভের আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবৎ জ্ঞানের পরিপূর্ণত্ব না হওয়ায়, সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ব লাভের বিঘ্ন রহিয়াছে! তাই ভাগ্যবান সাধকের কাম-কামনারূপ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান রিপুটী বিলয় বা বিশুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে পরমাত্মভাবে বিভাবিত করিবার জন্যই করুণাময়ী মায়ের এই অপূর্ব্ব সমর-লীলা!!—ইহা জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদাত্মক্ মিলনের অপূর্ব্ব বিলাস মাত্র।

ব্রজগোপীগণের সহিত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অভেদাত্মক্ মিলনের জন্যই, অত্যুজ্জ্বল প্রেমরসে পরিপূর্ণ নিত্য-রাসলীলা মর্ত্ত্যধামে প্রকাশিত হইয়া, মর-জগতে অমরত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা, এজন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিতেন; পক্ষান্তরে নিজেদের সম্বন্ধে জীবভাবীয় হীনতা বা দাসীত্ব প্রভৃতি নানাভাব পোষণ করিতেন।

* আমিত্বের বিশুদ্ধ অবস্থায় স্বরূপভাব আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে! তাই জনৈক সত্যদর্শী বৈজ্ঞানিক নিজের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমার নিজস্ব কোথায়? এই সবের মূলে আমি না তুমি?·····ভিতর ও বাহিরের শক্তি-সংগ্রামে জীবন, বিবিধরূপে পরিস্ফুটিত হইতেছে! উভয়ের মূলে একই মহাশক্তি; তাঁহাদ্বারাই অজীব ও সজীব, অণু ও ব্রহ্মাণ্ড, সমস্তই অণুপ্রাণিত! সেই মহাশক্তির উচ্ছ্বাসেই জীবনের সর্ব্ববিধ অভিব্যক্তি সম্ভব।"

রাসলীলাকালীন ভগবানের অন্তর্দ্ধানে, গোপীগণ দীনহীন ও নিঃসহায় ভাবে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। সমান সমান ভাব না হইলে, প্রেমের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইতে পারে না; এজন্য শ্রীরাসে প্রকটিত জীবভাবীয় হীনতা ও ভেদভাব, যাহা গোপীগণের দাসীত্ব প্রার্থনা প্রভৃতির অন্তরালে নিহিত ছিল, তাহা বিদূরিত করিয়া, গোপীগণকে একাত্মময়ী করিবার জন্য, প্রেমময় ভগবান গোপীগণের অঙ্গের নানাস্থানে শ্রীকর-কমলের অঙ্গুলী স্পর্শদ্বারা জীব-ভাবীয় লজ্জা ও সর্ব্ববিধ ভেদ-জ্ঞান নষ্ট করিয়া, তাঁহাদের অন্তর বাহ্য বিশুদ্ধ করত প্রেমানন্দের উদ্দীপন করিয়াছিলেন; পরিশেষে স্বরূপ পরমানন্দ ভোগ করাইবার জন্য, গোপীগণের হৃদয়ে আত্ম-আনন্দ-শক্তিকে নিরুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের সহিত আত্মারাম ভগবান প্রেমানন্দময় আত্ম-রমণ বা প্রেমবিলাস করিয়াছিলেন। এইরূপে **জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন** সংসাধিত হইয়াছিল—শ্রীরাস-মণ্ডলে জীবভাবাপন্ন সাধিকা গোপীগণ ক্রমে পরমভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন! অর্থাৎ রাধাময় হইয়া তাঁহারা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একাত্ম-মিলন দ্বারা ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছিলেন। দেবী-মাহাত্ম্যের শুম্ভবধ লীলাতেও পরমাত্মারূপিণী মহামায়া অম্বিকা, সাধকের জীবভাবীয় সর্ব্ববিধ ভেদ ও কারণ-স্তরের কামনা ও অবশিষ্ট সংস্কারাদি বিলয়পূর্ব্বক তাঁহাকে পরমাত্ম-স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই, এখানে সমর-কৌশলচ্ছলে **দেবী-রাসের** অবতারণা করিয়াছেন!—ইহা ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।—১।২

বলাবলেপদুষ্টে ত্বং মা দুর্গে গর্ব্বমাবহ।
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী॥ ৩

সত্য বিবরণ। হে দুর্গে! তুমি বলগর্ব্বে বড়ই উদ্ধতা হইয়াছ; গর্ব্ব করিও না; যেহেতু তুমি অতিমানিনী হইয়াও অপরের বল আশ্রয় করত যুদ্ধ করিতেছ॥—৩

তত্ত্ব-সুধা। 'বলাবলে' 'অপদুষ্টে' প্রভৃতি উক্তিদ্বারা কামরাজ শুম্ভ, দেবীর প্রতি স্বাভাবিকরূপে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলেও, ঐ বাক্যগুলি শ্লেষভাবযুক্ত এবং বহু অর্থবোধক, ইহা প্রাচীন টীকাকারগণ উদ্ধার করিয়াছেন, যথা—**বলাবলেপদুষ্ট**—(১) বলের অবলেপ (গর্ব্ব), তদ্বারা দুষ্ট (দুর্ব্বিনীত বা উদ্ধত) (২) দেবীর পরমার্থ বল অন্য সর্ব্বপ্রকার বলকে নিরাস করে, ইহাই বলাবল, অপদুষ্ট—যাঁহার সর্ব্বপ্রকার দোষ অপগত হইয়াছে। (৩) যিনি অতি বলবানকেও বলহীন বা অবল করিতে পারেন, আবার অতি দুর্ব্বলকেও যিনি বলবান করেন, তিনিই বলাবল। (৪) যিনি ভক্তগণকে প্রবল করেন, আবার অভক্তগণকে অবল করেন, সেই মহাশক্তিময়ীই বলাবল; অপদুষ্ট—যাঁহার আত্ম-পররূপ ভেদ নষ্ট হইয়াছে এবং যিনি সকলেরই ফলদাত্রী। দুর্গে=দুর্জ্ঞেয়া, দুর্গতিহরা কিম্বা বাক্য-মনের অগোচরা।

মা গর্ব্বমাবহ—(১) গর্ব্ব করিও না (২) গর্ব্বং মা আবহ—আমাকে গর্ব্বিত করিও না; অর্থাৎ কৃপাপূর্ব্বক আমার গর্ব্ব নাশ কর, কিম্বা আমাকে সুমতিদ্বারা কৃপা কর। (৩) মা=হে জগজ্জননি! গর্ব্বমাবহ=তোমার গর্ব্ব করার যথেষ্ট কারণ আছে; কেননা অহংকারাদি সর্ব্বভাব তোমাতেই বিলয় হয়; কিংবা তুমি আপনার ঐশ্বর্য্যে বা প্রেম-গরবে গরবিনী; এই সব কারণে গর্ব্ব করিবার অধিকার একমাত্র তোমাতেই বিদ্যমান। অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুদ্ধসে—(১) অন্যান্য শক্তিগণের বল বা সামর্থ্য আশ্রয় করিয়া, অর্থাৎ অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ কর (২) তোমারই বল বা শক্তি অন্যান্য সকলে আশ্রয় করিয়া ক্রিয়াশীল বা পরাক্রমশীল হয়। (৩) তুমি পরমাত্মা স্বরূপা বা পরমাত্মময়ী, এজন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তোমার বল প্রকাশ হয় অর্থাৎ শক্তিমানের বল, শক্তি ব্যতীত প্রকাশ করা সম্ভবপর

নহে। তুমি **অতিমানিনী**—(১) অতি গর্ব্বিতা (২) সকলেরই সম্মানযোগ্যা (৩) সকলেরই পূজ্যা বা পূজাহা; অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠা! আমার অপরাধ ক্ষমা কর—ইহাই শুম্ভোক্তির নানা প্রকার তাৎপর্য্য। মাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করা সত্ত্বেও, কন্দর্পের ন্যায় গর্ব্বিত শুম্ভ, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করে নাই, এজন্য অম্বিকা মা তাহাকে দুষ্ট (দুর্ব্বুদ্ধি) রূপে সম্বোধন করিয়াছেন।

এই মন্ত্রে চণ্ডী-সাধকের প্রতি উপদেশেরও ইঙ্গিত আছে, যথা—মানবমাত্রই মহাশক্তিময়ী প্রকৃতির বলে বলীয়ান হইয়াই সর্ব্ববিধ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করে এবং **'আমি কর্ত্তা' 'আমি ভোক্তা'** এবম্বিধ অভিমানে অভিমানী হয়; অর্থাৎ প্রত্যেক জীবই অপরের (প্রকৃতির) বল আশ্রয় করিয়াই ক্রিয়াশীল হয়, এরূপ অবস্থায় সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্ববিধ অভিমান পরিত্যাগ করত, নিজ নিজ প্রকৃতি ও বল সমূহকে মাতৃময় শক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দ লাভ করা। এইরূপে আমরা ভব-দুর্গতি হারিণী দুর্গা মাকেই যেন সকল বলের বল, সকলের মূলাধার এবং সকল কর্ম্মের নিয়ন্তৃরূপে উপলব্ধি করিতে পারি; আমাদের জীব-ভাবীয় সমস্ত দোষ যেন অপগত হয়; আমরা যেন বিশ্বজননীকে অতি সম্মান প্রদানপূর্ব্বক অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র মহামায়া মায়ের মহাপূজা সুসম্পন্ন করিতে পারি!—ইহাও মন্ত্রোক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য।—(৩)

দেব্যুবাচ ॥ ৪

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥ ৫
ততঃ সমস্তাস্তা দেব্যো ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্।
তস্যা দেব্যাস্তনৌ জগ্মূরেকৈবাসীৎ তদাম্বিকা ॥ ৬

সত্য বিবরণ। দেবী কহিলেন—এই জগতে আমি অদ্বিতীয়া; আমি ভিন্ন দ্বিতীয় আর কে আছে? রে দুষ্ট! দেখ্—আমারই বিভুতিরূপা ইহারা আমাতেই প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর সেই ব্রহ্মাণীপ্রমুখ শক্তি সমূহ, সেই দেবীর শরীরে লীন হইলেন; তখন অম্বিকা একাকিনীই যুদ্ধ-স্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

তত্ত্ব-সুধা। "**একৈবাহং**" (একা+এব+অহং); এই মহাবাক্যটীর সহিত, ঋষিবাক্য—"**নিত্যৈব সা**" এবং শ্রুতিবাক্য—"**একমেবাদ্বিতীয়ং**" প্রভৃতির সর্ব্বতোভাবে সাদৃশ্য ও মিল রহিয়াছে; ইহাতেও স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ পরিশূন্য স্বরূপ ভাব বিকশিত, যথা—একা (স্বগত ভেদ শূন্য), এব (স্বজাতীয় ভেদ শূন্য), অহং (বিজাতীয় ভেদ পরিশূন্য)। "একমেবাদ্বিতীয়ং" বাক্যদ্বারা ভগবানকে পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা হইয়াছে; কিন্তু একই অর্থবোধক "একৈবাহং" দ্বারা ভগবতী নিজেকেই নিজে প্রত্যক্ষভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন; অর্থাৎ "অদ্বিতীয়ং" এই পরোক্ষভাবের উক্তির পরিবর্ত্তে, "**অহং**"রূপ প্রত্যক্ষ ভাব, মা স্বয়ং নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এখানে, দেবী নিজ শরীরে সব মাতৃকা-শক্তিগণকে লয় করিয়া, তাঁহার উক্তির সত্যতা এবং সার্থকতা প্রদর্শনপূর্ব্বক, নিজ অদ্বিতীয়ত্ব প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেবীসূক্তের প্রথমেই সর্ব্ববিভূতি ধারণকারিণী সর্ব্ব-জননী পরমাত্মময়ী **অহং** (আমি) ভাবটীকে **বীজ** বা কারণরূপে দেখান হইয়াছিল, তাহাই ক্রমে কার্যক্ষেত্রে মূর্ত্তরূপে লীলানন্দের মধ্য দিয়া ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে; পরিশেষে বিভিন্ন শক্তিসমূহকে প্রকট্ করিয়া পুনরায় উহাদিগকে নিজদেহে বিলয়পূর্ব্বক মহাশক্তির সর্ব্বকারণত্ব ও সর্ব্বজননীত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

মা শুম্ভকে বলিয়াছিলেন এবং প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তিনি ভিন্ন

আর দ্বিতীয় কিছুই নাই!—জগতরূপেও মা, আবার জগতাতীতা অব্যক্তরূপেও চিন্ময়ী মা; নিমিত্ত কারণরূপেও মা, আবার উপাদান কারণরূপেও মা!—গুণাশ্রয়রূপে এবং গুনময়রূপেও একমাত্র মায়েরই অভিব্যক্তি; সুতরাং শুম্ভের অন্তর বাহিরও যে মাতৃময়, ইহা কেন সে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না, ইহাই মায়ের অভিপ্রায়।

পরমাত্মার **অদ্বিতীয়ত্ব** বিষয়ে দেবীসূক্ত ব্যাখ্যাকালে বিচার করা হইয়াছে এবং দেখান হইয়াছে যে দুইটী ধূলিকণার মধ্যেও পরস্পর পার্থক্য রহিয়াছে। এইরূপে দুইটী গাছ বা যে কোন দুইটী বস্তুতে বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে; এমন কি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় যে, দুইটী রোম বা চুল পর্য্যন্ত একরকমের হয় না। সৃষ্টির বৈচিত্রময় প্রবাহে এবং জগতের প্রতি অণু-পরমাণুতেও এই অদ্বিতীয়ত্ব বিদ্যমান! —তাই জগন্মাতাও সগর্ব্বে বলিয়াছেন **"একৈবাহং"**।

দেবী-মাহাত্ম্যের এই মন্ত্রে **সংখ্যা-বিজ্ঞানের** অপূর্ব্ব তত্ত্ব ও রহস্যও নিহিত আছে; তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। **"একৈবাহং"**—আমি একা; এখানে 'একা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ—ইহাই প্রকৃতি বা প্রধান; সংখ্যা হিসাবে ইনি **১ (এক)**; অর্থাৎ ইনি[illegible] আদ্যাশক্তি বা পরমা প্রকৃতি; আবার "একোঽহং বহুস্যাম্", এই [illegible]শ্রুত্যোক্তিরও ইনি এক। "অত্র জগতি দ্বিতীয়া কা মমাপরা"—এই জগতে আমাব্যতীত দ্বিতীয় আর কি আছে? অর্থাৎ কিছুই নাই। মন্ত্রোক্তির এই অংশ, **• শূন্য**-বাচক, কেননা এই জগতে প্রকৃতিব্যতীত ব্যক্তভাবে আর কিছুই থাকা সম্ভব নহে, এজন্য দ্বিতীয় বস্তুর অভাবটী **• শূন্য**তুল্য। পক্ষান্তরে ব্যক্তভাবে দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলেও, প্রকৃতিতে উপহিত অব্যক্ত চৈতন্যকে বা কালপুরুষকে বিচারের স্থলে দ্বিতীয় কিছু বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। সেই পরম পুরুষরূপী মহাকাল কিংবা

শিবময় **অব্যক্ত-চেতনাকে** শূন্য * বা ০ বিন্দুরূপেও কোন কোন শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে।] **বিন্দু**=শিবময়ভাব ; **নাদ**=প্রকৃতির শক্তিময় ভাব ; ইহাও এতৎসহ তুলনা কর যাইতে পারে]। এই প্রধান বা প্রকৃতিরূপিণী ১ [এক] এর সহিত, ০ শূন্যময় বা বিন্দুময় পরম পুরুষ মহাকালের সহযোগেই অনন্ত বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি সর্ব্ববিধ কার্য্য চলিতেছে। এইরূপে পরমা প্রকৃতিই পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইয়া দশদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছেন এবং একে শূন্য—দশ (১০), এই স্বরূপগত দশবিধ ভাবে মূর্ত্ত হইয়া দশমহাবিদ্যার তত্ত্বময়ী মূর্ত্তিরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ তন্ত্রমতে ভগবানের দশাবতারও, প্রকৃতিরূপিণী দশমহাবিদ্যারই দশবিধ বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ বা ভগবতীর লীলা-বিলাস। ০ এবং ১ ব্যতীত, ২ হইতে ৯ পর্য্যন্ত আরও ৮টী মৌলিকভাবাপন্ন সংখ্যা দৃষ্ট হয় ; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহারাও সেই প্রধানরূপা ১ [**এক**] এরই বিভিন্ন বিবর্ত্তন মাত্র, কেননা ২=১+১ ; ৩=১+১+১ ; অবশিষ্ট ছয়টী সংখ্যাও এই নিয়মে ধরিতে হইবে। এইরূপে একরূপী প্রধানের সহায়িকা ও একাত্মিকা উপরোক্ত আটটী সংখ্যা, ১ রূপী মূলা প্রকৃতি এবং ০ শূন্যরূপী অব্যক্ত চেতনার সহযোগে অর্থাৎ মোট ১০টী সংখ্যার যোগাযোগদ্বারাই অনন্ত সংখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে। জাগতিক হিসাবে, ০ শূন্য সংখ্যাটী যতক্ষণ শূন্য ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যার সহিত সংযুক্ত না হয়, ততক্ষণ উহার কোন মূল্য ধরা হয় না—অর্থাৎ ততক্ষণ উহা নির্গুণ বা অব্যক্তস্বরূপ ; কিন্তু প্রকৃতিরূপিণী যে কোন সংখ্যার সহিত যুক্ত হইলে সেই ০ শূন্যেরও মূল্য হয় ; তখন অব্যক্ত ভাবাপন্ন শূন্যও

* ০ শূন্য অর্থে অভাবযুক্ত বা শূন্যময় অবস্থা নহে, পক্ষান্তরে উহা নির্গুণ বা গুণাতীত, পরিপূর্ণ অব্যক্ত অবস্থা। এজন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে ০ শূন্য-বিন্দুকে পূর্ণ অর্থে গ্রহণ করা হয়।

প্রকৃতির সহযোগে গুণময় হইয়া, ব্যক্তভাবে আত্ম-প্রকাশ করেন। **সূর্য্য-কিরণ** সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু যে বস্তুতে উহা প্রতিহত বা প্রতিফলিত হয় উহাকেই প্রকাশ করে, আবার তদ্দ্বারা নিজেরও প্রকাশময় সত্তা বা অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়।

দেবী মাহাত্ম্যের এই মন্ত্রে কৌশিকী বা অম্বিকা দেবীই প্রধান বা প্রকৃতিরূপিণী ১, মন্ত্রোক্ত ০ শূন্যময় ভাবই মৃত্যুঞ্জয় ঈশানরূপী মহাকাল কিম্বা প্রলয়ের একাত্ম-শক্তি চামুণ্ডারূপিণী কালিকা *; আর অবশিষ্ট অষ্ট-মাতৃকা শক্তিই অবশিষ্ট আটটী সংখ্যাস্বরূপ। ১ হইতে ০ পর্য্যন্ত নয়টী সংখ্যার ন্যায় অম্বিকা মা, কালিকা প্রভৃতি নব মাতৃকা-শক্তিগণকে বিকাশ বা প্রকট্ করিয়া, পুনরায় তাঁহাদিগকে নিজ কারণময় শরীরে পুনঃ প্রবিষ্ট করতঃ ১ এক বা **অদ্বিতীয়ারূপে** অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। এইরূপে জগদম্বা মা জগৎবাসীর চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত এবং প্রপঞ্চময় জগতকেও মায়ের বিভূতি বা মাতৃরূপ আস্বাদন করাইবার জন্য, সজোরে ঘোষণা করিয়াছেন—**একৈবাহং !!**—(৫।৬)

দেব্যুবাচ ॥৭

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥ ৮

---

* মহাকাল, লোকক্ষয়কারী যে সমস্ত কার্য্য করেন, যাহা গীতার একাদশ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কার্য্যই চণ্ডীর চামুণ্ডা বা কালিকা, করাল বদনের চর্ব্বণদ্বারা সম্পাদন করিয়া থাকেন; সুতরাং কাল এবং কালী অভেদ ও একাত্মভাবাপন্ন এজন্য উভয়েই ০ শূন্য তুল্য। মহাশক্তি-রূপিণী দশমহাবিদ্যাগণের প্রত্যেকের তৎ তৎ শিব আছেন; কিন্তু প্রলয়মূর্ত্তি ধূমাবতীর শূন্যময় শিব, এজন্য তিনি বিধবা। আর কালী বলিতে, সকলেই প্রলয়-মূর্ত্তি নহেন, গুণাতীতা, ত্রিগুণময়ী এবং প্রত্যেক গুণের বিভিন্ন কালী আছেন,—তাই আদ্যাশক্তি গুণাতীতা কালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, ত্রিগুণময়ী মহাকালী, ভদ্রকালী, তারাকালী, রক্ষাকালী (রজগুণ প্রধান), শ্মশান কালী এবং চামুণ্ডাকালী প্রভৃতি বহুবিধ কালীপূজার ব্যবস্থা আছে।

সত্য বিবরণ। দেবী বলিলেন—আমি স্বীয় বিভূতি প্রভাবে বহুরূপে অবস্থিত ছিলাম, এক্ষণে তাহা আত্ম-দেহে সংহরণ করিলাম। এখন যুদ্ধে আমি একাই রহিলাম; তুমি স্থির হও।—(৭।৮)

তত্ত্ব-সুধা। মায়ের বিভূতিস্বরূপা ব্রহ্মাণীপ্রমুখ নব-শক্তি, মায়ের চিন্ময় ও কারণময় দেহে বিলীন হইল। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হইয়াছে যে, দেবী মাহাত্ম্যের উত্তম চরিত্রে কারণভাবাপন্ন আসুরিক সংগ্রাম অভিব্যক্ত। এই মন্ত্রে মহাকারণময়ী মা, নিজ দেহে বিভূতিময়ী শক্তি-সমূহকে লয় করিয়া নিজ কারণত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আর ইহাদ্বারা উপরোক্ত গ্রন্থোক্তির সত্যতাও নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কৌশিকী মা বাহিরে সত্ত্বগুণময়ী মহাসরস্বতী হইলেও অন্তরে প্রলয়ঙ্করী বা সর্ব্বলয়কারী তামসীভাবাপন্না; এজন্য তিনি সর্ব্ববিধ বিভূতিকে নিজদেহে বিলয় করিতে সমর্থা হইয়াছেন।

সাধকগণের পক্ষে বিভূতিলাভ করা বা বিভূতিতে মুগ্ধ থাকা, কিম্বা বিভূতি আশ্রয়দ্বারা যে কোনপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করা, চরম লক্ষ্য-বস্তু লাভের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় বা বাধাস্বরূপ; এজন্য যাঁহারা যোগ বা সাধনলব্ধ বিভূতিতে মুগ্ধ হন বা শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাদের শক্তি বা বিভূতি মা সংহরণ করিয়া থাকেন; তখন সাধক কিছুকাল শক্তিহীন হইয়া নিরস স্তরে পতিত হন। অনন্তর পুনরায় লক্ষ্য-বস্তুতে বিশেষ একাগ্রতা, ব্যাকুলতা এবং তন্ময়তা প্রকাশ পাইলে, অভীষ্ট দেব-দেবী, সাধককে যথাসময়ে সিদ্ধিপ্রদানে কৃতার্থ করেন। এখানেও শুম্ভ, বাহ্য-ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ ছিল, তজ্জন্য মায়ের বিভূতিসমূহকে বিদূরিত করিবার চিন্তা বা চেষ্টা পূর্ব্বে আসে নাই। কিন্তু শুম্ভের সর্ব্ববিধ বাহ্যিক বল বা ঐশ্বর্য্যের বিনাশ হইয়াছে; এক্ষণে ঈশ্বরত্ব লাভ করায়, ঐশ্বর্য্যময় মাতৃ-বিভূতিসমূহের উপরও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে;

তাই করুণাময়ী মা, সেই বিভূতিসমূহ সংহরণ করিয়া, তাঁহাকে জ্ঞান ও চেতনা প্রদান করিলেন। মহাকাল বা মহাকালীর, সংহার বা সংহরণলীলা দেখিয়া কেহই স্থির থাকিতে পারেনা—তাই ভক্ত অর্জ্জুনও চঞ্চল হইয়াছিলেন, সুতরাং অভক্ত শুম্ভ যে চঞ্চল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাই মা শুম্ভকে বলিয়াছেন—স্থির হও, কেননা বিভূতি-সংহরণ-লীলা শেষ হইয়াছে, এক্ষণে **তুমি** আর **আমি** মাত্র অবশিষ্ট! সুতরাং চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করত স্থিরভাবাপন্ন হইয়া এখনও আমাতে আত্মসমর্পণ কর, নতুবা বলপ্রয়োগের চেষ্টা করিলে, তোমাকেও আমাতে লয় করিয়া ফেলিব!—ইহাই মাতৃ-উক্তির বিশেষ তাৎপর্য্য। তান্ত্রিকগণের সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেও নানাপ্রকার বিভূতি, বিঘ্নরূপে প্রকট হইয়া, সাধকগণের ভীতি উৎপাদন করিতে, কিম্বা চাঞ্চল্য আনয়ন করিতে চেষ্টা করে; তখন **সদ্‌গুরু** "মাভৈঃ" বলিয়া শিষ্যের চাঞ্চল্য দূর করিতে প্রয়াস পান; সেইরূপ এখানেও শুম্ভের প্রতি মায়ের অযাচিত করুণা-প্রকাশ এবং স্থিরত্ব লাভের জন্য উপদেশ!!

দেবী ও শুম্ভের যুদ্ধ-লীলারহস্য উদ্ঘাটনের পূর্ব্বে আরও একটী প্রণিধান যোগ্য বিষয়ের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। নিজ নিজ অভীষ্ট পূরণ করিবার অভিলাষে, ভগবান বা ভগবতীকে লাভ করিবার ইচ্ছাও কামনা। কেননা ইষ্ট দেব-দেবীর সহিত ভাবরাজ্যে জড়িত হইলেও, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছামাত্রই **কাম**; পক্ষান্তরে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের প্রীতি ইচ্ছা অর্থাৎ ইষ্ট দেব-দেবীর প্রীত্যর্থে সমর্পিত বা অনুষ্ঠিত ক্রিয়া মাত্রই **প্রেম**। মহাশক্তিরূপিণী নারীমূর্ত্তিকে কান্তাভাবে লাভ করিবার জন্য ঐকান্তিক কামনার মহাযজ্ঞে, কামরাজ শুম্ভ সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদান করিয়াছেন! কিন্তু তথাপি তাঁহার উদ্যম বা অধ্যবসায় নষ্ট হয় নাই! সহভাবাপন্ন ক্রোধের মূর্ত্ত-অবস্থারূপী নিশুম্ভ বিনষ্ট হইলেও, অভীষ্ট-

প্রাপ্তির বিঘ্নহেতু এখনও শুম্ভের ক্রোধময ভাবের কিঞ্চিৎ লেশ বা উদ্দীপন আছে; এখনও সেই অপূর্ব্ব নারীকে লাভ করিবার কামনা শুম্ভের হৃদয়ে বলবতী!—কেননা কামের স্বভাবই কামনা, উহা মাতৃরূপাদ্বারা বিলয় না হওয়া পর্য্যন্ত, সেই দুষ্পূরণীয় অনল কিছুতেই নিভিবে না।

জনক রাজা যখন তদীয় গুরুদেব **অষ্টাবক্র** মুনির নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের কামনা করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; তখন **গুরু-শিষ্যের** মধ্যে যে অতুলনীয় বাক্য-বিলাস হইয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারিলেই, শুম্ভ ও মায়ের যুদ্ধলীলার রহস্যটী সহজেই বুঝা যাইবে। অষ্টাবক্র বলিয়াছিলেন—"বৎস! তোমার সুখ-দুঃখ সমান, তোমার আশা-নিরাশা সমান, তোমার জীবন-মরণ সমান; তুমি আপনাকে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ বোধ করিয়া, জীব-ভাব লয় কর। তত্ত্ব-জ্ঞানপ্রভাবে বাগ্মী মূক হইয়া যায়, জ্ঞানীও জড়বৎ হয়; তুমি সাক্ষীস্বরূপে চিন্ময়রূপে বিরাজিত; অতএব নিরপেক্ষ হইয়া সানন্দে বিচরণ কর। অসূয়া, রাগ, দ্বেষ মনের ধর্ম্ম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার মন নাই! যেহেতু তুমি নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প ও জ্ঞানস্বরূপ! সাগরে তরঙ্গবৎ যাঁহাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্ফুরিত হইতেছে, তুমিই সেই চিন্ময়স্বরূপ; এই প্রকার তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া, তুমি সর্ব্বপ্রকার চিন্তা সন্তাপ ও **কামনা** পরিত্যাগ কর। চিত্ত যখন কামনা করে, শোক করে, ক্রুদ্ধ হয়; কোন বস্তু ত্যাগ করে, আবার কোন বস্তু গ্রহণ করে, দুঃখিত বা আনন্দিত হয়, তখন উহা বন্ধনস্বরূপ। আবার যখন ঐসকল ভাব বা তরঙ্গরাজি হইতে মুক্ত হয়, তখনই মুক্তির বা জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ হয়।

আত্মস্বরূপ অপার মহাসাগরে এই বিশ্ব-তরঙ্গ সমুত্থিত হউক, কিম্বা লয় প্রাপ্ত হউক; তাহাতে আত্মময় তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? বৎস! চিন্ময় জগতের সহিত তোমার ভেদ নাই—তোমার হেয় বা

উপাদেয় বস্তু কিছুই নাই! সংসার-সমুদ্রে একমাত্র **আত্মাই** ছিলেন, এখনও বর্ত্তমান আছেন, আবার ভবিষ্যতেও থাকিবেন—তুমিও আত্মময়, সুতরাং বন্ধন বা মুক্তি কিরূপে সম্ভবে? হে চৈতন্যস্বরূপ! তুমি সঙ্কল্প-বিকল্পদ্বারা চিত্তকে উদ্বিগ্ন করিওনা; আত্মারাম হও, আনন্দস্বরূপ হও এবং শক্তিময় হও। তুমি যে সমাধি-লাভের ইচ্ছা করিতেছ—ইহাই তোমার বন্ধন! তুমি যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ইচ্ছা করিয়াছ—ইহাই তোমার জীবত্ব! নতুবা তোমার বন্ধন ও জীব-ভাব কোথায়? তুমি নিত্য মুক্ত স্বভাববান! তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; ষড়ভাব বিকারের সহিতও তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে তোমার যদি আত্মজ্ঞান লাভ হয়, যদি তোমাতে আর আত্মাতে কোন পার্থক্য না থাকে, যদি ধাতা, ধ্যেয় ধ্যান এবং জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান, একই **ব্রহ্মে** পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তবে আর ধ্যান-ধারণা কিম্বা সমাধির প্রয়োজন কি? সাধনা ও কামনারইবা অস্তিত্ব কোথায়? যাঁহার চিত্ত, মোক্ষ লাভেও নিঃস্পৃহ, সেই আত্মজ্ঞান-তৃপ্ত মহাত্মার সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে? অতএব তুমি আত্মস্থ হও; জীবদেহ-ভাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞানময় আত্মস্বরূপ আত্মারাম ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া **আত্ম-রমণনিষ্ঠ** হও এবং আত্মানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হও।

রাজা জনক, কায়মনোবাক্যে সংযমের সাধনাদ্বারা নিজকে পূর্ব্বেই অতি বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন; সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বময় অবস্থাতেও সাক্ষীভাবে অবস্থানের যোগ্যতা লাভ করিয়া, স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি শ্রীগুরুর উপদেশামৃত পানের সঙ্গে সঙ্গেই অপরোক্ষ ব্রহ্মানন্দময় অনুভূতি লাভ করিলেন! অতঃপর আত্মস্থ হইয়া, শ্রীগুরুকে আত্মজ্ঞানময় অনুভূতিসমূহ **সমর্পণ** পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"অহো! আমি এতদিন মোহবশে বিড়ম্বিত ছিলাম!—আমি নিরঞ্জন শান্ত নিত্য

বোধস্বরূপ আত্মা! জলজাত তরঙ্গ ও বুদ্বুদ যেমন জল হইতে পৃথক্ নহে, বস্ত্র যেমন সূত্রসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে; সেইরূপ আত্মা হইতে সঞ্জাত এই বিশ্ব আত্মস্বরূপ আমা হইতে ভিন্ন নয়। এই নিখিল জগতই আমার, অথচ আমার কিছুই নাই! অর্থাৎ আমি (আত্মা) সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়াও নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ! অহো! আমার ধর্ম্মই বা কোথায়? কামনাইবা কোথায়, অর্থই বা কোথায়? আমার বিবেকিতা কোথায়? দ্বৈতভাব কোথায়, আর অদ্বৈত ভাবই বা কোথায়? আমি আত্ম-মহিমায় সংস্থিত! আমি অবিনশ্বর! অব্যয়!—**ব্রহ্মা** হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত জগতের সকল বস্তু বিনষ্ট হইলেও, **আমি** চিরবিদ্যমান! সুতরাং এইরূপ আমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার" !! দেবী-মাহাত্ম্যে ভগবান ও ভগবতী যুদ্ধরূপ লীলা-বিলাসদ্বারা জীব-ভাবাপন্ন আমিকে বিশুদ্ধ করত, সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন; সেই অপূর্ব্ব যুদ্ধ-লীলার এখানেই পরিসমাপ্তি হইবে! অচিরে শুম্ভরূপী—জীবাত্মা, পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করত ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন।—(৭।৮)

ঋষিরুবাচ ॥৯

তত প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুম্ভস্য চোভয়োঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামসুরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥১০
শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈ স্তথাস্ত্রৈশ্চৈব দারুণৈঃ।
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ভূয়ঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥১১

সত্য বিবরণ। ঋষি বলিলেন—অনন্তর দেবাসুরগণের সম্মুখে দেবী ও শুম্ভের নিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥৯।১০॥ সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ এবং ভীষণ অস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বলোক-ভয়াবহ অতিমহৎ যুদ্ধ হইয়াছিল [ভূয়ঃ = অতিমহৎ] ॥১১॥

তত্ত্ব-সুধা। দেবী ও শুম্ভের যুদ্ধকে মন্ত্রে সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর দারুণ এবং সুমহৎ বলা হইয়াছে। এই যুদ্ধ-লীলাতে শুম্ভের স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-দেহের অবশিষ্ট সর্ব্ববিধ সদসৎ বৃত্তি, ভাব এবং সংস্কারাদি নষ্ট হইবে; পরিশেষে ঐ ত্রিবিধ দেহরূপী ত্রিলোকও বিলয় হইয়া ভক্ত শুম্ভ, মাতৃ-কৃপায় **মহামুক্তি** লাভ করিবেন; সুতরাং এবম্বিধ ত্রিলোক-বিলয়কারী যুদ্ধকে মন্ত্রে সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর বলা হইয়াছে। স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মের শক্তি বা ক্ষমতা অধিক; এজন্য শারিরীক বল অপেক্ষা মানসিক বলের স্থান অনেক উচ্চে। শুধু গায়ের জোরে কোন কার্য্য সফল করিবার চেষ্টাকে পশু-বল প্রয়োগ, বলা যাইতে পারে। মানুষের বুদ্ধি-প্রসূত একটী এঞ্জিন (Engine) দশহাজার মণ ভার, অনায়াসে সবেগে টানিতে পারে! কিন্তু শারিরীক বলদ্বারা ঐ কার্য্য করিতে হইলে, আত্যন্তিক বলক্ষয় হইবে মাত্র; অথচ উহা বুদ্ধি-লব্ধ যন্ত্রের সমকক্ষ কিছুতেই হইবে না। এই নিয়মে স্থূল অপেক্ষা সূক্ষ্মের ক্ষমতা অধিক; আবার কারণ-স্তরের শক্তি, স্থূল-সূক্ষ্ম অপেক্ষা অনেক অধিক; এইসব কারণে এখানে মন্ত্রে, কারণ-স্তরের অস্ত্রাদিকে এবং যুদ্ধ-লীলাকে 'দারুণ' বলা হইয়াছে।

মন্ত্রোক্ত **'ভূয়ঃ'** বাক্যটী চণ্ডীর আধুনিক টীকাকারগণ পুনরায় বা পুনঃ পুনঃ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু নাগোজী প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ উহাকে মহৎ বা সুমহৎ অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উহা সমীচীন এবং সুসঙ্গত হইয়াছে; কেননা গীতাতে ভগবান্ প্রকৃতিরূপিণী মহামায়াকে যোনি বা কারণরূপা **মহৎ-ব্রহ্ম** বলিয়াছেন; আবার দর্শন-শাস্ত্রমতে• মহত্তত্ত্বই সকল তত্ত্বের আদি মহাকারণস্বরূপ সত্ত্বগুণ-সমষ্টি; আজ্ঞা বা দ্বিদল-পদ্মই মহত্তত্ত্বের আশ্রয় বা বিলাস স্থান; আর দ্বিদলের মহত্তত্ত্বময় প্রকাশভাবযুক্ত সত্ত্বগুণান্বিত চিদাকাশেই সাধকগণের

জ্যোতিঃমধ্যে ইষ্ট-দর্শনাদি সুসম্পন্ন হয়! সুতরাং দ্বিদল-পদ্মের যুদ্ধ-বিলাসকে মন্ত্রে ভূয়ঃ বা সুমহৎ বলা ঋষিগণের অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক।

এই মন্ত্রে, 'দেবতা ও অসুরগণের সম্মুখে যুদ্ধ হইল' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যেখানে অম্বিকা দেবী ও শুম্ভ এককভাবে যুদ্ধে অবস্থিত, সেখানে অসুরগণের উপস্থিতি কিরূপে সম্ভবে?—ইহার সমাধানও কঠিন নহে; কেননা, দেবী-যুদ্ধে যে সমস্ত অসুর ভয়াতুর হইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারাই দূর হইতে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে শুম্ভের যুদ্ধ দেখিতে লাগিল, ইহা স্বাভাবিক। [চণ্ড-মুণ্ড বধ অধ্যায়ে আছে—"হতশেষং ততঃ সৈন্যং......দিশো ভেজে ভয়াতুরম্]; আবার নিশুম্ভ ও তৎ সৈন্যগণ বিনষ্ট হইলে, কতক অসুর পলায়ন করিয়াছিল।

রজোগুণের বিভিন্ন ক্রিয়াশীলতা যুদ্ধরূপে অভিব্যক্ত; দেবী-মাহাত্ম্যের **যুদ্ধরাজি** স্থূল প্রবৃত্তিমুখী বিলাস নহে! পক্ষান্তরে, উহা আত্মাভিমুখী বা ভগবৎ অভিমুখী জয়যাত্রা-পথের বিঘ্ন অপসারণ এবং আত্ম-বিশুদ্ধি করণার্থে, শাস্ত্র মহাজন ও ভগবৎ প্রদর্শিত সুমঙ্গল অনুষ্ঠান। রজোগুণ যখন প্রবৃত্তি পথ পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তি-পথে প্রধাবিত হয়, তখন উহা অনুরাগ-রঞ্জিত হইয়া, কোন কোন অবস্থাতে পরবৈরাগ্য বা পরাভক্তিরূপে প্রকাশ পায়, কিম্বা পাত্রভেদে উহা, ব্রত-পূজা, যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রবল ইচ্ছারূপে, অথবা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনাদিদ্বারা আত্ম-বিকাশের চেষ্টা প্রভৃতি রূপেও অভিব্যক্ত হয়, [এবিষয়ে পূর্ব্বেও উল্লেখ করা হইয়াছে]। ক্রমে ঐ প্রকার সাধন-পথে যে সকল বিঘ্নকর ভাব বা বিশুদ্ধি-লাভের অন্তরায় উপস্থিত হয়, তাহা মাতৃ-কৃপায় ক্রমে অপসারিত হইলে, সাধন-পথের অনুরাগ ভগবৎ প্রেমানুরাগে অভিরঞ্জিত হইয়া দীপ্তি পায়। ভাগ্যবান সাধকরূপী শুম্ভ ভগবতীর দর্শন লাভ করিয়াছেন—তাঁহার নিজস্ব সমস্তই দেবী-লাভের

দৃঢ় কামনা-যজ্ঞে বলি প্রদান করিয়াছেন!—তাই তিনি এক্ষণে বৈরাগ্যসম্পন্ন, একক এবং বিশুদ্ধ!—এইরূপে মাতৃচরণে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া তিনি নিস্ব হইয়াছেন, এক্ষণে **আত্মবলি** দান মাত্র অবশিষ্ট! সুতরাং এই শেষ আহুতিটী দিতে পারিলেই মহাযজ্ঞ-সুসম্পন্ন হইয়া মহাযুদ্ধের অবসান হইবে এবং ভক্তও মাতৃ-চরণে মহানির্ব্বাণ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন!! সুতরাং **এই সর্ব্বস্ব সমর্পণরূপ যুদ্ধ-লীলা** অভিনব বটে এবং ইহা সুরাসুর প্রভৃতি সর্ব্ব-শ্রেণীরই দর্শনযোগ্য এবং উপভোগ্য॥

সাধক ইষ্ট লাভের জন্য প্রণব জপ করিতে লাগিলেন—*ইহাই* মন্ত্রোক্ত শুম্ভের শরবর্ষণ; আর বিশুদ্ধ মানসোপচারসমূহ অর্থাৎ বিশুদ্ধ অন্তরের পবিত্র ও দিব্যভাবসমূহ ইষ্ট-চরণে সমর্পণ করিতে লাগিলেন—*ইহাই* শুম্ভের শিত শস্ত্রাদি অম্বিকার প্রতি নিক্ষেপ!—এইসকল ভাবই মন্ত্রোক্তি-সমূহের তাৎপর্য্য।—(৯-১১)

দিব্যান্যস্ত্রাণি শতশো মুমুচে যান্যথাম্বিকা।
বভঞ্জ তানি দৈত্যেন্দ্রস্তৎপ্রতীঘাতকর্ত্তৃভিঃ॥১২
মুক্তানি তেন চাস্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী।
বভঞ্জ লীলয়ৈবোগ্রহুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ॥১৩

সত্য বিবরণ। অনন্তর অম্বিকা দেবী যে শত শত দিব্যাস্ত্রসমূহ শুম্ভের প্রতি নিক্ষেপ করিলন, দৈত্যাধিপতিও নিজ প্রতিঘাতকারী অস্ত্রসমূহদ্বারা তাহা ব্যর্থ করিয়া দিলেন! আবার সেই অসুরাধিপতি যে সকল দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিল, পরমেশ্বরী সেইসকল অস্ত্র প্রচণ্ড হুঙ্কার প্রভৃতিদ্বারা অবলীলাক্রমে ভগ্ন করিয়া দিলেন।—(১২।১৩)

তত্ত্ব-সুধা। অম্বিকা দেবী শুম্ভের প্রতি দিব্য ভাব সকল অস্ত্ররূপে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহা শুম্ভ নিজ অস্ত্রদ্বারা ব্যর্থ করিয়া-দিলেন!—এই উক্তি সমূহে অতি সুন্দর দুইটি রহস্য আছে যথা—

প্রথমতঃ শুম্ভ, ক্রমে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া, এক্ষণে প্রায় দেবীর সাযুজ্যতা বা সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব লাভ করিয়াছেন; পূর্ব্বে কোন অবস্থাতেই কেহ দেবীর দিব্যাস্ত্রসমূহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিতে পারেন নাই, কিন্তু এক্ষণে মায়ের কৃপায় ও তাঁহার ইচ্ছায়, শুম্ভ দিব্যভাবে বিভাবিত হওয়ায়, দেবীর অস্ত্রসমূহ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ নিজ সমর্থ দিব্যভাবরূপী অস্ত্রদ্বারা শুম্ভ, দেবীর অস্ত্রগুলি লয় করিতেও সমর্থ হইলেন!—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শুম্ভ স্বয়ং দিব্যভাবে পূর্ণ হওয়ায়, দেবীপ্রেরিত অস্ত্ররূপী দিব্যভাব সমূহ নিজের ভিতরে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন! অর্থাৎ দেবীপ্রদত্ত দিব্যভাব দ্বারা তিনি আরও বিশুদ্ধভাবাপন্ন ও শক্তিশালী হইলেন। আর শুদ্ধভাবাপন্ন শুম্ভ, তদীয় দিব্যাস্ত্ররূপ শুদ্ধভাবসমূহ [ইহাই মন্ত্রোক্ত দিব্যানি অস্ত্রাণি], সর্ব্ব-নিয়ন্ত্রী পরম সামর্থ্যশীলা পরমেশ্বরীতে শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিলে, তিনি হুঙ্কাররূপী দিব্য লয়-শক্তিদ্বারা উহা স্বয়ং সানন্দে গ্রহণ করিলেন; কেননা শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতার সহিত মহাশক্তিময় ভগবানকে যিনি যাহাই প্রদান করুন না কেন, তিনি স্বয়ং উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন; সুতরাং শুম্ভ-প্রদত্ত সম্ভার যতই অকিঞ্চিৎকর হউক, তথাপি তাহা জগন্মাতা যেন প্রশংসাযুক্ত বাক্যাদিদ্বারা আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন! [—তাই মন্ত্রে আছে, "উচ্চারণাদিভিঃ"]

হুঙ্কার সম্বন্ধে মধ্যম খণ্ডে সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে হুঙ্কারদ্বারা দেবী আসুরিক তেজময় ও শক্তি-সম্পন্ন অস্ত্রসমূহ বিলয় করিয়া ফেলিলেন! ইহাদ্বারা হুঙ্কারের অসীম প্রভাব বা ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর সাধকগণের পক্ষেও, সর্ব্ববিধ আসুরিক বৃত্তি সমূহকে বিলয় করিবার পক্ষে হুঙ্কার একটী ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ইহাও এখানে সাক্ষাৎভাবে প্রতিপন্ন ও প্রমাণ করা হইল। বিশেষতঃ

ভাবাবস্থায় ভক্তগণও, হুঙ্কার-ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন ।—(১২।১৩)

ততঃ শরশতৈ র্দেবীমাচ্ছাদয়ত সোঽসুরঃ।
সাপি তৎ কুপিতা দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিঃ ॥ ১৪
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্র স্তথা শক্তিমথাদদে।
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্ ॥ ১৫
ততঃ খড়্গমুপাদায় শতচন্দ্রঞ্চ ভানুমৎ।
অভ্যধাবৎ তদা দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বরঃ ॥ ১৬
তস্যাপতত এবাশু খড়্গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা।
ধনুর্মুক্তৈঃ শিতৈর্বাণৈশ্চর্ম্ম চার্ককরামলম্ ॥ ১৭

সত্য বিবরণ। অনন্তর সেই অসুর শত শত শরদ্বারা দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। দেবীও কুপিতা হইয়া বাণসমূহ দ্বারা তদীয় ধনু ছিন্ন করিলেন ॥১৪॥ এইরূপে ধনু ছিন্ন হইলে, দৈত্যরাজ শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিল ; দেবী তাহার করস্থিত শক্তি অস্ত্রকে চক্রদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১৫॥ অনন্তর দৈত্যরাজাধিরাজ শুম্ভ, খড়্গ এবং অতি প্রভাশালী শত-চন্দ্র নামক চর্ম্মফলক (ঢাল) গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবীর প্রতি ধাবিত হইল ॥১৬॥ শুম্ভাসুর নিকটে আসিতে না আসিতেই চণ্ডিকা, ধনুর্ম্মুক্ত তীক্ষ্ণবাণদ্বারা সূর্য্য-কিরণতুল্য প্রভাবিশিষ্ট তদীয় খড়্গ ও চর্ম্ম তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥১৭

তত্ত্ব-সুধা। জীবন্মুক্তি লাভ করিলেও প্রারব্ধ-কর্ম্মফল ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, এবিষয়ে পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। এজন্য বিশুদ্ধ সাধকের জীবনে যে কোন প্রকার সুখ দুঃখময় কর্ম্ম বা ফল উপস্থিত হয়, তিনি তাহা স্থির ধীর ও সাক্ষীভাবে সমস্তই গ্রহণ করেন বা বরণ

করিয়া লন! কেননা, এই অবস্থায় কর্ম্মে বা কর্ম্মফলে আসক্তি জন্মিতে পারে না এবং কর্ম্মফলও আপনা হইতে মহাশক্তিময় ভগবৎ-পাদপদ্মে সমর্পিত হয়। এজন্য উহা আর নূতন কর্ম্ম-বন্ধন সৃষ্টি করিতে পারে না। কাহারও মতে—প্রারব্ধজনিত দুঃখময় অবস্থাদ্বারা অভিভূত হইয়া মানসিক তীব্র অশান্তি ভোগেই **রুদ্র-গ্রন্থি**স্বরূপ। মনের এই দুঃখময় অশান্তির কেন্দ্র স্থানও দ্বিদল-চক্রের মনোময় কোষে! সুতরাং দ্বন্দ্বময় বিশ্বকে সমষ্টিভাবে বা ব্যষ্টিভাবে সর্ব্বাবস্থায় আনন্দময়রূপে অনুভব ও আস্বাদন করাই রুদ্র-গ্রন্থিভেদ। বিশেষতঃ মানব-জীবনের চির-অতৃপ্তিই মুক্তির দিকে বা পরমাত্মার দিকে আকর্ষণকারী মায়ের কৃপা বা আকর্ষণ। এইরূপে জীবন-প্রবাহের কর্ম্মস্রোত শত শতমুখী বা অসংখ্য হইলেও, সাধক তাহাতে বিচলিত না হইয়া, সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবান বা ইষ্ট দেব-দেবীর প্রীত্যর্থে সমর্পণ করেন—ইহাই দেবীর প্রতি শুম্ভের শত শত শর নিক্ষেপ। **শর**, শত শত হউক না কেন, কিন্তু লক্ষ্যবস্তু এক অর্থাৎ একমাত্র অম্বিকা; ইহাও প্রণিধানযোগ্য বিষয়। রূপ-রসাদি পঞ্চ বিষয় এবং জীবনী-শক্তির মূল কেন্দ্র-স্বরূপ পঞ্চ প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত ও গুণিত হইয়া শত শত ভাব এবং অনুভাবের সৃষ্টি করে—ইহারাই মন্ত্রোক্ত শত শত শর। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শব্দ স্পর্শাদি বিষয় গ্রহণে বা আস্বাদনে প্রাণে প্রাণে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি হয়—এই সকল অনুভূতি **রসস্বরূপ**; এজন্য মাতৃ-পূজার উন্নত সাধক, অনুভূতিময় পরিচ্ছিন্ন আনন্দ বা নিরানন্দসমূহ অর্থাৎ রসতত্ত্ব, মাতৃ-চরণে সমর্পণ করিল, কিম্বা সমস্তই মাতৃময় শক্তিরূপে উপলব্ধি করিল!—ইহাও শুম্ভের শরবর্ষণ।

লক্ষ্যবস্তুর সান্নিধ্যে লক্ষ্যবস্তু লাভের উপায় বা সাধনাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য; কিম্বা সাধনা আপনা হইতেই পরিত্যাক্ত হইয়া যায়;

কিন্তু জীবনব্যাপী সাধনা বা সত্ত্বগুণময় কর্ম্ম-প্রবাহের সংস্কার সহজে নষ্ট হইতে চাহেনা, তাই গুরুশক্তি বা জগন্মাতা সাধকের সত্ত্বগুণময় কর্ম্মপ্রচেষ্টা কোন না কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া দেন। সৌভাগ্যবশে কোন কোন সাধকের সাধনা, আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। তাই সিদ্ধ মাতৃ-সাধক বলিয়াছেন—"আন্‌রে ভোলা জপের মালা ভাসাই গঙ্গাজলে"।

সাধক-শ্রেষ্ঠ শুম্ভ যে অস্ত্রসমূহদ্বারা মাতৃপূজারূপ মহাযুদ্ধ সম্পন্ন করিতেছেন, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলে, পাঠক-পাঠিকাগণ এই বীরপূজার ভাবটী সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এখানে শুম্ভের যুদ্ধোপকরণসমূহ বিশুদ্ধ হওয়ায়, মাতৃপূজার উপকরণরূপে পরিণত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। বিধি মার্গে পূজা করিতে হইলে, পুষ্প ধূপ দীপ নৈবিদ্য ও গন্ধ, এই পঞ্চ উপচারের বিশেষ প্রয়োজন হয়; আবার জীব-দেহও পঞ্চ মহাভূতের প্রপঞ্চীকরণদ্বারা গঠিত। দেহের এই পঞ্চ উপাদানের সহিত, উপরোক্ত পঞ্চ উপাচারের অতি নিকট সম্বন্ধ, যথা—**পুষ্প** = আকাশ-তত্ত্ব, **ধূপ** = বায়ুতত্ত্ব, **দীপ** = তেজতত্ত্ব, **নৈবিদ্য** = রসতত্ত্ব, **গন্ধ** = পৃথ্বীতত্ত্ব। সুতরাং পঞ্চ উপচার দ্বারা পরমাত্মার পূজা করার অর্থ ও ভাব এই যে, এক একটী নিজতত্ত্ব, ইষ্টদেব-দেবীরূপ পরমতত্ত্বে সমর্পণ করা! শুম্ভের পূজোপকরণরূপ অস্ত্রাদির ব্যাখ্যা যথা—**ধনু** = আকাশতত্ত্ব [আকাশের গুণ শব্দ, ধনুর্জ্যা হইতেও শব্দ উত্থিত হয়, আবার ধনুবৎ আকাশেই রামধনুর রূপ প্রতিফলিত হয়]; **শক্তি** = বায়ুতত্ত্ব [প্রাণবায়ু ও শ্বাস-প্রশ্বাসই জীবের জীবনী-শক্তি]; **খড়্গ** = তেজতত্ত্ব [দেবী-মাহাত্ম্যের বিভিন্ন মন্ত্রে 'খড়্গ-প্রভা', 'করোজ্জ্বল' প্রভৃতি উক্তিদ্বারা খড়্গকে তেজতত্ত্বরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; মধ্যম চরিত্রে অস্ত্র-ব্যাখ্যাকালেও এসকল বিষয়ে

আলোচনা করা হইয়াছে]; **শর**—অপ্ বা রসতত্ত্ব [শরবৎ একতানতা দ্বারা আনন্দ-রসের অভিব্যক্তি হয়, শরদ্বারা লক্ষ্যবস্তু ভেদ করিতে পারিলেও, বিশেষ রস বা আনন্দের বিকাশ হয়। এ সম্বন্ধে অস্ত্রব্যাখ্যাকালেও কিছু আলোচনা হইয়াছে। আর রসের বিশিষ্ট অভিব্যক্তি কন্দর্পে বা **মদনে**; মদনের পঞ্চ শরেই তাঁহার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীকৃত; এজন্য শরে রসতত্ত্বের অভিব্যক্তি]; **চর্ম্ম**—পৃথ্বীতত্ত্ব [পৃথিবীর গুণ গন্ধ, চর্ম্মেতেও গন্ধ আছে, আর পৃথ্বীতত্ত্ব স্থূলত্বহেতু জড়ভাবাপন্ন; এজন্য চৈতন্য স্ফুরণের প্রতিরোধক বা আবরক; চর্ম্মও আবরক অস্ত্র]; **অশ্ব**—ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিগণের ক্রিয়াশীলতা; **সারথী**—মনতত্ত্ব [মনই ইন্দ্রিয়গণের সারথী বা পরিচালকস্বরূপ], **মুদ্গর**—বুদ্ধিতত্ত্ব [পরাজিত ব্যক্তিমাত্রই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বুদ্ধিতত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, অর্থাৎ শত্রুকে জব্দ করিবার জন্য বুদ্ধিসহযোগে বিশেষ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করে—ইহাই মুদ্গরস্বরূপ]; **মুষ্টি**—সত্ত্বগুণময় কার্য্যাবলীতে মোহময় দৃঢ়তা, [অর্থাৎ কর্ম্মসংস্কার বা কর্ম্মত্যাগে অনিচ্ছা] এইসকল ভাবময় পূজোপকরণরূপী অস্ত্রসমূহ, এখানে যুদ্ধলীলাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলেই, শুম্ভকৃত আত্মারামের প্রেমপূজা কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সাধক যখন ইষ্টদেব-দেবীতে তন্ময়তা লাভ করিতে সক্ষম হইলেও, প্রণব জপাদি (—ইহাই মন্ত্রোক্ত ধনুস্বরূপ *) এবং প্রাণায়ামাদি প্রাণ-নিরোধক সাধনাবলী (—ইহাই মন্ত্রোক্ত শক্তি) পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন, তখন মা যেন লীলাচ্ছলে সন্তানের মঙ্গলের জন্যই কোপান্বিতা হইয়া সত্ত্বগুণের ক্রিয়াশীলতার কারণসমূহ উচ্ছেদ করেন।

---

* "প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে"—শ্রুতি

এখানেও প্রথমতঃ শুম্ভের আশ্রয়স্বরূপ ধনুটী, নিজ বাণরূপ অতি সূক্ষ্ম ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে ছিন্ন করিলেন বা সাদরে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে শুম্ভ-প্রদত্ত ধনুকরূপ প্রণবশব্দময় **আকাশতত্ত্ব** দেবী গ্রহণ করিলে, সে শক্তিরূপ প্রাণময় **বায়ুতত্ত্ব** সমর্পণ করিল; দেবী উহা সত্ত্বগুণময় চক্রাস্ত্রদ্বারা খণ্ডন করিলেন; অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টিরূপ প্রকাশময় সুদর্শন সাহায্যে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তেজস্বী মাতৃশক্তিতে বলীয়ান সাধক শত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল খড়্গরূপ তেজতত্ত্ব সমর্পণ করিবার জন্য দেবীর প্রতি প্রধাবিত হইল।

এখানে মন্ত্রে শুম্ভকে "দৈত্যানামধিপেশ্বর" বলা হইয়াছে। শুম্ভ দৈত্যগণের অধীপ বা দৈত্যপতি ছিলেন, এক্ষণে অনাত্মভাবসমূহ বর্জ্জন করত বিশুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া আত্ম-জয় করায় এবং তাঁহার মুক্তির আসন্নকাল উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহাকে অধিপেশ্বর অর্থাৎ অধিপতিগণেরও পতি বা ঈশ্বর বলা হইয়াছে। জগন্মাতা তদীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ইচ্ছাশক্তি বা সর্ব্বতোভেদী প্রকাশ-সত্তারূপ বাণের সাহায্যে শুম্ভ-প্রদত্ত **তেজতত্ত্ব** (খড়্গ) এবং **পৃথ্বীতত্ত্ব** (চর্ম্ম) গ্রহণ করিলেন [এবং তৎসহ ইন্দ্রিয়-বৃত্তির ক্রিয়াশীলতা (অশ্ব) এবং **মনতত্ত্ব** (সারথীও) গ্রহণ করিলেন] এইরূপে সাধকরাজ মাতৃকৃপায় সত্ত্বগুণের অবশিষ্ট আসক্তি ও ক্রিয়াশীলতা হইতে মুক্ত হইলেন—তাঁহার **মনোময় কোষ** ভেদ হইল।—(১৪-১৭)

হতাশ্বঃ স সদা দৈত্যশ্ছিন্নধন্বা বিসারথিঃ।
জগ্রাহ মুদ্গরং ঘোরমম্বিকানিধনোদ্যতঃ॥১৮

চিচ্ছেদাপততস্তস্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তথাপি সোঽভ্যধাবৎ তাং মুষ্টিমুদ্যম্য বেগবান্॥১৯

স মুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুঙ্গবঃ।
দেব্যাস্তঞ্চাপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ॥২০

তলপ্রহারাভিহতো নিপপাত মহীতলে।
স দৈত্যরাজঃ সহসা পুনরেব তথোত্থিতঃ ॥২১

সত্য বিবরণ। অশ্বহীন ছিন্নধনু এবং সারথিবিহীন হওয়ায়, সেই দৈত্য অম্বিকা-নিধনে উদ্যত হইয়া, ভীষণ মুদ্গর গ্রহণ করিল ॥১৮॥ সে আসিতে না আসিতেই দেবী তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা সেই মুদ্গর ছেদন করিলেন। তথাপি সে মুষ্টি উদ্যত করিয়া অতিবেগে চণ্ডিকার প্রতি ধাবিত হইল ॥১৯॥ সেই দৈত্যরাজ দেবীর হৃদয়ে মুষ্টি প্রহার করিল; দেবীও সেই অসুরের বক্ষঃস্থলে করতল দ্বারা প্রহার করিলেন ॥২০॥ করতলাঘাতে আহত হইয়া, সেই দৈত্যরাজ ভূতলে নিপতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ আবার উত্থিত হইল ॥২১

তত্ত্ব-সুধা। এইরূপে সাধক-শ্রেষ্ঠ শুম্ভের মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ নিরোধ এবং আকাশাদি তত্ত্বসমূহ পরমাত্মভাবে লয় হইল। তখন সে কুটিলভাবাপন্ন (ঘোর) মুদ্গররূপ বুদ্ধিতত্ত্বটীকে অম্বিকারূপিণী নিঃশেষিত পরম ধনে (নি-ধনে) * অর্পণের জন্য উদ্যত হইল! অর্থাৎ সারাৎসারা পরাৎপরা অম্বিকা মাকে শুদ্ধাশুদ্ধ সর্ব্ববিধ ভাব সমর্পণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইল। তখন দেবী, স্বরূপ আনন্দ প্রদান-কারী সূক্ষ্মতম রসময় শরদ্বারা ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব (মুদ্গর) গ্রহণ করিলেন। "তথাপি" অর্থাৎ ক্রমে শুম্ভের পঞ্চতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মন বুদ্ধি প্রভৃতি বিশুদ্ধ হইয়া চিন্ময়ভাবে বিভাবিত হইলেও, পরমাত্মময়ী মায়ের সহিত ভেদ-বুদ্ধির উপশম হইলনা! বরং তাঁহাকে লাভ করিবার কামনা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে আরও প্রবল হইয়া উঠিল! সাধক-রাজ শুম্ভ

---

* দেবগণ জগন্মাতার স্তবকালীন বলিয়াছিলেন—"নিঃশেষদেবগণ-শক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা"—ইহাতেও সমস্ত দেবগণের নিঃশেষিত সারাংশ দ্বারাই, মায়ের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি গঠিত, এরূপ বলা হইয়াছিল।

বিজ্ঞানময় কোষে উত্থিত হইয়াছেন—তথায় তাঁহার অহংকার ভাব বিশুদ্ধ সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, অস্মিতায় প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর দেবীর চিন্ময় ভাবের সংস্পর্শে ও বিনিময়ে শুম্ভের 'অস্মিতা' বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অহংভাব চিন্ময় ও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল! —সাধকরাজ দেবীর স্বরূপভাবের সান্নিধ্য লাভ করিলেন। এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভ করিলেও, কামনারূপী শুম্ভের বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে, অম্বিকাকে প্রাপ্তির কামনা আরও দৃঢ় হইল (ইহাই মন্ত্রোক্ত মুষ্টি)। নদী যেমন সাগরের সান্নিধ্য লাভ করিলে, উচ্ছ্বসিত হইয়া অতি প্রবলবেগে সাগর-সঙ্গম করিয়া থাকে, সেইরূপ শুম্ভও অম্বিকাকে প্রাপ্তির কামনারূপ দৃঢ় মুষ্টিসহ, তাঁহার প্রতি অতি বেগে প্রধাবিত হইলেন এবং দেবীর প্রাণময়, হৃদয়-প্রদেশে মুষ্টিদ্বারা আঘাত করিলেন! শুম্ভের এবম্বিধ আঘাতটীর অন্তরালে, প্রাণময় অতিসুন্দর ভাব বিদ্যমান। শুম্ভ যেন মায়ের প্রাণে আঘাত করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিতেছেন এবং প্রার্থনা জানাইতেছেন—"ওগো **প্রাণময়ি!** প্রফুল্ল হও; একবার দীনের প্রতি করুণা বিতরণ কর!—আমায় একটু ভালবাস!!—আমি তোমার কৃপা-কটাক্ষের দৃষ্টিপাত আশায়, প্রাণময় ভালবাসা প্রাপ্তির লালসায়, সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়াছি!—তোমাকে প্রাপ্তিই আমার একমাত্র লক্ষ্য ও কামনা। ওগো প্রেমময়ি! তবু কি আমার প্রতি, তোমার এতটুকুও দয়াও হইবে না?"—ইহাই প্রাণময় প্রদেশে মুষ্ট্যাঘাতের অপূর্ব্ব ভাব ও তাৎপর্য্য।

অতঃপর দেবীও শুম্ভের প্রাণময় হৃদয়-প্রদেশে শ্রীকর-পল্লবের আঘাত-দ্বারা তাঁহাকে আনন্দ প্রদানপূর্ব্বক আত্ম-স্বরূপে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁহার **প্রাণ-প্রতিষ্ঠা** করিলেন। হৃদয়-প্রদেশই প্রাণময় জীব-চৈতন্যের অধিষ্ঠান কেন্দ্র, এবিষয়ে মধ্যম চরিত্রে আলোচিত হইয়াছে; এজন্য

অম্বিকা মা, চিন্ময় স্পর্শদ্বারা সাধকের জীবভাব অপসারিত করিয়া, তাঁহাকে প্রাণময় ও আত্মময় করিয়া লইলেন। তখন আনন্দের আতিশয্যে শুম্ভ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন! অর্থাৎ কারণ-ক্ষেত্রে তাঁহার অজ্ঞানতামূলক সংস্কার ও ভেদভাব জড়ত্বে পরিণত বা বিনষ্ট হইল (—ইহাই মহীতলে পতন)। পুনরায় তিনি উঠিয়া পড়িলেন। ইহার কারণ এই যে, বহুকালের অভ্যস্ত অজ্ঞানতা ও জড়ভাবীয় সংস্কার নষ্ট হইলেও, তাহার প্রতিক্রিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে—চলন্ত গাড়ী হঠাৎ থামাইলে, তাহা নিজবেগে কতকটা অগ্রসর হয়; পশুর মস্তক বলিদ্বারা দ্বিধাকৃত হইলেও, ছেদিত অংশদ্বয় কিয়ৎকাল ছট্‌ফট্ করিয়া জীবনী-শক্তির ক্ষণিক ক্রিয়া দেখাইয়া থাকে। এই নিয়মে শুম্ভেরও ভেদজ্ঞান, মাতৃ-কৃপাস্পর্শে দূর হইয়াও যেন হয় নাই! তাই আবার তিনি উত্থিত হইলেন।—(১৮-২১)

উৎপত্য চ প্রগৃহ্যোচ্চৈ দেবীং গগনমাস্থিতঃ।
তত্রাপি সা নিরাধারা যুযুধে তেন চণ্ডিকা ॥২২

নিযুদ্ধং খে তদা দৈত্যশ্চণ্ডিকা চ পরস্পরম্।
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধমুনিবিস্ময়কারকম্ ॥২৩

সত্য বিবরণ। দৈত্যাধিপতি দেবীকে গ্রহণপূর্ব্বক লম্ফপ্রদানে আকাশে উত্থিত হইলেন; দেবী চণ্ডিকা সেখানেও অবলম্বনশূন্যা হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২২॥ তখন আকাশে প্রথমতঃ দৈত্য এবং চণ্ডিকা উভয়ে, সিদ্ধ ও মুনিগণের বিস্ময়জনক বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৩

তত্ত্ব-সুধা। এই গ্রন্থের কোন কোন স্থানে বলা হইয়াছে যে, উত্তম চরিত্রের যুদ্ধলীলা কারণময় অবস্থা; এই যুক্তি, এখানে মন্ত্রোক্তি দ্বারাও সমর্থিত ও প্রমাণিত; কেননা শূন্যে অবলম্বনশূন্য হইয়া দীর্ঘকাল

যুদ্ধ করা কারণস্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণস্বরূপ। এতদ্ব্যতীত কারণ স্তরই **চতুর্জ্জগতের** তৃতীয় স্তর, যথা—(১) স্থূল জগৎ, (২) সূক্ষ্ম জগৎ (৩) কারণ বা বৌদ্ধ জগৎ (৪) অধ্যাত্ম বা তুরীয়ভাব। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে। বৌদ্ধগণ শূন্যময় কারণস্তরকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন; তৎপর শঙ্করাচার্য্য শূন্যবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক অধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ববিধ উপাসকগণের মতবাদ, ব্রহ্মজ্ঞানে সমন্বয় * করত, প্রেমভক্তিময় **স্তবমালা** প্রকাশ করিয়াছিলেন! অধ্যাত্ম-রাজ্যের চরম সীমানায় উপস্থিত হইতে হইলে, সাধকমাত্রকেই উপরোক্ত চতুর্ব্বিধ স্তর অতিক্রম করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতেছে যে—সাধক যখন ভগবানের কোন একটী সাকার মূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তন্ময়ভাবে ধ্যান করেন, (উহাই স্থূল হইতে সূক্ষ্মস্তরে গমন), তখন ধ্যানের গাঢ় অবস্থায়, ধাতা ধ্যেয় ধ্যান একত্বে বিলীন হয়; ক্রমে অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রদ শূন্যময় স্থির অবস্থা উপস্থিত হয়—উহাই তৃতীয় বা **কারণ স্তর**; ক্রমে ঐভাবে অভ্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইলে, সাধকের চিদাকাশ অভিব্যক্ত হইয়া, প্রথমে জ্যোতিঃ দর্শন হয়, ক্রমে পরিপক্ক অবস্থায়, সমাধিলাভে ইষ্ট দর্শন বা সিদ্ধিলাভ হয়। এখানে সাধকরাজ শুম্ভও সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কারণ-স্তরে বা শূন্যময় স্থানে উত্থিত হইয়াছেন।

সাধকশ্রেষ্ঠ **শুম্ভ** এত বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হইয়াছেন যে, তিনি **অম্বিকা** দেবীকে ধারণপূর্ব্বক দ্বিদল-পদ্মের উপরিস্থ শূন্যময় নির্ব্বিশেষ-**আনন্দপ্রদ** নিরালম্বপুরে (আনন্দময় কোষে) উত্থিত হইলেন। এইরূপে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার **মহামিলনের** শুভ মুহূর্ত্ত

* শাস্ত্রেও আছে—"উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা" অর্থাৎ বিভিন্ন মতাবলম্বী উপাসকগণের সিদ্ধির নিমিত্তই পরব্রহ্ম, অনন্তরূপ বা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

আসন্ন হইল। তখন শুম্ভের 'আমি ও আমার বলিতে' কারণময় ক্ষেত্রে যাহা কিছু সংস্কার বা বীজ ছিল, তৎ সমস্তই হস্তদ্বারা অম্বিকাকে সমর্পণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতে লাগিলেন—ইহাই মন্ত্রোক্ত শূন্যময় স্থানে বাহুযুদ্ধ। অম্বিকা দেবীও শ্রীকরকমলের কমনীয় চিন্ময় স্পর্শদ্বারা শুম্ভের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বা কারণ-স্তরের সর্ব্ববিধ মালিন্য, চাঞ্চল্য ও ভেদভাব নষ্ট করিয়া তাঁহাকে পরমাত্মময় করিলেন। এইরূপে শুম্ভরূপী সাধক, সেই **নিরালম্বপুরে** পরমানন্দে ব্রহ্মময় আত্মপূজা সুসম্পন্ন করিলেন! এই আদান-প্রদানময় বাহুযুদ্ধরূপ মহাপূজা দর্শন করিয়া সিদ্ধ মুনিঋষিগণও বিস্মিত হইলেন। শ্রীশ্রীরাসলীলাতেও করুণাময় ভগবান, গোপীগণের সর্ব্ববিধ ভেদভাব অপসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে পরমাত্মময়ী করত, আত্ম-রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই অপূর্ব্ব রাসলীলা সন্দর্শনে দেবগণ মহর্ষিগণ প্রভৃতি সকলেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যৌগিক ব্যাখ্যায়—আজ্ঞা বা দ্বিদলপদ্ম সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কতক বলা হইয়াছে; তবে ইহাও প্রণিধানযোগ্য বিষয় যে, এই অপূর্ব্ব ক্ষেত্রেই মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই তিনটী কোষ সম্মিলিত। এতদ্ব্যতীত এই পদ্মের উর্দ্ধাংশে বা অন্তশ্চক্রে অবস্থিত নিরালম্ব-পুরী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। সুষুম্নানাড়ীই ত্রিবেণীসঙ্গমের সরস্বতী। দেবীমাহাত্ম্যের মহাসরস্বতীর যুদ্ধলীলা দ্বিদলস্থ বিভিন্ন স্থানেও বিশিষ্টরূপে প্রকটিত। এখানে সুষুম্নানাড়ীর শেষ গ্রন্থি-স্থানই নিরালম্ব-পুরী এই পরমানন্দময় ও শূন্যময় স্থানের অধিদেবতা **মহাকাল** বা মহেশ্বর—ইঁহার অন্য নাম সিদ্ধলিঙ্গ বা **ইতর-লিঙ্গ**; আর এখানকার শক্তি—**গৌরী** দেবী বা মহাসরস্বতী, বীজ—হ্রীং। এই মহাকালরূপী রুদ্র এবং মাহেশ্বরী গৌরীর পুরী

ভেদ করাই **রুদ্রগ্রন্থিভেদ**। অনেক সিদ্ধযোগীর মতে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাণবায়ুর সহিত নিরালম্বরূপী মহাকাশ বা কারণের গ্রন্থিই **রুদ্র-গ্রন্থি**। এই নিরালম্বপুরই জীবাত্মার বা জীবদেহের শেষ বন্ধনস্বরূপ আনন্দময় কোষ—এই কোষ ভেদ করিতে পারিলেই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার স্বরূপগত মিলন হয়। এই কোষ বা অপূর্ব্ব পুরীটী ভেদ করা বড়ই কঠিন এবং দুস্তর পারাবারতুল্য! এজন্য এখানকার অধিপতি দেব-দেবীর কৃপা ব্যতীত, এই দুস্তর পুরী অতিক্রম করা যায় না! অর্থাৎ জগদ্গুরু মহেশ্বর এবং গুরু-শক্তিরূপিণী জ্ঞানময়ী রুদ্রাণীর কৃপাদ্বারাই এই শেষ গ্রন্থি-স্থান ভেদ করা সহজসাধ্য হয়। এখানে তিনটী বিশেষ পীঠ বিদ্যমান, যথা—(১) বিন্দুপীঠ (২) নাদ-পীঠ এবং (৩) শক্তি-পীঠ (মহাশক্তি-বীজ **হ্রীং** এই পীঠেই অধিষ্ঠিত)। এই নিরালম্বপুরী বায়ুরও লয়স্থান—অর্থাৎ ইহার উর্দ্ধে আর বায়ুর অস্তিত্ব নাই। এখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক একটী ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে; ঐ ত্রিকোণ-মণ্ডল, ত্রিগুণেরও লয়-স্থান। সুতরাং এইস্থান ভেদ করিতে পারিলে, গুণাতীত হইয়া, সহস্রার-পদ্মে যাইতে আর কোন বাধা থাকে না এবং সিদ্ধিও করতলগত হয়। নিরালম্বপুর-বিহারিণী মহাসরস্বতী মায়ের কৃপা, সাধকরাজ শুম্ভ লাভ করিয়াছেন; তাই অম্বিকা দেবীর সংস্পর্শে সেই পরমানন্দ-পুরীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সেখানে মাতৃক্রোড়স্থিত শিশুর ন্যায়, পরমানন্দময় অপূর্ব্ব লীলা-বিলাসে যেন তাঁহারা উভয়েই নিমগ্ন ও ক্রিয়াপরায়ণ!—তাই সিদ্ধমুনিঋষিগণও সেই লীলা খেলা দর্শনে বিস্মিত, পুলকিত ও বিমুগ্ধ!!—(২২।২৩)

ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥২৪

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিমুদ্যম্য বেগিতঃ।
অভ্যধাবত দুষ্টাত্মা চণ্ডিকানিধনেচ্ছয়া ॥২৫

সত্য বিবরণ। অনন্তর অম্বিকা তাহার সহিত বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ করত তাহাকে উর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিয়া, ধরণী-পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন ॥২৪॥ নিক্ষিপ্ত এবং ভূমিতল প্রাপ্ত হইয়া, সেই দুরাত্মা মুষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক চণ্ডিকাকে নিধনের জন্য ধাবিত হইল ॥২৫

তত্ত্ব-সুধা। এই পরমানন্দময় নিরালম্ব-পুরে বা আনন্দময় কোষে বিশুদ্ধ সাধক, পরমাত্মময়ী কৌষিকী দেবীর সংস্পর্শে দীর্ঘকাল বিশিষ্ট আনন্দ উপভোগ করিলেন। এইরূপে বাহুযুদ্ধরূপ পরস্পর পরস্পরের ভাব-বিনিময়াদির পর, ভক্ত-সাধককে স্বরূপানন্দ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, অম্বিকা দেবী শুম্ভের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণময় দেহটী বিঘূর্ণিত করিয়া পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলেন! অর্থাৎ তাঁহার অবশিষ্ট বীজাংশের ভেদ ও অজ্ঞানতা জড়ত্বে পরিণত করিলেন। তখন পরমাত্মভাবে বিভাবিত ও আনন্দময় হওয়া সত্বেও, শুম্ভ পূর্ব্ব সংস্কারের বেগ বশতঃ চণ্ডিকারূপ নিঃশেষিত সারাৎসার **পরম ধন** লাভে পুনরায় ইচ্ছুক হইয়া, (—ইহাই মন্ত্রোক্ত মুষ্টির উদ্যম), সবেগে ধাবিত হইলেন।

পুনঃ পুনঃ শুম্ভের এবম্বিধ **উত্থান-পতনের** মধ্যে আধ্যাত্মিক জগতের একটী বিশেষ শিক্ষণীয় ভাব বিদ্যমান। যাঁহারা বিলোম-গতিতে পরমাত্মময় ভগবান বা ভগবতীর দিকে আকৃষ্ট বা পরিচালিত হইতেছেন, তাঁহাদের জীবন-স্তরেও সদসৎ ভাবরাশির উত্থান-পতনাদি হইয়া থাকে। এই অবস্থাতে সাধকগণ কখনও নিজের উন্নত অবস্থা দর্শনে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন; আবার কোন কারণে কিম্বা প্রাক্তন-কর্ম্মবশে নিজের কোনপ্রকার পতন বা অবনতি দেখিলে, অত্যন্ত ব্যথিত ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন! কিন্তু একথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মানব

মাত্রেরই জীবন-স্তরে উত্থান-পতনাদি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য। **লৌকিকভাবেও**, কোন বিশিষ্ট গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলে, পথিমধ্যে কোথাও সুন্দর দৃশ্য, কোথাও মরুভূমি, কোথাও সুন্দর ফল-ফুলের বাগান, কোথাও মন্দিরাদি, আবার কোথাও বা মহাশ্মশানের বিভৎস দৃশ্য প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে হয়। **জল-প্রাপ্তির** আশাতে ভূমি খনন করিলেও, সেখানে কঠিন-কোমলভেদে নানাপ্রকার ভূ-স্তররাজি অতিক্রম করিতে করিতে, পরিশেষে জল-প্রাপ্তিদ্বারা শান্তিলাভ সম্ভব হয়।

এইরূপ স্বাভাবিক ও ব্যবহারিক নিয়মে, অনন্ত পথের বা অধ্যাত্ম-পথের **যাত্রীগণের** পক্ষেও উত্থান-পতন, কিম্বা কঠিন কোমল স্তর অতিক্রম করা অপরিহার্য্য। যাঁহারা ৺বদরী-নারায়ণ বা ৺কেদার নাথ দর্শনার্থে হিমালয়ের পথে যাত্রা করেন, তাঁহাদেরও একবার উত্থান বা **চড়াই** করিয়া, আবার তথা হইতে পতন বা **উৎরাই** করিতে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ঐ উভয় অবস্থাই, অগ্র-গতির পরিচায়ক। বিশেষতঃ সদ্গুরুর আশ্রিত বা ভগবতী মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত সাধকের জীবনে, প্রাক্তন কর্ম্মবশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যদি সাময়িকভাবে কোনপ্রকার পতন হয়, তবে উহাও ভগবৎ ইচ্ছা-প্রণোদিত কর্ম্মক্ষয় বা দুঃক্ষয়ের ব্যাপার মাত্র। সুতরাং উহাতে অবসাদগ্রস্ত বা নিরাশ না হইয়া, দ্বিগুণ উৎসাহে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করত অগ্রগমন করা কর্ত্তব্য!!—তাই ভক্তশ্রেষ্ঠ শুম্ভ, পতিত হইলেও, তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া, পুনর্ব্বার লক্ষ্যাভিমুখে নবীন উদ্যমে পুনঃ পুনঃ প্রধাবিত!—ইহা সাধক-জীবনে একটী আশাপ্রদ অতি উত্তম শিক্ষা।

সাধকরাজ শুম্ভ এবং জ্ঞান-প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী অম্বিকা মায়ের যুদ্ধলীলা, চৈতন্যের এবং আনন্দের অপূর্ব্ব বিলাস!—উহা মায়ের

চিদানন্দময় দোলস্বরূপ !—তাই মাতৃ-সেবক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—“দোলে দোলেরে আনন্দময়ী করালবদনী শ্যামা”—এখানেই মানবীয় সাধ ও সাধনা, ভাবও ও ভাবনার **মহামিলন** বা পরিপূর্ণত্ব !—এখানেই অধ্যাত্ম-বসন্তের চিন্ময় আবির্ভাব—**আনন্দ**-মলয়-হিল্লোলের মধুময় পরশন এবং প্রেমভক্তি-অনুরাগের শাশ্বতী ছন্দ, পুলকভরে কম্পমান এবং দোদুল্যমান্ !! তাই বিশুদ্ধ সাধকের নির্ম্মল অন্তঃকরণে, এই অবস্থায় চিদানন্দের হিন্দোল-**দোলা** আপনা হইতেই দুলিয়া উঠে ! তখন সাধক, সেই প্রেম-দোলাতে ইষ্ট দেব-দেবীকে বসাইয়া আনন্দময় কোষে বিশিষ্ট আনন্দে ভরপূর হইয়া থাকেন। অশুচি, অশুভ এবং আসুরিক ভাব থাকিতে, স্বরূপ আনন্দের বিকাশ হইতে পারে না ; তাই ব্রজধামে অজ্ঞানতারূপী অসুরকে বধ করার পর (—ইহাই প্রচলিত প্রথায় জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা অজ্ঞান-তমসার কেন্দ্ররূপী ‘ভেড়ার ঘর’ পোড়ানের পর), ভগবানের দোল-যাত্রা সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এখানেও করুণাময়ী জগন্মাতা, ভক্ত শুম্ভের অশুচি আসুরিক ভাবসমূল জ্ঞানময় শূলাঘাতে ভূতলে পাতিত বা জড়ত্বে পরিণত করিয়া, তাঁহার জীবন-দোলাটী বিশুদ্ধ ও প্রানময় করিলেন। অতঃপর মহাসরস্বতী মা বিশুদ্ধ ভক্তের হৃদয়াসনরূপ প্রেম-দোলাতে অধিষ্ঠতা হইয়া যুদ্ধস্থলে ভাব-বিনিময়রূপ প্রেমবিলাস দ্বারা দোলায়িত হইয়া ভক্তকে কৃতার্থ করিতে লাগিলেন !!—ইহাই মন্ত্রোক্ত উত্থান পতন এবং যুদ্ধলীলার তাৎপর্য্য —(২৪।২৫)

তমায়ান্তং ততো দেবী সর্ব্বদৈত্যজনেশ্বরম্ ।
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্ত্বা শূলেন বক্ষসি ॥২৬
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ।
চালয়ন্ সকলাং পৃথ্বীং সাব্ধিদ্বীপাং সপর্ব্বতাম্ ॥২৭

সত্য বিবরণ। অনন্তর দেবী সেই সর্ব্বদৈত্যাধিপতি শুম্ভকে আগমন করিতে দেখিয়া, শূলদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করতঃ, তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন ॥২৬॥ দেবীর শূলাগ্রদ্বারা বিদ্ধ শুম্ভ, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া সসাগরা সদ্বীপা সপর্ব্বতা পৃথিবী কম্পিত করত ভূতলে পতিত হইল ॥২৭

তত্ত্ব-সুধা। অতপঃর পরমাত্মময়ী অম্বিকা, বিশুদ্ধীকৃত সাধকরাজ শুম্ভের জড় দেহটীতে ব্রহ্মজ্ঞানময় শূলদ্বারা আঘাত করিয়া, তাঁহার চিন্ময় ও আত্মময় স্বরূপটী পৃথক্ করিলেন—তখন বিশুদ্ধ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মহামিলন সংসাধিত হইল! ভক্তরাজ শুম্ভ, জীবত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক, **শিবত্ব** লাভ করত, **রুদ্র-গ্রন্থিভেদ** করিতে সক্ষম হইলেন; তাঁহার সমস্ত সংশয়-বীজ চিরতরে উপশমিত হইল এবং ত্রিগুণময় ত্রিবিধ কর্ম্ম-বীজসমূহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল * অর্থাৎ উহাদের কর্ম্মোৎপাদিকা শক্তি চিরতরে বিলুপ্ত হইল। এইরূপে শুম্ভের কাম-কামনাময় দেহের পতনে দেহস্থ সপ্তলোক, মেরুদণ্ডরূপ পর্ব্বতাদি প্রকম্পিত হইল অর্থাৎ জীবভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া চিন্ময়রূপে প্রতিভাত হওয়ায়, আনন্দে দেহের সর্ব্বত্র পুলকাদি সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাধকের **বিজাতীয় ভেদ** অপসারিত হওয়ায়, কারণময় জগতে তাঁহার অভেদভাব প্রতিষ্ঠিত হইল!—তখন তিনি পরমাত্মার সহিত একাত্ম-মিলনে **একমেবাদ্বিতীয়ং** এই স্বরূপ

*এই প্রকার অবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে—"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্ব্ব-সংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপ দর্শনলাভ হইলে, হৃদয়-গ্রন্থি [প্রাণময় বিষ্ণুগ্রন্থি এবং দ্বিদলস্থ রুদ্র-গ্রন্থি —কেননা যোগশাস্ত্রে আজ্ঞা-চক্রকে হৃদয় বলা হয়] ভেদ হইয়া যায়; সাধকের সর্ব্ববিধ সংশয়ের কারণ বা বীজ ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়।

ভাব সম্যকরূপে উপলব্ধি করত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন!—এইরূপে সাধকের স্বরূপ **আনন্দ-প্রতিষ্ঠা** সুসম্পন্ন হইল।

অতঃপর জীবন্মুক্ত সাধককে যদি সংসার-লীলায় পুনঃ প্রবেশ করিতে হয়, তবে তিনি উহা নিঃসঙ্গ ও নির্লিপ্তভাবে সম্পূর্ণ সাক্ষীরূপে দর্শন করিবেন—তখন মহামায়ার সংসার-লীলাটী সাধকের দৃষ্টিতে শক্তিময় ব্রহ্মময় মাতৃময় ও পরমানন্দময় ভগবৎ লীলারূপে প্রতিভাত হইবে! এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত সাধক, প্রব্রজ্যাশ্রমীই হউন, কিম্বা গৃহস্থাশ্রমীই * হউন, তিনি হংস বা **পরমহংস**তুল্য হন; তাঁহার মানব-জীবন লাভের চরম স্বার্থকতা হইয়া থাকে! পরিশেষে যখন, সাধকের স্থূল দেহটীর অবসান হয়, তখন তিনি বিদেহ বা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন; কিম্বা ভক্ত-জনোচিত সালোক্য বা সাযুজ্যাদি মুক্তিলাভ করত, ভগবান বা ভগবতীর নিত্যলোকে নিত্য-লীলায় প্রবেশ করেন!!—(২৬।২৭)

ততঃ প্রসন্নমখিলং হতে তস্মিন্ দুরাত্মনি।
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নির্ম্মলঞ্চাভবন্নভঃ ॥২৮

উৎপাতমেঘাঃ সোল্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুঃ।
সরিতো মার্গবাহিন্যস্তথাসংস্তত্র পাতিতে ॥ ২৯

ততো দেবগণাঃ সর্ব্বে হর্ষনির্ভরমানসাঃ।
বভূবুর্নিহতে তস্মিন্ গন্ধর্ব্বা ললিতং জগুঃ ॥৩০

অবাদয়ংস্তথৈবান্যে ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
ববুঃ পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ ॥৩১

*সংসার ত্যাগ করিয়া বৃক্ষতলে বাসকে যিনি শ্রেয়স্কর বা সৌভাগ্যময় বলিয়া মনে করেন, তাঁহার ত্যাগমণ্ডিত সাধনা অপেক্ষা, গৃহস্থ-আশ্রমে বাস করিয়াও, যিনি পর্য্যঙ্ক-শয়নকে মাতৃ-ক্রোড়ে শয়ন বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তাঁহার সাধনা অধিকতর সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইবে!—ইহাই চণ্ডী-সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য।

জজ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তদিগ্‌জনিতস্বনাঃ ॥৩২

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে **শুম্ভবধো** নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ **শ্লোক**সংখ্যা—২৭ ; **মন্ত্র**সংখ্যা—৩২

সত্য বিবরণ। অনন্তর সেই দুরাত্মা নিহত হইলে, অখিল জগৎ প্রসন্ন ও অতীব সুস্থ হইল এবং আকাশও নির্ম্মল হইল ॥২৮॥ শুম্ভ নিহত হওয়ার পূর্ব্বে, যে সকল উল্কাযুক্ত মেঘ উৎপাত সূচনা করিত, তাহারা সৌম্যভাব ধারণ করিল এবং নদীসমূহ প্রকৃত পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥২৯॥ অনন্তর সেই দুরাত্মা নিহত হইলে, দেবগণ পরমানন্দিত হইলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ সুললিত গান করিতে লাগিলেন ॥৩০॥ কতিপয় গন্ধর্ব্ব বাদ্যধ্বনি করিতে লাগিলেন, অপ্সরাগণও নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং দিবাকর উজ্জ্বল প্রভা ধারণ করিলেন ॥৩১॥ আহবনীয়াদি অগ্নিসমূহ নির্ধূম বা উৎপাত-সূচক-শব্দহীন হইয়া শান্তভাবে প্রজ্বলিত হইলেন ॥৩২

তত্ত্ব-সুধা। এইরূপে জীবাত্মার দুঃখ বা দুর্গতি চিরতরে উপশমিত হওয়ায় [—ইহাই মন্ত্রোক্ত আত্মনি (জীব-দেহে) দুঃ (দুঃখ) হতে (নষ্টে)] সাধকের নিকট সমস্ত জগত মধুময় ও আনন্দময়রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল ; তাঁহার নিজ ত্রিতাপজ্বালা উপশমিত হওয়ায়, তিনি সুস্থ হইয়া প্রশান্তভাব ধারণ করিলেন ! সাধকের বিশুদ্ধ চিত্ত বা চিদাকাশ, কাম-কামনাদিজনিত সর্ব্ববিধ সংস্কার হইতে বিমুক্ত হওয়ায়, বিমলতায় এবং তেজস্বিতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ! যেসকল দানবীয় দীপ্তি বা আসুরিকভাব উল্কার মত উদ্দীপ্ত হইয়া, সাধকের অন্তঃকরণকে বিক্ষোভিত করিত, তাহা চিরতরে উপশম প্রাপ্ত হইল। অনন্ত কামনারূপ চঞ্চল মেঘরাশি বিদূরিত হওয়ায়, সৌম্যভাব প্রতিষ্ঠা হইল। দেহস্থ ঈড়া পিঙ্গলা সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীরূপা নদীসমূহ বিশুদ্ধভাবাপন্ন

হইয়া, স্বাভাবিক ও পবিত্রভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণও পুনরায় যথাযথ যজ্ঞভাগ পাইবার আশায় পরমানন্দে পুলকিত হইলেন। তখন সাধকের বিশুদ্ধ-দেহে অনাহত ধ্বনি, প্রণব-ধ্বনি এবং বিভিন্ন নাদের অভিব্যক্তি হইতে লাগিল—ইহাই মন্ত্রোক্ত গন্ধর্ব্বগণের সুললিত গান ও বাদ্য! এই অপূর্ব্ব অবস্থায় সাধক-দেহে অশ্রু পুলক কম্প প্রভৃতি সাত্বিক লক্ষণসমূহও প্রকাশ পাইতে লাগিল—ইহাই অপ্সরারূপী শক্তিগণের নৃত্য!! এইরূপে সাধকের দেহস্থ পঞ্চবায়ু প্রশান্তভাবাপন্ন হইল, সুখাবহ ও স্বস্তিদায়ক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে লাগিল এবং বাহ্যিক জগতের বায়ুমণ্ডলও মধুময়রূপে প্রতিভাত হইল। দেহস্থ প্রাণ ও চক্ষুর অধিপতি দিবাকর, প্রশান্ত দিব্য জ্যোতিঃ বিকিরণ করত সাধকের অন্তর্জ্জগতে এবং বহির্জ্জগতে চিদানন্দের বিকাশ করিলেন, দেহস্থ তেজরূপী বৈশ্বানর এবং নাভি-মণ্ডলের জঠরাগ্নি প্রভৃতি যথাযোগ্যভাবে ক্রিয়াশীল হইলেন অর্থাৎ জঠরের ভোজ্য পরিপাকাদিরূপ অগ্নিযজ্ঞ, মণিপুরের তেজতত্ত্বময় কালাগ্নির কার্য্য এবং সাধকের অন্যান্য তেজময় কর্ম্ম-যজ্ঞাদি, যথাবিধি শান্তভাবে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে সাধকের অমঙ্গলকারী শব্দসমূহ প্রশান্ত হইল; অর্থাৎ বাহ্য-জগতের শব্দসমূহ যাহা পূর্ব্বে সাধনার বিঘ্নরূপে প্রতিভাত হইত, তাহা এক্ষণে বীণার সুমধুর ঝঙ্কার বা গুঞ্জনধ্বনিবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল!—সর্ব্ববিধ শব্দ প্রণবধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইল *!! এইরূপে সাধকের অন্তরে বাহিরে

* বদ্ধ বা সাধারণ জীবের পক্ষে—বহির্জ্জগতের অনন্ত শব্দ এবং সুরসমূহ যেন বেসুরে বা বিশৃঙ্খলভাবে শব্দায়মান বলিয়া প্রতিভাত হয়! কিন্তু চণ্ডী-সাধক যখন উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তিনি অনুভব করেন—বাহ্য-জগতের এবং অন্তর্জ্জগতের সমস্ত সুর বা শব্দসমূহ, সমস্তই সুশৃঙ্খলভাবে একই সুরে বাঁধা সমস্তই যেন একই লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত

সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে আনন্দভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, সাধক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

যৌগিক ব্যাখ্যায়—সাধক আজ্ঞাপদ্মস্থ অন্তশ্চক্রে গুরুশক্তি রুদ্রাণীর সহিত মিলিত হইয়া তৎকৃপায় **শিবময়** হইলেন এবং নিরঞ্জনপুরী বা কারণ-সমুদ্ররূপ আনন্দময় কোষ বা **রুদ্রগ্রন্থি ভেদ** করিয়া সহস্রারে উপনীত হইলেন, ষট্‌চক্ররূপী কল্পতরু বা মহিমময় কুলবৃক্ষের মূলটী মূলাধারে অবস্থিত; ঐ বৃক্ষের ডালপালাসমূহ, অন্যান্য চক্ররূপে অভিব্যক্ত; আর ঐ কল্প-পাদপের ছত্রবৎ সুবৃহৎ অগ্রভাগই **সহস্রার**—উহাতেই সিদ্ধিরূপী ফল-ফুলাদি সুশোভিত!! কি জ্ঞানী, কি কর্ম্মী বা যোগী, কি ভক্ত, সকলের নিকটেই সহস্রদল পদ্মটী **ইষ্ট-ধাম** বা নিত্যলোকস্বরূপ। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। জীব-দেহে সহস্রাররূপী এই পরম স্থানকে, কেহ কেহ পরমপদ, কেহ বা ব্রহ্মপদ, কেহ বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠধাম, কেহ নিত্যলোক বা গোলকধাম, কেহ শিবলোক বা কৈলাসধাম, কেহ কেহ প্রকৃতি-পুরুষস্থান, কেহবা পরমাত্মময় আনন্দধাম, গুরুধাম, আবার কেহ পরম ব্যোমক্ষেত্র বা তুরীয়স্থানরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ এই ক্ষেত্রের

এবং নাদময় প্রণব-ধ্বনিতে পর্য্যবসিত। তখন পরমাত্মভাবে বিভোর এবং তন্ময়তাপ্রাপ্ত সাধকের জীবন-বীণাতে বাহ্য-জগতের সমবেত ঐক্যতানযুক্ত সর্ব্ববিধ ধ্বনি বা নাদ, প্রতিধ্বনিত ও প্রতিকম্পিত হইয়া, অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনার অভিব্যক্তি করে!! সেই অবস্থায় সাধক নিজকে মহাসমুদ্রের ন্যায় অনুভব করিতে থাকেন—একদিকে কর্ম্ম-প্রবাহরূপ পরিণাম কলতানযুক্ত ঊর্ম্মিমালার তালে তালে অপূর্ব্ব নৃত্য-বিলাস, অপরদিকে নিস্তরঙ্গ মহাপারাবারের চির-বিশ্রাম—অর্থাৎ পরমানন্দের স্বরূপ অভিব্যক্তি!! [সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তাল তরঙ্গময় অবস্থা, আবার তলদেশ নিস্তরঙ্গ]

পরমতত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অনেক প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন *। দ্বিদলস্থ নিরালম্বপুরী যেন আনন্দময় কারণজলস্বরূপ, উহাতে সুষুম্না নাড়ীটী পদ্মের মৃনালসদৃশ। সেই মৃণালের সহিত যুক্ত সহস্রদল পদ্মটী যেন অকূল সাগরে ভাসমান এবং স্বরূপ আনন্দে দোদুল্যমান! বিবিধ রঙ্-বেরঙে চিত্রিত, এই মহাপদ্মের পঞ্চাশটী দল, পর পর কুড়িস্তরে সুসজ্জিত। বর্ণমালার পঞ্চাশটী অক্ষর, শক্তিময় মাতৃকাবর্ণরূপে সহস্রদল পদ্মের প্রতি দলে বিরাজিত; এই মাতৃকা-বর্ণসমূহই যোগিনী বা গোপিনীস্বরূপা! অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মের কুড়িটী স্তরের প্রতিস্তরে পঞ্চাশটী **যোগিনী** বা **গোপিনী** বিবিধ ভাব এবং অনুভাবে সুরঞ্জিত ও সুসজ্জিত হইয়া যুগপৎ ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক যেন দণ্ডায়মানা!! সর্ব্বোপরি পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে পরম শিব ও মহাশক্তির মহাসম্মিলনে ভক্তগণের আনন্দ-বিলাস! কিম্বা তথায় শ্রীরাস-মণ্ডলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য-**রাসলীলা**! এই সহস্রারে মহাশক্তিময় বিসর্গস্থানে **অমা**নাম্নী ষোড়শী চন্দ্রকলা বিদ্যমানা—ইঁহাকে অমৃতধারা বা দিব্য কুলামৃত বলা হইয়া থাকে। এইরূপে জীবন্মুক্ত সিদ্ধসাধক সহস্রদল পদ্মস্থিত দিব্য সোম-ধারা পান করত পরমানন্দ ও অমৃতত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইলেন!!

জীবের **প্রাণ**রূপী **রাধা** কুণ্ডলিনীশক্তির সহিত মিলিত হইয়া অর্থাৎ তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া, ষট্চক্রের প্রতি চক্র হইতে মাতৃকা-বর্ণরূপী বিভিন্ন তত্ত্ব ও ভাবময় **গোপি**গণকে ক্রমে সঙ্গে করত, সহস্রারে পরমাত্মার সহিত অভিসারে প্রধাবিতা হইয়াছিলেন; এইরূপে

---

* শিবস্থানং শৈবাঃ পরম পুরুষং বৈষ্ণবগণা, লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে। পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা, মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতি-পুরুষস্থানমমলং—ষট্চক্র নিরূপণম্।

তিনি দ্বিদল-চক্রের মনোময় কোষে ক্রমে উপনীত হন। তৎপর বিজ্ঞান-ময় ও আনন্দময়-কোষরূপী কারণ-জল সমন্বিত মহাসমুদ্র, কিম্বা শূন্যময় নিরালম্বপুরী অতিক্রম করত, সংঘবদ্ধ গোপিগণসহ, বিরহিণী প্রাণময়ী ও শক্তিময়ী রাধারাণী, পরমাত্মা বা পরম পতির সহিত মহামিলন করিলেন! অর্থাৎ **রুদ্রগ্রন্থি**স্বরূপ দুস্তর পুরী বা মায়া-পারাবার পার হওয়ায়, সাধকরূপী **রাধা** বা শক্তিময় **জীবাত্মা** বিশুদ্ধ হইয়া, ষট্‌চক্র ভেদ করত, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বা পরম শিবের সহিত মিলিত হইয়াছেন! —**রাধাকৃষ্ণ** বা **শিব-শক্তির** মিলনে, সহস্রারে সম্মিলিত গোপিগণ বা যোগিনিগণ সহস্র দলে বিরাজিত থাকিয়া, আজ প্রেমানন্দে নৃত্য-পরায়ণা!!—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য—(২৮-৩২)

এক্ষণে সাধকশ্রেষ্ঠ **শুম্ভের মাতৃ-পূজাটী** একবার অতি সংক্ষেপে অনুধাবন করিলে, দেখা যাইবে যে, কি সুন্দররূপে সমস্ত তত্ত্ব ক্রমে লয় হইয়া, পরিশেষে আত্মস্বরূপলাভে সুসমাধান হইয়াছে! পূজার প্রথমেই শত শত **শর** বর্ষণদ্বারা পরিচ্ছিন্ন বহুমুখী আনন্দ বিলাসযুক্ত রসময় ভাবরাশি একমুখী করিয়া মাতৃ-চরণে বিলয় করা হইয়াছে; তৎপর **ধনুক**রূপ আকাশতত্ত্ব লয়; অতঃপর **শক্তি**রূপ বায়ুতত্ত্ব লয়, তৎপর **খড়্গ**রূপ তেজস্তত্ত্ব লয়; ক্রমে **চর্ম্ম**রূপ পৃথ্বীতত্ত্ব লয়। এইরূপে দেহের পঞ্চ-মহাভূত বা **অন্নময়-কোষ** লয় করার পর, ইন্দ্রিয়াদি (অশ্ব) সহ, মন (সারথি) লয় অর্থাৎ **প্রাণময় ও মনোময় কোষ-লয়**; তৎপর বুদ্ধি (মুদ্গর) লয়, অর্থাৎ **জ্ঞানময়-কোষ** লয়; অনন্তর বিজ্ঞানময় কোষে বিশুদ্ধ-ভাবাপন্ন সূক্ষ্ম অহং বা অস্মিতা লয় অর্থাৎ **বিজ্ঞানময়-কোষ** বিলয়! অতঃপর নিরালম্বপুরে বা আনন্দময় কোষে মহাসরস্বতীর সহিত আনন্দ-বিলাসদ্বারা কারণবীজসমূহ লয় এবং বিশিষ্ট আনন্দ উপভোগান্তে উহা মাতৃঅঙ্গে বিলয় অর্থাৎ **আনন্দময় কোষও**

বিলয়; পরিশেষে সর্ব্বকোষ-মুক্ত বিশুদ্ধ জীবত্মার সহিত পরমাত্মার **মহামিলন**॥ এইরূপে উত্তম-চরিত্রের যুদ্ধলীলারূপ অপূর্ব্ব সাধন-রহস্য, অসুরগণের অধ্যবসায় এবং সর্ব্বত্যাগীভাবসমূহ, সাধক-জীবনের প্রেমানন্দ-দীপ্ত অত্যুজ্জ্বল আদর্শস্বরূপ!!

হে সোদরতুল্য প্রাণ-প্রতিম বিশ্ববাসী ভ্রাতা-ভগ্নিগণ! তোমরা দেবী-যুদ্ধের এই গূঢ়লীলা-চাতুর্য্যময় মহাপূজারূপ অমৃতোপম সাধন-রহস্য নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চেষ্টা কর। প্রথম চরিত্রে জগন্ময়ী মায়ের **নিত্যা সৎমূর্ত্তির** বিকাশ দেখিয়াছ; অতঃপর মধ্যম চরিত্রে **প্রাণ ও জ্ঞান** প্রতিষ্ঠাদ্বারা চিন্ময়ী মায়ের সর্ব্বান্তর্য্যামিনী রূপটী দর্শন এবং উপলব্ধি করিয়াছ; এইবার মায়ের সর্ব্ববিমোহন প্রেমানন্দের রূপটী আস্বাদন করিতে চেষ্টা কর—এইরূপে অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র আনন্দের অভিব্যক্তি দর্শন ও আস্বাদন করিয়া ধন্য হও!—আনন্দ হইতেই জীব-জগত জাত, আনন্দেতেই পরিধৃত পরিপালিত এবং পরিপুষ্ট, আবার আনন্দস্বরূপ মহাকালের ক্রোড়েই জীব-জগত সমস্ত বিশ্রাম বা লয়প্রাপ্ত! জীবন তোমাদিগকে আনন্দে বাঁচাইতে চায়! মরণ তোমাদিগকে আনন্দে গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত।—চতুর্দ্দিকেই কেবল আনন্দের ছড়াছড়ি, আনন্দের কোলাহল! আনন্দব্যতীত জীব-জগতের কেহই এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে চায়না! তোমরা কি সেই অমৃতময় আনন্দস্বরূপের সন্ধান লইবে না? জীবত্বের অভিমান ঘুচাইয়া কি পরমাত্মভাবে বিভাবিত হইবে না? উঠ জাগ, প্রাপ্য বর লাভ করিতে চেষ্টা কর। এস সাধক, এস সুধি! আমরা সেই নিত্যানন্দময়ী জগন্মাতার জ্ঞান-প্রদীপ্ত প্রেমাভিষিক্ত অভয় শ্রীচরণ-সরোজে সানন্দে প্রণিপাত করত, ব্রহ্মানন্দে মা—মা বলিয়া আত্মহারা হই!!—জয় মা আনন্দময়ী!!!

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

যা চণ্ডী মধু-কৈটভাদি দলনী যা মহিষোন্মূলিনী,
যা ধূম্রেক্ষণ-চণ্ড-মুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
যা চ শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যদমনী যা সিদ্ধিলর্ক্ষ্মীঃ পরা,
সা দেবী নবকোটিমূর্ত্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী ॥

উত্তম চরিত্র

একাদশ অধ্যায়—নারায়ণী স্তুতি

ঋষিরুবাচ ॥১

দেব্যা হতে তত্র মহাসুরেন্দ্রে
সেন্দ্রাঃ সুরা বহ্নিপুরোগমাস্তাম্।
কাত্যায়নীং তুষ্টুবুরিষ্টলম্ভাদ্
বিকাসিবক্ত্রাস্ত বিকাসিতাশাঃ ॥২

সত্য বিবরণ। ঋষি কহিলেন—যুদ্ধে দেবীকর্ত্তৃক মহাসুরাধিপতি শুম্ভ নিহত হইলে, বহ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব অভীষ্ট লাভহেতু পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রফুল্লবদনে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করত, কাত্যায়নীকে স্তব করিতে লাগিলেন। [আশা—দিক্]—॥২

তত্ত্ব-সুধা। শ্রুতিমতে অগ্নিই দেবতাগণের মুখস্বরূপ; এজন্য অগ্নিকে পুরোগামী করিয়া দেবগণের স্তব; এতদ্ব্যতীত অগ্নি, বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি, সুতরাং বাক্যময় স্তবে, অধিপতি দেবতাকে সম্মুখে রাখা স্বাভাবিক ও সুশোভন। সত্ত্বগুণপ্রধান দেবগণ রজঃ ও তমোগুণের বিশিষ্ট প্রভাব হইতে বিমুক্ত হওয়ায়, এক্ষণে উজ্জ্বল প্রভায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া পরমানন্দে স্তবপরায়ণ হইলেন। সাধক যখন মাতৃ-কৃপায়, কাম ক্রোধের সর্ব্ববিধ প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ-ভাবাপন্ন হন, তখন শ্রীগুরুতে বা ইষ্ট দেব-দেবীতে কৃতজ্ঞতাময় অর্পণ করিয়া থাকেন—ইহাও স্তবস্বরূপ। বিশেষতঃ এখানে ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবগণ পুনরায় স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহারাও আনন্দে পুলকিত হইয়া স্তবোন্মুখী হইয়াছেন—ইহাই তাৎপর্য্য।

[**স্তব-মন্ত্র** সমূহের অনুবাদ ও শব্দানুগত ব্যাখ্যা, এখানে স্তবাকারে পর পর প্রদত্ত হইল; এতদ্ব্যতীত বিশিষ্ট তাৎপর্য্য, শ্লোক ব্যাখ্যার পর বন্ধনী মধ্যে প্রদত্ত হইল]।

[দেবগণের স্তব ও প্রণাম—]

দেবী প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥৩

হে দেবি! হে শরণাগত-ভক্ত-দুঃখ-বিনাশিনি! তুমি প্রসন্না হও; হে অখিল জগজ্জননি! তুমি প্রসন্না হও; হে বিশ্বেশ্বরি! তুমি প্রসন্না হও; হে দেবি! তুমি চরাচরের অধীশ্বরী, [অতএব] এই বিশ্ব রক্ষা কর ॥৩॥ হে বিশ্ব-জননি! তুমি শরণাগত ভক্তের সর্ব্ববিধ দুঃখ নাশ করিয়া থাক। হে দেবি! তুমি অসুর ভাবকে হিংসা করিয়া থাক, তাই তুমি হিংসনকর্ত্রী তামসী দেবীরূপে আবির্ভূতা হও;

[দেবী শব্দের এক অর্থ হিংসনকর্ত্রী]। তুমিই প্রপন্ন ভক্তের দুঃখ-হরণকারী সাত্ত্বিকী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাক; অখিল জগতের মাতৃরূপে তোমারি সৃষ্টি-কারিণী রাজসী মূর্ত্তির বিকাশ; আর তোমার বিশ্বেশ্বরী মূর্ত্তিটী ত্রিগুণের সমন্বয়রূপা মূলা প্রকৃতি বা মহামায়া! অতএব হে ত্রিগুণময়ি ও ত্রিগুণাতীতা মা! তুমি কৃপাপূর্ব্বক বিশ্বের ধ্বংসমুখী প্রগতি নষ্ট করিয়া শান্তি ও আনন্দ প্রতিষ্ঠা কর এবং তৎসহ আমাদেরও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল বিধান কর।—(৩)

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-দাপ্যায়্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥ ৪

হে অপ্রতিহতপ্রভাবে! একমাত্র তুমিই জগতের আধাররূপা; কারণ তুমি মহীরূপে অবস্থান করিতেছ; তুমিই জলরূপে অবস্থান করিয়া সমগ্র জগতকে আপ্যায়িত বা আনন্দিত করিতেছ॥৪॥ হে পৃথিবীরূপা জগজ্জননি! তুমি মাটী বা **মা-টীরূপে** জীব-জগতের সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ; আবার তোমারই দেহজাত রসদ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত ভোজ্য দ্রব্যাদিদ্বারা তুমিই যথাযথভাবে সকলকে তুষ্ট ও পুষ্ট করিয়া পরিপালন করিতেছ। যে দুগ্ধদ্বারা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত হয়, তাহার আশ্রয়স্বরূপ গবাদিও তোমারই রস-পুষ্ট আহার্য্য গ্রহণ করিয়াই পরিপুষ্টি লাভ করে এবং সেই রসময় ভুক্ত দ্রব্যের পরিণতিই, অমৃতোপম দুগ্ধ। হে মহীরূপিণি জগদ্ধাত্রি মা! এইরূপে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র তোমারই করুণাতে জীব-জগৎ ধৃত সঞ্জীবিত এবং পরিপুষ্ট। আবার জীব-সৃষ্টিকারী বীজ ও পালনকারী বীজসমূহও তুমিই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাক।

হে মাতঃ! তোমার জলময়ী করুণা-মূর্ত্তিও তোমাতেই ধৃত ও পরিব্যাপ্ত। হে সর্ব্ব হিতৈষিণি জলরূপা নারায়ণি! তোমার করুণা ও

আনন্দ-ধারা বিশ্বময় উৎসারিত। তুমিই বিরাট মূর্ত্তিতে সমুদ্র-জলরূপে জীব-জগতের মহোপকার সাধন করিতেছ; কেননা আতপ-তাপে তাপিত হইয়াই সমুদ্র-জল বাষ্পাকারে উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হয়। এইরূপে বিভিন্ন প্রকারে অবস্থিত জল মধ্যে, তুমি জলচর প্রাণীগণকেও আশ্রয় দানে পরিপুষ্ট করিয়া থাক। হে প্রাণময়ি নারায়ণি মা! তুমিই তড়াগ বা কূপোদকরূপে যেথানে সেথানে অবস্থান করত, সকলের পক্ষে সুলভ হইয়া জীবকে তৃপ্তি দান করিতেছ! আবার আধ্যাত্মিক জগতেও তুমি নির্ম্মল স্বচ্ছ দিব্যভাব বা আনন্দ-সুধা দ্বারা সাধকগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া থাক। এইরূপে হে করুণাময়ি মা! তুমি জীব-জগতের অন্তরে বাহিরে রস-ধারা বা আনন্দ-প্রবাহরূপে বিরাজিত থাকিয়া সকলকে অভিষিক্ত করিতেছ!—তোমার অনন্ত মহিমা ও প্রভাব কেহ বর্ণনা বা প্রকাশ করিতে পারে না, তাই তোমার শক্তি ও বীর্য্য অলঙ্ঘনীয়।

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥৫

হে দেবি! তুমি অসীম বীর্য্যশালিনী বৈষ্ণবী-শক্তি, তুমিই বিশ্বের বীজ বা কারণস্বরূপ পরমা মহামায়া; তুমিই এই বিশ্ব-চরাচর স্বীয় অসীম ক্ষমতাবলে সম্মোহিত করিয়া রাখ, আবার তুমিই জীবের প্রতি প্রসন্না হইলে, সংসার-বন্ধন হইতে তাঁহাকে মোচন করত মুক্তি প্রদান করিয়া থাক ॥৫॥ হে মহাশক্তিরূপিণি মহামায়া মা! তুমি সত্ত্বগুণময়ী বৈষ্ণবী-শক্তিরূপে জীব-জগত পরিপালন করিয়া থাক; তুমিই রজো-গুণময়ী মূর্ত্তিতে বিশ্ব-সৃষ্টির বীজসমূহ ধারণ কর; আবার তুমিই তামসী অনন্ত বীর্য্যময়ী মূর্ত্তিতে জীব-জগত সম্মোহিত করিয়া থাক! এইরূপে

ত্রিমূর্ত্তিরূপা পরমা মহামায়ারূপেও একমাত্র তুমিই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিতা। হে মাতঃ! তোমার এই শ্রেষ্ঠা মহামায়া মূর্ত্তিতে দুইটী পরস্পর বিরোধী ভাব আশ্রিত ও লীলায়িত!—এক লীলাতে তুমি বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু বা জীবকে বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া সম্যক্‌রূপে মোহিত করিতেছ; আর, অপর লীলাদ্বারা তুমিই প্রসন্না হইয়া জীবকে মুক্তি প্রদানে ধন্য করিতেছ!—(৫)

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥৬

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥৭

হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা, জগতের সমস্ত স্ত্রী বা নারিগণ, সকলেই তোমার অংশস্বরূপা [কিম্বা সমস্ত বিদ্যা এবং কলাসমন্বিতা জগতের সমস্ত নারিগণ তোমারই অংশরূপা]; একমাত্র অদ্বিতীয়া জগজ্জননী-দ্বারাই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ বা পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; অতএব হে স্তবাতীতা! শ্রেষ্ঠ উক্তিদ্বারা তোমাকে কিরূপে স্তব করা সম্ভব? ॥৬॥ হে দেবি! যখন তুমি সর্ব্বভূতা অর্থাৎ সর্ব্বস্বরূপা কিম্বা ব্রহ্মস্বরূপিণী এবং স্বর্গ ও মুক্তি প্রদায়িনী, তখন তোমার স্তব করিতে আরম্ভ করিলে, কোন পরম উক্তি বা স্তুতি-বাক্যদ্বারা তোমার স্বরূপ-বর্ণনা সম্ভবপর হইবে? অর্থাৎ যেখানে দেবীই সর্ব্বস্ব-রূপা সেখানে স্তাবকের এবং পৃথক্ স্তুতি-বাক্যের অভাবহেতু, কোনপ্রকার স্তব করাই সম্ভব নহে! [—ইহাই ভাবার্থ] ॥৭॥ হে মহাবিদ্যারূপিণি জগজ্জননি! বেদাদি অষ্টাদশ বিদ্যা * কিম্বা ব্রহ্মবিদ্যা, শক্তিবিদ্যা, আত্ম-বিদ্যা, গুহ্য-বিদ্যা,

* ভাগবতের মতে বিদ্যা অষ্টাদশ, যথা—চারিবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, মীমাংসা ও ন্যায়াদি দর্শন শাস্ত্র, পুরাণাদি, (উপনিষদাদি) ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব-বেদ, এবং অর্থ-শাস্ত্র।

তত্ত্ব-বিদ্যা, গান্ধর্ব্ব-বিদ্যা ধনুর্ব্বিদ্যা এবং আয়ুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি বিদ্যাসমূহ তোমারই অংশরূপা মূর্ত্তিবিশেষ; সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা পরম কলা বা বিদ্যা-সমন্বিতা ব্রহ্মাণীপ্রমুখ নবশক্তিগণও তোমারই অংশভেদ মাত্র! জগতের নারী-শক্তি সমূহও তোমারই অংশমূর্ত্তিরূপা; অর্থাৎ সকলেই তোমারই কলা বা অংশসহ বিরাজিতা। জাগতিক পাতিব্রত্যাদি স্ত্রী-ধর্ম্ম এবং চৌষট্টি কলাও তোমারই ভেদ বা অংশভূতা; হে বিশ্বরূপিণি জননি! তুমিই স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিতা অদ্বিতীয়া জগদম্বা মূর্ত্তিতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণরূপে বিরাজমানা! এই অবস্থায় দ্বিতীয় বস্তুর অভাবহেতু, কে তোমার স্তব বা পূজা করিবে?—আর এই অবস্থায় পরাপর শ্রেষ্ঠ বা প্রশংসনীয় উক্তি সম্বলিত স্তবই বা কিরূপে সম্ভব! কেননা স্তব-স্তুতিরূপেও যে তোমারই বাক্যময় বা প্রণবময় নিত্য অভিব্যক্তি!—(৬)

হে বিশ্বাত্মিকা বিশ্বরূপা সর্ব্ব-রূপিণি মা! তুমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিতা; তুমি স্বর্গমুক্তিপ্রদা, এজন্য স্বর্গকামী ও মোক্ষকামীগণ সততই তোমাকে কোন না কোনরূপে স্তব করিয়া থাকেন; হে ব্রহ্মময়ি! এইরূপে তুমি অদ্বিতীয়াহেতু, স্তবাদি দ্বিতীয় বস্তুর নিতান্তই অভাব; বিশেষতঃ স্তবদ্বারা যা কিছু বর্ণনা করা যাইবে, তদ্বারা তোমার পরম ভাবের কিছুমাত্রও প্রকাশ করা সম্ভবপর হইবেনা। কারণ, তোমার স্বরূপ একমাত্র তুমিই জান—অংশভূতা হেতু, অন্য কেহই তোমাকে জানিতে পারে না; এজন্য তুমি স্তব-স্তুতির পরপারে অবস্থিতা বা স্তবাতীতা! সুতরাং প্রকৃতপক্ষে তোমার স্তব একেবারেই অসম্ভব।—(৭)

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৮

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥৯

হে দেবি নারায়ণি! তুমি প্রাণিমাত্রেরই হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছ, তুমি স্বর্গ ও মোক্ষদায়িনী; তোমাকে নমস্কার করি ॥৮॥ তুমি কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি কালরূপে জগতের পরিণাম বা রূপান্তর বিধান করিতেছ; তুমিই এই বিশ্বের সংহারকারিণী শক্তি, তুমি নারায়ণী—তোমাকে প্রণাম ॥৯॥ হে ভোগ-মোক্ষদায়িনি 'ধী'রূপিণি নারায়ণি! যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মানবগণ বিষয়ভোগ করে, কিম্বা তোমার শরণাগত হইয়া ভোগ (স্বর্গ *) বা অপবর্গ (মুক্তি) লাভ করে, তুমিই সেই ধী বা বুদ্ধিরূপা—সেই বুদ্ধি বিশুদ্ধ বা নির্ম্মল হইলেই, তুমি তাঁহাতে সত্ত্বগুণপ্রধানা নারায়ণীরূপে প্রকাশিত হও। বিশেষতঃ সুরাসুর নর সকলেই তোমাকে আশ্রয় করিয়াই ধৃত পরিপালিত ও পরিপুষ্ট—তাই তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী-শক্তি নারায়ণী। [নারস্য জীবসমূহস্য অয়নী জননীব আশ্রয়ভূতা ইতি নারায়ণী; কিম্বা—নারং তত্ত্বসমূহম্ অয়তে আশ্রয়তি প্রেরয়তি বা ইতি নারায়ণঃ † তচ্ছক্তিঃ নারায়ণী; অথবা নারায়ণস্য বিষ্ণোঃ শক্তির্নারায়ণী]।—(৮)

---

* ইহলোকের সুখ-ভোগাদি যেমন নশ্বর, সেইরূপ কর্ম্মদ্বারা লব্ধ স্বর্গসুখ-ভোগাদিও নশ্বর: কেননা যাহার উৎপত্তি হয়, তাহা অবিনশ্বর হইতে পারে না, এজন্য উহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী! তবে পারত্রিক স্বর্গসুখাদি দীর্ঘকাল এক কল্পকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে।

† কাহারও মতে, নারায়ণ ও কৃষ্ণে পার্থক্য—ঐশ্বর্য্যময় নারায়ণে সার্দ্ধ দ্বিভাব অভিব্যক্ত, যথা- শান্ত দাস্য ও সখ্যভাবের অর্দ্ধাংশ (অর্থাৎ 'সম্ভ্রম' সখ্য)। রাজা বা বড়লোকের বন্ধু খেলার সাথী হন, কিম্বা মোসাহেবী বা চাটুকারী করেন বটে, কিন্তু বন্ধুকে নিজ কাঁধে চড়ান না; কিম্বা উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি দ্বারা সাধারণতঃ অভেদ ভাবও

হে কাল-শক্তিরূপিণি নারায়ণি! তুমিই অখণ্ড কালরূপে চিরস্থির ও নিত্য—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় সাধন করিয়াও তুমি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাক। আবার কালের পরিচ্ছেদরূপে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন কালশক্তিরূপে কল্প যুগ, বৎসর, অয়ন, মাস, পক্ষ, অহোরাত্রি, দণ্ড পল বিপল, কলা কাষ্ঠা নিমেষ প্রভৃতি খণ্ড-বিখণ্ডভাবে অবস্থিতি করিয়া, তুমিই জীব-জগতের নিয়ত পরিবর্ত্তন বা পরিণাম সাধন করিতেছ! হে কালরূপিণি মা! এইরূপে জীব-জগতের উপরতি অর্থাৎ মৃত্যু বা প্রলয়রূপী শেষ পরিণামও তুমিই আবহমান কাল হইতে সতত সংঘটন করিয়া আসিতেছ—তুমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরেরও প্রলয় বা সংহরণকর্ত্রী তোমাকে কায়মনোবাক্যে নমস্কার করি। হে প্রলয়ঙ্করি মৃত্যুরূপিণি মা! তোমার এই সংসার, মৃত্যুর লীলাভূমি—একটী ক্ষুদ্র কীটও ক্রমান্বয়ে মৃত্যুর মঙ্গলময় স্তরসমূহ পর পর অতিক্রম করত, একদিন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিবে বা মুক্ত হইবে! তোমার মৃত্যুরূপী লীলা বিনাশ নহে—উহা বিকাশের বা ক্রমোন্নতির পূর্ব্বরাগমাত্র! মরণের কোলেই নব জীবন লীলায়িত!—নব নির্ম্মিত দেহটী পূর্ণত্বপ্রাপ্ত হইলেই, পূর্ব্ব দেহটী ত্যাগ হইয়া থাকে; তাই গীতাতেও ভগবানরূপে তুমি বলিয়াছ—জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করত, নববস্ত্র পরিধান করাই মৃত্যু।

করেন না। এজন্য উহাকে 'সম্ভ্রম' সখ্য বলা হয়। আর শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব - কাঁধে করা কাঁধে চড়া, সর্ব্বতোভাবে প্রাণে প্রাণে মিশামিশি, সম্ভ্রমশূন্য অভেদ বা একাত্ম-ভাব! - তাই এবম্বিধ সখ্যভাবের নাম বিশ্রম্ভ (প্রণয় ও কেলিযুক্ত সখ্য)। এইপ্রকার অভেদাত্মক সখ্যভাব কিম্বা যশোদা মায়ের মত বাৎসল্যভাব, অথবা শ্রীরাধার ন্যায় মধুর ভাবাপন্ন বা মাধুর্য্যময় লীলা, নারায়ণ কাহারও সহিত প্রকাশ করেন নাই এজন্য পঞ্চ মহাভাবের ঐশ্বর্য্যাংশমাত্র তাঁহাতে বিকশিত! আর শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্যাংশ সার্দ্ধদ্বিভাব এবং মাধুর্য্যাংশ সার্দ্ধদ্বিভাব, মোট পঞ্চ মহাভাবই সুবিকশিত!!

বীজটী মরিয়া অঙ্কুররূপে বিকশিত হয়, ফুলটী মরিয়া ফলে পরিণত হয়, শিশিরবিন্দুসমূহ ক্ষণিক উজ্জ্বল হীরকজ্যোতিঃ বিকাশপূর্ব্বক আতপ তাপে মরিয়া যায়; অর্থাৎ প্রকৃতির শ্যামল অঙ্গ স্নিগ্ধ করত, তাহারা বিলয় হয় কিম্বা বাষ্পাকারে আকাশে চলিয়া যায়। এইরূপে জীব-দেহের মৃত্যুও বিস্তৃতি, পরিণতি, এবং পঞ্চত্বপ্রাপ্তি; কিম্বা

ক্রমোন্নতিস্বরূপ! হে প্রলয়রূপিণি মা! এইভাবে চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়মে, কর্ম্ম-ক্লান্ত দিবস, রজনীর শান্তিময় দেহে বিলয় হইয়া বিশ্রামানন্দ লাভ করে; আর রজনীর মৃত্যুতে ঊষার রক্তিম রাগ, সুরঞ্জিত হইয়া উদ্ভাসিত হয়—অতঃপর দিবসের ক্রম-অভ্যুদয়ে প্রকৃতিদেবী, শব্দে স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে ভরপূর হইয়া চতুর্দ্দিক আহ্লাদিত ও আমোদিত করত, যেন ঢল ঢল ভাব প্রকাশ করেন। আবার কল্পান্তে, দিবসের আলো এবং রজনীর অন্ধকারও মহাশূন্যে বা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হইয়া যায়। মৃত্যুরূপী হরের কোলেই প্রেমানন্দময়ী গৌরি অধিষ্ঠিতা! সুতরাং মরণের কোলেই প্রকৃত জীবন!—মরণরূপ যবনিকার পরপারেই অমৃতসিন্ধু অবস্থিত! বিশেষতঃ সাধকের পক্ষে, সচ্চিদানন্দময়ী মাতৃ-ক্রোড়ে বা স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে হইলে, মৃত্যুই যে অমৃতময় পথস্বরূপ!—তাই প্রসিদ্ধ কবি, মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ওহে মৃত্যু! শুভলগ্নে, বরবেশে আসি মোর হস্ত ধরি নিও। রক্তিম অধরে মোর, নিবিড় চুম্বনদানে পাণ্ডু করি দিও।" অতএব হে কল্যাণময়ি মা! তোমার মঙ্গলপ্রদ প্রলয়রূপী মৃত্যুমূর্ত্তিকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। [দেহতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, প্রতি সাত বৎসরে জীব-দেহের সমস্ত পরমাণুগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—সুতরাং উহাও দেহের মৃত্যুস্বরূপ]। [অষ্টাদশ নিমেষ=এক কাষ্ঠা; ত্রিংশৎ কাষ্ঠা= এক কলা]।—(৮।৯)

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১০
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি ।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে * নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১১
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১২

হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলরূপিণি, হে কল্যাণদায়িনি (শিবে); হে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-সাধিকে, হে শরণ্যে, হে ত্রিলোচনে, হে গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার ॥১০॥ হে সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশের শক্তিরূপিণি, হে সনাতনি, হে গুণাশ্রয়ে [পুরুষরূপে] হে গুণময়ে [প্রকৃতিরূপে], হে নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার ॥১১॥ হে শরণাগত দীন আর্ত্ত (পীড়িত) জনের পরিত্রাণকারিণি, হে সর্ব্ব-দুঃখবিনাশিনি, হে দেবি নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার ॥১২॥ হে সর্ব্বমঙ্গলা মা ! তুমি অখিল জগতে সকলেরই মঙ্গলকারিণী, এজন্য তোমার গৌরবর্ণা গৌরীমূর্ত্তিতে পালনকারিণী নারায়ণী ভাব অভিব্যক্ত ; তুমিই রক্তবর্ণা গৌরি মূর্ত্তিতে রজোগুণান্বিতা হইয়া জীব-জগতের সৃষ্টিকারিণী নারায়ণীরূপে উদ্ভাসিতা হও ; আবার পীত বা রুদ্রবর্ণা গৌরীমূর্ত্তিতে তমোগুণান্বিতা হইয়া মাহেশ্বরী নারায়ণী-

* এখানে অতি সংক্ষেপে ত্রিগুণের স্বরূপ আলোচনা করা যাউক। সত্ত্ব—নির্ম্মল প্রকাশক এবং জ্ঞানসঙ্গী ; এজন্য নিয়ত সুখদায়ী। রজঃ—তৃষ্ণা প্রবৃত্তি সমুদ্ভব, অনুরাগাত্মক এবং কর্ম্মসঙ্গী ; এজন্য সুখ-দুঃখদায়ী। তমঃ—প্রমাদ আলস্য (অনুদ্যম) ও জড়ভাব-সম্পন্ন, ভ্রান্তি ও বন্ধনকারী ; এজন্য নিয়ত দুঃখদায়ী। আধ্যাত্মিক-জগতে সাধকের ত্রিগুণ যখন বিলোমগতি প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার সত্ত্বগুণ, ক্রমে নির্ম্মল অখণ্ড জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায় ; তাঁহার রজোগুণ, পরবৈরাগ্য পরাভক্তি ও প্রেমানুরাগরূপে প্রকাশ পায় ; আর তমোগুণ, সংযম বা নিবৃত্তির ধারণশীলতারূপে বা আত্ম-নিরোধরূপে

রূপে ধ্বংসলীলা সম্পাদন করিয়া থাক! অতএব হে শরণযোগ্যে ত্রিগুণময়ি ত্রি-অম্বারূপিণি ত্রিনেত্রে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর-জননি সাধ্বি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে ত্র্যম্বকেশ্বরি মা! তোমার ত্র্যম্বক মূর্ত্তিতে জগতের স্থূল সূক্ষ্ম কারণাদি ত্রিধা ভাবসমূহ নিহিত; তোমার চন্দ্র-সূর্য্য অগ্নিরূপা ত্র্যম্বক বা ত্রিনয়ন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিকাল এবং জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই ত্রি-অবস্থা দর্শিনী। হে মাতঃ! তোমার ত্রি-অম্বা (মাতৃ) রূপে, জননী দুহিতা জায়া এই ত্রিভাবও অভিব্যক্ত! তাই সাধক গাহিয়াছেন—"এক দেহে তুমি সতী, জননী দুহিতা জায়া—মহামায়া"। অতএব হে ত্র্যম্বকরূপিণি নারায়ণি! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। [ত্র্যম্বক=ত্রিনয়নী বা ত্রিজননী—"ত্রীণি অম্বকানি লোচনানি যস্যাঃ সা"। যদ্বা "ত্রিভির্লোকৈঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবৈর্ব্বা অম্ব্যতে অসৌ ত্র্যম্বা, স্বার্থে ক ইতি ত্র্যম্বকঃ। অথবা "স্ত্রী অম্বা স্বসা (কন্যা) ত্রিমূর্ত্তির্যস্যাঃ সা"]—(৯)

হে মহাশক্তিরূপিণি সনাতনি! তুমি স্বয়ং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী হইয়াও স্বেচ্ছায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হরের বধূ বা শক্তিরূপে ক্রিয়াশীলা হইয়াছ। তুমিই পুরুষরূপে ত্রিগুণের আশ্রয় বা আধারস্বরূপ; আবার তুমিই প্রকৃতিরূপে ত্রিগুণময়ী হইয়া অনন্তরূপে বিরাজিতা!—অতএব হে মহিমময়ি নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার। হে সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনি মা! শরণাগত দীন এবং আর্ত্ত না হইলে, তোমার করুণা সহজে কেহ লাভ করিতে পারে না; কেননা শরণাগতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই আধ্যাত্মিক পরম ভাবসমূহ অধিষ্ঠিত! তাই গীতাতেও সর্ব্বত্র শরণাগতির উপদেশ দৃষ্ট হয়; ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাটীও শরণাগতিময় আত্ম-

---

প্রকটিত হয়।—ইহাই জীবের ব্যষ্টি গুণময়ভাব; আর এই ত্রিগুণ, জীবাত্মাকে আশ্রয় করিয়াই জীব-দেহে যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল হয়—ইহাই শিবরূপী জীবের গুণাশ্রয় ভাব।

নিবেদনের পরমভাবে বিভাবিত ও অভিষিক্ত! আর এখানে দেবী-মাহাত্ম্যেও, সুরথ-সমাধি এবং দেবগণের চরিত্রও ত্যাগময় শরণাগতির অপূর্ব্ব বিকাশে ও বিলাসে লীলায়িত! আবার সংসার-সাধনাতেও ত্রিতাপ-জ্বালায় কিম্বা রিপুর তাড়নায় অতিষ্ঠ হইয়া, মানব যখন তোমাতে শরণাগত হয়, এবং প্রার্থনা করে—"গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি!" তখনই, হে মাতঃ! তোমার করুণা ও স্নেহ-ধারা ভক্তের প্রতি অফুরন্তভাবে উৎসারিত হয়! সুতরাং দৈন্য বা অহংকারের অবনমিত অবস্থা এবং আর্ত্তভাবও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের অন্যতম উপায়স্বরূপ; অতএব, হে আর্ত্তত্রাণকারিণি নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।—(১১।১২)

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৩

ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরী স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৪

ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৫

হে দেবি নারায়ণি! তুমি ব্রহ্মাণীরূপে হংসযুক্ত বিমানে অবস্থান করিয়া থাক; তুমি কুশপূত বা কমণ্ডলু-জল প্রক্ষেপ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। [**নবশক্তির** আবির্ভাব ও রূপ বর্ণনা কালে, হংসযুক্ত বিমান, অন্যান্য দেবীর রূপ ও বাহনাদি সম্বন্ধে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; সুতরাং এখানে উহাদের পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র]। কৌশাম্ভঃ—কৌশ = কমণ্ডলু বা কুশ-পূত; অম্ভ = জল] ॥১৩॥
হে নারায়ণি! তুমি ত্রিশূল অর্দ্ধচন্দ্র, অহি বা সর্প-বলয়ে সুসজ্জিত হইয়া মহাবৃষভে আরোহণপূর্ব্বক, মাহেশ্বরী-রূপ ধারণ করিয়া থাক; তোমাকে

নমস্কার ॥১৪॥ হে নারায়ণি! তুমি শ্রেষ্ঠ ময়ূরে পরিশোভিতা হইয়া কিম্বা ময়ূর-পুচ্ছে সুসজ্জিতা হইয়া মহাশক্তিধারিণী কৌমারীরূপে আবির্ভূতা হও; হে অনঘে (নির্ম্মলে), তোমাকে নমস্কার। [কুক্কুট— ময়ূর-পুচ্ছ বা শ্রেষ্ঠ। ইতিপূর্ব্বে রূপ বর্ণনা কালেও কৌমারীকে ময়ূরবর-বাহনা, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ময়ূরে সমাসীনা বলা হইয়াছে] ॥১৫

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৬
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৭
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥১৮

হে নারায়ণি! তুমি শঙ্খ-চক্র গদা ও শার্ঙ্গরূপ পরমাস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক বৈষ্ণবীরূপ ধারণ করিয়া থাক; তুমি প্রসন্না হও, তোমাকে নমস্কার ॥১৬॥ হে নারায়ণি! তুমি মহাচক্রধারিণী, তুমি বরাহরূপে দন্তদ্বারা [সলিল হইতে] বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিয়াছ; হে শিবে তোমাকে নমস্কার ॥১৭॥ হে নারায়ণি! তুমি ভীষণ নৃসিংহমূর্ত্তিতে দৈত্যগণকে নিধন করিবার জন্য সতত উদ্যত আছ; হে ত্রিলোকের ত্রাণ-সাধিকে! তোমাকে নমস্কার ॥১৮॥

[এ সকল বিষয়ে রক্তবীজ-বধ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে]

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥১৯
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২০

দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২১

হে নারায়ণি। তুমি কিরীট বা মুকুট সুশোভিতা মহাবজ্র-ধারিণী সহস্র-নয়নে উদ্ভাসিতা ঐন্দ্রী তুমি বৃত্রাসুরের প্রাণ নাশ * করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার ॥১৯॥ হে নারায়ণি! তুমি শিবদূতিরূপে মহাবলশালী দৈত্যগণকে নাশ করিয়াছ, তুমি ভীষণ শব্দকারিণী; হে উগ্ররূপিণি! তোমাকে নমস্কার ॥২০॥ হে নারায়ণি চামুণ্ডে! তোমার বদন-মণ্ডল দশন-পঙ্‌ক্তিদ্বারা ভীষণ করালভাব ধারণ করিয়াছে, তুমি নরমুণ্ড-মালা দ্বারা বিভূষিতা; হে মুণ্ড-দৈত্যবধকারিণী মা তোমাকে নমস্কার ॥ [এ বিষয়ে পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিরীট—ইহা মধ্যম চরিত্রের 'চূড়ামণি' বা জ্ঞান] ।—(২১)

লক্ষ্মী লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে † নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২২

মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥২৩

হে নারায়ণি! তুমি লক্ষ্মী, তুমি লজ্জা, তুমি মহাবিদ্যা, তুমিই

*আধ্যাত্মিকভাবে বৃত্রাসুর বধের তাৎপর্য্য, যথা—ত্রিবৃৎ বেদ অর্থাৎ ত্রিবেদ বিরোধী ত্রিগুণময় অজ্ঞানতা-সমষ্টিই দেহস্থ বৃত্রাসুর। এই বৃত্রাসুরকে বধ করিতে হইলে, সাধন বলের প্রয়োজন। সাধন-লব্ধ ব্রহ্মতেজময় ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞানই ত্রিগুণের অজ্ঞান-তমসা বিদূরিত করিতে পারে! তাই জগৎহিতে সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণ দধীচি মুনির তপস্যা-লব্ধ ব্রহ্মতেজোদ্দীপ্ত অস্থিদ্বারা ইন্দ্রের বজ্র-শক্তি নির্ম্মিত হয় এবং তদ্দ্বারাই বৃত্রাসুর বধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ তপঃ প্রভাবযুক্ত একজন সিদ্ধের চিন্ময় অঙ্গস্পর্শে বা কৃপায়, সহস্র সহস্র মানব ভক্তি বা মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

† 'মহামায়ে' ইতি বা পাঠঃ।

শ্রদ্ধা পুষ্টি স্বধা-স্বরূপা, তুমি ধ্রুবা (নিত্যা) তুমি মহারাত্রি, তুমি মহাবিদ্যা অর্থাৎ মহাঅবিদ্যা (মহামোহস্বরূপা) তোমাকে নমস্কার ॥২২ হে নারায়ণি! তুমি মেধা-স্বরূপা, তুমি সরস্বতী বরা (শ্রেষ্ঠা) ভূতি ও বাভ্রবী, তুমি প্রসন্না হও—হে ঈশে! তোমাকে নমস্কার ॥২৩॥ হে নারায়ণি! তুমি সম্পদ্‌রূপিণী লক্ষ্মী, তুমি অকার্য্যে বিমুখতারূপা লজ্জা, তুমি ব্রহ্মবিদ্যা বা দশমহাবিদ্যারূপা মহাবিদ্যা; তুমি আস্তিক্য বুদ্ধি বা বিশ্বাসরূপা শ্রদ্ধা—এইরূপে তুমিই একমাত্র জীবের পোষণকারিণী পুষ্টি; তুমিই পিতৃলোক তোষিণী ও পোষিণী স্বধা মন্ত্ররূপা; তুমিই স্থির-ভাবাপন্না ধ্রুবা বা নিত্যা। তুমি সর্ব্ব-বিলয়কারিণী মহারাত্রিরূপা এবং মহামোহস্বরূপা—অতএব তোমাকে নমস্কার। হে মহারাত্রি ও মহাবিদ্যারূপিণি মা! তুমি **দশমহাবিদ্যা** † মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক **দশবিধ মহারাত্রি**রূপে জীব-জগতে ক্রিয়াশীলা!—**কালী**রূপে তুমি কালরাত্রি; **তারা**রূপে তুমি মহারাত্রি, **ষোড়শী**রূপে তুমি মোহরাত্রিস্বরূপা; এইরূপে তুমি **ভুবনেশ্বরী**রূপে সিদ্ধরাত্রি, **ভৈরবী**রূপে তুমি ক্রোধরাত্রি; **ছিন্নমস্তা**রূপে তুমি মৃত্যুরাত্রি; **ধূমাবতী**রূপে তুমি প্রলয়রাত্রি; **বগলা**রূপে তুমি দারুণরাত্রি; **মাতঙ্গী**রূপে তুমি বীররাত্রি এবং **কমলা**রূপে তুমি দিব্যরাত্রি-স্বরূপা!! হে দশমহারাত্রিরূপিণি মা! তোমাকে বারম্বার নমস্কার ॥২২

---

† তন্ত্রাদির মতে দশমহাবিদ্যা দশবিধ মহাশিবেরই শক্তিস্বরূপ। দশমহাশিব যথা—কালীর শিব—মহাকাল। তারার শিব—অক্ষোভ্য বা হিরণ্যগর্ভ। ষোড়শীর শিব—পঞ্চবক্ত্র। ভুবনেশ্বরীর শিব—ত্র্যম্বক। ভৈরবীর শিব—দক্ষিণামূর্ত্তি কালভৈরব। ছিন্নমস্তার শিব—কবন্ধ। ধূমাবতীর শিব—০ (মহাশূন্য) [এজন্য ধূমাবতীর বিধবা বেশ] বগলার শিব—একবক্ত্র মহারুদ্র। মাতঙ্গীর শিব—মতঙ্গ। কমলার শিব—সদাশিব।

হে নারায়ণি! তুমি সর্ব্বশাস্ত্রের অর্থ তত্ত্ব ও রহস্য প্রকাশকারিণী উজ্জ্বলা ধীঃরূপিণী মেধা; তুমি জ্ঞানময়ী বাগ্‌দেবী বা সরস্বতী। তুমিই তোমার উত্তম চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূতি বা বিভূতি প্রকাশকারিণী সত্ত্বগুণপ্রধানা মহাসরস্বতী বা ভূতিস্বরূপা; তুমিই ঐশ্বর্য্যশালিনী রজোগুণের পূর্ণ মূর্ত্তি বাভ্রবী, কিম্বা তুমিই তোমার মধ্যম-চরিত্রের রজোগুণান্বিতা মহালক্ষ্মীস্বরূপা; আবার তুমিই নিয়ত ক্রিয়াশীলা নিয়তি-রূপিণী তমোগুণময়ী ঈশানী-মূর্ত্তি; কিম্বা তুমিই তোমার প্রথম চরিত্রের নিয়ন্তা বা নিত্যা মহাকালীস্বরূপা! হে পরমেশ্বরি! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্না হও—ভ্রান্তিময় ভগবৎবিমুখ পথে ধাবনশীল বিশ্ববাসীকে সুমতি প্রদান করত, জীব-জগতের মঙ্গল বিধান কর—তোমাকে আমরা কায়মনোবাক্যে একাগ্র হইয়া নমস্কার করিতেছি!

[বভ্রু বা বভ্রু=রজোগুণ, এতদ্ব্যতীত, "বভ্রুর্বৈশ্বানরে শূলপাণৌ চ গরুড়ধ্বজে"—ইতি মেদিনী। এই উক্তিদ্বারা, বাভ্রবি—ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী এবং মাহেশ্বরীরূপেও অভিব্যক্ত] ॥২৩

[নারায়ণীর স্বরূপবর্ণনা শেষ, অতঃপর **প্রার্থনামূলক স্তবাদি**]

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে * ॥ ২৪

এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে ॥ ২৫

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতে র্ভদ্রকালি নমোঽস্তু তে ॥২৬

---

* এই শ্লোকের পর কোন কোন গ্রন্থে নিম্নশ্লোকটী অধিক দৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রাচীন টীকাকারগণ উহা গ্রহণ করেন নাই। শ্লোকটী এই—"সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্তে সর্ব্বতো-ঽক্ষিশিরোমুখে। সর্ব্বতঃ শ্রবণঘ্রাণে নারায়ণি নমোঽস্তু তে" ॥

হে দেবি! তুমি সর্ব্বরূপিণী, তুমি সকলের ঈশ্বরী, তুমি সর্ব্বশক্তিময়ী, হে দুর্গে! আমাদিগকে সকল ভয় হইতে রক্ষা কর—তোমাকে নমস্কার ॥২৪॥ হে কাত্যায়নি! তোমার ত্রিনয়ন-সুশোভিত মনোহর এই বদন-মণ্ডল, সমস্ত প্রাণী বা ভূত-বিকার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুক; তোমাকে নমস্কার ॥২৫॥ হে ভদ্রকালি! প্রচণ্ড তেজে প্রদীপ্ত অসুরকুলবিনাশী অতি ভীষণ তোমার এই ত্রিশূল, আমাদিগকে ভয় হইতে রক্ষা করুক—তোমাকে নমস্কার ॥২৬॥ হে সর্ব্বরূপিণী বা সর্ব্বস্ব-রূপিণি মা! তুমিই জীব-জগতের সর্ব্বস্ব—তোমাব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আর কিছুই নাই; এই স্থূল জগত, তোমারই বিরাট্ মূর্ত্তি বা অভিব্যক্তি! —ইহাই তোমার সন্ময়ীরূপ। তোমার সর্ব্ব-নিয়ন্ত্রণকারিণী সর্ব্বেশ্বরী মূর্ত্তিটী চিন্ময়ভাবে জগন্ময় পরিব্যাপ্ত—ইহাই তোমার জ্ঞানময় ও প্রাণময়-রূপ; আর তোমার সর্ব্বশক্তিসমন্বিত মূর্ত্তিটীই অনন্তভাবে এবং অপরিসীম আনন্দে পরিপূর্ণ!—ইহাই তোমার পরমাত্মাময়ী বা পরমা-নন্দময়ী রূপ! কেননা সর্ব্বশক্তির সমন্বয় আত্মাতে বা পরমাত্মাতেই সম্ভব!—আর এই পরমাত্ম-ভাবটীও সত্যময়, জ্ঞানময় এবং পরমানন্দময়! হে পরমাত্মময়ি দুর্গে! তুমি কৃপাপূর্ব্বক আমাদের ভব-ভয়, মৃত্যু-ভয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ভয় বিনাশ কর—ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। [প্রার্থনা—প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ ভক্তিসহকারে অর্থন বা যাচ্ঞাই প্রার্থনা] (২৪)

হে ব্রহ্মজ্ঞানময়ি কাত্যায়নি মা! তুমি সর্ব্বভূতে মাতৃময়ভাব*

* এসম্বন্ধে ভাবসাধনকারী বৈষ্ণবগণের উক্তি—"কৃষ্ণ-ভজনের রীতি সকলেই প্রকৃতি" অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ বা পুরুষোত্তম, এতদ্ব্যতীত সকলেই প্রকৃতি বা শক্তি"। তাই মীরাবাই, রূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে, রূপ নিজকে পুরুষবোধে এবং মীরাবাইকে স্ত্রীলোকবোধে দেখা করিতে অসম্মত হন, তখন মীরাবাই গোস্বামী পাদের পুরুষত্বের অভিমান চূর্ণ করিবার জন্য

প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগকে শক্তি ও প্রেরণা প্রদান কর—কেননা প্রকৃতিদ্বারা গঠিত জীব-জগতকে কিম্বা অষ্টধা প্রকৃতিকে মাতৃময় ও শক্তিময় না দেখিয়া ভেদভাবে অথবা জড়ভাবে দর্শন করাইতো। **ভূত-বিকার** তুমি আমাদের সেই ভূত-বিকার নষ্ট করিয়া, সর্ব্বত্র মাতৃ-ভাব প্রতিষ্ঠিত কর! দেবগণও পুনঃ পুনঃ এই ভাবই পরিব্যক্ত করত প্রণাম করিয়াছেন—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥" হে মঙ্গলকারিণি ভদ্রকালি! তোমার ত্রিশূলরূপী ত্রিগুণময় দিব্য-শক্তি, আমাদের দেহ রাজ্যের অসুরগণকে বিলয় করত, আমাদিগকে পরমভাবে বিভাবিত করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মজ্ঞানে এবং ভগবানে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। হে মাতঃ! তোমাকে প্রেম-ভক্তিসহকারে প্রণাম করি। [উপরোক্ত তিনটী শ্লোকে প্রার্থনা ও প্রণাম একত্রে বিজড়িত; পরবর্ত্তী দুইটী শ্লোকে কেবল প্রার্থনা; তৎপর ছয়টী শ্লোকে সংক্ষেপে মাতৃ-গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণিত এবং শেষ শ্লোকদ্বারা বিশিষ্টভাবে প্রণাম ও আত্ম-নিবেদন ভাব অভিব্যক্ত]।—(২৪-২৬)

হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃসুতানিব॥ ২৭
অসুরাসৃগ্‌বসাপঙ্কচর্চ্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্॥ ২৮

হে দেবি! তোমার যে ঘণ্টা স্বীয় [প্রণবময়] তুমুল ধ্বনি জগন্ময় পরিব্যাপ্ত করত দৈত্যকুলের তেজ বিনাশ করেন, সেই ঘণ্টা, মাতা

বলিয়াছিলেন—"আমি জানি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি; কিন্তু আজ রূপ গোস্বামীর পুরুষত্বলাভ-সংবাদে বিস্মিত হইলাম"। বলা বাহুল্য যে, রূপ গোস্বামী তৎক্ষণাৎ মীরাবাইএর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

যেমন পুত্রগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, সেইরূপ আমাদিগকে দুঃখদায়ক পাপ হইতে রক্ষা করুন্ ॥২৭॥ [অনঃ=মাতা]। [জীব-দেহস্থ নাদসমূহ প্রণব-ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হয়; সেই প্রণব জপরূপ ধ্বনিই দেহ-রাজ্যের অসুর-তেজ বিনাশক এবং দেবভাবের রক্ষক—ইহাই তাৎপর্য্য]—(২৭) হে চণ্ডিকে! অসুরগণের রক্ত (অসৃক্) এবং বসা (মেদরূপ) পঙ্কে পরিলিপ্ত তোমার শ্রীকর-শোভিত উজ্জ্বল খড়্গ, আমাদের মঙ্গল সম্পাদন করুন্—আমরা অবনত মস্তকে অর্থাৎ প্রণামপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি ॥২৮॥ ['কর' শব্দের অনুরূপ অর্থ কিরণ। মানবদেহের মনোপ্রাণের অন্তর্মুখী ক্রিয়াশীলতাই মাতৃকরধৃত ও পরিচালিত খড়্গস্বরূপ—উহাই সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করত মানবকে ভগবৎভাবে বিভাবিত করে কিম্বা আত্ম-রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করে—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য]—(২৮)

[ছয়টী শ্লোকে মাতৃ-গৌরব ও মাহাত্ম্য বর্ণন]

রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা, রুষ্টাতু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥২৯

এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য, ধর্ম্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্ত্তিং কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥৩০

[হে দেবি!] তুমি তুষ্টা হইলে, অশেষ উপদ্রব বিনাশ কর, আবার রুষ্টা বা ক্রুদ্ধা হইলে, সকল অভীষ্টই বিনষ্ট কর। তোমাতে আশ্রয়গ্রহণকারী মানবগণের কোন বিপদ হয় না; তোমার আশ্রিতগণ সকলেরই আশ্রয়ণীয় হয় ॥২৯॥ হে দেবি অম্বিকে! এই যে তুমি স্বীয় মূর্ত্তিকে বহুরূপে বিভক্ত করিয়া, ধর্ম্মদ্বেষী মহাসুরদিগকে বিনাশ করিলে, ইহা তুমি ব্যতীত আর কে করিতে পারে? ॥৩০॥ হে মাতঃ! তোমার তুষ্টি-মূর্ত্তিই মানবের ভব-রোগ বিনাশ এবং ত্রিতাপজ্বালা

উপশমিত করিয়া থাকে। রুষ্ট মূর্ত্তিও কাম-কামনামূলক অভীষ্ট বিনাশ করিয়া, পরোক্ষে মানবের মঙ্গলই সাধন করিয়া থাকে! কেননা তুমি যে মা—মায়ের ক্রোধ সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলার্থেই প্রযুক্ত হয়! হে সর্ব্বাশ্রয়া মা! তুমি যাঁহাদিগকে আশ্রয়দানে কৃতার্থ কর, তাঁহারা সকলেরই আশ্রয়স্বরূপ হন; অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট সকলেই উপকৃত হয়। হে জগদম্বিকে! তুমি শরণাগত ভক্তের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত বা আবির্ভূত হইয়া যেরূপে অসুরভাব বিলয় করত, ভক্তকে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত কর, তেমন আর কে করিবে? [লৌকিক ভাবেও দেখা যায় যে, পিতা অপেক্ষা মাতা; সন্তানের জন্য অধিক চিন্তা করিয়া থাকেন] [কদন=নিধন]—(২৯।৩০)

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥৩১

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥৩২

হে দেবি! সমস্ত বিদ্যা, বিবেক-বিচার প্রদীপ্ত শাস্ত্রসমূহ অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত জ্ঞান-দীপাবলীতে উদ্ভাসিত সর্ব্ববিধ বিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং বেদবাক্যসমূহ জগতে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত থাকাসত্ত্বেও যিনি প্রগাঢ় তমোময় মমত্বের গর্ত্তে এই জীব-জগতকে বিঘূর্ণিত করিতে পারেন, এমন ব্যক্তি তোমা ভিন্ন আর কে আছে? ॥৩১॥ যেখানে রাক্ষসগণ, যেখানে তীব্র বিষধর সর্পগণ, যেখানে শত্রুদল, দস্যুবল এবং দাবানল সেইসকল ভীষণ স্থানে এবং সমুদ্রমধ্যে, তুমি স্বয়ং অবস্থিতি করিয়া, ইহাদের উৎপাত হইতে এই বিশ্বকে সতত রক্ষা করিয়া আসিতেছ ॥৩২॥ হে বিশ্ব-জননি! তুমি একদিকে বিদ্যামূর্ত্তিতে চতুর্দ্দশ বিদ্যা, স্মৃতি উপনিষদাদি শাস্ত্র এবং উজ্জ্বল বেদবাক্যাদিরূপে

প্রকাশিত হইয়া, মানবগণকে বিবেক ও জ্ঞান-দীপাবলীতে উদ্ভাসিত করত তাঁহাদের অজ্ঞান-তমসা বিদূরিত করিতেছ। আবার হে মহামায়ারূপিণি! তুমিই অবিদ্যামূর্ত্তিতে মানবগণকে অজ্ঞান-তমসার ঘনীভূত অন্ধকারে আচ্ছন্ন মমত্বের আবর্ত্তে এবং অহমিকার মোহ-গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া দুঃখ প্রদান করিতেছ—তোমার এইপ্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যার খেলা এবং অদ্ভুত বিশ্বলীলা, তুমি ব্যতীত আর কে করিতে সক্ষম? হে জগদ্ধাত্রি! তুমিই অতি ভয়ঙ্কর ও বিপদসঙ্কুল স্থানে অবস্থিতি করত, জীব-জগতকে সতত রক্ষা করিতেছ সুতরাং বিশ্ব-পালনের অপূর্ব্ব বীর্য্য এবং অদ্ভুত সামর্থ্য তোমা ছাড়া আর কোথায় সম্ভব? এইরূপে হে করুণাময়ি মা! যেখানেই শরণাগত ভক্তের কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ তুমি সেইখানে আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাক!—এমনি তোমার মহিমা ও মধুরিমা!!—(৩১।৩২)

বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥৩৩

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেঃ
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্ ॥৩৪

মা তুমি বিশ্বেশ্বরী, এজন্য তুমি বিশ্বকে পালন ও রক্ষা করিতেছ; তুমি বিশ্বাত্মিকা বিশ্বরূপা, তাই সমস্ত বিশ্বকে ধারণ করিতেছ; তুমি ব্রহ্মাদি বিশ্বের ঈশ্বরগণেরও বন্দনীয়া; যাঁহারা তোমার প্রতি ভক্তি-বিনম্র অর্থাৎ শরণাগত, তাঁহারা বিশ্বের আশ্রয়, অর্থাৎ সকলের উপাস্য হইয়া থাকেন ॥৩৩॥ হে দেবি! প্রসন্না হও; তুমি এখনি যেমন স্মরণমাত্র

অসুর বধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে, সেইরূপ ভবিষ্যতেও সর্ব্বদা শত্রুভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা ও পরিপালন করিও? জগতের সমস্ত পাপ এবং উৎপাত বা অধর্ম্মের ফলস্বরূপ দুঃখদায়ী মহা-উপসর্গসমূহ শীঘ্র নিবারিত ও উপশমিত কর ॥৩৪॥ হে জগন্মাতা বিশ্বেশ্বরি তুমিই সর্ব্বতোভাবে জীব-জগতকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছ—তোমার ইচ্ছায় ও আদেশেই বিশ্বের সর্ব্ববিধ কার্য্য সুশৃঙ্খলতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে; সুর-নরগণগণ যখন তোমার এই সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব বিশ্বেশ্বরী ভাব বিস্মৃত হইয়া বা উপেক্ষা করিয়া অহংকৃত হয়, তখনই তুমি তাঁহা-দিগের চৈতন্য সম্পাদনের জন্য নানাপ্রকার আসুরিক উৎপাতরূপে প্রকট হইয়া তাঁহাদিগকে দুঃখ প্রদান কর; তৎপর পুনরায় তাঁহারা শরণাগত হইলে, তুমি তাঁহাদের দুঃখ উপশম করিয়া থাক। তাই এক্ষণে শরণাগত দেবগণ শত্রু বিনাশে আহ্লাদিত হইয়া তোমার স্বরূপভাব উপলব্ধি করত স্তব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হে জগদম্বে! তুমি যেমন শরণাগত দেবগণের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহাদের শত্রুবধদ্বারা অভীষ্ট পূরণ করিয়াছ, সেইরূপ অধুনা এই ত্রিতাপক্লিষ্ট মানবের প্রতি তুমি প্রসন্না হও—দুঃখদায়ী পাপ, এবং উৎপাতরূপ অধর্ম্মের পরিপাক বা ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, জল-প্লাবন, মহামারী প্রভৃতি মহা উপসর্গসমূহ বিশ্ববাসীকে গ্রাস করিতে উদ্যত! হে আর্ত্তত্রাণপরায়ণা মা! তুমি জীব-জগতের এইসকল উৎপাত উপশম করত; আবার পৃথিবীতে ধর্ম্ম-রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত কর—তোমার অনন্ত মহিমা জয়যুক্ত ও জগন্ময় বিঘোষিত হউক!! —(৩৩।৩৪)

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব ॥৩৫

হে দেবি! হে বিশ্বার্ত্তিহারিণি! তুমি প্রণতগণের প্রতি প্রসন্না

হও; হে ত্রিলোক-সংস্তুতে! তুমি সকল লোকের প্রতি বরদায়িনী হও ॥৩৫॥ হে ত্রিলোকবন্দিনি বিশ্বত্রাণকারিণি মা! তুমি প্রণত জনগণের প্রতি প্রসন্না হও; আমরা আমাদের অহংকারের উচ্চ শির তোমার সর্ব্বাভীষ্ট প্রদানকারী চরণতলে অবনমিত করিয়াছি; তুমিও আমাদের বৈরি বিনাশ করত, আমাদিগকে কৃপা করিয়াছ; কিন্তু মা! শুধু আমাদিগকে কৃপা করিলে চলিবে না—বিশ্ববাসীকে কৃপা করিতে হইবে! —ইহাই আমাদের শেষ এবং আন্তরিক প্রার্থনা; অতএব হে মাতঃ! তুমি সকলকে বর দান করিয়া, জগতের সর্ব্বাঙ্গীন সুমঙ্গল প্রতিষ্ঠা কর! তোমার নামগানে এবং জয়োচ্চারণে জল-স্থল-নভোমণ্ডল মুখরিত হউক!! ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।—(৩৫) [**স্তবদ্বারা ভগবান** বা **ভগবতী** সন্তুষ্ট হন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; পক্ষান্তরে স্তবদ্বারা প্রার্থনাকারীর সহিত, জীব-জগতেরও মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে; এজন্য স্তব-স্তুতির অনন্ত মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রে পরিব্যক্ত ও বিঘোষিত]।

দেব্যুবাচ ॥৩৬

বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥৩৭

দেবী কহিলেন—হে সুরগণ! আমি বরদানে উদ্যত হইয়াছি; জগতের উপকারক যে কোন বর তোমরা মনে মনে ইচ্ছা করিতেছ, তাহা প্রার্থনা কর; আমি তাহাই প্রদান করিতেছি ॥৩৬।৩৭

তত্ত্ব-সুধা। শরণাগত ভক্তগণের ঐকান্তিক ভক্তি-শ্রদ্ধাসমন্বিত স্তবদ্বারা জগন্মাতা পরিতুষ্টা ও প্রীতা হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন; কিন্তু সে বর শুধু ভক্তের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে নহে—উহা জগন্মঙ্গলার্থে! তাই মা স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"তোমরা জগতের

উপকারার্থে যে কোন বর প্রার্থনা করিবে, তাহাই আমি দিব"—অভয়া মায়ের এই অভয় বাণী মানবগণকে সত্য জ্ঞান এবং আনন্দের পরম পথ প্রদর্শনপূর্ব্বক, সর্ব্বতোভাবে বিশ্বের মঙ্গল সংসাধন করুক্!

দেবা উচুঃ ॥৩৮

সর্ব্ববাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥৩৯

সত্য বিবরণ। দেবগণ বলিলেন—হে অখিলেশ্বরি! তুমি এখনি যেমন আমাদের বৈরিগণকে বিনাশ করিলে, সেইরূপ ত্রিলোকের সর্ব্বপ্রকার বাধা উপশমিত কর ॥৩৮।৩৯

তত্ত্ব-সুধা। জীব-জগতের সমস্ত কার্য্যই বিঘ্ন-বাধায় পরিপূর্ণ; বিঘ্নহীন কার্য্য খুব বিরল। মহামায়া যেমন শক্তিময় অনন্ত কার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, সেইরূপ তিনিই বাধারূপে প্রকটিতা; কেননা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, পরস্পরবিরোধী রাগ বিরাগদ্বারাই বৈচিত্র্যময় জগতের উদ্ভাবন সুসম্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বভূতে শক্তিতত্ত্ব বা মাতৃতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেই, বাধাগুলিও মাতৃময় হইয়া, সাধককে আনন্দ প্রদান করিবে। স্থূল জগতের ন্যায়, আধ্যাত্মিক জগতেও মা অনন্ত বাধা-বিঘ্নরূপে ক্রিয়াশীলা; তন্মধ্যে আত্ম-ভাব লাভে উদাসীনতা এবং অনাত্মভাবে অনুরাগ বা প্রীতিই অন্যতম বাধা-স্বরূপ: অনাত্মভাব সমূহ সাধারণতঃ ত্রিবিধ আকারে প্রকাশ পায়, যথা—(১) স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় এই ত্রিবিধ ভেদ বা অনাত্মভাব; (২) আমি জাত, স্থিত, বর্দ্ধিত প্রভৃতি ষড়্‌ভাব বিকার; (৩) আত্ম-ভাবের বিরোধী বা বিপরীত অনন্ত ভাবের ক্রিয়াশীলতা। আত্ম-ভাবে মোটামুটি এই সকল পরমভাব নিহিত যথা—অজ, শাশ্বত, অদ্বিতীয়, অসঙ্গ, অখণ্ড, অব্যক্ত, অব্যয়, অক্ষর অনন্ত নির্গুণ নির্ব্বিকার ইত্যাদি—ইহারাই

পরমাত্মার পরমভাব; আর ইহাদের বিপরীত ভাবসমূহই অনাত্ম বা জীবভাব; এই সকল জীবভাবই মন্ত্রোক্ত অনন্ত বাধাস্বরূপ! শরণাগতি দ্বারা এবং মাতৃকৃপায় এইসকল বাধা উপশমপ্রাপ্ত হয়; তখন সাধক সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।—(৩৮।৩৯)

হে করুণাময়ি বিশ্ব জননি! তুমি আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে, অনিত্য হইতে নিত্যে, অজ্ঞানতামস অন্ধকার হইতে জ্ঞানময় দিব্যালোকে লইয়া যাও—মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া, আমাদিগকে অমৃতত্ব প্রদানে ধন্য কর!—এইরূপে তুমি জীব-জগতের দুঃখময় ত্রিতাপ-জ্বালা চিরতরে উপশমিত কর! প্রেম-ভক্তিহীন সন্তানগণের প্রণতি, নিজ গুণে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ কর। **ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।**

দেব্যুবাচ ॥৪০

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভোনিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥৪১
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥৪২

সত্য বিবরণ। দেবী বলিলেন—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগে, [দ্বাপরের শেষে এবং কলির পূর্ব্বে] শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক অন্য মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে ॥৪১॥ তৎকালে আমি নন্দ-গোপগৃহে যশোদা-গর্ভে উৎপন্ন হইয়া বিন্ধ্যাচল-বাসিনীরূপে, ঐ অসুর-দ্বয়কে বিনাশ করিব ॥৪২

তত্ত্ব-সুধা। স্বারোচিষ মনুর অধিকার কালে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মন্বন্তরে মেধস মুনি, রাজা সুরথকে দেবী-মাহাত্ম্য উপদেশ দিয়াছিলেন; এজন্য মন্ত্রে কথিত সময়, ভবিষ্যৎবাণীরূপে পর্য্যবসিত ছিল। সম্প্রতি সপ্তম মনু বৈবস্বতের অষ্টাবিংশ মহাযুগের কলিযুগ চলিতেছে, সুতরাং এই

মহাযুগেই শুম্ভ-নিশুম্ভের উৎপত্তি হইবে, ইহাই দেবীর উক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলায় সহায়িকারূপে ভগবতী যোগমায়া, গোপ-রাজ নন্দের গৃহে যশোদা দেবীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন। তৎপর কংস সেই সদ্যজাত কন্যাকে বিনষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিলে, যোগমায়া দেবী কংসের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, ঊর্দ্ধে শূন্যে অষ্টভূজা মূর্ত্তিতে দর্শন দান পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করেন। তৎপর যোগমায়া দেবী, শুম্ভ-নিশুম্ভকে বিনাশ করিবার জন্য বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে বাস করিতে থাকেন। সেই (দ্বিতীয়) শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পৌরাণিক গল্পটী উপভোগ্য। বিন্ধ্যবাসিনী যোগমায়া-দেবী, পরম রমণীয় মোহিনী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, বলদৃপ্ত শুম্ভ-নিশুম্ভের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ ভ্রাতৃদ্বয় মদনের বাণে আহত হইয়া দেবীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল, তখন দেবী তাহাদিগকে বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে যে অধিক বলশালী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, সেই আমাকে গ্রহণ করিবে"। তখন পরস্পরের ভ্রাতৃ-স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই নিহত হইল!—এইরূপে দেবী কৌশলে তাহাদের নিধন কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। [কাশীধাম ও প্রয়াগধামের মধ্যবর্ত্তী স্থলে বিন্ধ্যাচল-তীর্থে বিন্ধ্যবাসিনী মহালক্ষ্মী-মাতার মন্দিরে এবং পর্ব্বত-গাত্রে অষ্টভূজা কালিকা মাতার মন্দিরে, নিত্য-পূজা হইয়া থাকে]।

চণ্ডিকা মায়ের শ্রীমুখ-নিসৃত, এখান হইতে চতুর্দ্দশটী শ্লোকে, দেবী-মাহাত্ম্যের চরিত্র-ত্রয়ের শক্তি ও বীজ-দেবতাসমূহ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন, যথা—প্রথম চরিত্রের **শক্তি—নন্দা, বীজ—রক্তদন্তিকা।** মধ্যম চরিত্রের **শক্তি—শাকম্ভরী, বীজ—দুর্গা।** উত্তম চরিত্রের **শক্তি—ভীমা, বীজ—ভ্রামরী।** [শতাক্ষী এবং শাকম্ভরী একই

দেবী] এইসকল শক্তি ও বীজ-দেবতাগণের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, প্রত্যেক চরিত্রের আদিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এই মাতৃউক্তি-সমূহে ষট্‌চক্রভেদ এবং সাধক-জীবনের আধ্যাত্মিক **ক্রমোন্নতির ভাব ও স্তরসমূহ** অতি সুন্দররূপে নিহিত আছে, এই অপূর্ব্ব রহস্য পর পর ক্রমে উদ্‌ঘাটিত করা হইতেছে।

মানব যখন সত্ত্বগুণময় **বাল্যাবস্থা** অতিক্রম করত রজোগুণময় যৌবনের অবস্থায় পদার্পণ করে, তখন রজোগুণের উন্মেষে কাম-ক্রোধ লোভ-মোহ মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি ষড়রিপুগণ, তাহার শরীরে স্থূলভাবে বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকট্ করিতে থাকে। তখন প্রাক্তন-সুকৃতির ফলে কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি, ঐসকল প্রবৃত্তিমূলক বৃত্তিগুলিকে দমনপূর্ব্বক উহাদিগকে আত্মাভিমুখী করিতে প্রয়াস পান এবং আর্ত্তভাব উপলব্ধি করত, তৎপ্রতিকারার্থে ভগবানের নিকটে ঐকান্তিকভাবে প্রার্থনা করিতে থাকেন। ক্রমে আত্ম-নিবোধমূলক সাধনাদিতে প্রবৃত্ত হইবার জন্য, তাঁহার মনে ও প্রাণে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পায়। অনন্তর তিনি ভগবৎ দর্শন বা স্বরূপ আনন্দলাভের জন্য, অধ্যবসায়-সহকারে সাধনাতে আত্ম-নিয়োগ করত, ক্রমে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করেন। এই অবস্থায় সাধক প্রাণময় হৃদয়-ক্ষেত্রে, একটা অব্যক্ত আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিতে থাকেন। সাধকের এইরূপ অবস্থাপন্ন হৃদয়-ক্ষেত্রই আনন্দপ্রদানকারী মন্ত্রোক্ত নন্দ-গোপ-গৃহ— অর্থাৎ প্রাণের সত্ত্বগুণময় বিশুদ্ধ ভাবটীই নন্দ, আর প্রাণের সহিত একাত্মভাবে যুক্ত মনটীই যশোদা। যিনি যশ দান করেন তিনিই **যশোদা**—মনটী যতই বিশুদ্ধ ও আত্মস্থ হয়, ততই আমিত্বের প্রসারতারূপ যশ অর্জ্জন হইয়া থাকে। [মৎ প্রণীত গ্রন্থাবলীতে যশকে আমিত্বের প্রসাররূপে পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে]। এই বিশুদ্ধ প্রাণ ও মনের সহযোগে

সাধকের চিদানন্দ লাভ হইতে থাকে; অর্থাৎ এই অবস্থার সাধকের চৈতন্যময় আনন্দ-শক্তির অভ্যুদয় হয়—ইনিই আনন্দময়ী নন্দা শক্তি বা ভগবতী কুলকুণ্ডলিনীর জাগ্রত অবস্থা। **মেরুদণ্ডই** দেহস্থ অচল বা কুল-পর্ব্বতমালা তন্মধ্যে মূলাধার-স্থানই **বিন্ধ্যাচল**।—ইহা বিকাশ ও অবিকাশ, জড় ও চেতনার মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রস্বরূপ অকুলের কুলদায়ক স্থান। নন্দারূপিণী ভগবতী কুলকুণ্ডলিনীর কৃপাতে, যিরূপে মদ-মাৎসর্য্য বা অহংমমেতির স্থূলভাবরূপ মধু-কৈটভ বিলয় হইয়াছিল, তাহা প্রথম চরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে এজন্য প্রথম চরিত্রের শক্তি—**নন্দা**।

সাধকের যখন নন্দারূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হন, তখন তিনি কামক্রোধাদি ষড়রিপুর স্থূল আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ হন, অর্থাৎ সেই অবস্থায় কাম-ক্রোধ আপনা হইতেই দমন হয়—ইহাই পুরাণোক্ত শুম্ভ-নিশুম্ভের পরস্পর যুদ্ধ এবং বিনাশ। কাম-ক্রোধরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভ উপলক্ষণ মাত্র, কেননা যেখানে প্রধান রিপু কাম-ক্রোধ দলিত, সেখানে লোভ-মোহরূপী চণ্ড-মুণ্ড এবং মদ-মাৎসর্য্যরূপী মধু-কৈটভও স্তম্ভিত বা সংযমিত, এরূপ বুঝিতে হইবে সুতরাং সাধক, নন্দাশক্তির কৃপালাভ করায়, তাঁহার দেহস্থ আত্মা-নারায়ণ জাগ্রত হইয়া বাহ্যজগতে বা স্থূলভাবে মদ-মাৎসর্য্য বা অহংমমেতিরূপী **মধু-কৈটভকে** বিনাশ করিলেন। এইরূপে সাধকের প্রবৃত্তিমুখী সর্ব্ববিধ স্থূলবৃত্তি সংযমিত হওয়ায়, তিনি নিবৃত্তিপরায়ণ ও তেজস্বীরূপে প্রতিভাত হইলেন। এই তেজময় অবস্থার বীজটী, অতি তেজস্বী রক্তদন্তিকা অর্থাৎ (তেজস্বিনী কুণ্ডলিনী) ধারণ করিয়াছেন, কেননা পরবর্ত্তী তেজময় মণিপুরে তিনি উহা বিকাশ করিবেন!—এজন্য প্রথম—চরিত্রের বীজ **রক্তদন্তিকা**।—(৪০-৭২)

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্ ॥৪৩
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তা দন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ ॥৪৪
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকেচ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥৪৫

সত্য বিবরণ। পুনরায় [ঐ মহাযুগের কলিকালে] আমি অতি ভয়ঙ্কররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বিপ্রচিত্তবংশজাত দানব-গণকে সংহার করিব ॥৪৩॥ তখন সেই ভীষণ বৈপ্রচিত্ত মহাসুরগণকে ভক্ষণ করায়, আমার দন্তসমূহ দাড়িম্ব-কুসুমবৎ রক্তবর্ণ হইবে ॥৪৪॥ তজ্জন্য স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্ত্যে মানবগণ, আমার স্তব-কালে আমাকে রক্ত-দন্তিকা নামে কীর্ত্তন করিবেন ॥৪৫

তত্ত্ব-সুধা। রৌদ্রেণ রূপেণ—অতি তেজস্বী মূর্ত্তি দ্বারা—ইহা সর্ব্বদেব-শরীরের তেজদ্বারা গঠিত অতি তেজস্বী দুর্গা মূর্ত্তিস্বরূপ। রক্তদন্তিকা—রজোগুণময়ী সংহারিণী মূর্ত্তি, ভগবতী দুর্গাও মধুপানে রজোগুণান্বিতা হইয়াছিলেন। রক্তদন্তিকাও রজোগুণের পরিপূর্ণ মূর্ত্তি; তাই মূর্ত্তি-রহস্যে ইনিও রক্তবর্ণা, রক্তনেত্রা, রক্তকেশা, ও রক্ত-বসনা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা!—ইহার অন্য নাম **রক্ত-চামুণ্ডা**।

বিপ্রচিত্ত-বংশজাত অসুরগণ—বিপ্র বা ব্রাহ্মণের চিত্ত **সত্ত্বগুণময়**; সত্ত্বগুণাশ্রিত রজোগুণের বিভিন্ন অহংভাবীয় উদ্বেলন বা অনুষ্ঠানসমূহও অসুরতুল্য—উহারাই তেজস্বী বৈপ্রচিত্ত-দানবগণ।

স্থূল আসুরিকভাব বিলয়কারী, তেজস্বী সাধকের রজোগুণ আত্মাভিমুখী হওয়ায়, উহা বৈরাগ্য, যোগাঙ্গাদি সাধন-প্রচেষ্টা, (কেননা

সাধনা মাত্রই যোগ) কিম্বা অন্য কোনপ্রকার অন্তর্ম্মুখী সাধনরূপে প্রকাশ পাইল—এইরূপে সাধক রজোগুণের অন্তর্ম্মুখী ক্রিয়াশীলতাদ্বারা উদ্বেলিত ও অভিরঞ্জিত হইয়া, সূক্ষ্ম অহংভাব ও অনুভাবে বিভাবিত হইলেন—অর্থাৎ ভগবৎ উদ্দেশ্যে আচরিত অনুষ্ঠানসমূহ এবং আত্ম-নিরোধকারী কার্য্যসমূহও যথাযথভাবে সমর্পিত না হইলে, উহাও স্বর্ণ-নিৰ্ম্মিত শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধসদৃশ বন্ধনময় অবস্থা; এবিষয়ে মধ্যম খণ্ডে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে। এজন্য তেজময় মণিপুর প্রদেশে তেজস্বিনী রক্তদন্তিকা আবির্ভূতা হইয়া করুণা বিতরণপূর্ব্বক সাধকের রজোগুণময় সাধন-প্রচেষ্টারূপী বিপ্রচিত্ত-বংশীয় অসুরগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। নন্দা-শক্তি ব্যতীত, অবশিষ্ট পাঁচটী শক্তির, স্থূলজগতে আবির্ভাব-লীলা ভবিষ্যতের জন্য নির্দ্দেশ থাকিলেও, ঐ মূর্ত্তিসমূহের সূক্ষ্ম ও কারণ-লীলা জীব-দেহে বর্ত্তমান; আর স্থূল জগতেও তাঁহাদের পূজা ব্যবস্থিত আছে।—৪৩-৪৫)

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥৪৬

ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥৪৭

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥৪৮

শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি ॥৪৯
তত্রৈবচ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং।
[দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মেনাম ভবিষ্যতি] ॥৫০

সত্য বিবরণ। পুনর্বার যখন শতবর্ষব্যাপিনী অনাবৃষ্টিহেতু পৃথিবী জলশূন্যা হইবে, তখন মুনিগণ সম্যক্‌রূপে আমার স্তব করিবেন;

আমি অযোনিসম্ভবারূপে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইব॥৪৬॥ তৎকালে আমি শতনেত্রদ্বারা মুনিগণকে দর্শন করিব; এজন্য মানবগণ আমাকে শতাক্ষী নামে কীর্ত্তন করিবে॥৪৭॥ হে দেবগণ! অনন্তর আমি আত্ম-দেহজাত প্রাণধারণকারী শাকসমূহের দ্বারা বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত সমুদায় জীবগণকে পালন করিব॥৪৮॥ তৎকালে পৃথিবীতে আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইব॥৪৯॥ সেইকালেই [শাকম্ভরীর অবতার সময়ে] আমি দুর্গম নামক এক অসুরকে বধ করিব; এজন্য আমার নাম দুর্গাদেবী বলিয়া বিখ্যাত হইবে॥৫০

তত্ত্ব-সুধা। শতবর্ষ **অনাবৃষ্টি** দ্বারা জলশূন্য হওয়া—আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় জল বা আপ্‌কে এই গ্রন্থে আনন্দরূপে সর্ব্বত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; মানব-দেহের আনুমানিক পরমায়ু শতবর্ষ; এই শতবর্ষ পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ স্বরূপ আনন্দ হইতে বিচ্যুত—ত্রিতাপ-জ্বালায় সতত সন্তাপিত হওয়ায়, তাঁহাদের অন্তঃকরণ মরুভূমিতুল্য বিশুষ্ক—ইহাই শতবর্ষ অনাবৃষ্টি; অনন্তর জাগতিক নিয়মে, ক্রমোন্নতিতে যখন মানবের আত্মাভিমুখী গতি হইয়া স্বরূপ আনন্দলাভের জন্য ব্যাকুলতা আসে, তখন রজোগুণময় সাধনাতে সাধকের বিশেষ অনুরক্তি হয়। অনন্তর মা কৃপাপূর্ব্বক, রক্ত-চামুণ্ডারূপে উহা ভঙ্গ করিয়া দেন। তখন সাময়িক-ভাবে সাধকের হৃদয়-ক্ষেত্রটীও বিশুষ্ক হইয়া পড়ে; এবম্বিধ অবস্থায় আর্ত্ত-সাধক পরিত্রাণপরায়ণা মাতৃচরণে শরণাগত হন। তখন উন্নত অবস্থাপ্রাপ্ত সাধকের প্রতি সর্ব্বতশ্চক্ষু মা কটাক্ষপাত করেন এবং তাঁহার চিত্তের নিভৃত ও গোপন প্রদেশে কোন কোন আসুরিক ভাব বা বীজ লুক্কায়িত আছে—কোথায় কোন ত্রুটী বিচ্যুতি, দুর্ব্বলতা বা কুসংস্কার আছে, তাহা যেন শত-দৃষ্টিতে খুঁজিতে থাকেন—ইহাই মুনিগণের প্রতি মন্ত্রোক্ত **শতাক্ষীর** শতনেত্রপাত। অতঃপর সাধকের

াধ্যাত্মিক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে প্রাণময় অনাহত পদ্মে
লনকারিণী মহাপ্রাণময়ী বৈষ্ণবী-শক্তি মহালক্ষ্মীরূপিণী শাকম্ভরী,
াধকের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রাণময় চৈতন্যভাবের স্ফুরণদ্বারা
ন্মজন্মান্তরের শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিতে বিশুষ্ক সূক্ষ্ম-দেহটীতে প্রাণ-সঞ্চার
রিয়া উহা প্রাণময় ও জ্ঞানময় করিয়া তুলেন—এইরূপে সাধকের
জোগুণময় অহমিকার সূক্ষ্ম চাঞ্চল্য এবং কুসংস্কারাদি প্রাণ-প্রতিষ্ঠার
লে আপনা হইতে বিলয় হইয়া যায়; তখন সাধক বিশুদ্ধ ভাবাপন্ন
ইয়া বিশুদ্ধ-চক্রে আরোহণ করেন। এইপ্রকারে সাধকের দুর্গম দুর্জ্ঞেয়
এবং দুর্ল্ভ সাধন-রহস্যসমূহ দুর্গতি নাশিনী দুর্গা মা প্রাণময় হৃদয়-ক্ষেত্রে
উদ্ঘাটিত করিয়া দুর্গমরূপ বাধা-বিঘ্নকে অপসারণপূর্ব্বক সাধককে
প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করেন—ইহাই দুর্গম অসুর বধ বা দুর্গম
বিষ্ণু-গ্রন্থি-ভেদ। এইসব কারণে মধ্যমচরিত্রের শক্তি—শাকম্ভরী,
বীজ—দুর্গা।

লক্ষ্মী-তন্ত্রের মতে—বৈবস্বত মন্বন্তরের চত্বারিংশ চতুর্যুগে, অর্থাৎ
আরও একাদশটী মহাযুগ অতীত হইলে, শতাক্ষী বা শাকম্ভরী অবতীর্ণা
হইবেন এবং দুর্গম অসুরও তখন বধ হইবে। ["দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং
তন্মে নাম ভবিষ্যতি" এই শ্লোকার্দ্ধ প্রাচীন চণ্ডীতে দৃষ্ট হয় না; এজন্য
কোন কোন প্রাচীন টীকাতে উহার উল্লেখ নাই; সুতরাং দুর্গম অসুরকেও
মহালক্ষ্মীরূপিণী শাকম্ভরীই বধ করেন, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়।
বিশেষতঃ স্তব-মন্ত্রে আছে—"দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা"—ইহা
দ্বারাও দুর্গা শব্দের স্বাভাবিক অর্থই সূচিত এবং সুদূর ভবিষ্যতের
আবির্ভাব অপ্রতিপন্ন]।

উক্ত লক্ষ্মী-তন্ত্রমতে—বৈবস্বত বা বর্ত্তমান মন্বন্তরের পঞ্চাশত্তম
মহাযুগে, ভীমাদেবী এবং ষষ্টিতম চতুর্যুগে ভ্রামরী দেবী আবির্ভূতা

হইবেন। [তথাপি ইঁহাদের নিত্যপূজা ভারতের বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরে (বর্ত্তমান নাম তমলুক) ভীমাদেবীর অতি প্রাচীন মন্দিরে নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত ; আর নর্ম্মদা নদীর তটস্থ ওঁকার-নাথ তীর্থের নিকটে, ভ্রামরী দেবীর বিশেষ মাহাত্ম্য কথিত ও দৃষ্ট হয়।]—(৪৬-৫০)

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥৫১

তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥৫২

যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বা সংখ্যেয়ষট্পদম্ ॥৫৩

ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতিচ মাং লোকা স্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥৫৪

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥৫৫

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবী-মাহাত্ম্যে **নারায়ণী স্তুতির্নাম** একাদশোঽধ্যায়ঃ। **শ্লোক** সংখ্যা—৫০½ **মন্ত্র** সংখ্যা—৫৫

সত্য বিবরণ। পুনরায় আমি যখন অতি ভীষণরূপে হিমালয়ে অবতীর্ণা হইয়া মুনিগণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষসগণকে নিহত করিব, তখন সমস্ত মুনিগণ প্রণত হইয়া আমার স্তব করিবেন এবং আমি "ভীমাদেবী" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিব ॥৫১।৫২॥ অতঃপর যখন অরুণ নামক অসুর ত্রিভুবনে মহা উৎপাত করিবে, তখন আমি অসংখ্য

ষট্‌পদ-পরিবৃত ভ্রামরীরূপ ধারণপূর্ব্বক ত্রিলোকের হিতার্থে ঐ মহাসুরকে বধ করিব; তৎকালে সকলেই আমাকে "ভ্রামরী" বলিয়া স্তব করিবেন ॥৫৩।৫৪॥ এইরূপে যখন যে কোন সময়ে দানবকৃত বাধা বা উৎপাৎ সংঘটিত হইবে, তৎকালেই আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রুগণকে বিনাশ করিব ॥৫৫

তত্ত্ব-সুধা। সাধক আকাশ-তত্ত্বময় বিশুদ্ধ-চক্রে অধিষ্ঠিত হইলে, নিঃসঙ্গভাব লব্ধিহেতু তাঁহার অবিশ্বাস বিদূরিত হইয়া যায় অর্থাৎ ধূম্রলোচন বধ হয়। তথাপি পরমাত্মাকে লাভ করিবার লোভ সাধক সংবরণ করিতে পারেন না এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় আশ্রয়রূপ মোহও অপগত হয় না; তাই কালিকা বা চামুণ্ডারূপিণী **ভীমা**দেবী, সাধকের বিশুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া লোভ-মোহরূপী চণ্ড-মুণ্ডকে বিলয় করিয়া থাকেন। তৎপর সাধক আজ্ঞা-চক্রে উত্থিত হন। এই অবস্থায় উপনীত হইলে, সাধকের মনোময় কোষে রক্তবীজরূপী সূক্ষ্ম ও কারণময় চাঞ্চল্য ও সংস্কাররাশি কারণ বা বীজাংশ হইতে প্রকট হইয়া সাধককে পুনরায় দুঃখ প্রদান করিতে থাকে; তখন কালিকা বা ভীমা মা উহাদিগকে নিজ কারণময় দেহে বিলয় করেন। তৎপর পরমাত্মাকে লাভ করার কামনা কারণময় ক্ষেত্রে অতি প্রবল শুম্ভাসুররূপে আত্ম-প্রকাশ করে (কেননা কাম-কামনা দ্বারা পরমাত্মাকে স্বরূপে লাভ করা যায় না) ক্রমে প্রতিহত রজোগুণময় কামনা, ক্রোধ মূর্ত্তি নিশুম্ভ-রূপে রক্তিম আভাযুক্ত বা অরুণভাবাপন্ন হইয়া প্রকাশ পায়—ইহাই মন্ত্রোক্ত **অরুণাখ্য** অসুর। অম্বিকা মা ব্রহ্মানন্দময় ভ্রামরী মূর্ত্তিতে এই কাম-ক্রোধের একাত্মভাবাপন্ন অরুণাখ্যকে বিলয় করিয়া সাধককে পরমানন্দময় আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন; এজন্য উত্তম চরিত্রের শক্তি—ভীমা; বীজ—ভ্রামরী।

ভ্রমর যেমন ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করিয়া মধু-চক্র নির্ম্মাণ করত মধুপানদ্বারা আনন্দিত হয়, সেইরূপ মুক্তিকামী সাধককেও সর্ব্বভূতে সর্ব্ব বিষয়ে পরিচ্ছিন্ন বিভিন্ন কেন্দ্রের মধুরূপী আনন্দ-কণাসমূহ সংগ্রহ করত দেহময় ও বিশ্বময় বিরাট মধু-চক্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বিভিন্ন বিষয়গত মধুরূপী আনন্দ-রসসমূহ যে সেই অখণ্ড ভূমা বা পরমানন্দেরই অংশ বা কণাস্বরূপ, তাহা সাধক মনে-প্রাণে উপলব্ধি করিয়া আহ্লাদিত হন। এইরূপে সাধক ব্রহ্মানন্দময় মধু-চক্রের আনন্দমধুরাশি পান করত অমর ও জীবন্মুক্ত হইয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র আনন্দ-প্রতিষ্ঠা করত ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মানন্দে চিরমগ্ন হইয়া ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হন! বিশেষতঃ ভ্রামরীরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মানব-দেহের আনন্দময় ও মধুময় ষট্‌চক্র হইতে আনন্দ মধুকণাসমূহ ক্রমে সংগ্রহপূর্ব্বক ষট্‌চক্র ভেদ করত সহস্রারে উপনীত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ও স্বরূপানন্দময় অনন্ত স্তর সম্বলিত বিরাট্ মধু-চক্র নির্ম্মাণ করেন—সেই মধু-চক্রের আনন্দ-সুধা পান করত সিদ্ধগণ বিভোর! আর ভ্রামরীরূপিণী ভগবতী কুণ্ডলিনীও ভক্তসহ সেই ব্রহ্মানন্দময় কুলামৃত পানে আহ্লাদিত ও পরিতৃপ্ত হন!!—ইহাই ভ্রমর পরিবৃত **ভ্রামরী** দেবীর মধুপান এবং মন্ত্রোক্তিসমূহের রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(৫১-৫৪)

ভক্ত সাধকের মঙ্গলের জন্য এবং সাধন-পথের দুর্ভেদ্য বিঘ্নবাধা অপসারণের জন্য করুণাময়ী জগন্মাতা যখনই সাধকের ত্রিলোকময় দেহে আবির্ভূত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন, তখনই করুণা প্রকাশ করত ইচ্ছাময়ী মা তাঁহার ইচ্ছামত যে কোন মূর্ত্তিতে বা যে কোন ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়া অসুর দলনপূর্ব্বক ভক্তকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। বহির্জগতেও অধর্ম্ম দলনপূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য এবং তৎসহ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার অভিলাষে করুণাময় ভগবান বা

ভগবতী যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকেন!—এবিষয়ে **গীতা, চণ্ডী** এবং **ভাগবত** সকলেই একমত। এইরূপে রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে ও শব্দে পরমাত্মার অফুরন্ত করুণা-ধারা জীব-জগতের সর্ব্বত্র উৎসারিত হইয়া অনন্তভাবে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদন করিতেছে—সে প্রেমধারার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই বা শেষ নাই—উহা সহস্রধারায় সহস্রভাবে বিশ্বের সকলকে প্রেমানন্দে অভিষিক্ত করিতেছে! কিন্তু সে রূপ দর্শনের চক্ষু কোথায়?—সে প্রণব ঝঙ্কার শুনিবার কর্ণ কোথায়?—সে আত্মহারা প্রেমময় স্পর্শ অনুভব করিবার শক্তি কোথায়? সে পরম রস আস্বাদন করিবার রসনা কৈ?—আর সেই দিব্য গন্ধ আঘ্রাণ করিবার ক্ষমতাই বা কোথায়?—তাই বলি, সেই ক্ষমতা সেই শক্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায়—**শরণাগতি**!—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—ইহাই একমাত্র পথ, অন্য পথ নাই!!—(৫৫)। ওঁ **নমশ্চণ্ডিকায়ৈ**

ওঁ দুর্গে শিবেঽভয়ে মায়ে নারায়ণি সনাতনি।
জয়ে মে মঙ্গলং দেহি নমস্তে সর্ব্বমঙ্গলে॥

উত্তম চরিত্র

দ্বাদশ অধ্যায়—মাহাত্ম্য বর্ণনা।

দেব্যুবাচ॥১

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্॥২

সত্য বিবরণ। দেবী বলিলেন—যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্ত হইয়া এইসকল স্তব পাঠদ্বারা নিত্য আমার সন্তোষ বিধান করে, আমি তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার বাধা বা দুঃখ উপশম করিয়া থাকি—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥১।২

তত্ত্ব-সুধা। "এভিঃ স্তবৈঃ"—এইসকল স্তবদ্বারা—এই উক্তিদ্বারা প্রথম চরিত্রের ব্রহ্মাকৃত স্তব, মধ্যম চরিত্রের দেবগণ ও মহর্ষিগণকৃত স্তব এবং দেবগণকৃত উত্তম চরিত্রের প্রথমাংশে ও একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত স্তবসমূহ লক্ষ্য করা হইয়াছে। মন্ত্রোক্ত 'যঃ' বাক্যটীও উদার-ভাবাপন্ন, কেননা উহাদ্বারা যে কোন ব্যক্তি দেবী-মাহাত্ম্যের **স্তব**সমূহ প্রতিদিন সমাহিতচিত্তে পাঠ করিলে, তাঁহার ইহকালের সাংসারিক সর্ব্ববিধ দুঃখ উপশম হইয়া শান্তিলাভ হইবে; আর পরকালে স্বর্গভোগ বা মুক্তিলাভরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে!—ইহাই মায়ের অমৃতময় বাণীর তাৎপর্য্য।—(১।২)

মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥৩

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥৪

ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ ॥৫

মাতৃ-বাণী। যাহারা মধু-কৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের বিবরণ সম্বলিত সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে (—ইহাই মন্ত্রোক্ত কীর্ত্তন), অষ্টমী নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে যে সকল ভক্ত একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার উত্তম দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে,

তাহাদের কিছুমাত্র পাপ থাকিবেনা, পাপজনিত আপদ, দারিদ্র্য এবং প্রিয়বিয়োগও ঘটিবে না ॥(৩-৫)

তত্ত্ব-সুধা। প্রথম শ্লোক দ্বারা যাঁহারা নিত্য চণ্ডীপাঠ করেন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; আর দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারা ৺দুর্গাপূজার মহাষ্টমী মহানবমী এবং শিব-চতুর্দ্দশীতে চণ্ডীপাঠ শ্রবণের বিশেষ ফল পরিব্যক্ত; আর পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহে সপ্তশতী পাঠকের এবং শ্রোতার ফলপ্রাপ্তি বর্ণনা করা হইয়াছে। [কেননা উচ্চৈঃস্বরে পাঠকারীও শ্রোতারূপে পরিগণিত]। এতদ্ব্যতীত সাধারণ অষ্টমী নবমী প্রভৃতি তিথিতে দেবীমাহাত্ম্যের পুণ্যময় কথা শ্রবণেও বিশেষ ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অমৃতময় সোমকলার সহিত আনন্দময় ষোড়শ কামকলা সংযুক্ত হইয়া জীব-দেহে প্রতিপদাদি তিথি ভেদে বিশেষরূপে ক্রিয়াশীল হয়—অষ্টমী তিথিতে ষোড়শ কলা মধ্যে নয়টী কলা বা আনন্দ-সুধা-রস জীব-শরীরে অভিব্যক্ত হওয়ায়, পাক্ষিক প্রথম রসাধিক্য হেতু এবং পরবর্ত্তী কোন কোন তিথিতেও শরীরের বা স্বাস্থ্যের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে মৎস্য মাংস ও তৈল ব্যবহারাদি নিষিদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যবস্থিত। ঐ রসই প্রকৃতপক্ষে সুধা বা আনন্দ; ঐসকল বিশেষ তিথিতে ভগবৎ লীলা-প্রসঙ্গ জপ ও কীর্ত্তনাদি সাধন করিলে, তিথির সহায়তায় উদ্রিক্ত রসাধিক্যের সহিত, সাধকের সাধনজনিত আনন্দভাব সংযুক্ত হইয়া অমৃতোপম অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে; এজন্য অষ্টমী নবমী প্রভৃতি তিথিতে চণ্ডীপাঠ শ্রবণের জন্য মায়ের আদেশ।

এক্ষণে তিথিভেদে **কামকলা ও সোমকলা** সংযুক্ত হইয়া কিভাবে দেহের কোন কোন স্থানে ক্রিয়াশীল হয়, এবিষয়ে এবং কামকলার স্থূল ও সূক্ষ্মভাব, এখানে ক্রমে উল্লেখ করা হইতেছে। কামকলা সর্ব্ববিষয়ে সিদ্ধিপ্রদানকারী পরমানন্দপ্রদ অতি গোপনীয় বস্তু, সিদ্ধ

গুরুগণের মধ্যে কেহ কেহ কামকলার গূঢ় রহস্য এবং আনন্দ-বিলাস অবগত আছেন। ইহা অতি দুর্ল্লভ; যোগ ও তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে কোন কোন স্থানে সাঙ্কেতিকভাবে কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়। জগদ্গুরু ভগবান শঙ্করাচার্য্য, তাঁহার আনন্দলহরী স্তবে সূক্ষ্ম কামকলার যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াছেন। তন্ত্রাদিতে উক্ত হইয়াছে যে, সূক্ষ্ম কামকলা সকলের ইষ্টদেবতারূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী। বীরভাবাপন্ন সাধকগণ ও যোগীগণ কামকলার অর্চ্চনা ও ধ্যান করত, ভব-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দস্বরূপত্ব বা **শিবত্ব** লাভ করিয়া থাকেন।

কামকলার স্থূলভাব উল্লেখ করার পূর্ব্বে, মানব-দেহের **অর্দ্ধনারীশ্বর** ভাবটী অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন; প্রথমতঃ মানব-দেহকে দক্ষিণ ও বামক্রমে লম্বালম্বি দুইভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যাইবে যে, উহার দক্ষিণাংশ **সূর্য্য** ও অগ্নিতেজোদ্ভব বিষময় উগ্র রশ্মিসমূহদ্বারা পরিব্যাপ্ত —কেননা দক্ষিণাঙ্গে সূর্য্যনাড়ী **পিঙ্গলা** এবং তদাশ্রিত তেজবাহী সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহের বিশিষ্ট ক্রিয়াধিক্য বিদ্যমান; এইরূপে দক্ষিণ চক্ষু সূর্য্যস্বরূপ, দক্ষিণ নাসিকা অগ্নিময় তাপযুক্ত উষ্ণ শ্বাস (পিঙ্গলা নাড়ীর শ্বাস) বহন করিতেছে; হৃদ্‌পিণ্ডের দক্ষিণাংশে রক্তের দূষিত ভাব বিলয়ের বা শোধনের বিশিষ্ট ক্রিয়া (রুদ্রভাব) বিদ্যমান। এইরূপে মানবের দক্ষিণাঙ্গে বিষময় ও তেজময় উগ্রভাবের প্রাধান্য হেতু উহা যেন শরীরটীকে বিশুষ্ক করিয়া বিষবৎ ক্রিয়া উৎপাদন করিতে সতত উদ্যত! —এজন্য শরীরের দক্ষিণাঙ্গ রুদ্রাংশতুল্য এবং **পুরুষ** ভাবাপন্ন। পক্ষান্তরে ভগবৎ বিধানে শরীরের বিষময় ও তেজময় অবস্থাকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য, দেহের বামাংশে সুধাকরের সুশীতল প্রভাব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে!—চন্দ্ররূপা **ইড়া** নাড়ী এবং তদাশ্রিত

সুধা ও জলস্রাবী অসংখ্য সূক্ষ্ম নাড়ী দেহের বামাংশে বিশিষ্টরূপে অধিকতর সুধা বিতরণ করিতেছে; তাই বাম নয়ন চন্দ্রসদৃশ, বাম নাসিকা দ্বারা ইড়া নাড়ীর সুশীতল বায়ু প্রবাহিত। এতদ্ব্যতীত হৃদপিণ্ডের বামাংশে দেহ রক্ষাকারী সূক্ষ্ম প্রাণের নিয়ত অবস্থিতি; সত্ত্বগুণময়ী **প্রাণ-শক্তি** সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিলেও স্থূল শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা তিনি জীবের জীবনকে সঞ্জীবিত রাখিতেছেন। যদিও সুধাস্রাবী সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহের প্রভাব বা ক্রিয়াশীলতা কতক পরিমাণে দক্ষিণাংশেও বিদ্যমান, তথাপি পিঙ্গলা বা সূর্য্যনাড়ীজাত তেজময় সূক্ষ্মনাড়ীসমূহ উহা গ্রাস বা পান করিয়া ফেলে! আর সূর্য্য-নাড়ীর সহায়িকাগণ শরীরের বামাংশে কতক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার বা ক্রিয়াশীল হইলেও, সেখানে সুধাকরের প্রভাবহেতু শীতলতা মধ্যে অগ্নিতেজ বিলীন হইয়া যায়!—এই সব কারণে মানবদেহের বামাঙ্গ বামা বা নারীরূপা; এইরূপে দক্ষিণ ও বাম, এই উভয় অঙ্গ মিলিয়া দুর্লভ মানব-দেহটী **অর্দ্ধ-নারীশ্বর** বা **শিবশক্তিময়** মূর্ত্তিস্বরূপ!

কামকলার স্থূলভাব—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে মহাদেব মানব দেহে আনন্দময় কামকলা এবং অমৃতময় সোম কলার স্থূলভাবে স্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"দক্ষপাদাদি মূর্দ্ধান্তং বাম মূর্দ্ধাদি সুন্দরি। পাদান্তং পূজয়েৎ সর্ব্বাঃ কলাবৈ কামসোময়োঃ" ॥ অর্থাৎ হে সুন্দরি! (ভগবতি) দক্ষিণ চরণ হইতে মস্তকের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত এবং মস্তকের বামাংশ হইতে বাম চরণের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত, কাম-সোমের কলাসমূহ বিরাজিত—ইহাদিগকে পূজা করা কর্ত্তব্য। দেহ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে উপরোক্ত শিব-কথিত শ্লোকটীর ভাবের মত একটী কবিতা দৃষ্ট হয়, তাহা এখানে প্রদত্ত হইল, যথা—"শুক্লপক্ষে উঠে চন্দ্র দক্ষিণ বাহিয়া। কৃষ্ণপক্ষে নামে চন্দ্র বাম অঙ্গ দিয়া" ॥ আর ঐ

হস্তলিখিত পুস্তকেই কাম-সোমের সংযুক্ত কলাসমূহ তিথিভেদে মানব-দেহে কোন কোন স্থানে অভিব্যক্ত হয়, তাহা অতি সুন্দর ও যুক্তিসঙ্গত-রূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে; উহাদ্বারা উপরোক্ত শিবকথিত শ্লোকটী বিশ্লেষিত ও যথাযোগ্য ব্যাপকত্ব লাভ করিয়াছে; বিশেষতঃ ঐসকল উক্তিও তন্ত্রশাস্ত্র সম্মত—এজন্য উহা হইতেও কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

কামকলা ও সোমকলার স্থান নির্দ্দেশ—শুক্লা ষষ্ঠী তিথি পর্য্যন্ত কাম ও সোমকলা মানব-দেহের সপ্তপাতালের ভোগময় অংশে প্রকটিত হইয়া, আনন্দ ও অমৃত বিতরণ করেন; এইরূপে তাঁহারা শুক্লা **প্রতিপদ-সংক্রমণ** কালে—দক্ষিণ পদতলে ['অতল' নামক পাতালে] এককলা আনন্দরূপ অমৃত প্রকট করেন; **প্রতিপদে**—দক্ষিণ পাদে বা দক্ষিণ পাদের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে [বিতল পাতালে] দুই কলা প্রকট করেন; **দ্বিতীয়াতে**—দক্ষিণ পাদ-সন্ধিতে ['নিতল' পাতালে] তিন কলা অমৃতানন্দের বিকাশ করেন। এইরূপে **তৃতীয়াতে**—দক্ষিণ জঙ্ঘাতে ['সুতল' পাতালে] কাম-সোমের চারি কলা অভিব্যক্ত হয়। শুক্লা **চতুর্থীতে**—দক্ষিণ জানুতে ['মহাতল' পাতালে] পাঁচ কলা আনন্দ ও অমৃতের বিকাশ হয়। **পঞ্চমীতে**—দক্ষিণ উরুতে [রসাতলে] কাম-সোমের ছয় কলা বিকাশ। অতঃপর শুক্লা **ষষ্ঠী** তিথিতে—কটি প্রদেশে (উরু সন্ধিতে) [তলাতল পাতালে] সপ্ত কলা আনন্দময় অমৃতের বিকাশ—এই স্থানেই ভগবতী মায়ের **ষষ্ঠী তিথিতে বোধন** বা আবাহন হয়; কেননা ইহাই দেহস্থ পাতালরূপ **জড়**রাজ্যের এবং বিকাশময় **চেতন**-রাজ্যের সন্ধিস্থল—এই **সন্ধি**স্থানেই মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার চেষ্টা, সাধনা বা জাগরণী-মন্ত্র প্রয়োগ করা হয়। অতঃপর **সপ্তমী** তিথিতে—সর্ব্বশক্তিময়ী ভগরূপ ঐশ্বর্য্য-

সমন্বিতা পৃথিবীরূপা যোনিমণ্ডলে বা **মূলাধারে** আট কলা অমৃতময় আনন্দের বিকাশ ; অর্থাৎ এখানে আনন্দময় রসের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হয় —মূলাধারেই দেহস্থ মহামায়া ভগবতীর সপ্তমী মহাপূজার ব্যবস্থা। অনন্তর শুক্লা **অষ্টমী** তিথিতে—তেজময় নাভিমণ্ডলের দক্ষিণাংশে নয় কলা কাম-সোমের অভিব্যক্তি—অর্থাৎ এখান হইতেই তেজময় ও আনন্দময় রসাধিক্যের সূত্রপাত !—দেহের এখানেই ভগবতীর মহাষ্টমীতে মহাপূজা বা বীরাষ্টমীর বীরপূজা ব্যবস্থিত। তৎপর **নবমী** তিথিতে —হৃদয়মণ্ডলের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ পুরুষদেহে দক্ষিণ স্তন স্থানে এবং নারীদেহে দক্ষিণ স্তন-মণ্ডলে, দশ কলা আনন্দ-সুধার বিকাশ হয়। সূক্ষ্ম কামকলা তত্ত্বে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত দক্ষিণ স্তন-মণ্ডলে জ্ঞানময় **রুদ্র** এবং জ্ঞানশক্তি **রুদ্রাণী** মাহেশ্বরীর অভিব্যক্তি ; সুতরাং মহানবমী তিথিতে মহামায়া মাহেশ্বরীর মহাপূজা এখানে সুসম্পন্ন হইয়া, দশমী তিথিতে কণ্ঠ প্রদেশে নিঃসঙ্গ আকাশতত্ত্বে বা কারণ স্থানে মহাপূজার বিসর্জ্জন বা লয় হইয়া থাকে।

অনন্তর শুক্লা **দশমী** তিথিতে—কণ্ঠের দক্ষিণাংশে কাম-সোমের অমৃতানন্দময় একাদশ কলার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। **একাদশী** তিথিতে—দক্ষিণ অধরে দ্বাদশ কলা আনন্দ-সুধার বিকাশ হয়। **দ্বাদশী** তিথিতে—দক্ষিণ নাসিকাতে সুধা-রসের ত্রয়োদশ কলা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। **ত্রয়োদশী** তিথিতে—কাম-সোমের চতুর্দ্দশ কলা দক্ষিণ নয়নে অভিব্যক্ত হয়। **চতুর্দ্দশী** তিথিতে—ললাটের দক্ষিণাংশে পঞ্চদশ কাম-সোম কলার একত্রে সমাবেশ হয়—ইহাই এক কলা ন্যূন অর্থাৎ সগুণ বা দ্বৈত ভাব ; এজন্য এখানেই ধ্যান-ধারণাদি করা **প্রশস্ত**। অতঃপর **পূর্ণিমা** তিথিতে—মস্তিষ্কে বা সহস্রারে কাম ও সোমের পরিপূর্ণ ষোল কলা বিকাশ হওয়ায়, মানব-দেহে ভোগময় **পরিপূর্ণ**

আনন্দের বা **রসের** অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এইরূপে পূর্ণিমা তিথিতে সহস্রারে পরিপূর্ণ রসস্বরূপ আনন্দের বিকাশ হেতু, এই তিথিতেই আনন্দময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-পূর্ণিমা, রাস-পূর্ণিমা এবং দোল-পূর্ণিমাদি উৎসবানন্দ ব্যবস্থিত এবং সর্ব্বত্র আচরিত। এখানকার পরিপূর্ণ ষোড়শী কলার নাম "**অমা**"—ইনি অতি সূক্ষ্মা, সতত সুধা বর্ষণকারিণী এবং জ্যোতির্ম্ময়ী। [এই ষোড়শী অমা কলার অভ্যন্তরে একটী "নির্ব্বাণ" সংজ্ঞক্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা অর্দ্ধচন্দ্রাকারা মাহাত্ম্যবতী ইষ্টদেবীস্বরূপা পরমা কলা বিদ্যমান—ইঁহাকে যোগ-শাস্ত্রে **মহাকুণ্ডলিনী** বলা হয়]।

এইরূপে পূর্ণিমা তিথিতে কাম ও সোম একাত্মভাবে ষোল কলা আনন্দরূপ অমৃত বিকাশ করিলে, দেহের **অধিপতি** দেবগণ উহা ভোগ করেন ; তৎপর, কৃষ্ণাপ্রতিপদের সন্ধিতে বা সংক্রমণ কালে কাম-সোম কলা মস্তিষ্কের বামাংশে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের ভোগময় আনন্দের এককলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—কেননা এখান হইতে বাম পদের তলদেশ পর্য্যন্ত কলাসমূহ প্রলয়মুখী এবং ক্রমে এক পাদ করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত। অতঃপর **কৃষ্ণা প্রতিপদ** তিথিতে—ললাটের বাম অংশে কাম ও সোম কলার দুই কলা ক্ষয় হইয়া, চতুর্দ্দশ কলা অবশিষ্ট থাকে। তৎপর **দ্বিতীয়া** তিথিতে—কাম-সোম বাম নয়নে অবতরণ করেন এবং তাঁহাদের তিন কলা ক্ষয় হইয়া, ত্রয়োদশ কলা অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে **তৃতীয়া** তিথিতে—তাঁহারা বাম নাসিকাতে অভিব্যক্ত হন—তখন চারি কলা হ্রাস হইয়া, তাঁহাদের দ্বাদশ কলা অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর **চতুর্থী** তিথিতে—কাম-সোম বামগণ্ডে বা অধরে অভিব্যক্ত হন এবং তাঁহাদের পাঁচ কলা হ্রাস হইয়া, একাদশ কলারূপে পরিণতি হয়। তৎপর **ষষ্ঠী** তিথিতে—তাঁহারা বাম হৃদয়স্থ স্তনে বা স্তন-মণ্ডলে আত্ম-প্রকাশ

করেন—তখন তাঁহাদের সাত কলা ক্ষয় হইয়া নয় কলা অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তাঁহারা কৃষ্ণা **সপ্তমী**তে—নাভি-মণ্ডলের বামাংশে প্রকটিত হন; তখন তাঁহাদের আট কলা হ্রাস হইয়া, আট কলা অবশিষ্ট থাকে—এইরূপে ভোগময় অষ্ট কলা এবং ত্যাগময় অষ্ট কলার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাম ও সোম পুনরায় **মূলাধার**-কেন্দ্রে প্রবেশ করেন—এই অবস্থায় কৃষ্ণা অষ্টমীতে সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় এবং সাধকেরও ক্রমে নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণমুখী গতি হইতে থাকে! বিশেষতঃ মূলাধারই জীবের বন্ধন-মুক্তির কেন্দ্র কংস-কারাগারস্বরূপ!—সেখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম দ্বারা বসুদেব-দেবকীর বন্ধন মুক্তিই জীবাত্মা ও জীব-শক্তির ব্রহ্ম-গ্রন্থিভেদ এবং কুণ্ডলিনীর জাগরণই ভগবৎ লীলার একমাত্র সহায়িকা যোগমায়া দেবীর আনন্দময় নন্দ-গৃহে জন্ম গ্রহণ বা আবির্ভাব। ষষ্ঠীতে বোধনরূপ জাগরণীর পর শুক্লা সপ্তমীতে মূলাধারে ভগবতীর সপ্তমীপূজা কালেও অষ্টমী বা অষ্ট কলার বিকাশ হইয়াছিল, আর এখানেও কৃষ্ণা-অষ্টমী তিথিতে অষ্টমী বা অষ্ট কলা সহ মূলাধারে কাম-সোমের প্রবেশ—ইহাও একটী রহস্যময় এবং প্রণিধানযোগ্য বিষয়। এইরূপে **অষ্টমী** তিথিতে—মূলাধারে কাম-সোমের আরও এক কলা ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায়, সপ্ত কলা অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর তাঁহারা **নবমী** তিথিতে—দেহের ত্যাগময় ও শূন্যময় **পাতালে*** প্রবেশ করেন অর্থাৎ বাম কটি বা বাম

---

* প্রত্যেক লোকের এবং পাতালের অনিত্যভাব ও ত্যাগময় নিত্য বা অমৃতময় ভাব আছে। ভূলোকের মধ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ ও মোক্ষক্ষেত্র, আর ভারতবর্ষ ব্যতীত ভূমণ্ডলের অবশিষ্ট সমস্তই ভোগ-ক্ষেত্র। সুতরাং মুক্তিকামীগণকে যথাকালে ভারত-ভূমিতেই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের মাহাত্ম্য প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে, বিষ্ণুপুরাণে সবিশেষ বর্ণনা আছে। ভুব বা পিতৃলোকেও সিদ্ধ ও ঋষিগণের অমৃতময় নিত্যলোক বিদ্যমান: আবার মৃত্যুর পর সাধারণ জীবগণ, সুখ বা দুঃখ ভোগময় ভুবর্লোকেরই একাংশে অবস্থান করেন। আর দেবলোকেও অমরগণ অমৃতময় স্বর্গে নিত্যবাস ও সুধা

উরু-সন্ধিরূপ বা প্রথম পাতালে, তাঁহাদের মোট দশ কলা ক্ষয় হইয়া ছয় কলা অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে তাঁহারা **দশমী** তিথিতে—বাম উরুতে বা দ্বিতীয় পাতালে প্রবেশ করেন এবং একাদশ কলা ক্ষয় হইয়া পঞ্চ কলা অবশিষ্ট থাকে। তৎপর **একাদশী** তিথিতে তাঁহারা বাম জানুতে বা তৃতীয় পাতালে অবতরণ করেন এবং দ্বাদশ কলা ক্ষয় হইয়া চারি কলা অবশিষ্ট থাকে। এইরূপে তাঁহারা **দ্বাদশী** তিথিতে বাম জঙ্ঘাতে বা চতুর্থ পাতালে প্রবেশ করেন এবং ত্রয়োদশ কলা ক্ষয় হইয়া তিন কলা অবশিষ্ট থাকে। তৎপর তাঁহারা **ত্রয়োদশী** তিথিতে বাম পদ-সন্ধিতে বা পাতালে অবতরণ করেন এবং চতুর্দ্দশ কলা হ্রাস হইয়া তাহাদের দুই কলা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। অতঃপর কৃষ্ণা**চতুর্দ্দশী**তে কাম-সোম বাম পাদে বা বাম পাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে অর্থাৎ ষষ্ঠ পাতালে প্রবেশ করেন। এই পর্য্যন্তই গুণময় বা দ্বৈতভাবের শেষ; কেননা পরমাত্মার নির্ব্বাণ কলা হইতে এক কলা ন্যূন না থাকিলে, কে কাহার উপাসনা বা পূজা করিবে?—ইহাই **শিব-চতুর্দ্দশী**র এক কলা কম, শিবময় সগুণ ভাব লব্ধিদ্বারা পশুপতি মহাদেবের মহাপূজা।

অতঃপর **অমাবস্যা**তে বাম পদতলে বা সপ্তম পাতালে কাম-সোমের ভোগময় ভাব ষোল কলা সম্পূর্ণ ত্যাগ করত, মহাশূন্যময় পরম অবস্থাতে

পানাদি করেন; আবার যাঁহারা পুণ্যময় স্বর্গভোগ করিবার জন্য স্বর্গে যান, তাঁহাদের জন্য ভোগময় পৃথক স্বর্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই নিয়মে পাতালেও ভোগময় ও শূন্যময় ক্ষেত্র আছে। বিশেষতঃ মানবের বামাঙ্গের অন্তর্গত বাম পাদে স্থিত সপ্ত পাতালে সুধাকরের স্বকীয় রাজ্য বা অধিকার বর্ত্তমান থাকায়, উহাতেও সুধাময় ত্যাগের ভাব বা শূন্যময় ভাব বিদ্যমান। পক্ষান্তরে দক্ষিণ পদের পাতালসমূহে ভোগময় ভাব বিদ্যমান থাকায়, উহা আলাদায়ক বা প্রদাহী তেজে পূর্ণ। বিশেষতঃ যেখানে আত্যন্তিক ভোগ, সেখানকার প্রলয় অবশ্যম্ভাবী—এজন্য ভোগময় পাতাল অনিত্যভাবাপন্ন।

উপনীত হন—ইহাই তাঁহাদের মহাপ্রলয় ভাব বা মহানির্ব্বাণ অবস্থা। অতঃপর প্রলয়ের নির্ব্বাণানন্দ ভোগের পর পুনরায় কলাবৃদ্ধি আরম্ভ হয়। এইরূপে প্রত্যেক মানবের দেহে প্রতি মাসে **শুক্লা** প্রতিপদ তিথি হইতে স্বাভাবিক নিয়মে দৈনিক এক কলা করিয়া রসস্বরূপ আনন্দের ক্রমবিকাশ হইয়া, পূর্ণিমা তিথিতে মস্তিষ্কে বা সহস্রারে উহার পূর্ণ পরিণতি হয়। তৎপর পুনরায় **কৃষ্ণা** প্রতিপদ তিথি হইতে দৈনিক এক কলা করিয়া ভোগময় রস হ্রাস হইয়া, অমাবস্যাতে শূন্যময় নির্ব্বাণ বা প্রলয় অবস্থা লব্ধি হয়। অতঃপর শুক্লা প্রতিপদের সংক্রমণে পুনরায় রসসৃষ্টি আরম্ভ হয়। সুতরাং কামকলা ও সোমকলা দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ **ফলিত জ্যোতিষ** শাস্ত্রমতে দ্বাদশ রাশির চক্রমধ্যে লগ্নস্থানে বা লগ্ন-বিন্দুতে জাতকের মস্তকপ্রান্ত বা শিখা প্রদেশ রাখিয়া তাহার দেহটীকে রাশিচক্রের উপর বৃত্তাকারে ঘুরাইয়া, জাতকের পদদ্বয় লগ্নবিন্দুতে আনয়নপূর্ব্বক মস্তকের উপরিভাগের সহিত সংযুক্ত করা হয়। এইরূপে তাহার দেহদ্বারা একটী পূর্ণ কুণ্ডলী সম্পাদন করত গ্রহ-সংস্থানের বিচার করার ব্যবস্থা আছে। কামকলা ও সোমকলার দেহময় পরিভ্রমণের সহিত এই চক্রময় ভাবটীও বিচার্য্য ও গ্রহণীয়—কেননা ইহাদ্বারা সহস্রারের নির্ব্বাণ কলার সহিত পদতলের মহানির্ব্বাণ বা শূন্যময় পরম কলা সংযুক্ত বা একীভূত হইয়া অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি করিয়া থাকে—ইহাদ্বারা চন্দ্রকলা প্রভৃতির দেহ-পরিভ্রমণের পন্থাটীও সরল ও বোধগম্য হইবে।

দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মারূপী **সূর্য্যের** শক্তি, পরমাত্মময়ী সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা কুলকুণ্ডলিনী, দেহের বহিরাকাশে **গায়ত্রী**রূপে প্রভা বিস্তার করত, দেহস্থ চন্দ্রকে উদ্ভাসিত ও অমৃতীকৃত করিয়া পরিভ্রমণ করেন। আর পরমাত্ম-শক্তি **কুলকুণ্ডলিনী** আহ্লাদিনী কামকলাকে

চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত করত, বহির্জগতে তিথিভেদে চন্দ্রের মাসিক ভূ-প্রদক্ষিণের সহিত তালে তালে দেহ-ব্রহ্মাণ্ডেরও যথাযথ স্থানে আনন্দরূপ অমৃতের ক্রমবিকাশ, পূর্ণপ্রকাশ ও পরিশেষে ক্রম-সংহরণপূর্ব্বক, চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া, জীবাত্মাকে আনন্দ প্রদান এবং জীবদেহটীকে পুষ্ট করিয়া থাকেন। সমষ্টিভাবে চন্দ্র যেমন তিথিভেদে সুধাময় কলা বিকাশ করত, ব্রহ্মাণ্ডের ওষধিবহুল উদ্ভিদ-জগতে এবং প্রাণী-জগতে সুধাবর্ষী জ্যোৎস্না বিকিরণ করিয়া জগৎ-দেহটী যথাযথভাবে পুষ্ট ও পালনের সহায়তা করিতেছেন, সেইরূপ জীবদেহরূপী ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডেও চন্দ্র, তিথিভেদে দেহময় পরিভ্রমণ করত, সুধাময় সোমকলাদি বিকাশপূর্ব্বক জীব-দেহমাত্রকেই পরিপুষ্ট করিয়া পালন করিতেছেন; আর তৎসহ আনন্দময় কামকলা দেহের বিশিষ্ট কেন্দ্রে অবস্থান করত সোমকলার সহিত আত্ম-সংমিশ্রণপূর্ব্বক দেহের পরমাণুসমূহকে আনন্দে সঞ্জীবিত রাখিতেছেন—ইহাই জীব-দেহে তিথিভেদে সোমকলা ও কামকলা পরিভ্রমণের গূঢ় তত্ত্ব ও অপূর্ব্ব রহস্য !!

তিথিভেদে উপরোক্তরূপে কামকলা ও সোমকলার দেহ পরিভ্রমণ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়; উহাও এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যথা—শুক্লপক্ষে কাম-সোম পুরুষদেহের দক্ষিণাংশ আশ্রয় * করিয়া পদ হইতে

---

* পাদে গুল্ফে তথোর্ব্বো চ ভগে নাভৌ কুচে হৃদি। কক্ষে কণ্ঠে চ ওষ্ঠে চ গণ্ডে নেত্রে শ্রুতাবপি ॥ ললাটে শীর্ষকেশেষু কামস্থানং তিথি ক্রমাৎ। দক্ষে পুংসাং স্ত্রিয়া বামে শুক্লে কৃষ্ণে বিপর্য্যয়ঃ ॥ পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদি দ্বিতীয়ায়াঞ্চ গুল্ফকে। ঊরুদেশে তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং ভগদেশতঃ ॥ নাভিস্থানে চ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যাস্তু কুচমণ্ডলে। সপ্তম্যাং হৃদয়ে চৈব অষ্টম্যাং কক্ষ দেশতঃ ॥ নবম্যাং কণ্ঠ দেশে চ দশম্যাং চোষ্ঠ দেশতঃ। একাদশ্যাং গণ্ডদেশে দ্বাদশ্যাং নয়নে তথা ॥ শ্রবণে চ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং ললাটকে। পৌর্ণমাস্যাং শিখায়াঞ্চ জ্ঞাতব্যঞ্চ ইতি ক্রমাৎ ॥”—স্মরদীপিকা।

মস্তক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়; আর (শুক্লপক্ষে) নারী-দেহের বামাংশ আশ্রয় করতঃ একই নিয়মে অর্থাৎ পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত কাম-সোম-কলার ক্রমিক উত্থান হয়। আবার কৃষ্ণপক্ষে এই নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে! অর্থাৎ পুরুষদেহের বামাংশে এবং নারী-দেহের দক্ষিণাংশে কাম-সোমের নিম্নাভিমুখী ক্রমিক ক্ষয় প্রাপ্তি বা পতন হইয়া থাকে। এই মতানুসারে কাম-সোমকলার অবস্থান, যথা—শুক্লপক্ষের প্রতিপদে—পাদাঙ্গুষ্ঠে, দ্বিতীয়াতে—পাদগুল্ফে; তৃতীয়াতে—উরুদেশে; চতুর্থীতে—ভগপ্রদেশে; পঞ্চমীতে—নাভিস্থানে; ষষ্ঠীতে—কুচমণ্ডলে; সপ্তমীতে—হৃদয়ে; অষ্টমীতে—কক্ষদেশে (বগলে); নবমীতে—কণ্ঠদেশে; দশমীতে—ওষ্ঠদেশে; একাদশীতে—গণ্ডপ্রদেশে; দ্বাদশীতে—নয়ন-মণ্ডলে; ত্রয়োদশীতে—কর্ণপ্রদেশে; চতুর্দ্দশীতে—ললাটপ্রদেশে; পূর্ণিমাতে—মস্তক-শিখাতে। আবার কৃষ্ণপক্ষে ইহার বিপরীত ক্রম অর্থাৎ কৃষ্ণা প্রতিপদে—মস্তক-শিখাতে; দ্বিতীয়াতে—ললাটপ্রদেশে; তৃতীয়াতে—কর্ণ-প্রদেশে; চতুর্থীতে—নয়ন-মণ্ডলে; পঞ্চমীতে—গণ্ডপ্রদেশে; ষষ্ঠীতে—ওষ্ঠদেশে; সপ্তমীতে—কণ্ঠদেশে; অষ্টমীতে—বগলে; নবমীতে—হৃদয়ে; দশমীতে—কুচমণ্ডলে; একাদশীতে—নাভিমণ্ডলে; দ্বাদশীতে—ভগ-প্রদেশে; ত্রয়োদশীতে—উরুদেশে; চতুর্দ্দশীতে—পাদ-গুল্ফে; অমাবস্যাতে—পাদাঙ্গুষ্ঠে।

এক্ষণে ষোড়শ কামকলা এবং ষোড়শ সোমকলার নাম উল্লেখ করা যাউক। কাম-কলার নাম—"শ্রদ্ধা প্রীতি রতিশ্চৈব ভূতি কান্তির্মনোভবা। মনোহরা মনোরমা মদনোৎপাদিনী তথা॥ মোহিনী দীপনি চৈব শোষণীচ বশংকরী। রঞ্জনা চৈব দেবেশি ষোড়শী প্রিয়দর্শনা"॥ সোমকলার নাম—পুষা রমা চ সুমনা রতি প্রীতি স্তথা ধৃতিঃ।

শুদ্ধি সৌম্যা মরীচিচ শৈলজে চাংশুমালিনী॥ অঙ্গিরা বশিনী চৈব ছায়া সম্পূর্ণমণ্ডলা। তথা তুষ্ট্যমৃতে চৈব কলাঃ সোমস্ত ষোড়শঃ॥ [অঙ্গিরা স্থলে 'মদিরা' পাঠান্তর আছে] তন্ত্রান্তরে সোমকলার নাম † যথা—অমৃতা, মানদা, পুষা, তুষ্টি, পুষ্টি রতি, ধৃতি, শশি চন্দ্রিকা, কান্তি জ্যোৎস্না শ্রী প্রীতি, অঙ্গদা (বা অঙ্গনা) পূর্ণা এবং পূর্ণামৃতা। পূর্ব্বোক্ত সোম কলার সহিত এখানে ছয়টী নামের মাত্র মিল দৃষ্ট হয়। অপর দশটী নামের মোটামুটি মিল বা নামান্তর প্রদর্শন করা হইল, যথা—(১) মানদা = ছায়া (কেননা আশ্রয় দাতারূপী ছায়াই সম্মান দান যোগ্যা) (২) পুষ্টি = শুদ্ধি (কেননা শুদ্ধিই দেহ ও মনের পুষ্টি দায়ক) (৩) শশি = মরিচী ; (৪) চন্দ্রিকা = সুমনা (কেননা মনের অধিপতি চন্দ্র) ; (৫) কান্তি = বশিনী (কেননা কান্তি বা লাবণ্যই বশীভূত করে) ; (৬) জ্যোৎস্না = অংশুমালিনী ; (৭) শ্রী = সৌম্যা ; (৮) অঙ্গদা = অঙ্গিরা ; (৯) পূর্ণা = রমা ; (১০) পূর্ণামৃতা = সম্পূর্ণ-মণ্ডলা।

কামকলা ও সোমকলা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া, উপরোক্ত দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের বত্রিশটী স্থানে কলা বিকাশ করেন ; আর প্রত্যেক স্থানে কামকলার এক কলা এবং সোমকলার এক কলা যুক্তভাবে বিকশিত হইলেও, উহা বিশ্লেষণ করিলে প্রকৃতপক্ষে সেখানে দুইটী কলা পাওয়া যাইবে ; সুতরাং বত্রিশ স্থানে মোট চৌষট্টি কলার বিকাশ হয় এবং উহাদের তৎ তৎ স্থানে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে পূজাদি হইয়া থাকে। প্রত্যেক কলার সহিত অকারাদি ষোড়শ মাতৃকাবর্ণ যুক্ত করিয়া পূজা বা প্রণামের ব্যবস্থা

---

† অমৃতা মানদা পুষা তুষ্টি পুষ্টি রতির্ধৃতি। শশিনী চন্দ্রিকা কান্তি জ্যোৎস্না শ্রীঃ প্রীতিরঙ্গনা॥ পূর্ণা পূর্ণামৃতা কামদায়িন্যঃ স্বরজাঃ কলাঃ॥ [কাহারও মতে কামকলা ও সোমকলা পরস্পর অভিন্ন এবং এক, যথা—"চন্দ্রস্থ যাঃ ষোড়শকলাস্তা এব কামকলাঃ"]

তন্ত্রশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা—অং শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ, আং প্রীত্যৈ নমঃ ইত্যাদি— এই নিয়মে যথা স্থানে প্রণাম ও যথাযথ ক্রিয়াদি করার ব্যবস্থা আছে। **চৌষট্টি** কলার পূজা বা গণনার ক্রম, যথা—দক্ষিণ পদতল হইতে মস্তকের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত, প্রথমে ষোড়শ কামকলা পূজা; তৎপর মস্তকের বামাংশ হইতে বাম পদের তলদেশ পর্য্যন্ত ষোড়শ সোমকলা পূজা; অতঃপর পুনরায় দক্ষিণ পদতল হইতে মস্তকের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত ষোড়শ সোমকলা পূজা, পরিশেষে মস্তকের বামাংশ হইতে বাম পদতল পর্য্যন্ত কামকলার পূজা করত, চৌষট্টি কলার আহুতি বা পূজা শেষ করা ব্যবস্থিত!—এই চৌষট্টি কলাই দেবীর সহচারিণী চৌষট্টি **যোগিনী** বা কৃষ্ণলীলার সহায়িকা চৌষট্টি **গোপী**স্বরূপা। কামকলার স্থূল ভাব সম্বন্ধে বৃহৎ যোনিতন্ত্রে এবং অন্যান্য তন্ত্রে আরও অনেক গূহ্য বিষয় আছে—উহা তন্ত্রশাস্ত্রে অতি গোপনীয়; সে সকল গূহ্য সাধন-রহস্য এখানে আলোচনা করা অকর্ত্তব্য এবং অপ্রাসঙ্গিক। **আমার উদ্দেশ্য**—মহাশক্তিময়ী কামকলার যৎকিঞ্চিৎ স্বরূপ নির্ণয় করত, উহার **বহিরঙ্গ** ভাবটী মাতৃ কৃপায় পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য যথাসাধ্য বিকাশ করা।

এক্ষণে, **সূক্ষ্ম-কামকলা** সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক। কামকলার সূক্ষ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, জীবদেহরূপী মহাশক্তিময় ব্রহ্মাণ্ডটীকে সর্ব্বাগ্রে মাতৃময় ও শক্তিময়রূপে দর্শন করিতে হইবে। অষ্টধা প্রকৃতিস্বরূপ জগন্মাতৃময় জীব-দেহে চারিটী মহাশক্তিময় কেন্দ্রবিন্দু বিরাজিত! এই কেন্দ্রবিন্দু চতুষ্টয়কে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃতিময় দেহের পূর্ণ অবয়বটী গঠিত। কেন্দ্র-বিন্দু চতুষ্টয়, যথা—**প্রথম মহাবিন্দু**. মুখমণ্ডল—এই বিন্দুটীকে কেন্দ্র করিয়াই জ্ঞানাঙ্গস্বরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক ত্রিগুণময় মুখমণ্ডলটী গঠিত বা কল্পিত। মুখ-গহ্বরে হাস্য ও শব্দাদিতে

ত্রিগুণের বিকাশ, দন্তরাজিতে ত্রিগুণের বিকাশ, ত্রিনয়নে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক চন্দ্র সূর্য্য অগ্নির বিকাশ [মানবের ভ্রূমধ্যে দিব্য-জ্ঞানময় চক্ষু গুপ্তভাবে বিদ্যমান] এইসব কারণে মুখমণ্ডলের মধ্যে ইচ্ছা ক্রিয়া ও জ্ঞানশক্তিময় বিবিধ ত্রিকোণ মণ্ডলে কাম-সোমের ষোল কলা পূর্ণ। অতঃপর **দ্বিতীয় মহাবিন্দু**—বাম স্তনে বা বাম স্তনমণ্ডলে নিহিত —ইহাতে সুধাকরের এবং ইড়ানাড়ী ও তদাশ্রিত নাড়ীসমূহের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান ; আর পালনকারিণী প্রাণরূপিণী ইচ্ছাশক্তিরও এখানে বিশেষ বিকাশ। এস্থান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে ; মোট কথা, এই স্থানে পালনকারী সুধাকরের বিশিষ্ট সুধাময় ভাবের অভিব্যক্তি। আর এই কেন্দ্রবিন্দুকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করিয়াই প্রকৃতি-দেহের বা জীব-দেহের বাম পার্শ্ব, বাম হস্ত ও তদঙ্গুলীসমূহ কল্পিত [ইহা পরমাত্মময়ী সিদ্ধকল্পনা বুঝিতে হইবে]—এই বিন্দুতেও বিবিধ ত্রিকোণ-মণ্ডল থাকাহেতু, সূক্ষ্মভাবে এখানে কাম-সোমের ষোল কলা অভিব্যক্ত। অতঃপর **তৃতীয় মহাবিন্দু**—দক্ষিণ স্তনমণ্ডলে অবস্থিত ; ইহাতে সূর্য্যের এবং রুদ্রের প্রলয়ভাব বিদ্যমান [হৃদ্‌মণ্ডলের বামাংশে প্রাণরূপী **হরির** স্থান, আর দক্ষিণাংশে দেহের পরিচালক ত্রিগুণেশ্বর **হর** বিরাজিত] সুতরাং দক্ষিণ স্তনমণ্ডলে রুদ্রাণী মাহেশ্বরীর লয়াত্মক জ্ঞান-শক্তি বিরাজিত। এই বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই, দেহের দক্ষিণ পার্শ্ব, দক্ষিণ হস্ত এবং তদঙ্গুলীসমূহ কল্পিত বা গঠিত এবং ইহাও বিবিধ ত্রিকোণ-মণ্ডল সমন্বিত! সুতরাং এই বিন্দুতেও কাম-সোমের ষোলকলা সূক্ষ্মভাবে বিকশিত। **চতুর্থ মহাবিন্দু**—যোনি-মণ্ডলের ত্রিকোণ মধ্যে বা মূলাধার কেন্দ্রে ; উহা আনন্দময়ী কুল-শক্তি প্রভাবিত বা কুলকুণ্ডলিনীময়। মূলাধার প্রদেশে যে অতুলনীয় সম্পদ, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য বর্ত্তমান, এবিষয়ে গ্রন্থের স্থানে স্থানে আলোচিত হইয়াছে

এবং পরিশিষ্টাংশেও বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে! মোট কথা এই ঐশ্বর্য্যময় মহা যোনি-বিন্দুটীও ভোগ, ত্যাগ ও যোগময় ষোলকলা আনন্দে ও অমৃতে পরিপূর্ণ। এই বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়াই দেহ ধারণকারী গতিশক্তি সমন্বিত পদদ্বয় কল্পিত এবং বলপ্রাপ্ত; দেহের সপ্ত পাতালও এই মহাবিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত ও ক্রিয়ান্বিত!—এইরূপে ইহা জীব-দেহস্থ সপ্তলোক এবং সপ্তপাতাল, এই চতুর্দ্দশ ভুবনেরও মহাকেন্দ্রস্বরূপ !!

এক্ষণে এই চারিটী মহাবিন্দু সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মত এবং তন্ত্রাদি শাস্ত্র-মত পরিব্যক্ত করা হইতেছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য তদীয় আনন্দলহরীতে ভবানীমায়ের স্তব করিয়া বলিয়াছেন—"হে হর মহিষি! ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে তোমার বদনস্বরূপ এবং অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে তোমার স্তনযুগলস্বরূপ কল্পনা করিয়া, তাহার নিম্নদেশে হকারার্দ্ধকে যোনিগুণত্রয়-সূচিকা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা সূক্ষ্মা চিৎকলারূপে কল্পনাপূর্ব্বক, যে ব্যক্তি তোমাকে কামকলারূপে চিন্তা করেন…তাঁহার সকল কামনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে"। "হে জননি! যিনি নিজ দেহ হইতে কিরণসমূহরূপ অমৃত-রস সর্ব্বত্র বিস্তার করিতেছেন, যাঁহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তুহিনাচলসদৃশ অতি স্নিগ্ধতমা তুমিই সেই কুলকুণ্ডলিনীস্বরূপা কামকলা!" ভাবচূড়ামণি গ্রন্থে সূক্ষ্ম কামকলা সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, যে—"মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্বিভবপ্রদম্॥ সর্ব্বার্থসাধকং দেবি সর্ব্বরঞ্জন কারণম্। তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু সপরিষ্কৃতিমণ্ডলম্॥ সর্ব্ব-দেবাদিভূতং হি তৎ সর্ব্বদেব নমস্কৃতম্। সর্ব্বাহ্লাদনসম্পূর্ণং সর্ব্ববশ্য-প্রবর্ত্তকম্॥ এতৎ কামকলাধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥ [সরল হেতু অনুবাদ বাহুল্য]। সূক্ষ্ম কামকলার ধ্যান, যথা—"রজোগুণ-সূচকং বিরিঞ্চ্যাত্মকং বিন্দুং মুখং কৃত্বা, তস্যাধো হৃদয় স্থানে সত্ত্বতমোগুণসূচকং

হরিহরাত্মকং বিন্দুদ্বয়ং কুচযুগং * কৃত্বা, তস্যাধঃ যোনিগুণত্রয়সূচিকাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাত্মিকাং সূক্ষ্মাং চিৎকলা হকারার্দ্ধং কৃত্বা, যোন্যন্তর্গত-ত্রিকোণাকৃতিং কৃত্বা ধ্যায়েদিতি।" আগম কল্পদ্রুমে উক্ত হইয়াছে —"যিনি অখিল জীবের ষট্চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই **কুলকুণ্ডলিনীই** সূক্ষ্মরূপে **কামকলা** বলিয়া বিখ্যাতা।"

উপরোক্ত চারিটী মহাবিন্দুর প্রত্যেকটীতে ষোড়শ কাম ও সোম কলা বিদ্যমান; এজন্য চারিটী বিন্দুতে পরিভ্রমণশীল কামকলা ও সোমকলার একটী পূর্ণ পরিক্রমাতে কাম ও সোমের প্রত্যেকের চৌষট্টি কলার † বিকাশ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই চারিটী বিন্দুর মধ্যে যে কোন তিনটী বিন্দুর সহিত পরস্পর রেখা সংযুক্ত করিলে, চারিটী ত্রিকোণ মণ্ডল উৎপন্ন বা অঙ্কিত হইবে। এই ত্রিকোণ মণ্ডল সমূহও প্রত্যেকে ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান-শক্তিময়ী সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকা চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নিরূপা স্বয়ং **কামকলা**স্বরূপা—এজন্য প্রত্যেক ত্রিকোণেই কাম-

---

* জাগতিকভাবে মাতৃ-হৃদয়ে বাম স্তনমণ্ডলটীতে ইড়া নাড়ীর প্রভাবহেতু উহা গঙ্গারূপা, আর দক্ষিণ স্তনমণ্ডলটীতে পিঙ্গলা নাড়ীর প্রভাবহেতু উহা কালিন্দী বা যমুনা-রূপা; এতদ্ব্যতীত মাতৃ-হৃদয়ের প্রাণময় স্নেহরাশি, অন্তঃসলিলা সরস্বতী বা ফল্গু-ধারার ন্যায় সন্তানের প্রতি সতত ধাবনশীল! বিশেষতঃ মাতৃভাবে উন্নত সাধক-ভক্তকে জগদম্বা মা, সর্ব্বাভীষ্ট পূরণকারী গঙ্গা-যমুনাস্বরূপা তাঁহার অমৃতময় স্তনযুগল পান করাইয়া পরিতৃপ্তি ও পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। আর ত্রিবেণী-সঙ্গমে অন্তঃপ্রবাহী সরস্বতী-ধারার মিলনের ন্যায়, জগন্মাতার প্রেম-করুণার অফুরন্ত প্রবাহ, ভক্তের প্রতি এবং জীবজগতের সর্ব্বত্র সতত উৎসারিত!

† রাঘবভট্ট ব্যাখ্যাত "শারদাতিলক" নামক টীকাতে, কামের চৌষট্টি প্রকার নাম বা পর্য্যায় উল্লিখিত হইয়াছে; আর কামের কলারূপিণী শক্তি বা রতিরও চৌষট্টি প্রকার নাম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়; উহাদের সহিত দেহস্থ পরিভ্রমণশীল চৌষট্টি কামকলার একাত্মভাব বা সম্বন্ধ বিজড়িত।

সোমের ষোলকলা বিদ্যমান—এই ত্রিকোণ মণ্ডল সমূহের নাম ত্রিপুর সুন্দরী বা **ত্রিপুরাভৈরবী**। এই আহ্লাদিনী ত্রিপুর-সুন্দরী কামকলা এবং অমৃতরূপিণী সোমকলা ভোগময় ও ত্যাগময় ভাব লইয়া দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের বহিরাকাশে স্থূলভাবে চক্রবৎ পরিভ্রমণ করেন; সূক্ষ্মভাবে চতুর্ব্বিন্দু সমন্বিত দেহের সমস্ত ত্রিকোণ মণ্ডলে, বিশিষ্টভাবে যোনিমণ্ডল-স্থিত ত্রিকোণে এবং চক্রে চক্রে পরিভ্রমণ করত আনন্দ-সুধা পান করেন! তদ্দ্বারা জীব-দেহও সতত পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। এই আনন্দরূপিণী ত্রিপুরা ভৈরবী তন্ত্রশাস্ত্রে "**চক্রবিদ্যা**স্বরূপ" বলিয়াও কথিতা হইয়াছেন। তিথিভেদে কামকলা সোমকলার অমৃতময় আনন্দের অভিব্যক্তিহেতু, অম্বিকা দেবী বিশেষ বিশেষ তিথিতে দেবী-মাহাত্ম্য পাঠের উপদেশ প্রদান করত, তিথিসমূহের এবং তৎসহ একাত্মভাবে বিজড়িত কামকলা ও সোমকলার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য দর্শন ও আস্বাদনের ইঙ্গিত করিয়াছেন!—তাহাই এস্থলে মাতৃকৃপায় কিঞ্চিৎ পরিব্যক্ত করা হইল।

মন্ত্রোক্ত কতিপয় মাহাত্ম্যের আধ্যাত্মিক ভাব যথা—পাপ=অজ্ঞানতা; দারিদ্র্য=উদারতা বা আনন্দের অভাব; ইষ্ট বিয়োগ=ভগবৎ ভাব হইতে বিচ্যুতি। এইরূপে চণ্ডী পাঠকের এবং শ্রোতার অধ্যাত্ম-জগতে অজ্ঞানতারূপ পাপ নষ্ট হয়, তাহাতে উদারতা আসে; তাঁহার আনন্দের অভাব হয় না এবং তিনি ভগবদ্ভাব হইতে বিচ্যুত হন না। আর স্থূল জগতেও তাঁহার পাপ ও দরিদ্রতা নষ্ট হয় এবং তিনি অকাল মৃত্যুজনিত শোক পান না।—(৩-৫)

শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥৬
তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।
শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥৭

উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥৮
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥৯

মাতৃ-বাণী। তাঁহাদের (পাঠক ও শ্রোতার) শত্রু, দস্যু, রাজা, শস্ত্র অগ্নি কিম্বা জল-প্রবাহ হইতেও কখনও ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥৬॥ অতএব এই মাহাত্ম্য সমাহিতচিত্তে ভক্তিসহকারে পাঠ ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু উহা পরম স্বস্ত্যয়নস্বরূপ অর্থাৎ বিশেষ মঙ্গলপ্রদ ॥৭॥ আমার এই মাহাত্ম্য (পাঠ ও শ্রবণ করিলে) মহামারীসম্ভূত সর্ব্ববিধ উপদ্রব এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই ত্রিবিধ উৎপাত বা ত্রিতাপ জ্বালা উপশমিত হয় ॥৮॥ যে আয়তনে (গৃহে) আমার এই মাহাত্ম্য প্রত্যহ সম্যক্ পঠিত হয়, আমি সে গৃহ কখনও পরিত্যাগ করি না—তথায় সর্ব্বদা আমার অধিষ্ঠান বা সান্নিধ্য থাকে ॥৯

তত্ত্ব-সুধা। দেবী মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করিতে হইলে, দুইটী আনুসঙ্গিক ভাব পরিপূরণ করা প্রয়োজন, নতুবা উহা সম্যক্ ফলদায়ী হইবে না—ইহা মা স্বয়ং নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) **একাগ্র** বা সমাহিত হইতে হইবে ; (২) **ভক্তি**সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করিতে হইবে। **স্বস্ত্যয়ন**—কল্যাণময় পথ [স্বস্তি—কল্যাণং তস্য অয়নং মার্গঃ ইতিঃ] দেবী-মাহাত্ম্য পাঠকের এবং শ্রোতার বাহ্য জগতে উক্ত ফলসমূহ অনায়াসে লাভ হইবে, এতদ্ব্যতীত তাঁহার অধ্যাত্ম-জগতেও ঐ সকল ফলের সূক্ষ্ম ভাব লব্ধ হইবে, তাহাই এখানে প্রদর্শন করা হইতেছে, যথা—**শত্রু**=কাম ক্রোধাদি রিপুগণ ; **দস্যু**=ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য ; **রাজা**=জীব-ভাবের পরিচালক অহংকারের কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব অভিমান ; **শস্ত্র**=প্রবৃত্তি ; **অগ্নি**=রজোগুণের প্রবৃত্তিমুখী তাপ ;

জলপ্রবাহ—পরিচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দ ভোগের উদ্দাম গতি; **মহামারী**—অবিশ্বাসজনিত উশৃঙ্খলতা এবং নাস্তিকতার ব্যাপক্ ভাব [—ইহাই অধ্যাত্ম-জগতে ধর্ম্মভাবের সর্ব্বনাশ করে] ত্রিবিধ উৎপাত—সাধন-পথের বিঘ্নস্বরূপ ত্রিতাপ জ্বালা। সুতরাং চণ্ডী পাঠক ও শ্রোতার কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু বশীভূত হয়, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য নষ্ট হয়; তাঁহার প্রবৃত্তিমুখী গতি সংযমিত হইয়া অভিমান নষ্ট হয়; তাঁহার রজোগুণের প্রবৃত্তিমূলক তাপ উপশম প্রাপ্ত হয়; তিনি পরিচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দসমূহের মধ্যেও অখণ্ড ভূমানন্দের সত্তা বা প্রকাশ অনুভব করেন এবং তাঁহার অবিশ্বাস ও উশৃঙ্খলতা বিলয় প্রাপ্ত হয়। **আয়তন**—ভক্ত-দেহ, জগন্মাতা বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিলেও ভক্ত-হৃদয়েই তাঁহার বিশেষ অধিষ্ঠান এবং বিকাশ হয়; আর তিনি সততই ভক্তগণকে তাঁহার বিকাশ, আবির্ভাব ও কৃপা অনুভব করাইয়া থাকেন—ইহাই মন্ত্রোক্ত **আয়তনে** স্থিতি ও সান্নিধ্য। এই সকল আধ্যাত্মিক ভাবই মন্ত্রোক্তিসমূহের রহস্য ও তাৎপর্য্য।

ত্রিবিধ **উৎপাত** বা ত্রিতাপ জ্বালা—(১) **আধ্যাত্মিক**—মানসিক দুঃখ বা তাপ; অর্থাৎ রোগজনিত, কাম ক্রোধাদি হইতে উদ্ভূত বা রাগ-দ্বেষ হইতে জাত তাপ বা ক্লেশ। (২) **আধিদৈবিক**—অকস্মাৎ দৈববশে অজ্ঞাতসারে যে তাপ উপস্থিত হয়; যথা—ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, ঝড়, বন্যা প্রভৃতি। (৩) **আধিভৌতিক**—পঞ্চভৌতিক দেহধারী হইতে প্রাপ্ত তাপ, যথা—সর্প, ব্যাঘ্র, রাজা, দস্যু, চোর এবং ভূত প্রেতাদির ভয়জনিত তাপ বা উৎপাত।—(৬-৯)

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব চ ॥১০

জানতাজানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।
প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥১১

মাতৃ-বাণী। বলিদান পূজা হোম যজ্ঞাদি এবং মহোৎসব-সূচক অনুষ্ঠানাদিতে আমার এই সমগ্র চরিত্র বা মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥১০॥। বিধিজ্ঞ বা অবিধিজ্ঞ [জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ] যে কোন ব্যক্তি আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তি ও একাগ্রতার সহিত [—ইহাই মন্ত্রে 'তথা কৃতাং'] পাঠপূর্ব্বক, বলি পূজা ও হোমাদি করিলে, আমি তাহা প্রীতিসহকারে গ্রহণ করিয়া থাকি ; [কিম্বা প্রীতিসহকারে করিলে, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকি] ॥১১

তত্ত্ব-সুধা। **বলিপ্রদান**—যাঁহারা মাংস ভোজন করেন তাঁহাদের পক্ষে রাজস পূজায় পশু বলিদান বিধেয় ; নতুবা যাঁহারা নিরামিষভোজী তাঁহাদের পক্ষে সাত্ত্বিক পূজাদ্বারা ফল বা শর্করা-পিণ্ড প্রভৃতি বলির ব্যবস্থা আছে। আর পশু বলির প্রকৃত আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য **ষড়রিপু** বলি দেওয়া, যথা—(১) কামের প্রতীক্—ছাগ ; সুতরাং ছাগবলির তাৎপর্য্য—**কাম** দমন। (২) ক্রোধের প্রতীক্—মহিষ ; অতএব মহিষ বলির তাৎপর্য্য—**ক্রোধ** দমন। (৩) শাস্ত্রে মৃগ বলির ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় —উহা লোভের প্রতীক্ [কেননা মৃগ লোভনীয় বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়]; সুতরাং মৃগ বলির তাৎপর্য্য—**লোভ** দমন। (৪) গড্ডালিকা ভাবযুক্ত মেষ—মোহের প্রতীক্ [কেননা অগ্রগামী মেষ জলে পতিত হইলে, অবশিষ্ট মেষসমূহ অবিচারে জলে পতিত হয়]; অতএব মেষ বলির তাৎপর্য্য—**মোহ** বিজয়। (৫) অহংকারের চরম বিকাশ নর-দেহে ; এজন্য নরবলির তাৎপর্য্য—**মদ** বা অহং নষ্ট করা ; (৬) মাৎসর্য্য বা হিংসার প্রতীক্ গোধিকা (গোসাপ) [শাস্ত্রে গোধিকা বলির ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় ; আসাম প্রদেশে গোধিকা বা গোধা

বলি হইয়া ভক্ষিত হয়]; সুতরাং গোধিকা বলির তাৎপর্য্য—মাৎসর্য্য নাশ। যে দেশে যে জাতীয় মাংস ভোজনের প্রথা প্রচলিত, সে দেশে সেইপ্রকার বলি প্রদানই কর্ত্তব্য। কেননা, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন—"সাধকেচ্ছা বলবতী দেয়ে বস্তুনি দৈবতে। যদ্‌যদাত্মপ্রিয়ং দ্রব্যং তত্তদিষ্টয়ে কল্পয়েৎ"॥—অর্থাৎ দেবতাকে বলি নিবেদন বিষয়ে, সাধকের ইচ্ছাই বলবতী জানিবে; কারণ যে যে বস্তুতে আত্ম-তৃপ্তি জন্মে; তাহাই ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যাঁহারা মাংস ভোজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে বলিদান উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; এ বিষয়ে মৎপ্রণীত "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন" গ্রন্থে (দ্বিতীয় ও পরবর্ত্তী সংস্করণে) বিশেষ আলোচনা আছে। **'বলি'** বাক্যের প্রকৃত অর্থ—যাহা শ্রদ্ধার সহিত দেবতাকে বা ভগবানকে অর্পণ করা হয়।

পূজায়াং (পূজাতে)—স্থূলভাবে **পূজা**দ্বারা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি বা সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ হইয়া থাকে। এতৎব্যতীত মানসোপচারে পূজা এবং **পরা**পূজার ব্যবস্থা আছে। **মানসপূজা**—(১) মনে মনে কল্পিত উপচারদ্বারা ইষ্ট দেবতার পূজা (২) তন্ত্রোক্ত মানসোপচারদ্বারা পূজা যথা—কুণ্ডলিনী পাত্রস্থ জল (আনন্দ) দ্বারা পাদ্য; মন—অর্ঘ্য; সহস্রার বিগলিত সুধা—আচমনীয়; চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব—গন্ধ; অহিংসা অমায়াদি * নির্ম্মলভাব—পুষ্প; প্রাণবায়ু—ধূপ; তেজস্বিতা—দীপ; সুধারস-সমুদ্র (পরমানন্দ)—নৈবিদ্য; আকাশরূপ চামর সূর্য্যাত্মক্

---

* দশবিধ অধ্যাত্ম-পুষ্প যথা—"অমায়াং অনহঙ্কারং অরাগং অমদস্তথা অমোহকং অদম্ভঞ্চ অনিন্দাং অক্ষোভং তথা॥ অমাৎসর্য্যং অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্ব্বুধাঃ"॥ পরম পুষ্প যথা—"অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পং, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহঃ। দয়া পুষ্পং ক্ষমা পুষ্পং জ্ঞান পুষ্পঞ্চ পঞ্চমং"॥

দর্পণ, চন্দ্রাত্মক্ ছত্র এবং অনাহত ধ্বনিরূপ ঘণ্টা প্রভৃতি দ্বারা তত্ত্বময় পূজার ব্যবস্থা! এতদ্ব্যতীত জ্ঞানময় **পরাপূজা** যথা—পূর্ণত্বের বাহন কোথায়? সুতরাং পূর্ণত্বই তাঁহার বাহন; সর্ব্বাধারের আসন? —সর্ব্বাধার, এইরূপে স্বচ্ছের পাদ্য অর্ঘ স্বচ্ছত্ব; নির্ম্মলের নির্ম্মলত্বই তাঁহার স্নানস্বরূপ! নিত্য-তৃপ্তের সতত তৃপ্তিভাবই নৈবিদ্যস্বরূপ! —এইরূপে ব্রহ্মজ্ঞানময় ভাবরাশিদ্বারা আত্মময় ভগবান পরব্রহ্মের পরাপূজা ব্যবস্থিত।

যজ্ঞ—আত্ম-নিরোধ বা সংযম; আত্ম-নিরোধরূপ যজ্ঞাগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিসমূহ একে এক আহুতি দেওয়াই "অন্তর্যাগ বা আধ্যাত্মিক হোম"। **মহোৎসব**—নানাপ্রকারে আনন্দের অভিব্যক্তিই বাহ্য-জগতে মহোৎসবের প্রাণস্বরূপ; সুতরাং কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তিমূলক সাধনাদ্বারা দেহে বিশিষ্ট আনন্দের বিকাশ করাই অধ্যাত্ম-মহোৎসব। **জানতা অজানতা**—পাঠ করিতে জানুক বা না জানুক; অর্থাৎ অনভিজ্ঞ অজান ব্যক্তিও যদি সমাহিত চিত্তে শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রীতিসহকারে চণ্ডীপাঠ করেন, কিম্বা মাতৃউদ্দেশে পূজার বিশিষ্ট উপকরণসমূহ প্রীতির সহিত [—ইহাই মন্ত্রোক্ত প্রীত্যা] নিবেদন করেন, তবে মহামায়া জগন্মাতা উহা সানন্দে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবিষয়ে "অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যটীও প্রণিধানযোগ্য; পূজা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে মোহ বা অজ্ঞানতাবশতঃ যদি কোনপ্রকার প্রত্যবায় বা অঙ্গহানি হয়, তবে শ্রুতি বিষ্ণু-স্মরণদ্বারা উহার পরিপূর্ণত্ব সম্পাদনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই বিষ্ণু-স্মরণ এবং জগন্মাতাকে ভক্তি ও প্রীতির সহিত পাঠ বা বলি নিবেদন, একই ভাবাপন্ন ও সাদৃশ্য অবস্থা।—(১০।১১)

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যাচ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিত ॥১২

সর্ব্ববাধা বিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥১৩

মাতৃ-বাণী। শরৎকালে বর্ষে বর্ষে আমার যে মহাপূজা (দুর্গোৎসব) বিহিত আছে, তাহাতে ভক্তিসহকারে আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণে [এবং পাঠে—মন্ত্রেও আছে, চ] মনুষ্যগণ আমার কৃপায় সর্ব্ববিধ বাধা হইতে বিমুক্ত হইয়া ধন-ধান্য ও পুত্রগণে পরিবৃত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই॥১২

তত্ত্ব-সুধা। বর্ষ শব্দ বর্ষাদৌ অর্থে লাক্ষনিক; এজন্য উহাদ্বারা চৈত্র মাসের **বাসন্তী** দুর্গাপূজাও বুঝাইতেছে। **বাধা**=জীবত্বের মালিন্য ও চাঞ্চল্য; কেননা ইহাই আত্ম-স্বরূপত্ব লাভের বিশেষ অন্তরায়। **ধন**=ভক্তিধন; **ধান্য**=শ্রদ্ধা; [আস্তিক্য বুদ্ধি ও বিশ্বাস ব্যতীত আধ্যাত্মিক ভাব পুষ্ট হইতে পারে না; ধান্যের উপরেই মঙ্গল-ঘটাদি প্রতিষ্ঠিত করা হয়; বিশেষতঃ ধান্যের সারাংশরূপী অন্নদ্বারা যেমন দেহের পুষ্টি হয়, সেইরূপ অধ্যাত্মভাবে শ্রদ্ধাই মনের অন্যতম পুষ্টিকারক]। **সুত**=জ্ঞান [কেননা পুত্র, পুন্নামক একটী নরক হইতে ত্রাণকারী; আর জ্ঞান ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বত্র সর্ব্বতোভাবে ত্রাণকারী।

রাজা সুরথ দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষ মন্বন্তরে উদ্ভব হন এবং তৎকালে দেবী-মাহাত্ম্যের চরিত্রসমূহ বর্ণিত হইয়াছিল; সুতরাং সেই সুদূর অতীতকালেও যে শরৎকালে দুর্গাপূজার ব্যবস্থা ছিল, ইহা একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয়! কেননা ইহাদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে শারদীয়া পূজা শুধু ভগবান রামচন্দ্র প্রবর্ত্তন করেন নাই, উহা পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল; বর্ত্তমান মহাযুগের সত্যযুগে উহা প্রচলিত না থাকিলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাযুগে শরৎকালে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইত—ইহা মন্ত্রোক্তিদ্বারা প্রমাণিত ও সমর্থিত।

শরৎকালে বার্ষিকী মহাপূজা—ইহার আধ্যাত্মিক রহস্যটীও অতি সুন্দররূপে উপভোগ্য, যথা—**বর্ষ** শব্দের **অর্থ, বিভাগ** [ভারতবর্ষও নববর্ষের এক বিভাগ বা বর্ষ] শরৎকালটীও বর্ষ বা বৎসরের মধ্যবিভাগ ; মানবদেহরূপ বর্ষের শরৎকালরূপ মধ্যবিভাগই **মূলাধার**। শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে দেহস্থ জড় ও চেতন রাজ্যের সন্ধিস্থলে কিরূপে **বোধন** হইয়া কুণ্ডলিনী জাগরণদ্বারা দুর্গামায়ের মহাপূজা সম্পন্ন হয়, তাহা কামকলা-তত্ত্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং মূলাধার-সন্ধিতে **ষষ্ঠী**তে বোধন বা কুণ্ডলিনী মহাশক্তির জাগরণী স্তব বা পূজা ; তৎপর সপ্তমী তিথিতে মূলাধারে **সপ্তমী** পূজা ; তৎপর মণিপুর-চক্রে দেবীর **মহাষ্টমী** পূজার পর অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিতে অনাহত পদ্মের আশ্রয় বা আধারস্বরূপ গুপ্ত **অষ্টদল** শক্তি-চক্রে মহাকালী চামুণ্ডা দেবীর **সন্ধি**পূজার পর অনাহত চক্রে **নবমী** পূজা সম্পন্ন হইলে, বিশুদ্ধচক্রে **দশমী** তিথিতে কারণময় আকাশতত্ত্বে দেবীর বিসর্জ্জন !—এইরূপে পঞ্চতত্ত্বময় অন্তর্মুখী পূজার পরিসমাপ্তি !—ইহাই শারদীয়া পূজার আধ্যাত্মিক রহস্য ও যৌগিক তাৎপর্য্য।

[সম্বৎসরে অনুষ্ঠিত পূজাদিতে সাধনার ক্রম]

অতঃপর সম্বৎসরে যে সমস্ত নৈমিত্তিক পূজার ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে শরৎকালীন দুর্গাপূজাটী উজ্জ্বল মধ্যমণিস্বরূপ ! বিশেষতঃ বৎসরের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত বিশিষ্ট পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে মানব-জীবনের আধ্যাত্মিক ভাব এবং **সাধনার ক্রম-বিকাশ** বিদ্যমান—এই প্রয়োজনীয় রহস্য এখানে সংক্ষিপ্তভাবে প্রদর্শন করা হইতেছে। **বৈশাখ** মাসে গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত হওয়ার ন্যায়, মানুষ যখন সাংসারিক ত্রিতাপ-জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠে, যখন রুদ্র-মূর্ত্তি কাল-বৈশাখীর প্রলয় ঝঞ্ঝাবাতে বা তাণ্ডব-নৃত্যের অনুরূপ

জাগতিক দুঃখে ও শোকে মানবগণ অভিভূত হইয়া দিশেহারা হয় এবং সংসারকে বিষবৎ ভাবনা করে; তখন তাহাদের প্রবৃত্তিমূলক সংসারাসক্তিতে বিতৃষ্ণা হইয়া বৈরাগ্যের উদয় হইতে থাকে। এই অবস্থায় নিরাশার ধূম্রায়িত আকাশে চপলার ক্ষণিক আলো-বিকাশরূপ চাপল্যের ন্যায় বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন বা দুর্গতিহারিণী দুর্গা মায়ের কথা ক্ষণিকের তরে মনে আসে; অর্থাৎ সেইদিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি পড়ে। তখন অনন্ত দুঃখের মধ্যেও, ভগবানকে ডাকিলে যেন ক্ষণিকের তরে শান্তি আসে—ইহাই প্রবৃত্তিপরায়ণ মানবের ভগবৎমুখী প্রথম দৃষ্টিপাত; এই ভাবটী জ্যৈষ্ঠ মাসের সাবিত্রী-চতুর্দ্দশীতে যম বা ধর্ম্মরাজের পূজাতে অভিব্যক্ত!—কেননা **সত্য**স্বরূপ ভগবানের দিকে মানবের **বাণবৎ** ক্ষণিক দৃষ্টিপাতই ধর্ম্মরাজের কৃপায় মৃত **সত্যবানের** পুনর্জ্জন্মলাভ। [বাণের দৃষ্টিপাত বা লক্ষ্যও ক্ষণিক; কেননা বাণটী লক্ষ্যবস্তুর দিকে নিক্ষিপ্ত হইলে, ধনুকধারী বা বাণ ত্যাগকারীর পুনরায় চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়] এই অবস্থায় প্রবৃত্তি পথের উশৃঙ্খলতা সংযমিত হইতে থাকে—তাই জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সংযমের অধিষ্ঠাত্রী* ষষ্ঠীমাতার অর্চ্চনা হইয়া থাকে। ষষ্ঠীতে জামাতৃ-সেবা বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান মাত্র; প্রকৃতপক্ষে উহা গৃহীর এবং গৃহের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত। এইরূপে **গ্রীষ্ম**রূপ ত্রিতাপজ্বালায় সন্তপ্ত মানবকে সুশীতল

---

* সংযমই দীর্ঘজীবি সুসন্তান লাভের একমাত্র উপায়স্বরূপ; কেননা শিশুর অল্পায়ু বা অকাল মৃত্যু অধিকাংশ স্থলে পিতা-মাতার অসংযমের ফল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে ছয়মাস এবং পরে ছয়মাস সংযমভাব ব্যবস্থিত; সন্তান জন্মের ষষ্ঠ দিবসে সমারোহে ষষ্ঠী দেবীর পূজা হইয়া থাকে; জাতকের ষষ্ঠ বর্ষে বিদ্যারম্ভের ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসে ছয়টী তিথিতে সংযম করার বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, যথা—অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দ্দশী পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং সংক্রান্তি। এইরূপে সংযমাধিষ্ঠাত্রী ষষ্ঠী দেবীর ছয় ভাবাপন্ন বা ষষ্টি প্রকার বিভিন্ন বিধি-নিষেধ বর্ত্তমান।

করিবার জন্য, ভগবানের করুণা-ধারা বা আনন্দরূপ **বর্ষা** ঋতুর সমাগম আসন্ন হয়। এদিকে সংযমিত বৈরাগ্যযুক্ত ও ত্রিতাপ তাপিত মানবও সুশীতল হইবার জন্য জলপ্রাপ্তির আশায়, শান্তিময়ী জল-দেবীকে আবাহন করত পূজা করেন—ইহাই দশদিকে শান্তি প্রদায়িনী **দশহরা** বা **গঙ্গা** পূজারূপে অভিব্যক্ত। এইরূপে মানব, ত্রিতাপনাশিনী পাপহারিণী গঙ্গার সুশীতল জলে স্নাত হইয়া এবং গঙ্গাদেবীর পূজাদ্বারা আনন্দাভিষিক্ত হইয়া পূর্ণ শান্তিপ্রাপ্ত হয়, তাই প্রশান্তিময় জলরূপী আনন্দ ভাবটী কেহ কেহ ভগবানকে অর্পণ বা নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন—ইহাই জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথ দেবের **স্নান-যাত্রা**রূপে অভিব্যক্ত !

অতঃপর আষাঢ় মাসে বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপাতে মানবের দৈনন্দিন কার্য্য সম্পাদনে কোন কোন সময়ে বাধা পড়ে ; এবম্বিধ কর্ম্ম-শূন্য অবস্থায় চির-বিরহী জীবের প্রাণে অজ্ঞাতসারে যেন কোন অজানা বা অসীমের দিকে টান পড়ে !—উহাই পরোক্ষে ভগবানের জন্য আকর্ষণ বা টান ; প্রাণের এই ভাব বা টানই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের **রথযাত্রা**তে অভিব্যক্ত ! কেননা প্রাণের ভগবংমুখী আসক্তি বা আকর্ষণী ভাব সমূহ ঐক্য করত, উহা রজ্জুতে (**প্রেম**-রজ্জুতে) পরিণত করিয়া মহাপ্রাণরূপী **জগন্নাথদেব**কে আকর্ষণ করাই রথযাত্রার অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এইরূপে প্রাণের টানে মনের আনন্দে জগন্নাথদেবকে আকর্ষণ করিলেও, ঐ প্রকার শুদ্ধ ভাব স্থায়ী হয় না ; কেননা জন্ম-জন্মান্তরীণ অশুদ্ধ ভাব ও সংস্কার সহজে নষ্ট হয় না ; তাই চিত্ত-ক্ষেত্রে জোয়ার ভাটার ন্যায় সদ্ভাবেরও উত্থান পতন হইয়া থাকে— অর্থাৎ একদিকে ভগবানের প্রতি আকর্ষণ আবার অন্য দিকে বিষয়াসক্তির মোহ বা প্রাবল্য এই উভয় ভাবে **চিত্ত-দোলা** দোদুল্যমান

হয়!—এই দোদুল ভাবটীই **শ্রাবণ** মাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 'হিন্দোল' বা **ঝুলন**-পূর্ণিমাতে পরিব্যক্ত।

এইরূপে ভগবৎভাবে ক্রমে বিভাবিত হওয়াতে, ভোগাসক্তির দিকে দোলায়মান চাঞ্চল্য স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া, সাধকের চিত্ত-শুদ্ধি হইতে থাকে; তৎপর সাধক যখন অর্দ্ধ সময় নির্লিপ্ত বা নিষ্কামভাবে সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধ সময় ভগবৎ চিন্তা ধ্যান-ধারণা ও সদালোচনাদিতে অতিবাহিত করেন(—ইহাই সাধকের কৃষ্ণা-অষ্টমীযুক্ত ভাব); এই অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়—অর্থাৎ সত্ত্বগুণময় বসুদেবের ন্যায় সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্র যখন বিশুদ্ধ ও স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তখনই ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ-সুন্দর** সেই নির্ম্মল চিত্তে জ্যোতিঃরূপে প্রতিবিম্বিত বা স্বয়ং প্রকাশিত হন!—এই ভাবটী **ভাদ্র** মাসে শ্রীকৃষ্ণের **জন্মাষ্টমী**তে পরিস্ফুট। এইরূপে ভগবৎ জ্যোতিঃ দর্শনে প্রীতি ও প্রেরণা লাভ করায়, সাধকের চিত্তে শরতের সমাগম হয়—তখন সাধক রজোগুণময় অন্তর্ম্মুখী প্রেমানুরাগদ্বারা পরমাত্মার মহাপূজা সুসম্পন্ন করত প্রশান্তি ও পরমানন্দ অনুভব করেন।—ইহাই **আশ্বিন** মাসে দুর্গতি নাশিনী ভগবতী **দুর্গা** মাতার মহাপূজারূপে অভিব্যক্ত। এইরূপে পরমানন্দ উপলব্ধি করিতে করিতে, সাধকের অধ্যাত্ম-রাজ্যে বিবিধ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়া সাধককে পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর করিতে থাকে; তৎসহ সাধকও চৈতন্যময় ভাব প্রাপ্ত হইয়া, বিশিষ্ট পূর্ণানন্দ ভোগে পরিতৃপ্ত হন!—এই ভাবটী শারদীয় **লক্ষ্মী-পূর্ণিমা**তে বা চৈতন্যভাবাপন্ন **'কোজাগর'** পূর্ণিমাতে পরিস্ফুট।

এইরূপে চৈতন্যময়ভাবে প্রাথমিক পরমানন্দ সম্ভোগ করার পর, স্বাভাবিক নিয়মে সাধকের চিত্তে পুনরায় অবসাদ আসে; তখন সাধকের চিত্তে দেহ-তত্ত্ব, আত্ম-তত্ত্ব এবং পরমাত্ম-তত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানময়

ভাব সমূহ সম্যক্‌রূপে জানিবার জন্য আগ্রহ হয় বা কৌতূহল জন্মে। এই অবস্থায় সাধক আত্ম-নিরোধ দ্বারা আত্ম-জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হন এবং **অমাবস্যার** ঘোরা রজনীতে বাহ্য-প্রকৃতি লয়ের ন্যায়, নিজ দেহের তত্ত্বময় প্রকৃতিকে পরমাত্ম-তত্ত্বে লয় করত, অখণ্ড এক রসের রসিক হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন—তখন তাঁহার চিত্তে **জ্ঞানময় তত্ত্ব**-সমূহ স্ফুরিত হইতে থাকে—ইহাই **কার্ত্তিক** মাসে **'দীপান্বিতা'** উৎসব বা **শ্যামা**পূজারূপে পরিব্যক্ত। এইরূপে জ্ঞানময় তত্ত্বানুশীলনে সাধক অনুভব করেন—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ", অর্থাৎ মা নিত্যা এবং পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাঁহারই বিরাট্ মূর্ত্তি! আর নিজ দেহের **'অষ্টধা প্রকৃতিও'** মাতৃময় ভগবৎ সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে!—এইরূপে সাধকের অহংকাররূপী অসুর, মাতৃচরণে বিলয় হয় —ইহাই **জগদ্ধাত্রী**পূজারূপে অভিব্যক্ত। এইরূপে সাধক মাতৃময় ব্রহ্মভাবে বিভাবিত বা ব্রহ্মে বিচরণ পূর্ব্বক (—ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য), বীর্য্য ও শক্তিলাভ করত জীবন-সংগ্রামে জয়ী হন!—এই ভাব বিজয়-মূর্ত্তি **কার্ত্তিকেয়** পূজাতে অভিব্যক্ত।

এইরূপে সাধক মাতৃময় ও আত্মময় বিশুদ্ধভাব বা গোপীভাব পরমাত্মাতে সম্পূর্ণ অর্পণ করেন; তখন ভগবানের কৃপায়, সাধক পূর্ণ আনন্দ ও অমৃতত্ব আস্বাদন করেন—বিশুদ্ধ জীবের সহিত পরমাত্মময় ভগবানের সামগ্রিকভাবে স্বরূপগত একাত্ম-মিলন হয়।—ইহাই আত্ম-রমণ বা **রাসলীলা**!!—এই পরম ভাব হেমন্ত উদয়ে **অগ্রহায়ণ** মাসের রাসপূর্ণিমা মহোৎসবে অভিব্যক্ত। ব্রজলীলাতেও শ্রীরাসে গোপিগণ ভগবৎ প্রদত্ত প্রেম-সম্ভোগে গর্ব্বিতা হইয়া পুনরায় তীব্র বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। আবার বৃন্দাবন-লীলার অবসানে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরা দ্বারকা-লীলাদি প্রকট করিয়াছিলেন, তখন রাসের

মানন্দপ্রাপ্ত গোপিগণকেও সুদীর্ঘকাল বিরহ-জনিত দুঃখ ভোগ
রতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ ভগবান ভক্তের সহিত লুকোচুরী
লিতেই ভালবাসেন—একবার দর্শন দানে পরমানন্দে ভাসাইয়া,
বার হয়ত সুদীর্ঘ বিরহের উত্তপ্ত মরুভূমিতে নিক্ষেপ করত জ্বালা
ান করেন!—তৎপর পুনরায় উঠাইয়া শান্তি ও আনন্দ প্রদানে ধন্য
রন! কেননা ইহাই ভগবানের চিরন্তন স্বভাব—ইহাই পৌষ মাসে
তকালজনিত অশান্তি ও দুঃখ ভোগ। এইরূপে বিরহরূপী শীতের
াচময় অবস্থা সাধককে কষ্ট প্রদান করিলেও; সাধকের চিত্তে
বিচ্ছিন্ন ভগবৎ চিন্তা এবং পুনঃ পুনঃ ভগবৎ লীলাসমূহ স্মরণ হইতে
ক—এই অবস্থায় সাধক ধ্যান-যোগে পরমাত্মার সহিত একীভূত
য়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন—রাসলীলাতে নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের পরিচিন্তনে
পিগণও বিরহ ভুলিয়া নিজেরাই শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রতিভাত ও বিভাবিত
য়াছিলেন!—এই জ্ঞানময় ভাবটী সরস্বতী পূজাতে অভিব্যক্ত!
ং সাধকের চিত্তে শীতের জাড্য ও সঙ্কীর্ণভাব বিদূরিত হইয়া, যখন
ঘ মাসের শেষে মলয়-স্নিগ্ধ বসন্তের সমাগম হয়, তখন বাসন্তী
পঞ্চমীতে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবীর অর্চ্চনা করত, ভক্ত
ক মাতৃচরণে জ্ঞানময় পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে প্রাণে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত
। অতঃপর সাধক জ্ঞান লাভ করত শিব-চতুর্দ্দশীতে জ্ঞানময়
বর পূজা দ্বারা অবিশুদ্ধ অহংরূপী সর্পাসুরকে * বিলয় করত, সাধক

*অহং মদে ও রূপ-গর্ব্বে গর্ব্বিত 'সুদর্শন' নামক জনৈক বিদ্যাধর, অন্তরীক্ষে ভ্রমণ
কালীন, আঙ্গিরস-ঋষিগণের কুরূপ দর্শনে উপহাস করায়, তাঁহাদের অভিশাপে
যানি প্রাপ্ত হন। সেই সর্প অম্বিকা-বনে শিব-চতুর্দ্দশীতে গোপরাজ নন্দকে গ্রাস
তে আরম্ভ করিলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শদ্বারা তাঁহার অহংতা
ায় করেন; তখন সুদর্শন শাপমুক্ত হইয়া ভগবৎ কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

স্বরূপত্বে বা শিবত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

এইরূপে সাধক সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জগন্ময় প্রেমানন্দের **দোল** বা প্রেমময়ী জগন্মাতার আত্ম-হারা **প্রেম-নৃত্যের** অপূর্ব্ব বিলাস, দর্শন অনুভব ও আস্বাদন করিয়া ধন্য হন! এই ভাব—**ফাল্গুন** মাসে দোল-লীলাতে অভিব্যক্ত। তাই মাতৃ-সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"যে দেখেছে মায়ের দোল, সে পেয়েছে মায়ের কোল। রামপ্রসাদের এই বোল (বাক্য) ঢোলমারা বাণী"॥ তখন সাধক সর্ব্বত্র মাতৃরূপ দর্শনে অভ্যস্ত হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানময় মাতৃপূজাতে ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন—এই পরম ভাব **বাসন্তী দুর্গা** পূজাতে অভিব্যক্ত। এইরূপে সাধক সর্ব্বতোভাব বিশ্বময় ভগবৎ কর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব উপলব্ধি করত, সম্পূর্ণ আত্ম-নিবেদন করিয়া আত্ম-লাভ করেন—সাধক জীবন্মুক্ত হইয়া বিশ্বের হিতার্থে নিজকে বিলাইয়া দেন এবং সর্ব্বতোভাবে মহামায়া মায়েরই ইচ্ছা পরিপূর্ণ করেন; এইরূপে তিনি আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়া আত্মারাম হন!—এই পরমভাব **চৈত্র** মাসের শিবগাজন বা **চড়ক পূজাতে** অভিব্যক্ত। চড়ক পূজার কঠোর ব্রতাচারীগণ গৈরিক বসন ধারণপূর্ব্বক সংযমী হইয়া, সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে গলা ধরাধরি করত নৃত্যপরায়ণ হন এইরূপে বড়শী বা বাণবিদ্ধ হওয়া রূপ কঠোর সাধনা দ্বারা শিবশক্তির কৃপাতে, জীবত্ব পরিহার পূর্ব্বক **শিবত্ব** লাভ করাই তাঁহাদের চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। চড়ক পূজা বা শিবোৎসব সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে—"চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যাং নৃত্য-গীত-মহোৎসবৈঃ। স্নায়াৎ ত্রিসন্ধ্যাং রাত্রৌ চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগী শিবোৎসব-পরায়ণঃ। ভক্তৈ জাগরণং কুর্য্যাৎ রাত্রৌ নৃত্য-কুতূহলৈ॥"

উপরোক্ত বিশিষ্ট পূজাদি ব্যতীত, **সূর্য্য** পূজা, **গণপতি** পূজা

অন্নপূর্ণার পূজা ও বিভিন্ন ব্রতাদি সম্বৎসর মধ্যে ব্যবস্থিত এবং আচরিত হয়; এইসকল ব্রতপূজাদির উদ্দেশ্য—চিত্ত শুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্র করত ব্রতী বা সাধককে ভগবানরূপ পরম লক্ষ্যে আকৃষ্ট ও পরিচালিত করা। বিশেষতঃ **পঞ্চ উপাসকগণের** মধ্যে বাহ্যভাবে বা আচারে ভেদ দৃষ্ট হইলেও, প্রকৃতপক্ষে পঞ্চ উপাসনাতে স্বরূপগত বা ইষ্টভাবীয় কোন ভেদ নাই; সকল উপাসনাই **ব্রহ্মময় ভগবানরূপী,** একই লক্ষ্যে কেন্দ্রীকৃত! কেননা, ভগবানের সংহারাত্মক্ জ্ঞানময় মঙ্গলকারী ভাবসমষ্টিই—**শিব** বা মহেশ্বর (**শৈব**গণের ইষ্টদেব)। ভগবানের পরিপালনকারী ভাবসমষ্টিই—**বিষ্ণু** (**বৈষ্ণব**গণের ইষ্টমূর্ত্তি) ভগবানের সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব ও সর্ব্বপ্রকাশক ভাবসমষ্টিই—**সূর্য্য** (**সৌর**-গণের দেবতা); ভগবানের সিদ্ধিভাবাপন্ন জ্ঞানময় বা গণময় ব্যাপক্ ভাবসমষ্টিই—**গণপতি** (**গাণপত্য**গণের দেবতা); ভগবানের ত্রিগুণময়ী মহামায়াই—**মহাশক্তি** (**শাক্ত**গণের ইষ্টদেবী); সুতরাং পঞ্চ উপাসকগণের উপাস্য দেবতাগণ অভেদভাবাপন্ন এবং একমাত্র আত্মময় পরব্রহ্ম ভগবানেরই পঞ্চবিধ দিব্য মহাস্ফূরণস্বরূপ!—এইসকল পূজাতত্ত্বই মন্ত্রোক্ত "মহাপূজা ক্রিয়তে যাচ বার্ষিকী" এই মাতৃ-বাণীর অন্তর্নিহিত ও বিশ্লেষিত ভাবরাশি।

এক্ষণে ভারতের সর্ব্বত্র শরৎকালে **দুর্গা** দেবীর যে **মহাপূজা** সম্পন্ন হয়, এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করত, পূজা সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিব। শরৎকালে দুর্গাদেবীর মহাপূজা ভারতের সর্ব্বত্র কোন না কোন আকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সিন্ধুদেশ হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত এবং আসাম প্রদেশের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনেক স্থলেই প্রতিপদ হইতে নবমী পর্য্যন্ত, নবরাত্রির জন্য চণ্ডিকা দেবীর মঙ্গলময় **ঘট-স্থাপন**পূর্ব্বক পূজা করা হয়। মায়ের মৃন্ময়ী

মূর্ত্তি ব্যতীত কোন স্থানে যন্ত্রাদিতে, কোথাও পীঠস্থানে বা প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণময় প্রস্তরময় বা ধাতুময় মূর্ত্তিতে, দুর্গামায়ের পূজার অনুষ্ঠান হয় এবং সর্ব্বত্রই দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ হইয়া থাকে। সৌর শাক্ত প্রভৃতি পঞ্চোপাসকগণ এবং তদন্তর্গত ভারতীয় বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও **নবরাত্রির উৎসব** প্রচলিত আছে। এতদ্ব্যতীত একান্ন **শক্তি-পীঠে** প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহে এবং **শ্রীক্ষেত্রে**ও দেবীর পূজা ও চণ্ডীপাঠ ব্যবস্থিত। এই মহাপূজা নানাভাবে এবং নানাপ্রকার নামে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়—কাশ্মীরে অম্বা দেবী, কান্যকুব্জে কল্যাণী, মিথিলায় ভগবতী উমা, রাজপুতনায় ভবানী, মহারাষ্ট্রে মহামায়া, বোম্বাই নগরে মুম্বা দেবী বা মহালক্ষ্মী, গুর্জ্জরে (গুজরাটে) হিঙ্গুলা ও রুদ্রাণী এবং দাক্ষিণাত্যে অম্বিকা ও মীনাক্ষী নামে ভগবতী দুর্গামায়ের পূজা হইয়া থাকে।

মহাঐশ্বর্য্যশালী মহাশক্তি দুর্গাপ্রতিমাতে একাধারে সমস্ত **শক্তি** ও **শক্তিমানের** যুগপৎ বিকাশ—এই মহিমময় অতুলনীয় মূর্ত্তিতে, বিদ্যা ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি বিজয় প্রভৃতি সমস্ত ভাবের একাধারে সমাবেশ রহিয়াছে! —জ্ঞানময়ী বিদ্যারূপিণী **সরস্বতী**, ঐশ্বর্য্যময়ী শ্রীরূপা **লক্ষ্মী**, সর্ব্ববিজয়ী দেব-সেনাপতি **কার্ত্তিক**, সর্ব্ব-সিদ্ধিদাতা গণময় সংঘভাবের অধিপতি **গণেশ**, সুমনোহর বেশে এই প্রতিমাতে সুশোভিত। উর্দ্ধে চিত্র-পটে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং **তেত্রিশ কোটী দেবতা** পরিকল্পিত; আর নিম্নে পাশবিক শক্তিসমূহের সমষ্টিভূত পশুরাজ সিংহ এবং আসুরিক শক্তিসমূহের সমষ্টিরূপী অসুররাজ মহিষাসুর, মায়ের পদাশ্রিত হওয়ায়, উভয়ের শক্তিসমূহ স্তম্ভিত এবং দেবত্ব ভাব প্রাপ্ত; এজন্য তাঁহারাও সুর-নরের পূজার্হ হইয়াছেন। [কেননা পাশবিক শক্তি এবং আসুরিক শক্তিও মহাশক্তিরূপিণী মায়েরই শক্তি; এজন্য সমষ্টি মহাশক্তির পূজাতে,

তাঁহারাও সমাগত]। শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে চণ্ডিকা মায়ের ঘট স্থাপনের দিন হইতে ক্রমশঃ আনন্দের বিকাশ, তৎপর ষষ্ঠীতে আনন্দময়ীর উদ্বোধন এবং সপ্তমী অষ্টমী নবমী দিবস-ত্রয়ে আনন্দের পূর্ণবিকাশ; অতঃপর **বিজয়া** দশমীতেও বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত প্রতিমাসমূহের একত্র সমাবেশে অপূর্ব্ব শোভা ও আনন্দের বিলাস!—এইরূপে আনন্দময়ী মায়ের আনন্দ মহোৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। অবশেষে বিসর্জ্জনের পর শত্রু-মিত্র ভুলিয়া জাতিভেদ বা উচ্চ নীচ ভুলিয়া পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দময় প্রেমালিঙ্গন ভাবটীতেও মধুময় আনন্দ-ভাবের অভিব্যক্তি!—এইরূপে আর্য্যঋষিগণ দুঃখ-তাপ ক্লিষ্ট সংসারে এই মহামহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া কি আনন্দময় অমৃতধারা উৎসারিত করিয়াছেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

[ষড়্ঋতুতে ষট্‌চক্র-ভেদ]

এই শরৎকাল সম্বন্ধে আরও একটী অপূর্ব্ব এবং উপভোগ্য **যোগ-বিলাস** বর্ত্তমান, তাহা এখানে প্রদর্শন করা হইতেছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট কার্য্য বা ভাবের অন্তর্গত দ্বিবিধ গতি নিহিত, যথা—**প্রবৃত্তি**-মুখী ভাটিয়াল গতি এবং **নিবৃত্তি**মুখী উজান গতি। মানব-দেহেও ভোগময় বিন্দু ও ত্যাগময় বিন্দু উভয়ে একাত্মভাবে মূলাধারে কেন্দ্রীকৃত এবং সেই মূলাধার বিন্দু হইতেই ত্যাগময় উজান গতি আরম্ভ হয়। শরৎকালই পৃথ্বীতত্ত্বময় মূলাধার—এই সময়ে পৃথিবীও সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলারূপে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; এজন্য শরতে পৃথিবীতে পঞ্চতত্ত্বময় ক্ষিতিতত্ত্বের বিকাশ। উপরোক্ত দ্বিবিধ গতির স্বাভাবিক নিয়মে, **বর্ষের**ও ভোগময় সাধারণ গতি এবং ত্যাগময় উজান গতি বর্ত্তমান।

কোন কোন স্থানে অদ্যাপি আশ্বিন মাস হইতে বর্ষ গননা করা হইয়া

থাকে। এইপ্রকার আশ্বিনাবধি বর্ষের, * **উজান গতি** বা আধ্যাত্মিক ভাব ধরিলে, ক্ষিতিতত্ত্বময় মূলাধারস্থ **শরৎ**কালের পর, অপ্‌তত্ত্বময় স্বাধিষ্ঠানস্থ **বর্ষা** ঋতুর অধিষ্ঠান!—এই সময়েই অপ্‌তত্ত্বাধিপতি বিষ্ণুর বিশেষ লীলাসমূহ প্রকটিত; তাই শরৎ ও বর্ষার কেন্দ্র-বিন্দুতে, ভগবান **শ্রীকৃষ্ণের** জন্ম এবং বর্ষাকালেই বিষ্ণুরূপী ভগবানের ঝুলন এবং রথ-যাত্রাদি অভিব্যক্ত। ব্রজলীলায় গোপিগণ ভগবতী কাত্যায়নীর পূজা করত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানেও উজান গতিতে শরৎকালে **ভগবতী** মহামায়ার পূজাদ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধানের পর, উভয় ঋতুর সন্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং বর্ষারূপ আনন্দময় ঋতুতে বিষ্ণুর বিবিধ আনন্দ-উৎসব। তৎপর উজান গতিতে তেজতত্ত্বময় **গ্রীষ্ম** বা বাসিক মণিপুর-চক্রের অভিব্যক্তি—এইসময়ে পরম তেজময়ী সাবিত্রী দেবীর এবং রুদ্রতেজময় ধর্ম্মরাজ যমের পূজাদি হইয়া থাকে। এইরূপে বর্ষের অন্তর্ম্মুখি গতিতে, বায়ুতত্ত্বময় মলয়-বিলসিত **বসন্ত** বা বার্ষিক অনাহত-চক্রের অভিব্যক্তি!—এইখানেও ভগবতী **বাসন্তী** দেবীর পূজার পর, অন্তর্ম্মুখী উজান গতি হিসাবে বিশুদ্ধ বায়ুতত্ত্বময় বা প্রাণময় বিষ্ণুরূপী শ্রীকৃষ্ণের **দোল**-যাত্রাতে আনন্দ-বিকাশ; তৎপর ত্রিগুণময় ঈশানের শিবরাত্রি উৎসবদ্বারা চৈতন্যের বিকাশ বা জ্ঞানলাভ। অতঃপর বসন্ত ও শীত ঋতুর কেন্দ্র-বিন্দুতে প্রাণময়ী ও জ্ঞানময়ী **সরস্বতী** দেবীর অর্চ্চনাদ্বারা প্রাণে জ্ঞানে ও চেতনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। এইরূপে উল্টা গতিতে আকাশতত্ত্ব বা ব্যোম্‌তত্ত্বময় **শীত** ঋতু বা বার্ষিক বিশুদ্ধ-চক্রের অভিব্যক্তি—এইসময়ে অনাত্ম-ভাবসমূহের

* ময়মনসিংহ জেলার সুসঙ্গ পরগণাতে এবং অন্য কোন কোন স্থানে অদ্যাপি আশ্বিন মাস হইতে বর্ষ গননা হইয়া থাকে—উহাকে 'পরগণা সন' বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং হালখাতা, হিসাব নিকাশ সমস্তই পরগণা সন মতে লিখিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সঙ্কোচ এবং আত্মভাবের ক্রম-বিকাশ হইতে থাকে, তৎপর **শীত ঋতু** এবং হেমন্ত ঋতুর সন্ধিতে গোপিগণকৃত ভগবতী **কাত্যায়নী** দেবীর পূজারূপ ব্রত সমাপনে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ এবং তৎ কৃপায় লজ্জা বা মায়ারূপ বস্ত্রহরণদ্বারা জীবত্বের বিশুদ্ধি! তৎপর উজান গতিতে মন-স্তত্ত্বময় **হেমন্ত** ঋতু বা বর্ষ-দেহে আজ্ঞা-চক্রের অভিব্যক্তি—এইসময়ে দ্বৈতভাবে ভক্ত ও ভগবানের প্রেমবিলাসরূপ **রাসলীলা** সুসম্পন্ন হয়। অতঃপর হেমন্ত ও শরৎকালের সন্ধিস্বরূপ দীপান্বিতার মহারাত্রিতে মহাকালীর পূজাদ্বারা ষড়্ঋতুর ষট্-চক্রভেদ বা মহানির্ব্বাণ প্রাপ্তি! —ইহাই বার্ষিক উজান গতির রহস্যময় ও আনন্দপ্রদ **যোগ-বিলাস**!! —(১২।১৩)

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথাচোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥১৪
রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্ ॥১৫
শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্ন-দর্শনে।
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥১৬
উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।
দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দ্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥১৭
বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সংঘাতভেদে চ নৃনাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ॥১৮

মাতৃ-বাণী। আমার এই মাহাত্ম্য এবং মঙ্গলজনক উৎপত্তি বিবরণ এবং যুদ্ধে মদীয় পরাক্রম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, মনুষ্যগণ নির্ভয় হইয়া থাকে ॥১৪॥ ভক্তিপূর্ব্বক আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ কিম্বা শ্রবণ

করিলে, শ্রোতার শত্রুগণ সম্যক্‌রূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কল্যাণ লাভ হয় এবং কুল সমৃদ্ধ (বংশ-বৃদ্ধি) হেতু আনন্দিত হয় ॥১৫॥ সর্ব্বত্র আমার শান্তি-কর্ম্মে, দুঃস্বপ্ন দর্শনে এবং অতি কষ্ট দায়ক গ্রহ-পীড়াদিতে আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণ ও পাঠ করিবে [চ থাকা হেতু পাঠও বুঝাইতেছে] ॥১৬॥ [আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ ও পাঠ করিলে] সর্ব্ববিধ উপসর্গ এবং দারুণ গ্রহ-পীড়া উপশম হয় এবং মানবগণের দৃষ্ট দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হয়; অর্থাৎ শুভদায়ক হইয়া থাকে ॥১৭॥ [আমার এই মাহাত্ম্য] বালগ্রহদ্বারা অভিভূত বালকগণের শান্তি বা রক্ষাবিধান করে এবং মানবগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে [উহা মীমাংসা করিয়া] মিত্রতা সংস্থাপন করে ॥১৮

তত্ত্ব-সুধা। চণ্ডীপাঠ ও শ্রবণদ্বারা মানবগণ **নির্ভয়** হয়—অর্থাৎ চণ্ডী-সাধক মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া শিবস্বরূপত্ব লাভ করেন। কেননা মৃত্যু-ভয়ই সর্ব্ববিধ ভয়ের মূল কারণ, এজন্য মৃত্যুভয় বিদূরিত করিয়া মৃত্যুঞ্জয়স্বরূপ হইতে পারিলেই, মানব প্রকৃত নির্ভয় হইতে পারে। **শত্রু** ক্ষয় হয়—কাম ক্রোধাদি রিপুগণ সংযমিত হয়। **কুল** নন্দিত হয়—কুল কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইয়া চণ্ডীপাঠক ও শ্রোতাকে আনন্দিত করেন; আর বাহ্য-ভাবে—যে কুলে জ্ঞানী বা ভক্তের জন্ম হয়, তাঁহার কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থ হন, এবং তাঁহার জন্মভূমিও পবিত্র স্পর্শে পুণ্যবতী ও সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকেন। তাই শাস্ত্রে আছে—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।"

শান্তি-কর্ম্ম—ত্রিতাপ জ্বালা, অবিদ্যাজনিত পঞ্চক্লেশ এবং ষড়ভাব বিকারাদি উৎপাত হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য অন্তর্মুখী জ্ঞানময় সাধনাদি—চণ্ডী পাঠকের পক্ষে ইহা সুলভ ও সহজসাধ্য হয়। **দুঃস্বপ্ন**—সাংসারিক অনিত্য ও বিকারযুক্ত সুখ-দুঃখময় ভাব সমূহে বিমুগ্ধ বা

ভ্রান্ত হইয়া উহাদিগকে সত্য মনে করা বা সত্যবৎ আচরণ করা। জাগ্রত অবস্থাতে স্বপ্নাবস্থাটী যেমন মিথ্যা বা নিষ্ক্রিয় বলিয়া বোধ হয়, পক্ষান্তরে স্বপ্নাবস্থাতেও জাগ্রত অবস্থার ভাবসমূহ স্বাভাবিক-রূপেই নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে! সুতরাং উভয় অবস্থাই পরিবর্ত্তনশীল, এজন্য অনিত্য—চণ্ডী-সাধকের পক্ষে এই অবিদ্যা-বিমোহিত অনিত্য বা অনাত্ম-দৃষ্টি অপসারিত হইয়া, বিশ্বে নিত্যভাবাপন্ন শক্তিময় ও মাতৃময় দিব্য দৃষ্টি প্রসারিত হয়!—ইহাই মন্ত্রোক্ত দুঃস্বপ্ন সুস্বপ্নে পরিণত হওয়া। **গ্রহ-পীড়া**—জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে নবগ্রহগণের প্রভাব জীব-দেহের সর্ব্বত্র এইভাবে ক্রিয়াশীল—যথা, **রবি**—আত্মারূপে; **চন্দ্র**—মনরূপে, **মঙ্গল**—বল শক্তি বা ক্রোধরূপে; **বুধ**—বাক্য ও স্মৃতিরূপে; **বৃহস্পতি**—বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম ও সুখরূপে; **শুক্র**—কাম-কামনা-রূপে; **রাহু**—অফুরন্ত ও অতৃপ্ত ভোগ-তৃষ্ণারূপে এবং **কেতু**—অনুভূতিহীন আকাশ কুসুমবৎ অনন্ত কল্পনারূপে অভিব্যক্ত! [তবে বিশেষ যোগাযোগ হইলে জৈমিনীর মতে, কেতু কৈবল্যের কারক হন, কিন্তু পূর্ণমুক্তি একমাত্র বৃহস্পতিই দিতে পারেন]। জন্ম লগ্নকালীন গ্রহগণ আকাশে পরস্পর যেরূপ ভাবাপন্ন হইয়া অবস্থান করেন, জাতকের মন-বুদ্ধি সুখ-দুঃখ প্রভৃতিও সেইরূপ বল বা ভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবনব্যাপী ক্রিয়াশীল হয়; সুতরাং ভক্তিসহকারে ও একাগ্র হইয়া দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিলে, ঐসকল গ্রহ-বৈগুণ লাঘব হইয়া শান্তি হইতে পারে; ইহাই মাতৃবাক্যের তাৎপর্য্য। **উপগ্রহ**—পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুকারক বাসনা-কামনাজনিত ভবব্যাধি। **বালগ্রহ**দ্বারা অভিভূত—বাল্যকালই ধর্ম্মভাব বা উত্তম সংস্কার লাভের উপযুক্ত সময়; এই সময়টী বিঘ্ন-সঙ্কুল, কেননা কুসঙ্গে পতিত হইলে, তাহার প্রতিক্রিয়া জীবনব্যাপী ভোগ করিতে হইবে। যিনি চণ্ডীপাঠ বা শ্রবণ করেন,

তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ কুসঙ্গ লাভ করেনা ; বরং সৎসঙ্গদ্বারা ধর্ম্ম-বিষয়ে উপযুক্ত সংস্কার লাভ করিয়া, অমৃতত্বের অধিকারী হয়। মানবগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাদে **মিত্রতা**—চণ্ডী-সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে সন্দেহ বা দোলায়মান চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, উহা মাতৃ বা গুরুকৃপায় আপনা হইতে অতি সুন্দররূপে মীমাংসা হইয়া থাকে !—ইহাই মন্ত্রোক্তিসমূহের গূঢ় তাৎপর্য্য।—(১৪-১৮)

দুর্ব্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥১৯
সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ॥২০
পশুপুষ্পার্ঘধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্ ॥২১
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা।
প্রীতি র্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥২২
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম ॥২৩
যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্।
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে ॥২৪

মাতৃ-বাণী—[এই মাহাত্ম্য] দুর্ব্বৃত্তগণের অতিশয় বলহানিকর এবং ইহা পাঠমাত্র রাক্ষস ভূত ও পিশাচগণ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥১৯॥ এই সমস্ত মাহাত্ম্য পাঠ করিলে, আমার সান্নিধ্য লাভ হয় ॥২০॥ এক বৎসর কাল অহোরাত্রিতে পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ গন্ধ, দীপ, ব্রাহ্মণ-ভোজন, হোম, পঞ্চামৃতাদি অভিষেক দ্রব্য [প্রোক্ষণীয়—স্নানের প্রয়োজনীয় দ্রব্য] এবং অন্যান্য বিবিধ ভোগ্য দ্রব্যাদি যথাবিধি প্রদান

করিলে, আমার যেরূপ প্রীতি জন্মে, একবার মাত্র এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে [শ্রোতার প্রতি] সেইরূপ প্রীতি হইয়া থাকে ॥২১।২২॥ আমার উৎপত্তি বিষয়ক এই চরিত, শ্রুতিগোচর হওয়ামাত্র [শ্রোতার] সকল পাপ বিনষ্ট হয়, আরোগ্য লাভ হয় এবং অনিষ্টকারী সমস্ত প্রাণী বা ভূতবর্গ হইতে রক্ষা হইয়া থাকে ॥২৩॥ সংগ্রামে দুষ্ট দৈত্যগণের বিনাশক মদীয় কার্য্যকলাপ শ্রবণ করিলে, তাহার কদাচ শত্রুভয় থাকে না ॥২৪

তত্ত্ব-সুধা। দুর্ব্বৃত্তগণের **বলহানি**—ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিসমূহের প্রবৃত্তিমুখী চাঞ্চল্য সমূহই দুর্ব্বৃত্তগণ ; উহাদিগকে সম্যক্‌রূপে নিরোধ করাই বলহানি। রাক্ষস ভূত পিশাচাদির **উৎপাত**—সাধনার উন্নত অবস্থায় অতীন্দ্রিয় রাজ্যের বিঘ্নকর বিভূতি সমূহই উৎপাতস্বরূপ। বুদ্ধদেবের সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে "মার" প্রভৃতি অবিদ্যা-বিভূতির আক্রমণ হইয়াছিল ; যোগ-সাধন করা অবস্থাতেও হঠাৎ রোগের আক্রমণে বিঘ্ন উপস্থিত হয় ; আবার তান্ত্রিক সাধকগণকেও বিঘ্নকর বিভূতিসমূহদ্বারা প্রতারিত বা বিড়ম্বিত হইতে হয়। **পশু**=ষড়রিপু ; **পুষ্প**=অমায়াদি ; **অর্ঘ্য**=মনতত্ত্ব ; **ধূপ**—বায়ুতত্ত্ব ; **গন্ধ**=পৃথ্বীতত্ত্ব ; **দীপ**=তেজতত্ত্ব ব্রাহ্মণ ভোজন=ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা ; **হোম**=সংযম বা প্রত্যাহার ; পঞ্চামৃত=পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দিব্যভাব সমূহ ; অন্যান্য **ভোগ্য** দ্রব্যাদি= রসতত্ত্ব ; [নৈবিদ্য প্রভৃতি]। এখানে মন্ত্রোক্ত মাতৃ-বাণীর তাৎপর্য্য এই যে, একবৎসরকাল যোগাঙ্গ সাধনাদিদ্বারা আত্ম-নিরোধ করত তত্ত্বানুশীলনদ্বারা ষড়রিপু জয় করিয়া এবং মানস পূজাদ্বারা পঞ্চতত্ত্বাদি আত্ম-তত্ত্ব, পরমাত্ম-তত্ত্বে লয় করিলে যে ফল লাভ হইবে, তৎসমুদয় ফল দেবী-মাহাত্ম্য একবার মাত্র পাঠে বা শ্রবণে লব্ধ হইবে!—ইহাই আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য।

দেবীমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণকারীর পাপরূপ **অজ্ঞানতা** নষ্ট হয়; তিনি ভব-রোগ হইতে **আরোগ্য** হইয়া মুক্তিলাভ করেন; তাঁহার প্রাণী বা ভূতবর্গ হইতে রক্ষা হয় এবং মাতৃকৃপায় সাধন-পথের প্রবল বিঘ্ন বা অন্তরায়সমূহ অপসারিত হয়। এইরূপে জীবন-সংগ্রামে তাঁহার দুষ্ট ইন্দ্রিয়রূপী দৈত্যগণের প্রভাব উপশমিত হয় এবং কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুও সংযমিত ও বশীভূত হইয়া চণ্ডী-সাধককে প্রশান্তি ও পরমানন্দ প্রদান করে—ইহাই রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(১৯-২৪)

যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।

ব্রহ্মণাচ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥২৫

মাতৃ-বাণী। [হে দেবগণ] তোমরা যে স্তব করিয়াছ [ব্রহ্মা যে স্তব করিয়াছেন] এবং ব্রহ্মর্ষিগণ তোমাদের সহিত মিলিত হইয়া যে স্তব করিয়াছেন, সেই সকল স্তোত্র মানবকে শুভকারী বুদ্ধি প্রদান করে ॥২৫

তত্ত্ব-সুধা। দেবী-মাহাত্ম্যে চারিটী জগন্মঙ্গল স্তবমালা বিরাজিত;—(১) মধু-কৈটভ বিনাশের জন্য ব্রহ্মাকৃত স্তব; (২) মহিষাসুর বধান্তে ভৃগু কশ্যপাদি মহর্ষিগণ এবং দেবগণের সম্মিলিত স্তব; (৩) শুম্ভ-নিশুম্ভ স্বর্গরাজ্য অধিকার করার পর, দেবগণের স্তব এবং (৪) শুম্ভ-নিশুম্ভ বধান্তে দেবগণকৃত স্তব। এখানে মন্ত্রে জগন্মাতা এই স্তবসমূহের বিশেষ মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিয়াছেন; সমগ্র চণ্ডী পাঠ বা শ্রবণ করিবার সুবিধা সকল সময়ে ঘটে না, তথাপি যদি কেহ দেবী-মাহাত্ম্যের উপরোক্ত স্তবাংশ মাত্র পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তবে পাঠক ও শ্রোতার তত্ত্বজ্ঞান-সাধিকা শাস্ত্রমর্ম্ম উদ্ঘাটনকারিণী সর্ব্বমঙ্গলা সুবুদ্ধির উদয় হইয়া সাধককে মোক্ষের পথে পরিচালিত করিবে!—ইহাই মায়ের মঙ্গলময় অভয় বাণী! বিশেষতঃ দেবী-মাহাত্ম্যের অতুলনীয় স্তবরত্নমালা,

আর্য্যশাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত অমৃতস্বরূপ !—উহা কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিযুক্ত সর্ব্বশ্রেণীর সাধককে আনন্দরূপ অমৃত পান করাইয়া পরিতৃপ্ত ও ধন্য করিয়াছে করিতেছে এবং করিবে !!—(২৫)

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ।
দস্যুভির্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ॥২৬
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞাক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা ॥২৭
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥২৮
সর্ব্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা।
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥২৯

মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥৩০

মাতৃ-বাণী। অরণ্যে দাবাগ্নি পরিবেষ্টিত, প্রান্তরে (নির্জ্জন স্থানে) দস্যু পরিবৃত, জনশূন্য স্থানে পতিত কিম্বা শত্রুকর্ত্তৃক অসহায় ভাবে আক্রান্ত হইয়া; অথবা বনে, সিংহ ব্যাঘ্র ও বনহস্তী কর্ত্তৃক পশ্চাৎ ধাবিত, ক্রুদ্ধ নৃপতি কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত, কিম্বা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া; অথবা মহাসাগরে অর্ণব পোতে আরোহণপূর্ব্বক বায়ুদ্বারা বিঘূর্ণিত, কিম্বা অতিভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রপাতে পতিত, অথবা অন্যান্য সর্ব্ববিধ ভয়ঙ্কর বাধা বা বিপদে পতিত হইয়া কিম্বা রোগ-শয্যায় শায়িত হইয়া, যন্ত্রনায় ছট্‌ফট্ করাবস্থায়, যদি আর্ত্ত বা দুঃখপ্রাপ্ত মানব আমার এই মাহাত্ম্য স্মরণ করে, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিধ সঙ্কটময় অবস্থা হইতে বিমুক্ত হয়; [কেননা] আমার চরিত্র স্মরণ করিলে, আমার

প্রভাবে সিংহাদি জন্তুগণ, দস্যুগণ এবং শত্রুগণ দূর হইতেই পলায়ন করে ॥—(২৬-৩০)

তত্ত্ব-সুধা। অরণ্যে **দাবাগ্নি**—সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা; সংসার অরণ্য সদৃশ; কেননা এখানে বাস করিয়া সাধারণ মানবগণ দিশেহারা ও পথভ্রান্ত হইয়া ভগবৎ বিমুখ ভাব অবলম্বন করতঃ দুঃখ পায়; আবার এই হিংসা-দ্বেষে পরিপূর্ণ অরণ্য তুল্য সংসারে পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ অবস্থাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিয়াই সাধকগণ সাধনাদ্বারা জ্ঞান ভক্তি ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন—সংসার-অরণ্যের বিরুদ্ধ ভাবসমূহই সাধকগণের নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত ও শূন্যময় অবস্থা আনয়ন করে, তখন তাঁহারা আসক্তি পরিহারপূর্ব্বক অমৃতত্বের অধিকারী হন। **প্রান্তরে** বা শূন্যময় স্থানে—ধর্ম্মবল বা গুরুবল শূন্য অবস্থাই প্রান্তর বা শূন্য অবস্থা। **দস্যু**—ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য; **শত্রু**=কাম-ক্রোধাদি রিপু; সিংহ-ব্যাঘ্র—হিংসামূলক ভাব; **বন্যহস্তী**—আশা আকাঙ্খার উদ্দাম গতি; **ক্রুদ্ধ নৃপতি**—অহংকারের রজোগুণময় বা ক্রোধময় অবস্থা [ক্রোধের চরম ফল বা পরিণাম বিনাশ]—ইহাই প্রাণদণ্ডস্বরূপ। **কারাগারে নিক্ষিপ্ত**—অনাত্ম-ভাবে আসক্তিহেতু পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু সঙ্কুল সংসাররূপ কারাগারে পতন। মহাসাগরে পোত মধ্যে * বায়ুদ্বারা বিঘূর্ণিত—

* সাধারণতঃ জলের উপরই নৌকা ভাসমান হয়; কিন্তু নৌকাতে অধিক পরিমাণে জল ঢুকিলে উহা ডুবিয়া যায়। এই নিয়মে সংসাররূপ মহাসাগরে, মানবের দেহ-তরি ভাসমান থাকুক বা গতিশীল হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই দেহ-তরি মধ্যে জলরূপী সংসার যেন অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিতে না পারে, ইহা লক্ষ্য রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য—কেননা ছিদ্র পাইলেই নৌকাতে জল প্রবেশ করিতে থাকে এবং নৌকা ডুবির কারণ হয়; এই ছিদ্ররূপী আত্যন্তিক সংসারাসক্তিই মানবের পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর কারণস্বরূপ।

মাতৃময় ও শক্তিময় সংসার-সমুদ্রে দেহতরী আশ্রয় করত জীব, পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র আনন্দভোগের আশায় বিভ্রান্ত হয় এবং বিষয়াসক্তিতে বিমুগ্ধ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বায়ুরূপ চাঞ্চল্যদ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। **যুদ্ধক্ষেত্রে** শস্ত্রপাতে পতিত—জীবন-সংগ্রামে ইন্দ্রিয় ও বৃত্তিগণের চাঞ্চল্যে পরাজিত ; এজন্য নিরুত্থান ও নৈরাশ্যভাব প্রাপ্ত। **অন্যান্য ভয়ঙ্কর বাধা** বা বিপদ—দেহময় ও জগন্ময় ভগবৎ ভাব, মাতৃভাব বা আত্মভাব প্রতিষ্ঠার বিঘ্নসমূহ। বেদনা বা দুঃখ—মাতৃভাব হইতে বিচ্যুতি বা ভগবৎ বিমুখতা [—উহাই দুঃখের প্রধান কারণ] উপরোক্ত মাতৃবাণীসমূহের তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ শ্রবণ ও

মনন (স্মরণ) করেন, তাঁহাদের ত্রিতাপ জ্বালা নষ্ট হয়, তাঁহারা ধর্ম্মবলে বা গুরুবলে বলীয়ান হন, তাঁহাদের ইন্দ্রিয় ও ষড়রিপু সংযমিত থাকে ; তাঁহারা অহিংস হন, তাঁহাদের আশা-আকাঙ্খার উদ্দাম ভাব বা উশৃঙ্খলতা থাকে না, তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আত্মঘাতীভাব অবলম্বন করেন না, তাঁহারা জন্ম-মৃত্যুসঙ্কুল সংসার-প্রবর্ত্তক আসক্তিময় কার্য্যে আত্ম-হারা হন না ; তাঁহারা দেহাত্মবাদী হইয়া প্রবৃত্তিমুখী পরিচ্ছিন্ন বিষয়-ভোগে মত্ত হইয়া ভগবৎবিমুখ হন না ; এই সকল পরমভাব লক্ষ্য করত, লক্ষ্মীতন্ত্র দেবী-মাহাত্ম্যের প্রশংসা করিয়া, বক্তা ও শ্রোতার ফল প্রাপ্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সর্ব্বসম্পদং আপ্নোতি ধুনোতি সকলাপদঃ" ॥ এইরূপে চণ্ডী-সাধক জীবন-সংগ্রামে সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইয়া দেহময় ও জগন্ময় মাতৃরূপ বা ভগবৎরূপ দর্শন করত পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন ॥—(২৬-৩০)

ঋষিরুবাচ ॥৩১

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩২

তেঽপি দেবা নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ যথা পুরা।
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে চক্রুর্বিনিহতারয়ঃ ॥৩৩
দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুম্ভে দেবরিপৌ যুধি।
জগদ্বিধ্বংসিনি তস্মিন্ মহোগ্রেঽতুলবিক্রমে ॥৩৪
নিশুম্ভেচ মহাবীর্য্যে শেষাঃ পাতালমাযযু ॥৩৫

সত্য বিবরণ। ঋষি কহিলেন—প্রচণ্ডবিক্রমা সেই ভগবতী চণ্ডিকা এইসকল কথা বলিয়া, দেখিতে দেখিতে দেবতাগণের সম্মুখে সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥৩১-৩২॥ দেবীকর্ত্তৃক দৈত্যগণ নিহত হওয়ায়, সেই দেবগণও নির্ভয়ে পূর্ব্ববৎ যজ্ঞভাগাদি গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব অধিকার ভোগ করিতে লাগিলেন ॥৩৩॥ জগৎ ধ্বংসকারী অতি উগ্র অতুল বিক্রমশালী দেব-রিপু শুম্ভ এবং মহাবীর্য্য নিশুম্ভ, যুদ্ধে দেবীকর্ত্তৃক নিহত হইলে, অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে গমন করিল ॥৩৪।৩৫

তত্ত্ব-সুধা। দেখিতে দেখিতে মা অন্তর্হিত হইলেন!—সেই বিদ্যুৎচঞ্চলা জ্যোতির্ম্ময়ী মা এইরূপেই ভক্ত-হৃদয়ে আবির্ভূতা হইয়া পরমানন্দ প্রদান করেন; আবার **ভক্তের দর্শন**-পিপাসা না মিটিতেই, স্পর্শনজনিত প্রেমানন্দ ভোগ করিতে না করিতেই, ইচ্ছাময়ী মা পলকের মধ্যে আত্মগোপন করেন!—সেই পরম রূপময়ীকে, সেই রসময়ীকে অনন্তকাল দর্শন করিলেও ভক্তের দর্শন-সুধা পানের পিপাসা মিটিবেনা। তাই ভক্ত গাহিয়াছেন—"জনম অবধি হম্ রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেলি। লাখ লাখ যুগ হিয়াপর রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল"॥ দেহস্থিত দেবগণের যজ্ঞভাগ ভোগ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে; এখানে উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

অবশিষ্ট দৈত্যগণ পাতালে গমন করিল—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তাহারা সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া জড়ভাবাপন্ন হইল। **অধর্ম্ম**ভাব

জগৎ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইবে না; কেননা সকলেই ধার্ম্মিক হইলে ধর্ম্মের কোন মর্য্যাদা বা বিশিষ্টতা থাকিবে না—তাই আলোর পার্শ্বে অন্ধকার, সুখের পার্শ্বে দুঃখ, ধর্ম্মের পার্শ্বে অধর্ম্ম, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ইচ্ছাময়ী মায়ের ইচ্ছায় বর্ত্তমান এবং ক্রিয়াশীল। এই বিরুদ্ধ-ভাব না থাকিলে বিশ্বলীলা অচল হইয়া পড়িবে! বিশেষতঃ সকলেই যদি ধর্ম্মপরায়ণ হয়, তবে জগতটা একরস ভাবাপন্ন হইয়া নিষ্ক্রিয় বা পরম শান্ত অবস্থায় উপনীত হইবে—বাহ্যজগতে এইপ্রকার একরস অবস্থা, জড়েরই নামান্তর মাত্র; সুতরাং সংসার-স্থিতি লীলায় অধর্ম্মরূপী অসুরভাব অপরিহার্য্য। এতৎসম্পর্কে এখানে একটী সর্ব্বজনদৃষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা হইল, যথা—রেলগাড়ী চলাচলের লৌহময় সেতুসমূহ বিপরীত ক্রমে বা বিপর্য্যয়ভাবে লৌহ-সমষ্টিদ্বারা নির্ম্মিত হয়; অর্থাৎ এক এক খণ্ড লৌহ যেন পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ধাক্কা দিতেছে; আবার তাহার সঙ্গেই অপর এক এক খণ্ড লৌহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে বিপরীতক্রমে ধাক্কা দিতেছে; এই পরস্পর বিপরীতভাবে ক্রিয়াশীল লৌহখণ্ডগুলিই সেতুটীকে স্থায়ী এবং দৃঢ় করিয়াছে; নতুবা সমস্ত লৌহই যদি সরলভাবে একদিকে একই ধারায় ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে, সেতুটী তত দৃঢ় ও শক্তিময় হইত না। এই নিয়মে জাগতিক বিভিন্ন ও অনন্ত দ্বন্দ্বভাবসমূহই বিশ্বের স্থিতি-স্থাপকত্বে সহায়তা করিতেছে! তাই সাংখ্যদর্শন বলিয়াছেন—"রাগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টিঃ" অর্থাৎ রাগ (অনুরাগ) এবং বিরাগ (দ্বেষ), এই উভয়ের যোগাযোগেই সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।—(৩১-৩৫)

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্ ॥৩৬

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সা যাচিতাচ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥৩৭

ব্যাপ্তং তয়ৈতং সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥৩৮

সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥৩৯

সত্য বিবরণ। হে রাজন্! দেবী ভগবতী নিত্যা হইয়াও এইরূপে পুনঃ পুনঃ জগতে আবির্ভূতা হইয়া জগৎ পরিপালন করেন ॥৩৬ তিনিই এই বিশ্বকে মায়া-বিমুগ্ধ করিতেছেন, তিনিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতেছেন। ভক্তগণের প্রার্থনাতে তুষ্টা হইলে, তিনিই প্রার্থিত তত্ত্বজ্ঞান বা ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকেন ॥৩৭॥ হে নরপতে! প্রলয়-কালে মহামারীস্বরূপ, সেই মহাকালীই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন ॥৩৮॥ তিনি প্রলয়কালে লোক সংহর্ত্রী, সৃষ্টিকালে জন্মরহিতা (নিত্যা) হইয়াও তিনি সৃষ্টিরূপা; সেই সনাতনীই স্থিতিকালে ভূতগণের রক্ষাকর্ত্রী ॥৩৯

তত্ত্ব-সুধা। ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী ভগবতী মা নিত্যতৃপ্ত এবং স্বরূপ-ভাবে গুণাতীত হইলেও, জগতে ত্রিগুণময় লীলা বিস্তার করিয়াছেন; তাই জগতের কল্যাণের জন্য এবং ভক্ত সাধকের অভীষ্ট পূরণে বা কৃতার্থ করিবার জন্য, ইচ্ছাময়ী মা চিন্ময়, তত্ত্বময়, মনোময়, ভাবময় কিম্বা সচ্চিদানন্দময় দেহধারণপূর্ব্বক জগতে এবং ভক্ত-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। দৈহিক ও জাগতিক শক্তিময় সমস্ত কার্য্যই ভগবৎ বা ভগবতীর ইচ্ছাসম্ভূত লীলা-বিলাস!—সৃষ্টিলীলা-চাতুর্য্যের তিনিই একমাত্র আধার এবং আধেয়; সুতরাং এমন শক্তিমান কে আছেন, যিনি সেই ইচ্ছাময়ীর জাগতিক ইচ্ছা লঙ্ঘন বা রোধ করিতে পারেন?

সুতরাং অভিমানের বোঝা মাতৃ-চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে লীলার সহায়করূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই চণ্ডী-সাধকের অন্যতম সাধ্য।

সেই পরমাত্মময়ীই মহামায়ারূপে জীব-জগতকে বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন ; তিনি মোহিত করেন সত্য, কিন্তু তিনি যে মা,—বিশ্বপ্রসবিনী জননী, তাই সৃষ্ট সন্তানগণের বন্ধন মুক্তির জন্যও তিনি সতত লালায়িত ! —জীবমাত্রকেই তিনি সতত তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এজন্য তিনিও **কৃষ্ণরূপা** বা **কৃষ্ণা**! যিনি ভক্তিসহকারে ঐকান্তিকতার সহিত মায়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন, উহা ঐহিক সুখৈশ্বর্য্য ভোগের জন্যই হউক, স্বর্গভোগই হউক কিম্বা মুক্তিলাভের জন্যই হউক, জগন্মাতা ভক্তের সর্ব্বাভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া থাকেন। আবার যখন লীলার অন্তে ইচ্ছাময়ী মা জগত-লীলা বা দেহ-লীলা অবসান বা সংহরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনিই সর্ব্ববিলয়কারিণী সংহারিণী তামসী মহাকালী-রূপে কিম্বা সাক্ষাৎ মৃত্যু বা **মহামারী**রূপে আত্ম-প্রকট করিয়া, জীব-জগতকে নিজ কারণময় দেহে সংহরণ বা বিলয় করিয়া থাকেন। আবার যখন তিনি পালন বা রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পাল্য হইয়া নিজেই নিজকে পালন করিয়া থাকেন !—ইহাই **মহামায়া** মায়ের বিশ্ব-লীলার রহস্য ও তাৎপর্য্য।—(৩৬-৩৯)

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্ব্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্ব্বিনাশায়োপজায়তে ॥৪০
স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাম্ ॥৪১

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে **মাহাত্ম্য-বর্ণনা** নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ। **শ্লোক**সংখ্যা—৩৮ ; **মন্ত্র**সংখ্যা—৪১

সত্য বিবরণ। সম্পদ্‌কালে তিনিই মানবগণের প্রতি ঐশ্বর্য্য-

দায়িনী লক্ষ্মী ; আবার তিনিই অভাব বা বিপদকালে বিনাশ সাধনকর্ত্রী ॥৪০॥ ভক্তগণ কর্ত্তৃক স্তুতা এবং পুষ্প ধূপ ও গন্ধাদিদ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজিতা হইয়া ইনি ধন পুত্র এবং ধর্ম্মবিষয়ে মঙ্গলকারী সুবুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন ॥৪১

তত্ত্ব-সুধা। যখন প্রাক্তন সুকর্ম্ম-বশে মানবের সাংসারিক অভ্যুদয় হয়, কিম্বা যখন সাধক-দেহে যোগৈশ্বর্য্য বা ভক্তির অতুলনীয় সম্পদ সমূহ প্রকাশ পায়, তখন মা **শ্রী** বা **লক্ষ্মী**রূপে সেই ভক্ত-গৃহে বা ভক্ত-দেহে অধিষ্ঠিতা হইয়া ভক্তকে আনন্দ প্রদান করেন। আবার দুষ্কর্ম্ম-বশে যখন মানব নিজের বিপদ নিজেই স্বগৃহে আবাহন বা আনয়ন করে, তখন মা বিপদময়ী **অলক্ষ্মী**রূপে তাহার অভ্যুদয় বিনাশ করিয়া থাকেন! অর্থাৎ সাধক যখন ভগবৎ প্রীত্যর্থে সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করত কর্ম্মফল ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়া, আত্ম-সমর্পণরূপ মহাব্রত সুসম্পন্ন করেন, তখন মা সাধকের অন্তর বাহির ও গৃহাদি সম্পদময় করিয়া তাঁহাকে পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত করেন ; আবার যখন সাধক, কর্ম্মবশে সাধন-ভ্রষ্ট অহঙ্কৃত কিম্বা ভগবৎ বিমুখ হয়, তখন মা বিপদরূপিণী অলক্ষ্মী মূর্ত্তিতে তাহার গৃহে ও দেহে আবির্ভূতা হইয়া সমস্ত বাহ্য ঐশ্বর্য্য বিনাশ করেন এবং দেহেরও অন্তর্ম্মুখী দেবভাবীয় ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য হরণপূর্ব্বক পথ-ভ্রান্ত সাধককে সর্ব্বতোভাবে অভাব গ্রস্ত করিয়া ক্রমে তাঁহার প্রজ্ঞা-চক্ষু উন্মিলিত করেন।

সেই করুণারূপিণী **ভগবতী** ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে স্তুতা ও পূজিতা হইলে, ভক্তের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন, এই আশ্বাসবাণী গতানুগতিকভাবে সুদূর অতীত কাল হইতে বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে। স্তব-স্তুতি চিত্তশুদ্ধি ও চিত্ত-একাগ্রতার অন্যতম উপায়-স্বরূপ, এবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। **বিত্ত**—ভক্তি ধন ;

পুত্র—জ্ঞান ; ধর্ম্মে মতি—বিশুদ্ধ স্থির বুদ্ধি [গীতার ভাষায় স্থিত প্রজ্ঞা]
—এইরূপে ভক্তের পূজাতে প্রসন্না হইলে, তাঁহার নির্ম্মল চিত্ত-ক্ষেত্রে মা বিশুদ্ধ দিব্য প্রেরণা দান করত ভক্তকে জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন—তখন সাধক সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হন।—(৪০।৪১)

হে গায়ত্রীরূপিণি ভগবতী কুলকুণ্ডলিনি ! একবার করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক ত্রিতাপ-তাপিত জগতে আবির্ভূতা হও—দুর্লভ মানব-দেহের মূলাধারে ব্রহ্মানন্দময় শয্যা পরিত্যাগ করত উত্থিত হইয়া, জীব-জগতের সকলকে আনন্দরূপ অমৃত বিতরণ কর। **ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ !!**

ওঁ মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দ-বিগ্রহে।
সর্ব্বভূত হিতে মাতর্জাগৃহি পরমেশ্বরি ॥
ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিশ্ছন্দসা মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥

উত্তম চরিত্র

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সুরথ-সমাধির মাতৃপূজা।

ঋষিরুবাচ ॥১

এতৎ তে কথিতং ভূপ দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবং প্রভাবা সা দেবী যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥২

বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণুমায়য়া ।৩
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ ।
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে ॥৪
তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্ ।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥৫

সত্য-বিবরণ। ঋষি বলিলেন—হে রাজন! এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবী-মাহাত্ম্য তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। যিনি এই জগতকে ধারণ করিয়াছেন [কিম্বা যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় সাধন করিতেছেন], সেই দেবী ঈদৃশী প্রভাব বা শক্তিসম্পন্না ॥১।২॥ বিষ্ণু-মায়ারূপিণী দেবী ভগবতীই তত্ত্বজ্ঞানরূপ বিদ্যা উৎপাদন [illegible]রণ এবং বিতরণ করেন ॥৩॥ তিনিই তোমাকে এই বৈশ্যকে এবং [illegible]ন্য বিবেকাভিমানী নরগণকে মোহিত করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন ॥৪॥ হে মহারাজ! সেই পরমেশ্বরীকে একমাত্র আশ্রয়স্বরূপে গ্রহণ কর ; [কেননা] আরাধিতা হইলে, তিনিই ভোগ স্বর্গ একং মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ॥৫

তত্ত্ব-সুধা। ঋষি মহাশক্তিরূপিণী মহামায়ার **প্রভাব** বা অতুলনীয় **শক্তি** সম্বন্ধে বিশেষভাবে চণ্ডীর ত্রি-চরিত্রে বর্ণনা করিলে[illegible]। এখানে শক্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ও শাস্ত্রীয় ভাব যৎকিঞ্চিৎ আ[illegible]চনা করা যাউক। **শক্তি**-সমুদ্রের গভীরতা এবং ব্যাপকতা অসীম, অপরিমাণ এবং অনন্ত ; তাই শাস্ত্রে আছে—"সর্ব্বখল্বিদং শক্তিঃ। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥"—অর্থাৎ এই বিশ্বের সমস্তই শক্তিময়, এখানে শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই। শক্তির প্রশংসা করিয়া মহাদেব শিবাগমে বলিয়াছেন—"শক্তিই শিব, শিবই শক্তি, ব্রহ্ম শক্তি, জনার্দ্দন শক্তি, ইন্দ্র শক্তি, রবি শক্তি, চন্দ্র শক্তি গ্রহগণও শক্তিস্বরূপ ; অধিক আর কি

বলিব ?—এই সমস্ত জগতই শক্তিস্বরূপ, ইহা যিনি জানেন না, অর্থাৎ যিনি জগতকে শক্তিময় ভাবনা না করিয়া, ভেদ দৃষ্টিতে জগৎভাবে দেখেন, তিনি নিরয়গামী হন।"

বিশেষতঃ যাহা আপাতদৃষ্টিতে **জড়** বলিয়া মনে হয়, তাহাতেও শক্তির ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান; কেননা সগুণ বা ব্যক্তভাবে **শক্তি** এবং **গতি** একাত্ম-ভাবে জড়িত ও ক্রিয়ান্বিত। শক্তিময় গতিতে ত্রিবিধভাব বৈজ্ঞানিকগণ দর্শন করেন, যথা—(১) একই চক্রাকার পথে বৃত্তাকারে নিয়ত পরিভ্রমণ (২) কুণ্ডলী-আকার গতি; অর্থাৎ সর্পের কুণ্ডলীর মত এক প্রান্ত স্থির রাখিয়া, অপর প্রান্তদ্বারা পুনঃ পুনঃ পর পর বেষ্টন করিতে করিতে অনন্তের দিকে চলিয়া যাওয়া; (৩) তরঙ্গাকার গতি অর্থাৎ উপরে ও নীচে তির্য্যকভাবে 'দ' অক্ষরের ন্যায় উত্থান-পতনময় গতি। এই ত্রিবিধ গতিই জাগতিক শক্তিতে যুগপৎ সতত বিদ্যমান। জগত-দেহে এবং জীব-দেহের অভ্যন্তরেও গতি-শক্তি নিয়ত ক্রিয়াশীল; আর ত্রিবিধ গুণও শক্তি; সুতরাং অনাত্ম বস্তু বা সত্তামাত্রই শক্তি; এইরূপে দেশ কাল এবং পাত্র সমস্তই শক্তিময় ও গতিময়। দেশ বা **দেশ-শক্তিতে**—বস্তু সত্তার আধিক্য, আর ইহাতে সংকোচন প্রসারণ কিম্বা বিবর্ত্তনভাব পরিদৃষ্ট হয়; **সীমা**দ্বারাই অখণ্ড দেশকে খণ্ড খণ্ড করা হইয়াছে; দেশ-শক্তি বাহ্যতঃ দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং পুরুত্ব এই ত্রিভাবাপন্ন। দেশের সীমাও নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল; কেননা কালের অপ্রতিহত প্রভাবে উহা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ দেশের অভ্যন্তরে কোথাও **তাপ**, কোনখানে শীতলতা আবার কোন জায়গাতে সমভাব অনুভব হয়—ইহাদ্বারা যে কোন দেশরূপী বস্তুর আভ্যন্তরীন্ গতিময় **তরঙ্গ** বা গতি-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়; সুতরাং দেশরূপী বস্তু মাত্রই সচেতনভাবে অনুপ্রাণিত!—এজন্য উহা শক্তিময়!

অতঃপর **কালশক্তি**—কালের গতিতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, স্থূল-সূক্ষ্ম কারণ এবং ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান, এই ত্রিবিধ ভাব বিদ্যমান। দেশ এবং কাল অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বিজড়িত। পৃথিবী গ্রহাদিমের ন্যায় আহ্নিক-গতিতে নিজে নিজে এববার ঘুরিয়া আসেন—তাহাদ্বারাই অহোরাত্র নির্দ্ধারিত হয়; আর সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বার্ষিক-গতিতে আপন কক্ষে একবার ঘুরিয়া আসা পরিমাণ কাল বা সময়কেই, সম্বৎসররূপে গণনা করা হয়; আবার দেশরূপী পৃথিবীর আহ্নিকগতি-দ্বারা লব্ধ অহোরাত্রকে, বিভিন্ন ভাগ এবং অণুভাগে বিভক্ত করিয়াই দণ্ড পল বিপলাদির এবং সূক্ষ্মভাবাপন্ন ত্রুটী নিমিষাদির উৎপত্তি; সুতরাং দেশ ও কাল একাত্ম সম্বন্ধে বিজড়িত। আর **পাত্র** বা বস্তু-সত্তা মাত্রই সর্ব্বতোভাবে দেশ-কালের অন্তর্ভুক্ত বা উহাদের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। এই **দেশ-কাল-পাত্রই** জগন্মূর্ত্তি; সুতরাং উহা শক্তিময় মাতৃময় ও ব্রহ্মময়।

এতদ্ব্যতীত শক্তির প্রভাব বিচারস্থলে, আরও একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয় আলোচ্য। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতপক্ষে জড় বলিয়া কিছু নাই—সমস্তই চৈতন্যময়! ইহা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সত্য। প্রত্যেকটী পরমাণু বিশ্লেষণ করিলে, দেখা যায় যে, উহার মধ্যস্থলে একটী জ্যোতির্ম্ময় ক্ষুদ্র **বিন্দু** স্থিরভাবে বিদ্যমান, আর ঐ স্থির বিন্দুটীকে কেন্দ্র করিয়া, অপর একটী জ্যোতিঃবিন্দু সতত **বৃত্তাকারে** ঘুরিতেছে। এই স্থির বিন্দুটীর নাম বিজ্ঞানবিদ্ রাদারফোর্ডের ভাষায়—**প্রোটন্** (Proton); আর সতত বৃত্তাকারে ভ্রমণশীল জ্যোতিঃবিন্দুর নাম—**ইলেক্ট্রন্** (Electron)। প্রোটন্ নামক স্থির বিন্দুটী পিতৃশক্তি-তুল্য (Positive); আর পরিভ্রমণশীল বিন্দুটী মাতৃশক্তি তুল্য (Negative)। এতদ্ব্যতীত কোন কোন পরমাণুতে প্রোটন্-বিন্দুকে

কেন্দ্র করিয়া ইলেক্ট্রন্‌সমূহ ক্রমান্বয়ে প্রথম বৃত্ত, দ্বিতীয় বৃত্ত, তৃতীয় বৃত্ত এবং চতুর্থ বৃত্ত-পথে ক্রমে পর পর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিতেছে; এইরূপে শৃঙ্খলাযুক্ত ইলেক্ট্রন্‌-গুচ্ছ বহু ও বিভিন্ন হইলেও, সকলেরই মূল কেন্দ্র একমাত্র **বিন্দুরূপী** শিবময় **প্রোটন্‌**। এইপ্রকারে অনন্ত ইলেক্ট্রন্‌ এবং প্রোটনের বিভিন্নরূপ মিলনে ও ব্যঞ্জনায় জীব-জগৎ সৃষ্ট ও পরিধৃত, আবার উহাদের বিকর্ষণে বা বিচ্ছেদে, সমস্ত পদার্থ বিলয় প্রাপ্ত হয়! তন্ত্র-শাস্ত্রাদির উক্তি—"শিব-শক্ত্যাত্মকং জগৎ" অর্থাৎ জগৎ শিব-শক্তিময়; সুতরাং শিব-শক্তির 'অণোরণীয়ান্‌' ভাব, উপরোক্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত। প্রোটন্‌-রূপী জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু শিবতুল্য, আর ইলেক্ট্রন্‌ শক্তিতুল্য! এইরূপে চৈতন্যময় পরমাণুসমূহই ভগবৎ ইচ্ছায় **প্রেমাবেশে** যেন কাঠিন্যের **জড়-মূর্ত্তি** ধারণ করিয়াছেন! সুতরাং প্রোটন্‌কে কেন্দ্র করিয়া ইলেক্ট্রন্‌ সমূহের বিভিন্ন বৃত্তাকারে নৃত্য-বিলাসকে যোগিনী-পরিবৃত শিব-শক্তির কিম্বা গোপিগণ পরিবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস বা প্রেমানন্দের উৎসব বলা যাইতে পারে!—তাই কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি কর্ম্মী, কি ভক্ত সকলেই অধ্যাত্ম-জীবনের উন্নত অবস্থায়, সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র যে ব্রহ্মময় শক্তিময় আত্মস্বরূপ **ভগবানকে** দর্শন করিয়া থাকেন, ইহাও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সত্য।

ব্রহ্মবিদ্‌-বরিষ্ঠ জ্ঞান-গুরু, শিষ্য সুরথ-সমাধিকে মহামায়া দেবীর অপূর্ব্ব চরিত্র-ত্রয় পর পর ক্রমে শ্রবণ করাইলেন। পুনঃ পুনঃ তিনবার মাহাত্ম্য-শ্রবণদ্বারা জ্ঞান-সাধনার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনযুক্ত সাধনত্রয় আপনা হইতে সাধিত হইয়া, সাধক-যুগল বিশুদ্ধ ও পরমাত্মভাবে বিভাবিত হইলেন; এক্ষণে পরমাত্মময়ীর সাক্ষাৎকারদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ মাত্র বাকী—তাই পরিপূর্ণভাবে শরণাগতিমূলক মাতৃ-পূজা

করিবার জন্য জ্ঞান-গুরু আদেশ প্রদান করিলেন। এতৎসহ জ্ঞান-গুরু ঋষি সংক্ষেপে মহামায়া তত্ত্বও বর্ণনা করত শিষ্যগণকে দেখাইলেন যে—অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ, এই ত্রিকালের ঘোর আবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মহামায়ার কোন পরিবর্ত্তন নাই—তিনি সর্ব্বকালেই সমভাবাপন্ন এবং চির-স্থির! আর মন্ত্রে মাকে ভোগ স্বর্গ এবং অপবর্গদা (মুক্তিদাত্রী) বলা হইয়াছে—এই উক্তি দ্বারা জগতের মানবমাত্রকেই উপলক্ষ্য করত সকলেই যে মায়ের ভক্ত, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া ঋষি, মায়ের জগজ্জননীত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন!—কেননা, জগতের অধিকাংশ লোকই ভোগাকাঙ্ক্ষী বা প্রবৃত্তিপরায়ণ, কতক লোক **স্বর্গ**কামী, আবার কেহ কেহ **মোক্ষ** বা মুক্তিকামী; এই তিন শ্রেণীর লোক লইয়াই জগৎ, আর এই ত্রিবিধ ভাব লইয়াই প্রার্থনাদিও হইয়া থাকে; সুতরাং জগজ্জননী মা—যথাযোগ্য ভাবে তাঁহার সকল সন্তানেরই আশা-আকাঙ্খা যথাকালে পরিপূরণ করিয়া থাকেন; অতএব প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সকলেই মায়ের ভক্ত। মন্ত্রে জ্ঞানগুরু ঋষি শিষ্যদ্বয়কে শরণাগত হওয়ার জন্য যে বিশেষ বাণী শুনাইলেন, ইহাই গীতা ভাগবত এবং চণ্ডীর মূল বীজ বা মূলমন্ত্রস্বরূপ! তাই ভক্ত-কবি শরণাগত সাধকের প্রার্থনামূলক ভাবটী বিকাশ করত বলিয়াছেন—"তোমারি রাজ্য হৃদয় আমার। কামাদি দানব করে ছারখার॥ দলিয়া দানবদলে দনুজ-দলনি! আপনার রাজ্যে বাস করহ আপনি॥"—(১-৫)

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥৬

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ।
প্রণিপত্য মহাভাগং তমৃষিং সংশিতব্রতম্ ॥৭
নির্ব্বিণ্ণোঽতিমমত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ।
জগাম সদ্যস্তপসে স চ বৈশ্যো মহামুনে ॥৮

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিনসংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্ ॥৯
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীম্।
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ ॥১০

সত্য বিবরণ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে মুনিবর (ভাগুরে!) অতি মমতাবশতঃ এবং রাজ্যাপহরণে দুঃখিত চিত্ত নরাধিপ সুরথ এবং সেই বৈশ্য, উভয়ে মেধস মুনির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাভাগ তীব্র-ব্রতপরায়ণ সেই ঋষিকে প্রণামপূর্ব্বক তপস্যার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন ॥৬-৮॥ তাঁহারা মহামায়া অম্বিকার দর্শন কামনায় নদী-তটে একাগ্রচিত্তে সমাসীন হইয়া, সর্ব্বার্থ-সাধক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবীসূক্ত-জপপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥৯॥ রাজা এবং বৈশ্য উভয়ে সেই নদী-তটে দেবীর মৃন্ময়ী-প্রতিমা নির্ম্মাণ করত, পুষ্প ধূপ এবং অগ্নি-তর্পণাদি (হোমাদি) দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন ॥১০

তত্ত্ব-সুধা। সাধকযুগল শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করত, তাঁহার উপদেশ এবং আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া, কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইলেন। বিশেষতঃ এই প্রকার পূজা ও তপস্যাদির আচরণে দেব ঋণ ও ঋষি ঋণাদি * কতক পরিশোধ হইয়া থাকে। দেবীর মৃন্ময়ী **প্রতিমাতে**

* মানবের পঞ্চবিধ ঋণ শোধ করা কর্ত্তব্য, যথা—(১) দেব ঋণ (২) পিতৃ ঋণ (৩) ঋষি ঋণ (৪) নর ঋণ এবং (৫) ভূত ঋণ। নিত্য-নৈমিত্তিক ব্রত-পূজাদিদ্বারা দেব ঋণ শোধ হয়; শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদিদ্বারা পিতৃ ঋণ শোধ; স্বধর্ম্মাচরণ, তপস্যা শাস্ত্রাদি পাঠ ও বিধি-নিষেধাদি মান্য করিয়া ঋষি ঋণ শোধ; অতিথি সেবা এবং নারায়ণ জ্ঞানে জীব-সেবা দ্বারা নর ঋণ শোধ হয়। [ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র মানুষের সাহায্যেই দেহটী রক্ষিত হয়, তৎপর এ-কোলে সে-কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শিশুর দেহটী পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে—ইহাই নর ঋণ]। গো সেবাদিদ্বারা ভূত ঋণ শোধ [কেননা গোদুগ্ধ পান করিয়াই শৈশবে পরিপুষ্টি লাভ; আর পঞ্চবিধ গব্য, মানবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করিয়া থাকে]।

পূজা—আর্য্যঋষিগণ, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ লাভের জন্য প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বহিঃপূজা, স্তুতি-জপ, ধ্যান এবং জ্ঞানময় ব্রহ্ম-সদ্ভাব, এই চারিটী সাধনার **বিশিষ্ট স্তর** প্রতিমা পূজাতে একাধারে সুসজ্জিত। সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতিমা পূজা, পৌত্তলিকতা বা কুসংস্কার নহে—ইহাতে গভীর তত্ত্ব ও ভাবরাশির একত্রে সমাবেশ রহিয়াছে। প্রতিমা পূজাতে আবাহন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, চক্ষুদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ **ব্রহ্মজ্ঞানমূলক**; ইহাতে আসন মুদ্রা প্রাণায়াম ধারণা ধ্যান, তন্ময়ত্ব ভাবে আত্ম-নিবেদন বা সমাধি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠানসমূহ **যোগমূলক**। প্রতিমা পূজার পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপকরণসমূহ দেহতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্বের বোধক; এজন্য এই উপচারগুলি **তত্ত্বমূলক**। এতদ্ব্যতীত পূজাতে ব্যবস্থিত স্তব-স্তুতি এবং বেদ পুরাণসম্মত মন্ত্রাদি **ভাবমূলক**; সুতরাং প্রতিমা পূজাতে অনন্ত ভাবের ও অমৃতময় রসের সমাবেশ রহিয়াছে। জগতের অনেকেই ভগবানের ব্যাপকত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু একমাত্র ভারতীয় আর্য্যগণই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ব্যাপকত্ব কার্য্যতঃ সর্ব্বত্র দর্শন করিয়াছিলেন—তাই মৃন্ময়, শিলাময়, বালুকাময়, মণিময়, স্বর্ণ-রৌপ্য-লৌহাদি নির্ম্মিত অষ্টবিধ **ধাতুময়**, দারুময়, চন্দনময়, প্রতিমাদিতেও ভগবৎ-পূজা ব্যবস্থিত ও আচরিত!—এইরূপে আর্য্যগণ, ঘটে প..., চিত্রে ও আলেখ্যাদিতে, তত্ত্বমূলক-যন্ত্রাদিতে, যন্ত্র-পুষ্প প্রভৃতিতে তুলসী-বিল্ব-নিম্ব-অশ্বত্থাদি বৃক্ষমূলে, অষ্টবিধ প্রকৃতি-দেহে, চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নিতে, গঙ্গা-যমুনাদি জল-প্রবাহে এবং সর্ব্বাধারে বিশ্বরূপী ভগবানকে পূজা করেন, অনুভব করেন এবং দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হন! এতদ্ব্যতীত '**গুরুপূজা**', 'কুমারী'পূজা 'ষোড়শী'পূজা প্রভৃতি দ্বারা মানব-দেহাধারেও সেই অনন্তের পূজা করার বিধান দৃষ্ট হয়। জ্ঞান-

বিজ্ঞানের চরমসীমানায় যাঁহারা উপনীত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের ব্রহ্মতত্ত্ব ও আত্ম-তত্ত্বময় ঘোষণা বাণী, আজ পৃথিবীর সভ্য জাতিমাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে, সেই ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণই **প্রতিমা-পূজার** প্রবর্ত্তক ও ব্যবস্থাপক!—ইহা সেই মহর্ষিগণের সমাধিযুক্ত জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রসূত জগন্মঙ্গল দান বা অমৃতময় ফলস্বরূপ!!

মায়ের সন্দর্শনার্থে নদী-পুলিনে অবস্থান—[**যৌগিক ব্যাখ্যা**—] মনোময় আজ্ঞা-চক্রেই ত্রিবেণী-সঙ্গম-স্থানরূপ **মহাতীর্থ**, এখানে ত্রিকূট-স্থানে গঙ্গারূপা ইড়া নাড়ী, যমুনারূপা পিঙ্গলা নাড়ী এবং সরস্বতীরূপা সুষুম্না নাড়ীত্রয় সম্মিলিত হইয়া, অপূর্ব্ব সঙ্গম-তীর্থে পরিণত করিয়াছে—কেহ ইহাকে যুক্ত ত্রিবেণী আবার কেহ কেহ মুক্ত ত্রিবেণী বলিয়া থাকেন! এতৎব্যতীত যোগশাস্ত্র, এই অপূর্ব্ব মহিমময় স্থানকে গঙ্গা বরুণা এবং অসি নদী-বেষ্টিত বিশ্বনাথের **'বারাণসী'** ধামরূপেও বর্ণনা করিয়াছেন*। আবার কাহারও মতে ভ্রূমধ্য স্থানটী নৈমিষারণ্য তীর্থস্বরূপ †। এইরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন পরম রমণীয় স্থানই মন্ত্রোক্ত

---

* মহাদেব শিব-সংহিতাতে বলিয়াছেন—"ইড়া হি পিঙ্গলা খ্যাতা বরণাসীতি হোচ্যতে। বারাণসী তয়োর্ম্মধ্যে বিশ্বনাথোঽত্র ভাষিতঃ॥"

† কাহারও মতে মানব-দেহের দ্বিদল প্রদেশস্থ ভ্রূমধ্য স্থানটীই নৈমিষারণ্যস্বরূপ! কেননা আসনবদ্ধ অবস্থায় শিব-নেত্র হইয়া অনিমেষনেত্রে ভ্রূমধ্যস্থিত তপঃ ক্ষেত্রটী দর্শন করার সার্ব্বভৌমিক যৌগিক পন্থা বিদ্যমান—উহাই নৈমিষারণ্য; অরণ্য বলার তাৎপর্য্য এই যে, উহাতে জনপদসুলভ কোলাহল ও চাঞ্চল্যের অভাব, পক্ষান্তরে নির্জ্জনতা হেতু সেখানে ইন্দ্রিয়সমূহ এককেন্দ্রে লয় ও তন্ময়তাপ্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মার মনোময় নেমি-চক্র সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করার পর নৈমিষারণ্যেই স্থিরতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সেই চক্রতীর্থে সমস্ত তীর্থের একত্রে সমাবেশ হওয়ায় উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম তীর্থরাজরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। মানবের মনটীও দেহের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই কেন্দ্রেই বিশেষরূপে ও

নদী-পুলিন। সাধকদ্বয় এখানে মনঃস্থির করত **ইষ্টদেবী** ভগবতীকে দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে দেবীর মহিমময়ী মৃন্ময়ী প্রতিমার অনুরূপ শাস্ত্রসম্মত ধ্যানপরায়ণ হইয়া এবং মানসোপচারে পূজাদি করিয়া, দেবীর সন্তোষ বিধান করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন—ইহাই **যৌগিক** তাৎপর্য্য। বিশেষতঃ পরবর্ত্তী মন্ত্রসমূহে দৃষ্ট হয় যে, সাধকদ্বয় যোগ-সাধনার নিয়মে আহার এবং মনঃসংযম করত, **তিন বৎসর** কাল মাতৃ-পূজা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ বাহ্যভাবে দুর্গোৎসব, তিন দিনে কিম্বা কোথায়ও নবরাত্রিতে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে তিন বৎসর কাল ব্যাপিয়া পূজার রহস্য ও তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণতঃ অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, তিন বৎসর* সময়ের প্রয়োজন; ইহাও এতৎপ্রসঙ্গে বিচার্য্য। সেই পুলিনে বা দেহস্থ ত্রিবেণী তীর্থে রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য, দেবীসূক্ত জপ করিয়াছিলেন—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পুনঃ পুনঃ দেবী-চরিত্র ও মাহাত্ম্য শ্রবণে সাধকদ্বয় জ্ঞানময় পরমাত্মভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে অন্তর্ম্মুখী হইয়া, দেবীসূক্তে প্রতিপাদিত জ্ঞানময় তত্ত্বসমূহ তাঁহারা একে একে

সহজে স্থির বা লয়প্রাপ্ত হয়। এইসব কারণে স্বয়ং মহাদেব সতত এই ক্ষেত্রে অর্থা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিপরায়ণ! যোগিগণও সকলেই এই পবিত্র লয়-কেন্দ্রটীকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। আবার ভক্তগণও ফোটা তিলকাদিদ্বারা এই রমণীয় ক্ষেত্রটীর শোভা ও মাহাত্ম্য স্মরণ-পূর্ব্বক উহাতে সাধনপরায়ণ হন।

* যোগ-শাস্ত্রমতে—সিদ্ধিলাভার্থী মৃদু সাধকের দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সযত্নে সাধনা করা প্রয়োজন হয়; মধ্য ও অধিমাত্র সাধকের পক্ষে, ছয় বৎসর প্রয়োজন হয়; আর অধিমাত্রতম বা সর্ব্বোত্তম সাধকের পক্ষেও তিন বৎসর সাধন করা প্রয়োজন হইতে পারে। তাই উত্তম অধিকারী সম্বন্ধে মহাদেব বলিয়াছেন—"ত্রিভিঃ সম্বৎসরৈ সিদ্ধিরেতস্য স্যাৎ ন সংশয়ঃ"।—শিব সংহিতা।

পরমাত্মাতে সমর্পণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সাধকদ্বয় যোগ-সাধন-রূপ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগাদি অবলম্বনপূর্ব্বক সাধন-সমুদ্র মন্থনদ্বারা পরম রত্নরূপী পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট হইলেন—ইহাই মন্ত্রোক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য। পুষ্প ও ধূপের আধ্যাত্মিকভাব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। **অগ্নি তর্পণ**—তেজস্বিতা অবলম্বনপূর্ব্বক আত্ম-তত্ত্ব বা পঞ্চতত্ত্ব পরমাত্মারূপী পরমতত্ত্বে সমর্পণ।—(৬-১০)

নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥১১

এবং সমারাধয়তো স্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনোঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥১২

সত্য বিবরণ। কখনও নিরাহারে কখনও আহার সংযত করিয়া মনকে ধ্যানযোগে স্থির ও তন্ময় করত, জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহারা তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং স্বদেহের শোণিতদ্বারা অভিষিক্ত বলি অর্পণ করিলেন॥১১॥ উভয়ে একাগ্রচিত্তে তিন বৎসর কাল, এইরূপে আরাধনা করিলে, জগন্মাতা চণ্ডিকা পরিতুষ্টা হইলেন এবং সাক্ষাৎভাবে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন—॥১২

তত্ত্ব-সুধা। এখানে মন্ত্রোক্তিসমূহে যোগ-সাধনের ভাব বিশেষ-রূপে অভিব্যক্ত। রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য, প্রথমে সুগঠিত মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে বাহ্যভাবে যথাবিধি পূজাদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও চিত্ত-একাগ্র করত দেবীর সন্তোষ উৎপাদন করিলেন; তৎপর ক্রমে যোগের বিশেষ পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক, দেবীর সাক্ষাৎকার লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। **নিরাহার** বাক্যের আধ্যাত্মিক ভাব—ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-সম্ভোগ নিরোধ। গীতাতেও ভগবান "নিরাহারস্য দেহিনঃ" উক্তিতে ঐরূপ

অর্থই পরিব্যক্ত করিয়াছেন; আর '**যতাহার**' বাক্যটীর সাধারণ **অর্থ**—সংযমিত আহার অর্থাৎ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট যৌগিক আহার; আর এই বাক্যের ভাবার্থ, যথা—ইষ্টদেব-দেবীর ধ্যান-ধারণাদিদ্বারা আনন্দ-রস পানই ইন্দ্রিয়গণের যতাহার বা উপযুক্ত আহার! সুতরাং নিরাহার যতাহারদ্বারা সাধকদ্বয় ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধপূর্ব্বক মাতৃদর্শন লাভের জন্য স্থির-চিত্তে তন্ময় হইয়া দুর্গাদেবীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা নিরবচ্ছিন্নভাবে তিন বৎসর সাধন করার পর, **সমাধি** সহযোগে পরমাত্মময়ী **ভগবতীর** সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন!—ইহাই মন্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য। **গীতাতেও** ভগবান, যোগীকে একাকী নির্জ্জন স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক জিত-চিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইবার আদেশ করিয়াছেন; তৎপর আত্মশুদ্ধি করত ভগবৎপরায়ণ হইয়া যুক্ত আহার যুক্ত-কর্ম্ম-চেষ্টা প্রভৃতি আশ্রয়পূর্ব্বক, সমাধি লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। গীতার সেই উপদেশই, এখানে কার্য্য বা সাধনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

রাজা **সুরথ** ক্ষত্রিয়, আর সমাধি **বৈশ্য**, বৈশ্য জাতীয়—তাঁহারা একযোগে ভগবতী দুর্গার পূজা এবং দেবীসূক্ত সমন্বিত চণ্ডীপাঠ করিয়া এবং নিজ রক্ত বলিরূপে প্রদান করত, ইষ্টদেবীর প্রসন্নতা সম্পাদন করিয়াছিলেন! এই ভাবটী দ্বারা ইহা নিসংশয়রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, মানবগণের নিজ নিজ মঙ্গলার্থে বা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য কিম্বা নিষ্কাম ভাবে দেবীর প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত, চণ্ডীপাঠ করিতে অথবা **রাগমার্গে** বা **ভাবাবেশে** দেবীর পূজা করিতে কোন বাধা নাই। নিজ রক্ত-রঞ্জিত বলিদান—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রক্তদানই বীর-ধর্ম্ম ব স্বধর্ম্ম; সুতরাং ক্ষত্রিয় রাজা সুরথ, জগন্মাতাকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য নিজ রক্তদ্বারা দেবীর তর্পণ করিলেন। আর রক্তই রজোগুণ; সুতরাং রক্তদানের **আধ্যাত্মিক** তাৎপর্য্য—ইষ্টদেব-দেবীতে প্রেমানুরাগ সমর্পণ।—(১১।১২)

দেব্যুবাচ ॥১৩
যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুল-নন্দন ॥১৪
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥১৫

সত্য বিবরণ। দেবী বলিলেন—হে রাজন্! হে কুল-নন্দন বৈশ্য! তোমরা যে যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা আমার নিকট হইতে গ্রহণ কর; আমি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহা তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি ॥১৩-১৫॥

তত্ত্ব-সুধা। এখানে মন্ত্রে দুর্গামাতা, সুরথকে 'ভূপ' এবং সমাধিকে 'কুলনন্দন' বলিলেন, কেননা এখনই মাতৃ-বরে রাজা সুরথ সসাগরা পৃথিবীর এবং নিজ দেহরূপী পৃথিবীর পতি হইয়া অন্তরে বাহিরে **স্বরাজ** প্রতিষ্ঠা করিবেন; তাই মা তাঁহাকে ভূপ বলিলেন। আর যে বংশে বা কুলে, ব্রহ্মজ্ঞ সাধক জন্ম গ্রহণ করেন, সেই কুলের উর্দ্ধতন পিতৃলোকবাসীগণ এবং অধস্তন নিরয়গামী পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই নন্দিত বা আনন্দিত হন। বিশেষতঃ যিনি ভগবতী কুলকুণ্ডলিনীর কৃপাতে অকূল ভবসাগরের মধ্যে থাকিয়াও কূল পাইয়া আনন্দিত হইয়াছেন, তিনিই **কুল-নন্দন**। মা পরিতুষ্টা হইলেই সর্ব্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন; আবার রুষ্টা হইলে সমূলে নির্ম্মূল বা বিনাশ করিয়া থাকেন! ইহা স্তবাদিতে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে জগজ্জননীর সন্তোষ বিধান করাই মানবের অন্যতম সাধ্য! কেননা মহামায়া মা তাঁহার মায়িক আবরণ উন্মোচন করিলেই, মানবের স্বরূপত্বলাভ বা ভগবৎ দর্শন হইয়া থাকে। ব্রজলীলাতেও ভগবৎকামী গোপিগণ মহামায়া কাত্যায়নী মায়ের উপাসনাদ্বারা তাঁহাকে তুষ্টা করিয়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এইরূপে বরদা অভয়া মহাশক্তিময়ী জগন্মাতা, সকলের প্রতিই কৃপা ও প্রেমপরায়ণা! এজন্য

তিনি সকলেরই পূজ্যা—সর্ব্বশ্রেণীর সাধক, নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত, সেই মহিময়ীর শ্রীচরণ-প্রান্তে আশ্রিত ও শরণাগত !!—(১৩-১৫)

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥১৬

তেতো বব্রে নৃপো রাজ্যমবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি ।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥১৭
সোঽপি বৈশ্য স্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্ণমানসঃ ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥১৮

সত্য বিবরণ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—অনন্তর রাজা সুরথ জন্মান্তরে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং ইহজন্মে স্বীয় শক্তি প্রভাবে শত্রুবল নিহত করিয়া, রাজ্য উদ্ধারের বর প্রার্থনা করিলেন। আর বিষয়-বিরক্ত প্রাজ্ঞ সেই বৈশ্য অহং বা জীবভাবাপন্ন আমি এবং [পুত্রকলত্র দেহ-গেহাদির প্রতি] আমার-আমার ভাবাপন্ন আসক্তি-বিনাশক পরম জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন ॥১৬-১৮

তত্ত্ব-সুধা। সাধকরাজ প্রথম প্রার্থনায় জন্মান্তরে নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রার্থনা করিলেন—ইহাতে দুই প্রকার ভাব বিদ্যমান, যথা—(১) সকাম সাধকের অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তির কামনা ; (২) ভক্তজনের চির-আকাঙ্ক্ষিত সালোক্য সামীপ্য সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তিদ্বারা নিত্য-স্বর্গ বা ভাবময় নিত্যলোক [ব্রহ্মলোক কৈলাস বৈকুণ্ঠ বা গোলকাদি] প্রাপ্তির কামনা। সারূপ্য ও সাযুজ্য মুক্তি কোন কোন ভক্ত বাঞ্ছা না করিলেও উহার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য ; এবিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

সাধক-রাজ মায়ের নিকট দ্বিতীয় প্রার্থনাতে স্বকীয় শক্তি-প্রভাবে শত্রুগণকে নিহত করিয়া, রাজ্যোদ্ধার কামনা করিলেন ; ইহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য এই যে—আত্ম-শক্তির পূর্ণ বিকাশদ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কাম-ক্রোধ ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিরূপী শত্রুগণকে জয় করত, নিজ

রাজ্য অর্থাৎ স্ব-স্বরূপত্ব লাভ করা। সাধকরূপী সুরথ ইন্দ্রিয়গণের অহংভাবাপন্ন মালিন্যে এবং ঐকান্তিক মমতার বশে আত্ম-রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন; এক্ষণে মায়ের নিকট সেই হৃত আত্ম-রাজ্য বা আত্ম-স্বরূপত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা করিলেন—কেননা উহাদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক আনন্দ লাভ হইবে—ইহাও সকামভাবে বর প্রার্থনার উদ্দেশ্য। মন্ত্রে নিজ বলে বা শক্তিতে শত্রু জয় করার উক্তির ভাবটী এই যে, অপরের বল বা শক্তি-সাহায্যে বাহ্য রাজ্য জয় করা যায় বটে, কিন্তু নিজ বল বা অধ্যবসায় * ব্যতীত মাতৃ-রূপা বা আত্ম-রাজ্য লাভ হয় না—তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" অর্থাৎ শক্তিহীন দুর্ব্বল ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারেনা।

মুক্তিকামী বৈশ্য, আমি-আমাররূপ অবিশুদ্ধ জীব-ভাবলয়কারী ব্রহ্মজ্ঞান বা কৈবল্য প্রার্থনা করিলেন। পরিচ্ছিন্ন ভেদ-প্রতীতিকারক জীবভাবীয় ক্ষুদ্র আমিটীকে পরমভাবে বিভাবিত করিয়া স্বরূপত্ব প্রদান করিতে হইবে; আর আমার-আমাররূপ মমত্বের সঙ্কুচিত ক্ষুদ্রভাব বিনাশ করিয়া, উহাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিতে হইবে!—তখন বিশ্ব-প্রেমে উদ্ভাসিত ও উল্লসিত হইয়া মনে হইবে—'সকলি আমি, সকলি

* এ সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তি"..."আস্তে ভগ আসীনস্য উর্দ্ধাস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ শেতে নিপদ্যমানস্য ..চরৈব।"—যে পরিশ্রম করেনা অর্থাৎ কুঁড়ে, তার কখনও লক্ষী লাভ হয়না। যে বসে থাকে, তার ভাগ্যও বসে থাকে: দাঁড়ালে ভাগ্যও দাঁড়িয়ে উঠে, শুয়ে পড়লে ভাগ্যও ঝিমুতে থাকে; চলে বেড়ালে, ভাগ্যও চল্‌তে থাকে। ...চলতে চলতেই সূর্য্যের এত মহিমা!—অতএব এগিয়ে চল, চল। বিশেষতঃ শ্রমার্থক শ্রীবীজদ্বারা লক্ষ্মী প্রসন্না হন; অর্থাৎ ধনৈশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরূপা লক্ষী, শ্রমদ্বারা পরিতুষ্টা হন: আবার কালের অধিষ্ঠাত্রী কালীও, কর্ম্মবীজ ক্রীংদ্বারা অর্থাৎ কালের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহারদ্বারা পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন।

আমার'; এজন্য জীব-জগতের সকল বস্তুই আমার নিকট **প্রিয়**—সকলি আত্মার, এজন্য উহা **প্রিয়তর**—সকলি ভগবানের বা মায়ের—তাই উহা **প্রিয়তম**!!—এই পরম প্রেমময় ভাব লাভের জন্যই সর্ব্বাভীষ্ট পূরণকারিণী মায়ের নিকট সমাধি-বৈশ্যের প্রার্থনা!—(১৬-১৮)

দেব্যুবাচ ॥১৯

স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্ ॥ ২০
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥২১
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ ॥২২
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভুবি ভবিষ্যতি ॥২৩
বৈশ্যবর্য্য ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ ॥২৪
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥২৫

মাতৃ-বাণী। [দেবী বলিলেন]—অল্পদিনেই তুমি শত্রুগণকে বধ করত, স্বীয় রাজ্যলাভ করিয়া উহা অস্খলিতভাবে ভোগ করিতে পারিবে এবং এই দেহান্তে সূর্য্যদেব হইতে জন্ম লাভ করিয়া, তুমি পৃথিবীতে সাবর্ণি নামক মনু বলিয়া বিখ্যাত হইবে। হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ তুমি আমার নিকট যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা প্রদান করিতেছি—তোমার ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্ সিদ্ধ হইবে; অর্থাৎ তুমি নির্ব্বাণ-মোক্ষ লাভ করিবে!—(১৯-২৫)

তত্ত্ব-সুধা। জগন্মাতা পরিতুষ্টা হইয়া রাজা সুরথকে ইহকালে নিষ্কণ্টক রাজ্য এবং পরকালে ভাবী সাবর্ণি মনুত্ব বা মহামানবত্ব প্রদান করিলেন—ঐহিক ভোগ-সুখ বা ঐশ্বর্য্য এবং সকামভাবে স্বর্গ-সুখ প্রার্থনা করিয়া শরণাগত হইলে, জগদম্বা মা, উহা আরও উচ্চতরভাবে পরিপূরণ করেন, ইহা রাজা সুরথের বরপ্রাপ্তিরূপ কৃপাতে বিশেষরূপে অভিব্যক্ত। মা ভক্তকে স্বরাজপ্রাপ্তির বর প্রদান করিলেন—ইহার

বহিরঙ্গ ভাব ব্যতীত, অন্তরঙ্গ ভাবটী এই—সিদ্ধ সাধক অতঃপর ষড়রিপু, মন ও ইন্দ্রিয়াদির উপর একাধিপত্য লাভ করিবেন এবং তাঁহার আত্মভাব বা ভগবৎভাব হইতে কখনও বিচ্যুতি হইবেনা—ইহাই মন্ত্রোক্ত অস্খলিত **অধ্যাত্ম-স্বরাজ** লাভ !!

সাংসারিক ত্রিতাপ-জ্বালাতে বিব্রত হইয়া ভগবৎ চরণে শরণাগত হইলে, কিম্বা দুঃখ-মোচনের জন্য নিয়ত প্রার্থনা করিলে, স্বাভাবিক ভাবেই ভগবানকে পরিচিন্তন করা হয়—ইহাতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হইতে থাকে। অতঃপর বৈষয়িক দুঃখ মোচন হইলে, ভগবানের প্রতি একটা স্বাভাবিক টান বা অনুরক্তি জন্মে—উহাই ক্রমে ভক্তিতে পরিণত হইয়া মুক্তি আনয়ন করে। এজন্য সকাম প্রার্থনাতেও বিশেষ সার্থকতা আছে—তাই অর্গলা স্তবে "রূপং দেহি জয়ং দেহি" প্রভৃতি উক্তিতে উহার নিষ্কাম আভ্যন্তরীন্ ভাবটী অন্তর্নিহিত রাখিয়া, ঋষি সকামভাবাপন্ন ভাষাই উহাতে প্রয়োগ করিয়াছেন! কেননা জগতের অধিকাংশ লোকই সকামভাবাপন্ন; এজন্য সকামীগণকে প্রথমতঃ বৈষয়িক ভাবের মধ্যদিয়া আকর্ষণ করত, পরিশেষে পরমার্থ দানে কৃতার্থ করাই মায়ের উদ্দেশ্য।

জগন্মাতা নিষ্কামী ভক্তকে, ব্রহ্মজ্ঞান বা কৈবল্য মুক্তির বর প্রদান করিলেন—এইরূপে মোক্ষাকাঙ্খী সাধক, জীবন্মুক্তি লাভ করিলেন। মনোনাশ, অবিদ্যানাশ এবং তত্ত্বজ্ঞানোদয়—এই তিনটী ভাব জীবন্মুক্তের প্রধান লক্ষণ। (১) বাসনাক্ষয় এবং সঙ্কল্প-বিকল্প লয়ের নাম, **মনোনাশ**; (২) জীবমায়া অবিদ্যার কার্য্য প্রধানতঃ চারিটী, যথা—অনিত্যতে নিত্যবুদ্ধি, অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, অসুখেতে সুখবুদ্ধি এবং অনাত্ম-বিষয়ে আত্ম-বুদ্ধি; অবিদ্যাবিজৃম্ভিত এইসকল ভ্রান্তি নিরসনপূর্ব্বক সত্য বিকাশের নাম, **অবিদ্যানাশ**। (৩) পঞ্চবিধ দুঃখ বা ক্লেশ নাশ

করত, প্রকৃতির চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অনুলোম ভাব (জীবভাব) এবং বিলোম ভাব (ঈশ্বরভাব) এবং গুণাতীত পরম ভাব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করাই তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়। মোটকথা দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব এবং ভগবত্তত্ত্ব প্রভৃতি পরমতত্ত্বাদি বিষয়ে মাতৃকৃপায় গুরুকৃপায় বা ভগবৎকৃপায় সম্যক্‌রূপে জ্ঞানলাভ করাই—ব্রহ্মজ্ঞান-সংসিদ্ধি!! এই অবস্থায় জীবন্মুক্ত সাধক, বিষয়ের অনিত্যতা বিচারের পরিবর্ত্তে উহাতে শক্তিময় ভগবৎ সত্তা বা অধিষ্ঠান দর্শন করিতে থাকেন! সমষ্টিভাবে জগৎলীলাটী যেমন ভগবানের সচ্চিদানন্দময় বহিরঙ্গ ভাব, সেইরূপ জীব-দেহটীও ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাকৃত এবং ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গীভূত একটী ক্ষুদ্র লীলা-নিকেতনরূপে প্রতিভাত হয়—এইরূপে জীবন্মুক্ত সাধক অনুভব করেন—এই মানব-দেহও তাঁহারই আনন্দের জন্য সৃষ্ট, তাঁহারই আনন্দ-বিধানের জন্য কর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিত বা স্থিত, আবার তাঁহারাই মহান্ ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য যথাকালে বিলয়প্রাপ্ত! সুতরাং এই [illegible]টো, আমার ক্ষুদ্র দেহ-যন্ত্র লইয়া ভগবান যাহা ইচ্ছা করুন না কেন, যে [illegible]লা ইচ্ছা তাহাই তিনি খেলুন না কেন, তাহাতেই আমার পরিতৃপ্তি, আ[illegible] আনন্দ! * আমার ক্ষণস্থায়ী জীবন-কুঞ্জে তাঁহার ইচ্ছাকে রূপ দে[illegible] কিম্বা তাঁহার প্রেমানন্দের ভাব ফুটাইয়া তুলাই আমার একমাত্র সাধ[illegible]

* এতৎসহ জনৈক তত্ত্বদর্শী ভক্তের প্রার্থনা উল্লেখযোগ্য। ভক্ত, ভগবানকে বলিতেছেন— 'হে ভগবন্! আমাকে ক্রমাগত ভব-নাট্যমঞ্চে অভিনয় করিতে পাঠাইতেছ; এইরূপে আমি চৌরাশী লক্ষ বার বিভিন্নরূপে অভিনয় করত, তোমারই ইচ্ছা পরিপূরণ করিয়া আসিতেছি! সুতরাং যদি আমি সংসার-নাট্যে ভালরূপে আমার পাঠ বা অভিনয় সম্পন্ন করিয়া থাকি, তবে তোমার শ্রীপাদপদ্ম আমাকে পুরস্কারস্বরূপ দান কর! আর যদি আমি যথাযথ অভিনয় করিতে অক্ষম হইয়া থাকি, তবে এই অযোগ্যকে ভব-নাট্যে আর আনিওনা এবং ইহার যাতায়াত চিরতরে বন্ধ করিয়া দিও।"

কর্ত্তব্য !—ইহাই মানব-জীবনে বিশুদ্ধ গোপীভাব এবং চণ্ডীর সংসিদ্ধি !!

মার্কণ্ডেয় উবাচ ॥২৬

ইতি দত্ত্বা তয়োর্দেবী যথাভিলষিতং বরম্।
বভূবান্তর্হিতা সদ্যো ভক্ত্যা তাভ্যামভিষ্টুতা ॥২৭

এবং দেব্যা বরং লব্ধ্বা সুরথঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ॥২৮
সূর্য্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ * ॥ ক্লীঁ ওঁ॥২৯

ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে সুরথ-বৈশ্যয়োর্ব্বর-প্রদানোনাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ। **শ্লোক** সংখ্যা—১৭½; **মন্ত্র**সংখ্যা—২৯ ; [সমগ্র দেবীমাহাত্ম্যের শ্লোকসংখ্যা—৫৭৮ ; মন্ত্রসংখ্যা—৭০০]

সত্য বিবরণ। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—এইরূপে দেবী তাঁহাদিগকে অভীষ্ট বর প্রদান করত, সুরথ ও সমাধি কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক সংস্তুত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ সুরথ এইরূপে দেবীর নিকট বর লাভপূর্ব্বক, সূর্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভবিষ্যতে সাবর্ণিনামক মনু হইবেন॥ ২৬-২৯

তত্ত্বসুধা। দেবীর বর লাভ করিয়া ভক্ত সাধকদ্বয় কৃতার্থ হইলেন, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য চিরতরে উপশমিত হইল—বাসনার উচ্ছ্বাস মাতৃকৃপায় স্তম্ভিত হইয়া আত্ম-রাজ্য বা **স্বরাজ** প্রতিষ্ঠিত হইল। **ক্ষত্রিয়**-জীবনে বল-বীর্য্যই প্রধান সহায় ও আশ্রয়—এই সুনিয়ন্ত্রিত বল-বীর্য্যদ্বারাই ক্ষত্রিয়গণ বহির্জ্জগতে এবং অন্তর্জ্জগতে আত্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন—"ক্ষদতি রক্ষতি জনান্ ইতি ক্ষত্রিয়ঃ" অর্থাৎ জনসাধারণকে নিজ শক্তিদ্বারা রক্ষা করেন, এজন্য

---

* মতান্তরে শেষ দুই লাইনে এক শ্লোক [সংখ্যা -২৮] উহা দুইবার পাঠ করার নিয়ম, এজন্য উহাতেও মোট শ্লোক সংখ্যা হয়—২৯

নাম ক্ষত্রিয়। কিম্বা—"ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইতি ক্ষত্রিয়ঃ"—ক্ষত বা দুঃখ হইতে ত্রাণ করিতে সক্ষম, এজন্য নাম ক্ষত্রিয়। রাজা সুরথের ক্ষত্রিয় নাম ধারণ আজ মাতৃ-কৃপায় সার্থক ও পূর্ণরূপে সাফল্য-মণ্ডিত হইল—তিনি সত্তালাভে **শান্ত**, জ্ঞান ও চৈতন্যলাভে **দীপ্ত** ও উৎসাহিত, এবং আনন্দলাভে পরম **প্রীত** হইয়া বীর্য্যবান ও প্রতাপবান-রূপে প্রতিভাত হইলেন!—তাই ঋষি মন্ত্রে তাঁহাকে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করিলেন এবং তিনি যে মাতৃকৃপায় মানব-জাতির সর্ব্ববিধ কল্যাণকারী মনু বা মহামানব হইবেন, তাহাও বিঘোষিত করিয়া, তাঁহাকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্যের সপ্তশত মন্ত্ররাজি ব্রহ্মময় মাতৃময়, তত্ত্বময় ভাবময় ও শক্তিময় **মহামালা**স্বরূপ!! মালা জপ করিতে করিতে মালার ফের বা আবর্ত্তন একবার শেষ হইলেই, পুনরায় প্রথম মালাটী কিম্বা গ্রন্থি স্থানীয় মধ্যবর্ত্তী সাক্ষী দানাটী সাক্ষীরূপে উপস্থিত হয়—এখানে সপ্তশতী মহা-**মন্ত্র** মালাতেও, উপরোক্ত আদি ও শেষ শব্দদ্বয় (সাবর্ণিঃ মনুঃ) সাক্ষীরূপে বিরাজিত। জপের মালাতে সাক্ষী দানাটী দুইবার স্পর্শের ন্যায় কাত্যায়নী তন্ত্র, দেবী-মাহাত্ম্যের শেষ মন্ত্রাংশ "সাবর্ণির্ভবিতা মনুঃ" উক্তিটীও দুইবার পাঠের ব্যবস্থা দিয়াছেন—ইহাতেও উপরোক্ত মালার ন্যায় মন্ত্রের সাক্ষীভাবটী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপে চণ্ডী-সাধক মহাশক্তির কৃপাতে শক্তিতত্ত্ব ও শক্তি-জ্ঞান লাভ করত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র **আনন্দের** প্রতিষ্ঠা করিলেন!—অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদিকে সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্র এক অখণ্ড সমরস সচ্চিদানন্দ-ময় পরমাত্মা পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত, এই সত্যময় জ্ঞানময় এবং আনন্দময় পরমভাব সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিয়া, সাধক সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন!!—(২৬-২৯)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—প্রথম ও মধ্যম খণ্ডে দেখান হইয়াছে যে, দেবী-মাহাত্ম্যের প্রথম চরিত্র—সত্ত্বগুণের অন্তর্ম্মুখী লীলা এবং আসুরিক ভাবসমূহের স্থূল অবস্থা; মধ্যম চরিত্র—রজোগুণের অন্তর্ম্মুখী বিকাশ এবং আসুরিক ভাবের সূক্ষ্ম অবস্থা; উত্তম চরিত্র—তমোগুণের অন্তর্ম্মুখী প্রলয় লীলা এবং আসুরীভাবের কারণময় অবস্থা। এখানে **উত্তম চরিত্রে** ঐ সকল ভাব, দেবগণের মধ্যে, জগন্মাতাতে, শুম্ভ-নিশুম্ভ মধ্যে এবং সাধক-চিত্তে কিরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা অতি সংক্ষেপে এখানে প্রদর্শন করা হইল। **দেবগণপক্ষে**—কারণময় **তামস** লক্ষণ—কারণরূপী অসুরগণকে মহাকারণরূপিণী মহামায়ার সহায়তা ব্যতীত, নিজ নিজ কামনামূলক গর্ব্বিত ভাবসহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজয়। **রাজস** লক্ষণ—মাতৃশক্তিগণের সৃষ্টি ও তাঁহাদিগকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ। **সাত্ত্বিক** লক্ষণ—অপরাজিতা মাকে স্মরণ, পুনঃ পুনঃ স্তব, দেবী দর্শন ও আত্ম-নিবেদনাদি। **জগন্মাতা পক্ষে**—কারণময় **তামস** লক্ষণ—নব-শক্তিকে নিজ মহাকারণময় দেহে বিলয় করা। কারণময় **রাজস** লক্ষণ—দেহ-কোষ হইতে কৌষিকী দেবীর সৃষ্টি; ক্রোধময় ভ্রুকুটী হইতে কালিকা দেবীর আবির্ভাব; সিংহবাহিনীরূপে শক্তিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধ-লীলাদি। **সাত্ত্বিক** লক্ষণ—লোকশিক্ষা-হেতু জাহ্নবী-জলে স্নানের *অভিলাষ; শরণাগত ও ভীত দেবগণের প্রতি অভয় বাণী; নিরালম্বপুরে যুদ্ধ-বিলাস। **শুম্ভ-নিশুম্ভপক্ষে**—**তামস** লক্ষণ—দেবগণের যজ্ঞভাগ হরণ, দেবী দর্শনের পরম সৌভাগ্য

*প্রচলিত একটী প্রবচন আছে—"গঙ্গা-স্নানে গঙ্গাস্নান, নদী-স্নানে আধা। পুকুর-স্নানে যেমন তেমন, কূপ-স্নানে গাধা॥" অর্থাৎ গঙ্গার সুপবিত্র ও উপকারী জলে স্নান করাই প্রকৃত স্নান। নদীতে বা স্রোত-জলে স্নান করিলেও, গঙ্গাস্নানের অর্দ্ধেক উপকার লাভ হয়। আর পুষ্করিণীতে ডুব দিয়া স্নান করিলেও, উহাদ্বারা কতক উপকার হয়, কিন্তু কূপ-স্নানে বা পাত্রে সংরক্ষিত সামান্য জলদ্বারা কাক-স্নানবৎ স্নান করিলে, প্রকৃত স্নানের উপকারিতা লাভ হয় না।

লাভ করিয়াও ভ্রান্তিময় মায়িক অভিলাষ। **রাজস** লক্ষণ—ত্রিলোকের দিব্য ঐশ্বর্য্যসমূহ ভোগের জন্য একত্রে সমাবেশ করা; ঐশ্বর্য্যমদে [illegible] হইয়া দেবীকে স্ত্রীরূপে পাইবার জন্য কাম-কামনা; যুদ্ধে অধ্যবসায়সহ সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন। **সাত্ত্বিক** লক্ষণ—দিব্য সৌন্দর্য্যভূষিত নারী, ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যে যাঁহাকে পছন্দ করিবেন তাঁহাকেই বিবাহ করিতে পারিবেন, এরূপ ত্যাগময় প্রস্তাব; সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও লক্ষ্যবস্তুতে আদর্শ একতানতা; নিরালম্বপুরে শূন্যময় স্থানে দেবীসহ সুচিরকাল অবস্থিতি। **সাধকপক্ষে**—কারণময় **তামস** লক্ষণ—সংসারের অনিত্যতা নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াও ঘোর বিষয়াসক্তি; নিজ পঞ্চভৌতিক দেহটী 'অষ্টধা প্রকৃতির' নিজস্ব বস্তু হইলেও, উহাতে মোহময় আমি-আমার ভাব। **রাজস** লক্ষণ—নদী-পুলিনে ঐশ্বর্য্যময় দুর্গাপূজাতে রক্তদান, অধ্যবসায়সহ সাধন-প্রচেষ্টা বা কঠোর তপস্যা। **সাত্ত্বিক** লক্ষণ—ইষ্টদে[illegible] সাক্ষাৎকার, বরলাভ ও তৎকৃপায় সংসিদ্ধি কিম্বা বিশ্বময় সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতে পরমভক্ত হনুমানের ন্যায়* মহাশক্তিময় ভগবানের যুগলভাব দর্শন অনুভব ও প্রেমানন্দ লাভ।

উপসংহারে বক্তব্য—সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্যের **আধ্যাত্মিক, যৌগিক** এবং **দার্শনিক** ব্যাখ্যাবলী এইখানে শেষ হইল। যিনি আত্ম-মহিমায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক, তিনি এই সকল ব্যাখ্যাবলীর মধ্যে আপন ভাব পুষ্টির উপকরণসমূহ প্রাপ্ত হইবেন। এই গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বলা হইয়াছে যে, **আমিকে** বিশুদ্ধ করিয়া সচ্চিদানন্দ স্বরূপকে

---

*হনুমান নিজ বক্ষ চিড়িয়া সীতা রামের যুগল-মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। উহা জীব মাত্র বা পদার্থমাত্রেরই অন্তর্নিহিত সত্তা; কেননা ব্রহ্ম হইতে পরমাণু পর্য্যন্ত, সকলেই প্রকৃতি পুরুষময় শিব-শক্তিময় (বা সীতারামময়) এবং রাধাকৃষ্ণময়!!—ইহাই জ্ঞানী-কর্ম্মী ও ভক্তের পরম সাধ্য এবং প্রেমানন্দপ্রদ স্বরূপ দর্শন।

প্রতিষ্ঠা করাই দেবীসূক্ত এবং দেবী-মাহাত্ম্যের উদ্দেশ্য; আর এই উদ্দেশ্য লাভের উপায়—কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-যোগ সহকারে পূর্ণ **শরণাগতি** বা আত্ম-আহুতি। আমরা **প্রকৃতি**রূপিণী জগত-দেহেই অবস্থান করিতেছি—উহাও যে মাতৃ-কোল স্বরূপ! বিশেষতঃ আমরা আমার-আমার করিয়া নিয়ত যে আমিত্বের গরব করিয়া থাকি, সেই আমিটীও ত্রিগুণময় দেহরূপ মাতৃ-ক্রোড়েই সমারূঢ় বা অধিষ্ঠিত!—সুতরাং আমরা ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেকে জগদম্বা মহামায়া মায়ের কোলে চির আশ্রিত। মোহ এবং অজ্ঞানতাই আমাদিগকে **'কোলা'**রূপিণী মায়ের **কোল** হইতে বিচ্ছিন্ন করে—তাই অবিদ্যা প্রভাবে আমরা আত্ম-বিস্মৃত ও মাতৃ-বিস্মৃত হইয়া এই পরমতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনা। আমাদের জীব-ভাবাপন্ন **"আমিটী"** সাধারণ দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল বলিয়া অনুমিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা সেরূপ নহে—আমি অবিনশ্বর বা **নিত্য** —আমি চিরকাল ছিলাম, চিরকাল আছি এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল থাকিব; সুতরাং আমার আত্মময় নিত্য আমিটীও অপূর্ব্ব মহিমায় মহিমান্বিত! কেননা আমাতেও যে সেই প্রকৃতিরূপিণী মা এবং আত্মারূপী পরম পুরুষ চির-অধিষ্ঠিত!—তাই আমিও ব্যক্ত ও অব্যক্ত, গুণাশ্রয় এবং গুণময়, সাঞ্জন ও নিরঞ্জন; আবার আমিই নিত্য বোধস্বরূপ **আত্মা**, আরও কত কি মূকাস্বাদনবং বুঝাইবার ভাষা বা উপায় নাই! কেবল অসীম অনন্ত! অনন্ত!!—তাই সাধক গাহিয়াছেন—"চিন্তায় নাহিক মিলে পরম সে আমি। মায়া পরামর্শ শূন্য নিষ্কল সে ভূমা॥"

এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যতদূর আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে—আমরা **'আমি'** বলিতে যে অব্যক্ত চৈতন্যময় নিরাকার সত্তা অনুভব করি, তাহাও আত্মময়ী মা; আর **'আমার'** বলিতে দেহ, গেহ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, তাহাও প্রকৃতিরূপিণী মা!—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপেও মা, আবার ইন্দ্রিয়ের রূপ-রসাদি

বিষয় বা দ্রব্য-শক্তিরূপেও মা। এইরূপে পঞ্চভূত পঞ্চপ্রাণ পঞ্চ-তন্মাত্রা প্রভৃতি রূপেও মায়েরই অনন্ত অভিব্যক্তি!—প্রপঞ্চময় বিশ্বে দ্রষ্টারূপেও মা, দৃশ্যরূপেও মা, আবার দর্শনরূপেও শক্তিরূপিণী মায়েরই প্রকাশ—এমনি ধারায় আমরা সর্ব্বরূপা মায়ের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত! সুতরাং হে আনন্দরূপী অমৃতের অমর সন্তানগণ! অমৃতময়ী মায়ের কোলে চির-অধিষ্ঠিত, থাকিয়াও মায়িক অভিনয় বা নিরানন্দের খেলায় মুগ্ধ থাকা আর কর্ত্তব্য নহে—সর্ব্বত্র শক্তিময় ও আনন্দময় মাতৃলীলা উপলব্ধি করত, পরমরসে রসিক হইয়া প্রেমানন্দ-লাভে ধন্য ও কৃতার্থ হও!—ইহাই আসন্ন যুগ-ধর্ম্ম ও সাধনা !!

দেবী-মাহাত্ম্যের তত্ত্ব-সুধাময় ব্যাখ্যাবলী আশ্রয় করিয়া, যিনি জ্ঞানসাধক, তিনি শক্তিময় জ্ঞান-সমুদ্রের অতল তলে নিমজ্জিত হইয়া ব্রহ্মানন্দপ্রদ তত্ত্ব-রত্নসমূহ আহরণ পূর্ব্বক, বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞানময় দৃষ্টি সম্পাত করিতে সমর্থ হইবেন। যিনি যোগ-সাধন নিরত, তিনি ষট্‌চক্র-ভেদের অপূর্ব্ব তত্ত্ব ও বিস্তারিত রহস্যসমূহ অবগত হইয়া শক্তি-ময় কুণ্ডলিনীতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন করত, স্বরূপানন্দ লাভে ধন্য হইতে পারিবেন। যিনি সকাম কর্ম্মী, তিনি সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়াও ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার যথাযোগ্য পন্থা প্রাপ্ত হইবেন। আর যিনি নিষ্কাম-কর্ম্ম-সাধক তিনিও অনাসক্তভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক, সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিবেদন করার পরম কৌশল অবগত হইয়া পরমাত্মভাবে বিভাবিত হইবেন। আর যিনি ভক্ত, তিনিও দেবী-মাহাত্ম্যের অপূর্ব্ব স্তব-মালা জপদ্বারা পরাভক্তি লাভ করত, মাতৃভাবে বা ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া, রাসলীলায় পরমভাব ও চরম তত্ত্ব, দেবী-মাহাত্ম্যের চরিত্র-ত্রয়ে উপলব্ধি করত, পরমানন্দে পুলকিত হইবেন এবং মহাশক্তিময় ভগবানের চরণে প্রণত ও শরণাগত হইয়া ধন্য ও

কৃতার্থ হইবেন !—এইরূপে সর্ব্বশ্রেণীর সাধকের দেহ-রথের পরমাত্মাভি-মুখী বিজয়-যাত্রা, তত্ত্ব-সুধা পানে সার্থক হইয়া সকলতার বিমলতায় এবং উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে !—তখন তাঁহারা গুরুকৃপায় বা ইষ্ট-কৃপায় বিশ্ব-প্রেমে বিভাবিত হইয়া বিশ্ব-হিতে আত্মনিয়োগ করত **মহামানবত্ব** প্রাপ্ত হইবেন—তাঁহাদের কুল পবিত্র ও জনক-জননী কৃতার্থ হইবেন এবং তাঁহারা জীবন্মুক্ত ও অন্তিমে পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হইবেন !!

এক্ষণে, যাঁহার অসীম করুণা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে শত-ধারায় সতত উৎসারিত, যিনি অনন্ত ও অব্যক্তরূপা হইয়াও ভক্তের কাতর আহ্বানে দেহ-ধারণপূর্ব্বক সকলের অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন,—যাঁহার সমস্ত কার্য্যই জগন্মঙ্গলস্বরূপ ! **ব্রহ্মা** চারিমুখে বেদ-স্তুতিদ্বারা যাঁহার মহিমা কিছুমাত্র বর্ণনে অসমর্থ, **বিষ্ণু** অনন্তভাবে অনন্তমুখে সর্ব্বত্র যাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, **মহেশ্বর** পঞ্চমুখে স্তব করিয়াও যাঁহার অন্ত পান না ; যাঁহার বিচিত্র মহিমা এবং অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য-বর্ণনে বেদ-বেদান্ত ও উপনিষদাদির সৃষ্টি, যাঁহার অনন্ত তত্ত্বময় সিদ্ধান্ত পরিকল্পনায় এবং ঐশ্বর্য্য বর্ণনায় মহিমময় ষড়দর্শনের উৎপত্তি, যে **মহাশক্তির** গূঢ়-রহস্যাদি বিকাশে তন্ত্র শাস্ত্রাদির উদ্ভব, যাঁহার অনন্ত লীলা-বিস্তার এবং বিচিত্র চরিত্র প্রচারে অষ্টাদশ পুরাণ প্রকাশিত ও স্তব-মুখরিত, যোগী ঋষি আশ্রমী ও সন্ন্যাসীগণ যাঁহার স্বরূপ-ধ্যানে প্রেমানন্দ-ধারায় অভিষিক্ত, যিনি সাধক ভক্তগণের হিতার্থে ত্রিচরিত্র-সমন্বিত অপূর্ব্ব সাধন-কৌশল বিজড়িত মহারত্নস্বরূপ **চণ্ডীলীলা**-মাহাত্ম্য প্রকাশ করত, মর-জগতে অমরত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—ভক্তগণের কর্ণামৃতস্বরূপ যাঁহার অলৌকিক লীলামৃত পান করিলে, ভব-ব্যাধি দূর হইয়া অনায়াসে ভোগ, স্বর্গ এবং অপবর্গ লাভ হয়—সেই করুণা-পারাবারা ভক্ত-মনোহরা সর্ব্বরূপাধারা ভব-ভীতি-হরা প্রেমলীলা-বিস্তারা রসেন্দ্র-শেখরা রাস-রসিকা মহাপ্রেমিকা

যোগমায়া জগজ্জননী **ভগবতীর** অতুল রাতুল শ্রীচরণ-সরোজে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করত, তাঁহারই অমৃতস্রাবী লীলা বর্ণনা ও ব্যাখ্যার উপসংহার করিলাম। **ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ**।

ওঁ জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা॥ ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ ওম্॥

[চণ্ডী পাঠান্তে অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা]

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি!॥

যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া,
বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতম্।
তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ,
সঙ্কল্পসিদ্ধিস্তু সদৈব জায়তাম্॥

যন্মাত্রা-বিন্দুবিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনং,
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্ব্বং প্রসভকৃতিবশাদ্ ব্যক্তমব্যক্তমম্ব!।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেঽস্মিং-
স্তৎ সর্ব্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে! ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ॥

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে!।
প্রসাদং কুরু মে দেবি! দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে॥

প্রণাম—

ওঁ সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

পরিশিষ্ট

গীতা ও চণ্ডীর সমন্বয়।

গীতা ও **চণ্ডী** উভয় গ্রন্থেরই শ্লোক বা মন্ত্রসংখ্যা সপ্তশত, এজন্য উভয়কেই **"সপ্তশতী"** বলা হয় এবং উভয় গ্রন্থই ভগবান্ বেদব্যাস-কর্ত্তৃক প্রকাশিত; এইসকল বিষয়ে ভূমিকায় এবং প্রথমখণ্ডে কতক আলোচনা করা হইয়াছে; তথাপি এবিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, "গীতার পরবর্ত্তী অবস্থা চণ্ডী" —ইহা দ্বারা কেহ যেন এরূপ অনুমান্ না করেন যে, গীতার সমস্ত উপদেশগুলিই চণ্ডীতে পুনরায় বিস্তারিতভাবে দৃষ্ট হইবে; তবে কর্ম্ম-জ্ঞান ভক্তি ও যোগমূলক উপদেশসমূহের সারাংশ চণ্ডীতে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সহ সুন্দররূপে অভিব্যক্ত, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত যে সকল তত্ত্ব গীতাতে জটিল বা অস্পষ্ট, তাহাও চণ্ডীতে সুদৃষ্টান্তসহ সরল ও প্রাঞ্জলভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ আমাকে **প্রশ্ন** করিয়াছেন যে, গীতা, দ্বাপর যুগের শেষভাগে কথিত, আর চণ্ডী বা দেবী-যুদ্ধ সত্যযুগে বা গীতা-যুগের বহু পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত, সুতরাং চণ্ডী, গীতার পরবর্ত্তী বা পরিপূরক অংশ বলা যায় কিরূপে?—এ প্রশ্ন সমীচীন এবং অতি সঙ্গত; কিন্তু ইহার সমাধানও খুব কঠিন নহে। এবিষয়ে যৎ কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক; চণ্ডী অনাদিকাল হইতে আচরিত কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি সমন্বিত অপূর্ব্ব মিলন-গ্রন্থ—ইহাতে ভগবান ও ভগবতীর বীর্য্যময় লীলা-

নন্দের সহিত শরণাগতিমূলক বিচিত্র তত্ত্ব ও ভাবসমূহের অপূর্ব্ব সমন্বয় সংসাধিত হইয়াছে; বেদ-বেদান্তসম্মত গুণকীর্ত্তন ও প্রণামাদি দ্বারা ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুখরিত ও ঝঙ্কৃত!—এই অমূল্য গ্রন্থে, একাধারে চৈতন্যময় মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে ভুক্তি ও মুক্তিলাভের উপায় উদ্ঘাটিত;—আত্মভাব ও পরমাত্মভাবও ইহাতে সমুজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত!! সুতরাং অনাদিকাল হইতে **চণ্ডী,** জ্ঞানী কর্ম্মী যোগী ও ভক্তগণের নিকটে বিশেষরূপে বরণীয় ও আদরণীয় হইয়া আসিতেছে। সত্য ত্রেতা প্রভৃতি বিশিষ্ট যুগে ভগবানের অস্তিত্বে এবং তাঁহার লীলা-বিলাসাদিতে আত্যন্তিক **বিশ্বাস** থাকা হেতু, ভগবান এবং ভগবতীতে শরণাগতি-মূলক ভাবরাশি তৎকালীন সমাজে স্বাভাবিক এবং সার্ব্বভৌমিকরূপেই বিদ্যমান ছিল; সেকালে শরণাগত হইবার জন্য নূতন করিয়া উপদেশ বা শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন হইত না; এজন্য সেই সেই যুগবাসীদের নিকটে চণ্ডীও স্বাভাবিক নিত্য-ব্যবহার্য্য অতুলনীয় গ্রন্থরূপে আচরিত হইত। তৎপর দ্বাপরযুগের শেষে, ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ,** মর্ত্ত্য-ধামে নানাবিধ লীলা প্রকট করিয়া একশত পঁচিশ বৎসর বয়সে নিত্যধামে গমন করিলেন; তাঁহার তিরোধানের সময় হইতেই কলিযুগ আরম্ভ হইল। কলিযুগের মানবগণ যে ঘোর অবিশ্বাসী, নাস্তিক এবং স্বেচ্ছাচারী বা পাপাচারী হইবে এবং তৎকালে যে ভগবৎ শরণাগতির বিশেষ অভাব হইবে, তাহা শাস্ত্রকারগণ বহু পূর্ব্বেই অবগত হইয়া, উহা শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

কলির জীবের মঙ্গলের জন্যই ভগবান **বেদব্যাস**রূপে আবির্ভূত হইয়া বিবিধ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরম করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কলির পতিত মানবগণকে কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ও যোগমূলক শরণা-গতির ভাব শিক্ষা দিবার জন্যই, স্বয়ং শ্রীমুখে গীতারূপ অমৃত প্রদান

করিয়াছেন!—গীতার উপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া **শরণাগতির** জন্ম প্রস্তুত হইলেই, সাধক-চিত্তে অপূর্ব্ব শক্তিময় ও রহস্যময় চণ্ডী-তত্ত্বের বিকাশ হইয়া থাকে; সুতরাং শরণাগতির আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাদ্বারা সাধকগণকে **চণ্ডীতত্ত্ব** আস্বাদনের উপযোগী করাও গীতার একটী অন্যতম উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। গীতা ও চণ্ডীর পরস্পর অপূর্ব্ব সম্বন্ধ এবং ভাবের ক্রমবিবর্ত্তন বা বিকাশ উপলব্ধি করিতে পারিলে, আনন্দে ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হইবে!—মোটকথা গীতার ভগবৎ উপদেশসমূহই, **ভাবময়** মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক চণ্ডীতে সুবিকশিত;

অথবা চণ্ডীর ভাবময় মূর্ত্তিসকলকে বিশ্লেষণ করিয়াই, মহাশক্তিময় ভগবান গীতারূপ অমৃতের সৃষ্টি করিয়াছেন!

প্রাচীন যুগে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ **সমাধির** অবস্থায় যে সকল নিত্য-ভাবাপন্ন বিশিষ্ট মূর্ত্তি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেইসকল প্রধান মূর্ত্তিকে তাঁহারা তাঁহাদের অপূর্ব্ব তপস্যা এবং যোগবল-প্রভাবে **বীজমন্ত্র**রূপে পর্য্যবসিত করিয়া গিয়াছেন! বিকশিত বৃক্ষকে যদি কোনরূপে বীজমধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট করাইয়া দিতে কেহ সক্ষম হন, ইহা যেমন অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, সমাধিতে উপলব্ধ বিশিষ্ট দেবদেবীর মূর্ত্তিদ্বারা বীজমন্ত্র সৃষ্টি করাও, সেইরূপ অদ্ভুত শক্তি এবং যোগবলের পরিচায়ক। এইসকল বীজমন্ত্র হইতে যেমন ঋষিগণ দৃষ্ট তৎ তৎ দেবদেবীগণের আবির্ভাব সম্ভবপর হয়, সেইরূপ গতানুগতিক্ বা ধারা-বাহিক নিয়মে, বীজমন্ত্র এবং তৎ প্রতিপাদ্য দেব-দেবীর অচ্ছেদ্য নিত্য সম্বন্ধের ন্যায়, **গীতা** ও **চণ্ডী**—পক্ষান্তরে চণ্ডী ও গীতা, পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং অচ্ছেদ্য নিত্য-সম্বন্ধযুক্ত!—গীতা-সাধনায় সম্যক্ অগ্রসর হইলে, তথায় চণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধনা, স্বতঃই অভিব্যক্ত হইয়া, সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধি বা মুক্তি প্রদান করিবে; আবার চণ্ডী-

সাধকের পক্ষেও গীতার অমৃতময় উপদেশাবলীর প্রয়োজনীয়তা এবং কার্য্যকারিতা অপরিহার্য্য।

গীতা ও চণ্ডীর **কালাকাল** বিতর্কে, আরও একটী প্রণিধানযোগ্য বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে। গীতা শুধু দ্বাপর যুগের শেষেই কথিত হয় নাই; ইহা বহু পূর্ব্বে মর্ত্ত্য-লোকে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমেই ভগবান শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"এই অব্যয় যোগ-কথা আমি পূর্ব্বে বিবস্বতকে বলিয়াছিলাম, তিনি নিজ পুত্র মনুকে উহা বলিয়াছিলেন, মনু (নিজ পুত্র) ইক্ষ্বাকুকে উহা বলিয়াছিলেন, এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ-বৃত্তান্ত, রাজর্ষিগণ জানিয়াছিলেন" সুতরাং চণ্ডীর ন্যায়, গীতাও প্রাচীনকালে ভগবৎ উপদেশরূপে প্রচারিত ছিল; চণ্ডীর অগ্র-পশ্চাৎ বা কালাকাল নির্ণয় সমস্যাতে, ইহাও একটী প্রণিধানযোগ্য অতি উত্তম **সমাধান**!

গীতার সাধনাবলী—বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে—ইহার অষ্টাদশ অধ্যায়ে, অষ্টাদশ প্রকার সাধনার ক্রম-পদ্ধতি বা **স্তর** অতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে; ইহার আভাস মাত্র অধ্যায়ক্রমে এখানে অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করা হইতেছে। গীতার **প্রথম অধ্যায়ে** বা সাধনার আদি স্তরে—'অহং মমেতি' বা 'আমি-আমার'রূপ সঙ্কীর্ণতায় মোহিত মানব, ভোগাসক্তি এবং ত্যাগ-বৈরাগ্যের সন্ধিস্থলে উপনীত হইলে, প্রথমে নীতিপরায়ণ হইয়া থাকেন; ক্রমে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া হিংসাত্মক কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করেন এবং সংসার-লীলায় ত্রিতাপ তাপে দুঃখিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও বিষাদগ্রস্ত হন। তৎপর **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** বা স্তরে সদ্গুরু বা সৎশাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সাধক আত্মাতে বা আত্ম-জ্ঞান লাভের জন্য আকৃষ্ট হন; এইরূপে **তৃতীয়** অধ্যায়ে বা স্তরে—সাধনারূপ কর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করেন।

অতঃপর **চতুর্থ** অধ্যায়ে বা স্তরে—সাধক, কর্ম্মে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ করেন; ক্রমে **পঞ্চম** অধ্যায়ে বা স্তরে—বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া তিনি কর্ম্ম-বেগ বা কর্ম্ম-স্রোতের চাঞ্চল্য নিরোধ করিতে থাকেন; এইরূপে **ষষ্ঠ** অধ্যায়ে বা স্তরে—সাধক, অভ্যাস-যোগে স্থির ধীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, ধ্যান-যোগে প্রবিষ্ট হন। তৎপর **সপ্তম** অধ্যায়ে বা স্তরে—ধ্যান-যোগে তন্ময়তা লাভ করিয়া, তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানবিদ্‌রূপে প্রতিভাত হন; অনন্তর **অষ্টম** অধ্যায়ে বা স্তরে—সাধক, পুনর্জ্জন্ম বা পুনরাগমন রহিত হইয়া অক্ষর-ব্রহ্ম বা তারক-ব্রহ্ম যোগাবস্থা প্রাপ্ত হন। এইরূপে ক্রমে **নবম** অধ্যায়ে বা স্তরে—তিনি রাজবিদ্যা লাভ করিয়া পরমাত্মায় জগদ্বিলাস প্রত্যক্ষ করত, রাজ-গুহ্যযোগে আরূঢ় হন; **দশম** অধ্যায়ে বা স্তরে—সেই সাধকের চিত্তে মহাশক্তিময় ভগবৎ বিভূতি সমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে; ক্রমে **একাদশ** অধ্যায়ে বা স্তরে—বিশুদ্ধতা হেতু তাঁহার চিত্তে ভগবৎ-লীলা বা জগৎ-রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া শক্তিময় বিশ্বরূপ দর্শন হইতে থাকে। অতঃপর **দ্বাদশ** অধ্যায়ে বা স্তরে—সাধক, ভক্তিযোগে সমারূঢ় হইয়া আত্ম-জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে থাকেন; এইরূপে **ত্রয়োদশ** অধ্যায়ে বা স্তরে—তিনি প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব প্রত্যক্ষ-ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন এবং **চতুর্দ্দশ** অধ্যায়ে বা স্তরে—গুণত্রয়ের স্বরূপও অবগত হন। ক্রমে **পঞ্চদশ** অধ্যায়ে বা স্তরে—সাধক, ক্ষর-অক্ষর এবং পুরুষোত্তম ভাবের পার্থক্য সাক্ষাৎরূপে অনুভব করেন; অতঃপর **ষোড়শ** অধ্যায়ে বা স্তরে—তিনি দেবাসুর সম্পদের মহাশক্তিময় মূলতত্ত্ব ও সাধন-রহস্য অবগত হন। ক্রমে **সপ্তদশ** অধ্যায়ে বা স্তরে—সাধক ত্রিগুণময় সর্ব্ববিধ শক্তি-লীলার তত্ত্ব ও গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হইয়া, **সত্যে** সুপ্রতিষ্ঠিত হন! অতঃপর **অষ্টাদশ** অধ্যায়ে বা স্তরে—তিনি সর্ব্ববিধ **জ্ঞান** লাভ করত,

মহাশক্তিময় ভগবানে শরণাপন্ন হন এবং পরিশেষে মোক্ষ-প্রাপ্তিতে **পরমানন্দ** লাভ করিয়া ধন্য হন !!—ইহাই সাধক-জীবনের চণ্ডীতোক্ত সাধনার অপূর্ব্ব **ক্রম-বিকাশ** !!!

এক্ষণে গীতার কতিপয় বিশিষ্ট ভাব বা **উপদেশ**, যাহা চণ্ডীতে মূর্ত্ত হইয়া সুবিকশিত হইয়াছে, এসম্বন্ধেও গীতার **অধ্যায়ক্রমে** অতি সংক্ষেপে কিছু **প্রদর্শন** করা হইতেছে। গীতার **প্রথম অধ্যায়ে**—অর্জ্জুনের বিষাদযোগ ; গীতার বিষাদ যোগ, চণ্ডীতে অতি বিষাদ যোগ-রূপে পরিস্ফুট, তাই রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্যকে ঋষি "অতি দুঃখিতৌ" বলিয়াছেন ; এবিষয়ে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। গীতার **দ্বিতীয় অধ্যায়ে**—গুরুত্বে বরণ এবং সাংখ্য-যোগ শ্রবণ। ত্রিতাপ তাপিত ভক্ত অর্জ্জুন দুঃখিত ও বিষাদ-গ্রস্ত হইয়া ভগবানরূপী জগদ্গুরুর শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন— "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"—"আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমায় শিক্ষা দাও"। তখন ভগবান, শিষ্য অর্জ্জুনকে প্রথমে আত্ম-জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। চণ্ডীতেও তীব্র বৈরাগ্য-যুক্ত অতি দুঃখিত রাজা সুরথ, মেধস মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক শরণাগত হইলে, জ্ঞান-গুরু ঋষি প্রথমে ভক্ত শিষ্যের জ্ঞানের অভিমান চূর্ণ করত ক্রমে শক্তিময় এবং কর্ম্মময় জগত-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া মহামায়া সম্বন্ধে বিশিষ্ট তত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সাংখ্যযোগ দ্বারা গীতার আত্মস্বরূপ লাভের কৌশল, চণ্ডীতে ব্যাপকভাবে বিবিধ উদাহরণের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত—দেবীসূক্তেও এবিষয়ে সুন্দর বিকাশ রহিয়াছে। দেহের অনিত্যতা এবং আত্মার নিত্যতা, চণ্ডীতে শুধু উপদেশে নহে, এখানে ভগবান এবং ভগবতী, যুদ্ধচ্ছলে স্বয়ং অনিত্য দেহ এবং অবিশুদ্ধ আসুরিক ভাব নাশ করিয়া, সর্ব্বত্র সত্যময় আত্ম-ভাবের

বিকাশ দেখাইয়াছেন এবং সাধককে আত্ম-রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গীতার "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং" শ্লোকটী, চণ্ডীতে "দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্" শ্লোকে আরও ব্যাপকভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গীতার এই অধ্যায়ে—"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" প্রভৃতি উক্তি দ্বারা ভগবান, ক্রোধ সম্বন্ধে ক্রম-বিকাশ দেখাইয়া, শেষে "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি" বলিয়া যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চণ্ডীতে উহার রহস্য নিশুম্ভ বধ-লীলাতে সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

গীতার **তৃতীয় অধ্যায়ে**—কর্ম্মযোগ, এখানে ভগবান বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ স্মরণ করে, সেই বিমূঢ়াত্মাকে কপটাচারী বলে"—এই উক্তিটী সুরথ এবং সমাধি চরিত্রের প্রথমাংশে অভিব্যক্ত; কেন না তাঁহারা তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া উভয়ে ঋষির প্রশান্তিময় আশ্রমে বাস করা সত্ত্বেও, তাঁহাদের চিত্তে বিষয়-চিন্তা প্রবল হইয়াছিল। "যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণকে সংবর্দ্ধিত কর এবং দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধনা করুন"—কর্ম্ম-যজ্ঞ সম্বন্ধে গীতার এই উক্তি, চণ্ডীতে দেবগণের অধিকার ভোগ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। গীতার উক্তি—"সকল প্রকার কর্ম্ম, প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে; কিন্তু অহংকার-বিমূঢ় ব্যক্তি আপনাকে ঐ সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া মনে করে"—এই অহং এর কর্ত্তৃত্ব বা অহমিকা বিনাশ করিয়া আত্ম-স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করাই চণ্ডীর অন্যতম সাধনা; ইহা এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে; বিশেষতঃ গীতার উক্ত শ্লোকটী রাজা সুরথের প্রাথমিক চিন্তারাশিতে সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে; আর ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই যে সকল কার্য্য করেন, ইহা চণ্ডীতে সার্ব্বভৌমিক ভাবে সবিস্তারে আলোচিত ও প্রমাণিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের

শেষভাগে—"কামের দুষ্পূরণীয়তা" আলোচনা পূর্ব্বক, সেই দুর্জ্জয় শত্রুকে বধ করিবার জন্য ভগবান, ভক্ত অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন; চণ্ডীতে উহা শুম্ভ-চরিত্রে বিভিন্ন ও বিচিত্র অবস্থার মধ্য দিয়া সুন্দররূপে মূর্ত্ত বা পরিস্ফুট হইয়াছে।

গীতার **চতুর্থ অধ্যায়ে**—জ্ঞানযোগ। এখানে ভগবান বলিয়াছেন —"আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া স্বীয় মায়াবশতঃ আবির্ভূত হই"—এই উক্তির সত্যময় উদাহরণ "চণ্ডী"—কেননা, ভগবান এবং ভগবতীর বিচিত্র অবস্থাযুক্ত তিনটী আবির্ভাব-লীলা ইহাতে সবিস্তারে বর্ণিত। গীতার অভয়বাণী—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—চণ্ডীতে ইহা জলন্ত ও মূর্ত্ত হইয়া শরণাগত ভক্ত সাধকগণকে সর্ব্ববিধ অনাত্ম-ভাব হইতে রক্ষা করত, তাঁহাদিগকে চতুর্ব্বর্গ প্রদানে ধন্য করিয়াছে। গীতার ব্রহ্মজ্ঞানময় উক্তি—"অর্পণ (যজ্ঞ-পাত্র) ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, হোমকর্ত্তা ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, প্রভৃতি উক্তিদ্বারা সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভাবে ভগবৎ বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা হইয়াছে; চণ্ডীতে— "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্" প্রভৃতি উক্তিদ্বারা গীতার ঐসকল ব্রহ্মজ্ঞানময় ভাবকে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করিয়া সরস, মধুময় ও আনন্দময় করা হইয়াছে। গীতাতে ভগবৎ উক্তি—"তত্ত্বদর্শীজ্ঞানীগণ তোমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানোপদেশ দিবেন, তুমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া, বিবিধ প্রশ্ন করিয়া এবং সেবা করিয়া জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিবে"—এই আদেশ এবং উপদেশ, চণ্ডীর **সুরথ-ঋষি** সংবাদে অভিব্যক্ত হইয়া পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গীতার উক্তি— "শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ"—ইহার সাক্ষাৎ জীবন্ত উদাহরণ চণ্ডীতে সমাধি বৈশ্যের পবিত্র চরিত্র!—তিনি বাহ্যপূজারূপ ভক্তিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মহাশক্তির সন্তোষ বিধান করত, একমাত্র

তাঁহার কৃপারূপ বরদ্বারাই জ্ঞান বা সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

গীতার **পঞ্চম অধ্যায়ে**—কর্ম্ম-সন্ন্যাস যোগ। এখানে ভগবৎ উক্তি—"কর্ম্ম-ত্যাগ এবং কর্ম্ম-যোগ উভয়ই মুক্তির কারণ, তন্মধ্যে কর্ম্ম-ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম-যোগই উৎকৃষ্ট"। "জ্ঞান-নিষ্ঠ সন্ন্যাসীরা যে পদ লাভ করেন, কর্ম্ম-যোগীরাও সেই পদ প্রাপ্ত হন", চণ্ডীতে ইহার সুদৃষ্টান্ত বিরাজিত—রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য, তীব্র বৈরাগ্য-যোগে কর্ম্মত্যাগ করিলেও, ঋষি পুনরায় তাঁহাদিগকে কর্ম্মময় সাধনায় নিযুক্ত করিয়া, কর্ম্ম-যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন; আর সমাধি বৈশ্য যে কর্ম্মময় অনুষ্ঠান দ্বারা জ্ঞানময় সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহাতেও কর্ম্ম-যোগের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গীতার **ষষ্ঠ অধ্যায়ে**—অভ্যাস যোগ। এখানে ভগবৎ উক্তি—"প্রশান্ত-চিত্ত নির্ভীক্ সাধক, ব্রহ্মচারী-ব্রতপরায়ণ হইয়া, মনকে সংযত করিবেন এবং মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া যোগযুক্তভাবে অবস্থান করিবেন। এই প্রকারে সদা মনঃসংযম অভ্যাসকারী যোগী, নির্ব্বাণময় পরমা শক্তি সমন্বিত আমার সারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন"—এই উপদেশের অনুরূপ সাধনা, চণ্ডীতে সুরথ-সমাধির চরিত্রে পরিদৃষ্ট হয়; তাই চণ্ডীর মন্ত্রে আছে—"নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ"। গীতাতে অভ্যাস-যোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ—"সর্ব্বত্র সমদর্শী ও সমাহিত-চিত্ত যোগী আত্মাতে সর্ব্বভূত এবং সর্ব্বভূতে একমাত্র আত্মার অবস্থিতি দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি আমাকে বিশ্বের সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) সন্দর্শন করেন এবং আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত এরূপ দর্শন করেন, আমি তাঁহার নিকট অদৃশ্য হইনা এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হননা।" গীতার এই আত্মময় এবং পরমাত্মময় উপদেশ, চণ্ডীতে নানাপ্রকার লীলানন্দের মধ্য দিয়া সর্ব্বত্র অনুস্যূত এবং সুবিকশিত।

গীতার **সপ্তম অধ্যায়ে**—জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ। এখানে ভগবান বলিয়াছেন—"ভূমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার, আমার এই প্রকৃতি আটভাগে বিভক্ত; এই প্রকৃতি অপরা, ইহা ভিন্ন আমার জীবভূতা পরা প্রকৃতি আছে, যাহা এই জগৎ ধারণ করিতেছে।"—চণ্ডীতে এই পরা এবং অপরা প্রকৃতি উজ্জল দৃষ্টান্তের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিরূপে আবির্ভূতা হইয়া লীলানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন; পরিশেষে সমস্ত অপরাশক্তিসমূহ পরা প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া, মহাশক্তির অদ্বিতীয় মহিমা বিঘোষিত করিয়াছেন। গীতার '**বুদ্ধিমান**দিগের মধ্যে আমি বুদ্ধি' এই উক্তি চণ্ডীতে আরও ব্যাপকত্ব প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রধ্বনি উত্থিত হইয়াছে—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু **বুদ্ধি**রূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥" গীতাতে ভগবৎ উক্তি—"আমার এই দৈবী গুণময়ী মায়া নিশ্চয়ই দুরতিক্রম্যা"—চণ্ডীতে গুণময়ী এবং গুণাতীতা মহামায়ার লীলা, তত্ত্ব এবং রহস্য সমস্তই উদ্ঘাটিত, তাই দেবগণ মাকে স্তব করিয়াছিলেন—"গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণী নমোঽস্তু তে"। গীতার আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার সাধকের বিবরণ, চণ্ডীতে দৃষ্টান্তদ্বারা অভিব্যক্ত। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের শেষদিকে ভগবান বলিয়াছেন—"আমি **যোগমায়ায়** আবৃত বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ নহি"—যোগমায়ার এই আবরণ-শক্তি বিষ্ণুরও 'যোগনিদ্রা'রূপে ক্রিয়াশীলা! এবিষয়ে চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

গীতার **অষ্টম অধ্যায়ে**—অক্ষর ব্রহ্মযোগ। এখানে ভগবান বলিয়াছেন—"অনন্যমনে যিনি আমাকে প্রতিদিন নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগীর পক্ষে আমি অতি সুলভ।" "জীবসকল যাঁহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে, যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন,

সেই পরপুরুষকে ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়।" মহাশক্তিময় ভগবানের এইসকল জ্ঞানভক্তিময় উক্তি চণ্ডীতে সুবিকশিত ও জীবন্ত হইয়া নানাপ্রকারে জীবজগতের মঙ্গলসাধন করিয়াছে, করিতেছে এবং করিবে!—দেবগণ ঋষিগণ এবং সুরথ-সমাধি প্রভৃতি সকলেই ভক্তিবলে দেবদর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ!—চণ্ডীতে ভগবান এবং ভগবতী যথাযথ-ভাবে শরণাগত ভক্তগণের দুঃখ দূর করত, অভীষ্ট পরিপূরণ করিয়া-ছিলেন। গীতার ক্ষর, অক্ষর, অধ্যাত্ম, অধিদৈব প্রভৃতি তত্ত্ব, চণ্ডীতে দৃষ্টান্তমধ্যে সুবিকশিত। গীতার **নবম অধ্যায়ে**—রাজবিদ্যা রাজগুহ্য-যোগ। এখানে ভগবান বলিয়াছেন—"অব্যক্ত মূর্ত্তিতে আমি এই সমস্ত জগত ব্যাপিয়া আছি" "প্রলয়কালে সকল জীবই আমার (ত্রিগুণময়ী) প্রকৃতিতে বিলীন হয়"। "আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির বশে অবশ এই ভূতসকলকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি।" প্রকৃতি-রূপিণী মহামায়ার এইসকল তত্ত্ব, চণ্ডিতে শ্রদ্ধাভক্তি দ্বারা রসময় হইয়া লীলারূপে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। গীতার উক্তি—"রাক্ষসী আসুরী ও মোহিনী প্রকৃতিতে আশ্রয়কারী বিক্ষিপ্তচিত্ত মূঢ় ব্যক্তিগণ, সর্ব্বভূতের ঈশ্বররূপী আমার পরমতত্ত্ব না জানিয়া মনুষ্যদেহধারী আমাকে আজ্ঞা করে।" এই 'রাক্ষসী' 'আসুরী' ও 'মোহিনী' প্রকৃতির আশ্রিতগণের বিচিত্র ক্রিয়াশীলতাই চণ্ডীতে যুদ্ধরূপে সুচিত্রিত! গীতার উক্তি—"যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর"—এই সমর্পণ-রহস্য চণ্ডীতে দেবগণের অস্ত্রসমর্পণ রহস্যে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত; এতদ্ব্যতীত সমর্পণ বা শরণাগতি দ্বারাই চণ্ডী মহাগ্রন্থ নানাপ্রকারে সুসজ্জিত এবং অলঙ্কৃত।

গীতার **দশম অধ্যায়ে**—বিভূতিযোগ। এখানে ভগবান জাগতিক প্রধান প্রধান চেতন বস্তুকে এবং বিশিষ্ট অবস্থাকে ভগবৎ বিকাশরূপে

ধারণা করিবার জন্য ভক্তকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"বিভূতি বিশিষ্ট শ্রীযুক্ত ও প্রভাব সম্পন্ন যাহা কিছু আছে, সেই সমস্তই আমার তেজময় (শক্তিময়) অংশ হইতে সম্ভূত হইয়াছে বলিয়া জানিও।"—গীতার এইসকল জ্ঞানময় উক্তি, চণ্ডীতে আরও ব্যাপকভাবে প্রকটিত এবং ঐশ্বর্য্যময় ভগবতী-লীলারূপে বর্ণিত হওয়ায়, উহা আরও মাধুর্য্য-মণ্ডিত হইয়া সুবিকশিত!—এইরূপে গীতার জ্ঞানময় বিভূতির সহিত ভক্তিময় শরণাগতি এবং স্তবস্তুতির মন্দাকিনী-ধারা সংযুক্ত হইয়া চণ্ডীতে প্রেমানন্দময় **অমৃত-প্রস্রবণের সৃষ্টি করিয়াছে।** বিশেষতঃ এই অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন "অধ্যাত্ম-বিদ্যা বিদ্যানাং" অর্থাৎ সমস্ত বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্ম-বিদ্যা!—এইরূপে স্বয়ং ভগবান আধ্যাত্মিক তত্ত্ব-জ্ঞানময় ভাব স্বীকার করত, সর্ব্ববিদ্যামধ্যে উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন! ভগবৎ কথিত গীতার অধ্যাত্ম-বিদ্যা *দেবী-মাহাত্ম্যের সর্ব্বত্র নানাপ্রকারে মূর্ত্ত ও পরিস্ফুট হইয়াছে। গীতার **একাদশ অধ্যায়ে**—বিশ্বরূপ-দর্শন-যোগ। এখানে ভগবান প্রথমেই দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতির অভিব্যক্তি ভক্ত-অর্জ্জুনকে দেখাইলেন; আর চণ্ডীর প্রারম্ভে দেবীসূক্তেও মহাশক্তি সহিত অভেদাত্মক অনুভূতিতে ঋষিকন্যা বাক্‌দেবী, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু প্রভৃতি ধারণ করার উল্লেখ করিয়া অপূর্ব্বশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। গীতাতে অর্জ্জুনকে বিভূতি দেখিবার জন্য ভগবান **"দিব্যচক্ষু"** প্রদান করিয়াছিলেন, অর্জ্জুন তথাপি বিভূতি দর্শনে ভীত

* অধ্যাত্ম-বিদ্যা খৃষ্ট-ধর্ম্মেও স্বীকৃত হইয়াছে। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন—"Unto You it is given to know the mystries of the Kingdom, but to others in Parables"—অর্থাৎ [আমার অন্তরঙ্গ] তোমাদিগকে আমি এই জগতের গূঢ় রহস্যগুলি জানাইলাম; কিন্তু সাধারণের জন্য রূপক ব্যবহার করিলাম।

হইয়া, উহা সংহরণের নিমিত্ত প্রার্থনা করত, ভগবানকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিয়াছিলেন! কিন্তু চণ্ডীতে সাধক ভক্তগণ আরও উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহারা সাক্ষীভাবে বীর্য্যময় অপূর্ব্ব শক্তিলীলা দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলেন; গীতাতে অর্জ্জুনের উক্তি—"যোদ্ধাগণ কেহ কেহ বিচূর্ণমস্তক হইয়া তোমার (কালরূপী ভগবানের) দন্ত-সন্ধিতে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে"!—গীতার এই ভীষণ অভিব্যক্তি চণ্ডীতে ভীষণতর হইয়া করালভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; তাই চণ্ডীতে চামুণ্ডার বিবরণে দেখা যায়—"কালিকাদেবী, মাহুত যোদ্ধা এবং ঘন্টাসহ হস্তী-সমূহকে একহস্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহার করাল বদনে নিক্ষেপ করিতেছেন! যোদ্ধাসহ অশ্ব এবং সারথির সহিত রথ গ্রহণপূর্ব্বক করাল-বদনে নিক্ষেপ করত, দন্তদ্বারা ভীষণরূপে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন!"

এইরূপে চণ্ডীর দেবীযুদ্ধ 'দারুণ' এবং 'সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর' হইলেও সাক্ষীরূপে অবস্থিত দেবগণ, মহর্ষিগণ এবং ভক্তগণ, এখানে অভয়া মায়ের অপূর্ব্ব শক্তি-লীলা সন্দর্শনে বিস্মিত, পুলকিত এবং প্রেমভক্তিভরে অবনত!! গীতাতে ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভাবী-চিত্র দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি ইহাদিগকে (ভীষ্ম দ্রোণাদিকে) পূর্ব্বেই বধ করিয়া রাখিয়াছি, হে সব্যসাচিন্! তুমি **নিমিত্ত** মাত্র হও"। এই "নিমিত্ত হও" উক্তিটী গীতার একটী বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক স্তর নির্দ্দেশ করে; সাধনার এই স্তরে নিজ কর্তৃত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় না; কিন্তু চণ্ডীতে দেবীযুদ্ধ বা আধ্যাত্মিক সাধনার স্তর আরও উচ্চে অবস্থিত—সেখানে একদিকে গীতার "নিমিত্ত মাত্র" ভাবটীকেও শক্তিরূপিণী প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া অনুভব করিতে হইবে এবং তৎসহ স্বকীয় নির্লিপ্ত আত্মবোধময় সাক্ষীভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে! অপরদিকে সর্ব্ববিধ কর্তৃত্বাভিমান ভগবচ্চরণে সমর্পণ করত

শরণাগত হইতে হইবে—তখন ভক্তসাধক সাক্ষীভাবে দর্শন করিবেন —মহাশক্তি পরমাত্মময়ী মা, স্বয়ং ভক্তের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় যুদ্ধ করিতেছেন; সেইখানে 'নিমিত্ত মাত্র' হওয়ার ভাবটীরও সম্পূর্ণ অভাব! —গীতার সহিত চণ্ডীর আধ্যাত্মিক-স্তরের এইখানেই পার্থক্য এবং বৈশিষ্ট্য।

গীতার **দ্বাদশ অধ্যায়ে**—ভক্তিযোগ। এখানে ভগবান অভ্যাস যোগদ্বারা চিত্ত-স্থির ও ভক্তিলাভের উপায় নির্দ্দেশ করার পর বলিয়াছেন —"যে ব্যক্তি সর্ব্বভূতে দ্বেষশূন্য, মিত্রভাবযুক্ত কৃপালু, **মমত্বহীন, নিরহঙ্কার**, সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সতত সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতমনা, স্থির নিশ্চয়, আমাতে মনবুদ্ধি অর্পণকারী ভক্ত, সেই আমার প্রিয়"। এই ভগবৎ উক্তির অন্তর্গত 'নিরহঙ্কার' এবং 'মমত্ব'হীনতাই, চণ্ডীতে 'অহংমমেতি' ভাব বিনাশদ্বারা আত্মভাব ও প্রেমভাব লাভে পর্য্যবসিত হওয়ায়, সুবিকাশপ্রাপ্ত!—এই ভাব দুইটী লাভ হইলে, ভগবৎ কথিত অন্যান্য অবস্থাগুলি আপনা হইতেই লব্ধ হয়। গীতার **ত্রয়োদশ অধ্যায়ে**—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ। এখানে চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বময় দেহকে **ক্ষেত্র** বলা হইয়াছে; আর **ক্ষেত্রজ্ঞ** নির্ণয় করিয়া ভগবান বলিয়াছেন—"তিনি সর্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র নেত্র মস্তক ও মুখবিশিষ্ট, সর্ব্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; * তিনি সকলের আধারভূত হইলেও কিছুতেই লিপ্ত নন, তিনি নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা— * * তিনিই ভূতগণের ভর্ত্তা, বিনাশক এবং উৎপাদক"—এ সম্বন্ধে এবং দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে চণ্ডীতে নানাপ্রকার রহস্য এবং সাধন-তত্ত্ব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন— "প্রকৃতিদ্বারাই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইতেছে, কারণ আত্মা অকর্ত্তা; যিনি (জ্ঞানচক্ষুদ্বারা) এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা।"—গীতার এই প্রকৃতি তত্ত্ব এবং প্রকৃতির প্রাধান্য চণ্ডীতে বিভিন্ন অবস্থায় ব্যাপক-

ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

গীতার **চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে**—গুণত্রয়বিভাগ যোগ। এই ত্রিগুণই চণ্ডীতে তিনটী চরিত্রে বিরাটরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে—কেননা ত্রিগুণের অভিব্যক্তিই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং দৃশ্যমান জীব-জগত—ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির রহস্যই চণ্ডীর চরিত্রাবলীতে সর্ব্বত্র উদ্ঘাটিত এবং উজ্জ্বলীকৃত! গীতার **পঞ্চদশ অধ্যায়ে**—পুরুষোত্তম যোগ। এখানে ভগবান বলিয়াছেন—"জীবলোকে সনাতন জীব আমারই অংশীভূত"—এই ভাবটী চণ্ডীর প্রথম শ্লোক হইতেই ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে চতুর্ব্বর্গ ফলদায়ক বিরাট কল্পতরুরূপে পরিণত হইয়াছে। এখানে বর্ণিত 'ক্ষর' অক্ষর এবং 'পুরুষোত্তম' ভাবসমূহ চণ্ডীতে মূর্ত্ত হইয়া সুবিকশিত।

গীতার **ষোড়শ অধ্যায়ে**—দৈবাসুর-সম্পদ্‌বিভাগ যোগ; এখানে বিবৃত সাতাইশটী দৈবীসম্পদ এবং তৎ বিপরীত সাতাইশটী আসুরী সম্পদই, চণ্ডীতে দেবাসুর সংগ্রামের মৌলিক উপাদানস্বরূপ—এই অধ্যায়ে বর্ণিত দৈবী ও আসুরী প্রকৃতিসমূহ চণ্ডীর সর্ব্বত্র মূর্ত্তিগ্রহণপূর্ব্বক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়া, দেবী যুদ্ধরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে! সুতরাং গীতার এই অধ্যায়ে প্রতিপাদ্য দৈবাসুর সম্পদই যে চণ্ডীতে ক্রমবিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া অপূর্ব্ব সাধন-রহস্য পরিব্যক্ত করিয়াছে, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোন বিতর্ক বা সন্দেহের অবকাশ নাই! অতএব "গীতার পরবর্ত্তী বা পরিপূরক অবস্থা চণ্ডী"—এই বাক্যের সত্যতা এবং সার্থকতা, গীতার এই অধ্যায়ে বিশেষরূপে ব্যক্ত এবং নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। গীতার **সপ্তদশ অধ্যায়ে**—শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ। এখানেও ত্রিগুণের বিশেষ বিশেষ অবস্থা আলোচিত; চণ্ডীতে সত্ত্বরজঃতমোগুণেরই বিরাট অভিব্যক্তি, এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে গুণত্রয় বিভাগ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং উহার পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র।

গীতার **অষ্টাদশ অধ্যায়ে**—মোক্ষযোগ। এখানে ভগবান কামনা-মূলক কর্ম্মত্যাগ এবং কর্ম্মফল ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন; "যাঁহার **অহংকার** ভাব নাই, যিনি নির্লিপ্তভাবে কর্ম্ম করেন, তিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম-বন্ধনে আবদ্ধ হন না"—ইহাও ভগবৎ উপদেশ। এতৎব্যতীত এখানে ত্রিগুণভেদে জ্ঞানের ত্রিবিধ ভাব বর্ণনা করা হইয়াছে। অতঃপর ভগবান বলিয়াছেন—"**অহঙ্কার** বল দর্প **কাম ক্রোধ** ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ **মমতাশূন্য** হইয়া প্রশান্ত চিত্ত হইলে, মানুষ ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হন"।—এইসকল ভগবৎ উক্তিই চণ্ডীতে জীবন্ত উদাহরণের মধ্যদিয়া সুন্দররূপে ক্রম-পুষ্টি লাভ করত, অবশেষে পরিপূর্ণত্ব লাভ করিয়াছে। গীতার এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য—**শরণাগত** হওয়ার জন্য ভগবানের পুনঃ পুনঃ আদেশ এবং উপদেশ! —আবার চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্ম্য, শরণাগতিরই প্রেমানন্দময় সমুজ্জ্বল বিকাশদ্বারা সর্ব্বতোভাবে উদ্ভাসিত!! এইরূপে গীতার অন্যান্য শ্লোক-গুলিও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বহু শ্লোকের ভাব চণ্ডীতে জ্বলন্ত উদাহরণের মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া **জ্ঞানী কর্ম্মী যোগী** এবং **ভক্ত** সকলেরই যথাযথ সাধন-পন্থা সুগম করত, তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি বা **মোক্ষ** প্রাপ্তির সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে!—সুতরাং দেবী-মাহাত্ম্যে অমৃতময় প্রস্রবণে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বশ্রেণীর সাধকগণ অমৃতত্ব লাভে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইবেন! **ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ! ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়!!**

যন্ত্রস্য গুণদোষৌহি ক্ষমাতাং মধুসূদন।
অহং যন্ত্রং ভবান্ যন্ত্রী মমদোষঃ ন বিদ্যতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বতশ্চ যঃ।
যশ্চ সর্ব্বময়ো নিত্যং তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ॥

দেবী-মাহাত্ম্যে—ষট্‌চক্রভেদ।

চণ্ডী মহাগ্রন্থের ষট্‌চক্রভেদমূলক যৌগিক ব্যাখ্যা, এপর্য্যন্ত কেহই প্রকাশ করেন-নাই। জনৈক বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার তদীয় চণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাযুক্ত তিন খণ্ড গ্রন্থের মলাটের উপর যথাক্রমে লিখিয়াছেন—ব্রহ্ম-গ্রন্থিভেদ, বিষ্ণু-গ্রন্থিভেদ এবং রুদ্র-গ্রন্থিভেদ; কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থি-ভেদের যৌগিক বিশিষ্ট উপায়, কিম্বা ব্যাখ্যাতে ষট্‌চক্রাদির অবস্থান কিছুই দেখান নাই; এজন্য যৌগিক তত্ত্বান্বেষিগণ ঐ ব্যাখ্যাবলীতে যৌগিক-পন্থা তেমন কিছুই পান না; বরং কেহ কেহ ভ্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া আমাকে জানাইয়াছেন; যথা—ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে, মধু-কৈটভ-বধ ব্যাখ্যাতে, কুণ্ডলিনী শক্তি, কুণ্ডলিনী-জাগরণ, মূলাধার-চক্র, স্বাধিষ্ঠান-চক্র প্রভৃতির কোন বর্ণনাই করা হয় নাই—অর্থাৎ প্রথম দুইটী চক্র সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে! অতঃপর তাঁহার প্রথম খণ্ডের এক স্থানে, মন্ত্রোক্ত বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মার বিশেষণ "তেজসঃ প্রভুঃ" কথাটী হইতেই টীকাকার নির্দ্দেশ করিলেন—উহা মণিপুর চক্র এবং সেখানেই মধু-কৈটভের বিনাশ ইত্যাদি। বিষ্ণুর তেজময় নাভিকমলে ব্রহ্মা থাকিতে পারেন, তথাপি বিষ্ণু অপ্‌তত্ত্বময় স্বাধিষ্ঠান-চক্রেরই অধিপতি; তাঁহার কর্ণমলজাত মধু-কৈটভ, বিষ্ণুর সহিত বাহুযুদ্ধকালে, চতুর্দ্দিকে **জলময়** বা আপময় জগৎ দেখিয়াছিল এবং জল ভিন্ন অন্য কিছুই না থাকায়, ভগবান বিষ্ণু জঘনে রাখিয়া মধু-কৈটভকে বধ করেন! তথাপি কি উহাকে তেজতত্ত্বময় মণিপুরের লীলা বলিতে হইবে?—জলকেও কি **তেজ** বলিয়া ধরিতে হইবে? এবম্বিধ আপত্তি কেহ কেহ

প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের অপর খণ্ড দুইটীতেও চক্রাদির ধারাবাহিক বিবরণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই; আর একস্থানে সুগ্রীবের দেবী দর্শনকালে মন্ত্রোক্ত "শৈলদ্দেশে" বাক্যকে 'সহস্রার' বলা হইয়াছে—ইহাও সামঞ্জস্য বিহীন; কেননা আধ্যাত্মিক যুদ্ধাদির কার্য্য দ্বি-দলেতেই সব শেষ; সুতরাং যুদ্ধস্থলে কিম্বা যুদ্ধের পূর্ব্বে সহস্রার আসিবে কিরূপে? যাহা হউক, এই সকল অপ্রীতিকর বিষয়ে বিশেষ আলোচনা না করাই কর্ত্তব্য।

চণ্ডীর যৌগিক ব্যাখ্যা সংকৃত এই গ্রন্থের যথাযথ স্থানে উল্লেখ করা হইলেও, জনৈক বন্ধুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, ষট্-চক্রাদির বিশেষ বিবরণ এবং চক্রাদিতে অনুষ্ঠিত দেবী-মাহাত্ম্যের যুদ্ধাদির ভাব ও সম্বন্ধ অতি সংক্ষেপে এখানে প্রদর্শিত হইল।

মূলাধার-চক্র—মানব-দেহের গুহ্যদ্বার এবং মেঢ্র স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থানটীই ক্ষিতিতত্ত্বময় যোনি-মণ্ডল—এখানেই জীব-দেহস্থ ভূলোক; ইহার অধিপতি ব্রহ্মা বা বিরাট। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে এই যোনিমণ্ডলের মূল কেন্দ্রে মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্ন প্রান্তে ব্রহ্ম-বিবরের মুখে, তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট চতুর্দ্দল মূলাধার-পদ্ম অবস্থিত—ইহার চারিদলে স্বর্ণ জ্যোতিঃ বিকিরণকারী **ব শ ষ স** এই চারিটী মাতৃকা বর্ণ দেদীপ্যমান। পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে, অষ্টশূলশোভিত চতুষ্কোণ উজ্জ্বল পীতবর্ণ পৃথ্বীমণ্ডল; ইহার মধ্যস্থলে, পৃথ্বীবীজ "লং" বিরাজিত। এই পৃথ্বীবীজকে তৎপ্রতিপাদ্য শ্বেত-হস্তী (ঐরাবত) আরূঢ় চারি হস্তযুক্ত পীতবর্ণ **ইন্দ্রদেব**রূপে চিন্তনীয়; তৎক্রোড়ে সৃষ্টিকারক রক্তবর্ণ চতুর্ভুজ বালকরূপী **ব্রহ্মা** অবস্থিত; তৎক্রোড়ে তৎশক্তি রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা **ডাকিনী** সুশোভিতা। মূলাধার চক্রস্থ পৃথ্বীমণ্ডল এবং উপরোক্ত তৎ পীঠ-দেবতাদি চক্রের বহিরঙ্গ ভাব; আর পদ্ম-কর্ণিকার অভ্যন্তরে

অন্তরঙ্গভাবে বা অন্তশ্চক্রে* ত্রিকোণ যোনিমণ্ডল বা ব্রহ্মযোনি বিরাজিত—উহার ত্রিকোণে যথাক্রমে ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান-শক্তি, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়, সত্ত্ব-রজস্তম, চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি ত্রয়ীভাব বিরাজিত। এই কামকলাময় যোনিমণ্ডলে ভ্রমণশীল তেজরূপী কামবীজ, কন্দর্প নামক অত্যুজ্জল রক্তবর্ণ স্থির বায়ু এবং লোহিত বর্ণ শিখাযুক্ত চৈতন্যময় পরম তেজ (ভূতাত্মা) বিরাজমান। ব্রহ্মযোনির অভ্যন্তরে বা মধ্যস্থলে পূর্ণচন্দ্রের সদৃশ সমুজ্জল স্বয়ম্ভূ নামক জ্যোতির্লিঙ্গকে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারে শঙ্খের আবর্ত্তের ন্যায় পরিবেষ্টন করত, একমুখে বহির্ম্মুখীভাবে মানব-দেহে স্থূল সূক্ষ্ম কারণের সর্ব্ববিধ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক্ কার্য্যাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতেছেন; আর অপর মুখে ব্রহ্মানন্দময় ব্রহ্মবিবর, ব্রহ্মপথ কিম্বা ব্রহ্মদ্বারটী রোধ করত, অর্গলবদ্ধ গৃহের ন্যায় হরিহরাত্মক্ পরব্রহ্ম ভগবানের সহিত পদ্মের অভ্যন্তরের গহ্বরে † বা ব্রহ্ম-বিবরের মধ্যে প্রেমানন্দ-বিলাসে ব্রহ্মানন্দ-সুধাপানে বিভোর রহিয়াছেন!

মূলাধারে **ব্রহ্ম-গ্রন্থি,** অনাহতে **বিষ্ণু-গ্রন্থি** এবং আজ্ঞা-চক্রে **রুদ্র-গ্রন্থি** বিরাজিত; ইহার বিশেষ রহস্য এই যে, ঐ সকল চক্রে

---

* জাগতিক ভাবেও পদ্মের কর্ণিকাটী চক্রবৎ বা 'চাকের' মত; উহার অভ্যন্তরে সুস্বাদযুক্ত খাদ্য, ক্রমে পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়; সুতরাং পদ্মের পাঁপড়ি বা দলগুলিকে এবং কর্ণিকার উপরিভাগকে বহিরঙ্গভাব বলা যাইতে পারে; আর পদ্ম-কর্ণিকার অভ্যন্তরস্থ বিভাগকে, পদ্মের অন্তরঙ্গ বা গুপ্তভাব বলা যায়! সুতরাং দেহস্থ ষট্চক্র বা ষট্পদ্ম সম্বন্ধেও এই নিয়মে, বহিশ্চক্র অন্তশ্চক্র এবং বিবিধ স্তর-বিভাগ স্বীকার ও হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ প্রয়োজন; কেননা, এই স্তর-ভেদগুলি ধারণা করিতে না পারিলে, পদ্মসমূহের অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি আস্বাদন করা যাইবেনা।

† "সা মূলাম্বুজ-গহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দাম দীপ্তাবলী"—ষট্চক্রনিরূপণম্।

অন্তশ্চক্র এবং বহিশ্চক্র হিসাবে দুইটী করিয়া বিশিষ্ট স্তর বিরাজিত। জাগতিক হিসাবে, যেমন লোকের অন্তঃপুর এবং বহিঃপুর (বাহির বাটী) থাকে, ইহাও সেইরূপ। বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্যভাব এবং অন্তরঙ্গ মাধুর্য্যভাব—এই দুইটী বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণে বা সম্মিলনে উপরোক্ত গ্রন্থি-ত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ একটী রজ্জুদ্বারা অতি সংক্ষেপে গ্রন্থি দিলেও উহাতে অন্ততঃপক্ষে দুইসারি রজ্জু থাকিবেই থাকিবে; সেইরূপ উপরোক্ত গ্রন্থি-ত্রয়েও বিভিন্ন বিশিষ্ট স্তর বিদ্যমান।

কোন সিদ্ধযোগীর মতে, প্রণবময়ী কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সার্দ্ধ ত্রিবলয়-আকৃতি বা সাড়েতিন বেষ্টনীও ওঙ্কারময়ী বা প্রণবাকৃতিস্বরূপা! অর্থাৎ প্রণবের প্রথম গোলাকার অংশটীতে প্রথম বেষ্টনী, মধ্যস্থ গোলাকার অংশটীতে দ্বিতীয় বেষ্টনী, প্রথম গোলক ও মধ্য গোলকের মধ্যবর্ত্তী অংশটীতে অর্দ্ধ বেষ্টনী এবং মধ্য গোলকের পরবর্ত্তী অংশে বা শেষাংশে, অর্দ্ধ বেষ্টনী—এই উভয়ার্দ্ধ মিলিত হইয়া তৃতীয় বেষ্টনী; আর প্রণবের উপরিভাগের নাদ-বিন্দু বা চন্দ্র বিন্দুর চন্দ্রটীতে অর্দ্ধ বেষ্টনী; সুতরাং ওঁরূপী প্রণবেও সার্দ্ধ তিনটী বেষ্টনী বিরাজিত!—এজন্য ওঙ্কারও কুণ্ডলিনীরূপা আবার কুণ্ডলিনীও ওঙ্কার স্বরূপা!!

জীবের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপী প্রাণ বায়ুটীও প্রণবময়—উহাও প্রণবের [illegible] সাড়েতিন বেষ্টনীযুক্ত; কেননা কণ্ঠদ্বারা নিশ্বাস প্রবেশাবধি [illegible] পথে বহির্গমন পর্য্যন্ত প্রশ্বাস বায়ু, ফুসফুস, হৃদ্‌পিণ্ড প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রাদির মধ্য দিয়া গমনাগমন করে, ঐ যন্ত্রাংশসমূহ এবং বায়ুর বক্র ও গোলাকার গতিসমূহ চিত্রিত করিলে দেখা যাইবে যে, উহাও সার্দ্ধত্রিবলয়যুক্ত ওঁকার-ভাবাপন্ন আকৃতিতে অতি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত! এই ওঙ্কাররূপী প্রাণবায়ুই, হুঁকার সহযোগে প্রণবময় কুলকুণ্ডলিনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া, কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য, বিভিন্ন সাধন-কৌশল

যোগশাস্ত্রাদিতে বিদ্যমান।

চন্দ্রনাড়ী ইড়া, সূর্য্যনাড়ী পিঙ্গলা এবং অগ্নিনাড়ী সুষুম্না, এই পরম রমণীয় ভোগ ও ত্যাগের মিলনরূপ মূলাধার-ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া মানবকে যথাক্রমে ভোগ এবং অপবর্গ প্রদান করিতেছেন। এখানেই চান্দ্রী, ভানবী এবং আগ্নেয়ী নাড়ী মিলিত হইয়া, ক্ষেত্রাধিপতি ব্রহ্মার প্রেরণায়, দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ জীব ও জীবাণুসমূহ সৃষ্টির এবং বাহ্যিক জীব-সৃষ্টির সহায়তা করিতেছেন, অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ী (ইড়া বা চান্দ্রী) মূলাধার প্রদেশরূপ কুলস্থানে সুধামিশ্রিত বারিধারা বর্ষণ করিতেছেন, উহাই মূলাধার-কেন্দ্র হইতে ইড়ানাড়ী আশ্রিত, শীতলতাবাহী বিভিন্ন নাড়ীদ্বারা সমস্ত শরীরে পরিচালিত হইয়া, দেহের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিতেছে!—ঐ সুশীতল ভাব, বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বামনাসাপুটে প্রবাহিত হইতেছে। আর সূর্য্যনাড়ী পিঙ্গলা, মূলাধার প্রদেশে বা সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ক্ষিতিতত্ত্বময় যোনিমণ্ডলে, রজস্তমোগুণময় অতি তেজস্বী রশ্মিসমূহ বিকিরণ করিতেছেন; এইরূপে পিঙ্গলা-নাড়ী অধিকাংশ রশ্মি ঊর্দ্ধগামী বায়ুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, তদাশ্রিত অসংখ্য তেজবাহী সূক্ষ্ম নাড়ীর সহায়তায়, উহা সমগ্র দেহে পরিব্যাপ্ত করত, জীব-দেহের রুক্ষতা ও তেজস্বিতা সম্পাদন করিতেছেন—উহাই তেজময়রূপে বায়ুর সহিত মিশিয়া দক্ষিণ নাসাপথে বহির্গত হইতেছে! পক্ষান্তরে সূর্য্যনাড়ী ভানবী, যোনিমণ্ডলে বা মূলাধার-প্রদেশে অবস্থান করত, তৎবাহিত তেজসমূহ অধোগামী অপান বায়ুর সহায়তায় রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া, জীব-দেহে বল, উৎসাহ এবং রজস্তমোগুণময় নানাপ্রকার প্রেরণাদি প্রদান করিতেছেন! আবার ভানবী-নাড়ীবাহী তেজসমূহই রজোগুণান্বিত হইয়া দেহ-ব্রহ্মাণ্ডে বৈচিত্র্যময় অনন্ত জীবসৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। আর সৃষ্টিকারিণী ব্রাহ্মীশক্তি আগ্নেয়ী, সৃষ্টির বিভিন্ন

মূলবীজসমূহ ধারণপূর্ব্বক মূলাধার-কেন্দ্রেই অবস্থিতি করত, দেশকাল পাত্রানুসারে নূতন ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির বীজ যথাযথভাবে বপন করিয়া থাকেন!—উহাতেই দেহস্থ কৃমিকীটাদি, অনন্ত জীবাণু এবং ভ্রূণ প্রভৃতির সৃষ্টি সম্ভবপর হয়! সুতরাং জীব-দেহে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদির সর্ব্বপ্রধান কারণ-ক্ষেত্র—**মূলাধার**!

যোগশাস্ত্রমতে, মূলাধার পদ্মরূপ মহাকেন্দ্র হইতেই শাখাপ্রশাখাযুক্ত **সাড়ে তিন লক্ষ** নাড়ী বহির্গত হইয়া, সমস্তদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। মূলাধার হইতেই বিশিষ্ট নাড়ীসমূহ সমুত্থিত হইয়া, হস্ত পদ পায়ু উপস্থ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকেও শক্তিময় ও কার্য্যক্ষম করিতেছে। আর কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াশীলতার প্রেরণাদিও, মানবের যোনিমণ্ডলস্থ মূলাধারে অবস্থিত দেহের মূলাপ্রকৃতিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী হইতেই সতত উৎসারিত হয়। এইরূপে ভোগের স্থান মূলাধার, ত্যাগের স্থানও মূলাধার; জীবের জন্মকালীন মূলাধার-প্রদেশ আশ্রয় করিয়াই ভূমণ্ডলে পতন হইয়া থাকে; আবার যৌগিক মৃত্যুতেও মূলাধার হইয়াই ঊর্দ্ধে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হয়! আসনে বসিতে হইলেও মূলাধারকে আশ্রয় করিয়াই মানব-দেহটী দণ্ডবৎ স্থির থাকে। এইসব কারণে ভোগবিন্দু, ত্যাগবিন্দু এবং যোগবিন্দুর মিলনস্বরূপ মহাবিন্দুটী, অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যসহ মূলাধার-কেন্দ্রে অবস্থিত!!

এক্ষণে মূলাধারের সহিত দেবী-মাহাত্ম্যের ভাবটী অতি সংক্ষেপে প্রদর্শন করা যাইতেছে। জীব-দেহের আত্ম-নারায়ণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় মহাপ্রাণরূপী বিষ্ণু, যোগনিদ্রাভিভূত হইয়া মূলাধার-পদ্মে অনন্ত-শয্যায় বা 'অহিশয়নে' নিজশক্তি সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীর * সহিত আলিঙ্গন

---

* মহাদেব, কুলকুণ্ডলিনীকে বিষ্ণু-শক্তিরূপে, মাতৃকাবর্ণরূপিণী বাগ্দেবীরূপে এবং সমস্ত বীজমন্ত্রের কারণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, যথা—"অহিবৎ সন্ধিসংস্থানা বাগ্দেবী বীজসংজ্ঞকা। জ্ঞেয়া শক্তিরিয়ং বিষ্ণোর্নির্ভরা স্বর্ণভাস্বরা" ॥—শিব সংহিতা।

পাশে বদ্ধ হইয়া) ব্রহ্মানন্দে বিভোর বিষ্ণুর নাভি-কমল হইতে উত্থিত পদ্মে, ব্রহ্মা সমাসীন হইয়া, শরণাগত সাধকের ধর্ম্মভাব সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণুর কর্ণমলজাত রজঃ ও তমোগুণময় অহং মমেতিরূপী **মধু-কৈটভ** উত্থিত হইয়া, ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তখন তিনি যোগরূপ নিদ্রাতে মগ্ন বিষ্ণুকে জাগ্রত করাইয়া মধু-কৈটভরূপী অহং-মমেতির স্থূলভাব নষ্ট করত, প্রবর্ত্তক ভক্ত সাধককে সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এবং আনন্দ লাভের অন্যতম কারণস্বরূপ ব্রহ্মদ্বাররূপী ব্রহ্মগ্রন্থিভেদ করিবার নিমিত্ত, ভগবতী কুলকুণ্ডলিনীর স্তব করেন; কেননা, তিনি প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মদ্বাররূপ বিষ্ণুর বহিঃপ্রকাশময় নয়ন হইতে তাঁহার অসীম প্রভাব সম্পন্ন মুখ অপসারিত করিলেই, বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া মধু-কৈটভ বধ করিবেন। মানব মাত্রই অহংমমেতি বা 'আমি-আমার'রূপ **মায়া জালে** বিজড়িত হইয়া, সংসারে বিশেষ-রূপে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং ধর্ম্ম-কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইলেও, উহাতে মধু-কৈটভের উৎপাতে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ব্রহ্মার স্তবে কুল-কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া ব্রহ্মদ্বার খুলিয়া দিলেন; তখন বিষ্ণুও জাগ্রত হইয়া শক্তিময়—**অনন্ত-শয্যা** ত্যাগ, করত, স্ব-অধিষ্ঠান-ক্ষেত্ররূপ স্বাধিষ্ঠানে সমুত্থিত হইলেন। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিও এক মুখ স্বাধিষ্ঠানে উঠাইয়া, সেই অপ্‌ তত্ত্বময় ক্ষেত্রটী বিকশিত করিতে লাগিলেন; তখন মধু-কৈটভও তামসী দেবীর প্রলয়মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উত্থিত হইল। আর কুণ্ডলিনী অপর মুখদ্বারা ব্রহ্মা এবং তাঁহার সৃষ্টির ভাব-সমূহ নিজ দেহে আকর্ষণ করত, সেই মুখটীও স্বাধিষ্ঠানে উঠাইলেন। তখন স্বাধিষ্ঠান-পদ্মটী পূর্ণরূপে বিকশিত হইল; আর মূলাধার-পদ্মটীর কার্য্য শেষহেতু ম্লান ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এসকল বিষয়ে প্রথম খণ্ডেও বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

স্বাধিষ্ঠান-চক্র—মেঢ্রস্থান বা লিঙ্গমূলের সমান্তরালে, জীব-দেহের অপ্‌তত্ত্বময় ক্ষেত্র বিদ্যমান—উহাই জীব-দেহস্থ ভুবলোক; এই প্রদেশের অধিপতি বিষ্ণু। এই ক্ষেত্রের মেরু-কেন্দ্রে ছয়দলযুক্ত রক্তবর্ণ স্বাধিষ্ঠান-পদ্ম বিরাজিত। ইহার ষড়্‌দলে বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল **ব ভ ম য র ল**, এই ছয়টী মাতৃকাবর্ণ সুশোভিত। পদ্মের কর্ণিকামধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্র বরুণমণ্ডল দেদীপ্যমান। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ বরুণবীজ "বং" বিরাজিত। এই বরুণবীজকে তৎ প্রতিপাদ্য মকরারূঢ় শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ বরুণ দেবতারূপে চিন্তনীয়; তৎক্রোড়ে নবযৌবন সম্পন্ন নীলবর্ণ পীতবাস চতুর্ভুজ নারায়ণ এবং তৎশক্তি চতুর্ভুজা নীলবর্ণা **রাকিণী** অধিষ্ঠিতা। [দেহস্থ অপ্‌তত্ত্বময় স্থূল প্রদেশে বা ক্ষেত্রেই মাতৃগর্ভস্থ শিশু, পালনকারিণী বৈষ্ণবী-শক্তিকর্ত্তৃক ক্রমে পুষ্ট হয় এবং উর্দ্ধে তেজময় দেবলোক হইতে সমাগত অমৃতনাড়ীর সাহায্যে বা সহযোগে, ভুক্তদ্রব্যের সারভাগের সূক্ষ্মাংশ গ্রহণ করিয়া শিশুটী জীবিত থাকে]।

অন্তঃপুর হইতে বহির্ব্বাটীতে আগমনের ন্যায় বিষ্ণু, স্ব-অধিষ্ঠান-ক্ষেত্ররূপ স্বাধিষ্ঠান-চক্রে সমাগত বা সমুত্থিত হইয়া (চণ্ডীর মন্ত্রেও আছে —**সমুত্থায়** যুযুধে), **অহংমমেতি**রূপ মধু-কৈটভের সহিত সুদীর্ঘকাল বাহুযুদ্ধ করিলেন। মহাবিষ্ণুর শক্তি মহামায়াই সংসার-স্থিতির জন্য 'আমি-আমার'রূপ মায়া-মোহদ্বারা জীবমাত্রকেই সংসার-চক্রে আবদ্ধ করিয়া থাকেন! সুতরাং সাধকের সত্ত্বগুণময় প্রকাশভাব প্রবল হইলেও, উহাদ্বারা অহংমমেতিরূপ রজঃ ও তমোগুণময় মধু-কৈটভকে পরাস্ত করা সহজ নহে—কেননা উহা অভ্যাস ও সময়সাপেক্ষ; এজন্য সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুও সুদীর্ঘকাল মধু-কৈটভের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন! এইরূপে মধু-কৈটভ বিশুদ্ধ হইয়া, স্বাধিষ্ঠান-পদ্মটীকে অপ্‌তত্ত্বময় বা সর্ব্বত্র জলময়-রূপে দর্শন করার পর, বিষ্ণুরূপা কুণ্ডলিনী-শক্তি বৈষ্ণবাস্ত্রস্বরূপ চক্রদ্বারা

মধু-কৈটভের গলদেশ ছেদনপূর্ব্বক উহাদিগকে নিজ দেহে বিলয় করিয়া মুক্তি প্রদান করিলেন। এইরূপে স্বাধিষ্ঠান পদ্মের কার্য্য শেষ হওয়ায়, কুণ্ডলিনী-শক্তি সেই পদ্মের সদসৎ বৃত্তিসমূহের বীজ এবং অক্ষররূপা মাতৃকা-শক্তিগণকে গ্রাস করত, তেজস্বী হইয়া তেজময় মণিপুর-চক্রে আরোহণ করিলেন; তখন স্বাধিষ্ঠান-পদ্মটী ম্লান ও অবনত হইয়া পড়িল।

মণিপুর-চক্র—জীব-দেহে নাভিমণ্ডল প্রদেশই তেজতত্ত্বের ও স্বর্লোকের স্থান—এখানকার ক্ষেত্রাধিপতি **রুদ্র** বা কালাগ্নি; মহাতেজস্বী **বৈশ্বানর**, এখানে অবস্থান করিয়াই সর্ব্ববিধ ভুক্ত দ্রব্যাদি পরিপাক করিয়া থাকেন। [মতান্তরে বৈশ্বানর, মূলাধারে অবস্থিতি করিয়াই, এখানে কার্য্যাদি করেন]। এইরূপে ভুক্ত দ্রব্যের রস, নাভি-মণ্ডল হইতে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া দেহের যথাযথ স্থানে বিতরিত হয়—রসের সারতম সূক্ষ্মাংশ, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ-দেহের পরিপোষক; উহার সারাংশ সপ্ত-ধাতুময় স্থূল-দেহ পরিপুষ্ট করে; আর অসার অংশ সপ্তধাতু হইতে বিনির্গত বা বিভক্ত হইয়া, মল-মূত্রাদিরূপে পরিণত হয়। নাভিমণ্ডল-প্রদেশের মেরুকেন্দ্রে মেষাধিরূঢ় পূর্ণ মেঘবর্ণ বা নীলবর্ণ দশদলযুক্ত মণিপুর-পদ্ম অবস্থিত। এই পদ্মের দশটী দলে, যথাক্রমে **ড** হইতে **ফ** পর্য্যন্ত উজ্জ্বল নীলবর্ণের দশটী মাতৃকা-বর্ণ সুশোভিত। পদ্মের কর্ণিকাতে ত্রিকোণ বহ্নি-মণ্ডল মধ্যে, বহ্নিবীজ "**রং**" বিরাজিত। এই বহ্নি-বীজকে তৎ প্রতিপাদ্য চারিহস্তযুক্ত রক্তবর্ণ অগ্নিদেবরূপে চিন্তনীয়; তৎ ক্রোড়ে রুদ্ররূপী মহাকাল এবং তৎ শক্তি **লাকিনী**, অন্যনাম **শ্যামা** বা **ভদ্র-কালী** অধিষ্ঠিত আছেন। এই তেজময় চক্রের সহিত একটী সূক্ষ্মনাড়ী মূলাধার-চক্রের সহিত সংযুক্ত বা যোগাযোগপ্রাপ্ত—এজন্য যৌগিক-পন্থায় নাভি-চক্রে সাধনা করিয়া, কুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগ্রত করার কৌশল বিদ্যমান।

কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি তেজতত্ত্বময় **স্বর্লোক** বা **মণিপুর**-চক্রে উত্থিত হইয়া, সেখানকার সৎ বা দেবভাব এবং অসৎ বা অসুরভাবসমূহ প্রকট করিলেন; অতঃপর দেবাসুরগণের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়া, দেবগণ পরাজিত হইলেন। এইরূপে পরাজিত নিষ্ক্রিয় দেবগণসহ কুণ্ডলিনী-শক্তি, এক মুখে অনাহত-চক্রে উত্থিত হইলেন এবং সেখানকার সদসৎ ভাবসমূহ বিকাশ করিতে লাগিলেন। অনাহত-পদ্মে **হরিহরের** নিকটে পরাজিত দেবগণ শরণাপন্ন হইয়া, পরাজয়-বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহাদের দেব-শরীরনিসৃত তেজপুঞ্জ হইতে মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী, দুর্গামূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া, সকলকে অভয় দান করিলেন। অনন্তর দুর্গাদেবী, মহানাদ উত্থিত করিয়া মহিষাসুর এবং তৎ সেনাপতিগণকে অনাহত-পদ্মে আকর্ষণ করিলে, তাহারা সেই শব্দকে লক্ষ্য করত, অনাহত-চক্রের দিকে প্রধাবিত হইয়া, দূর হইতে দেবীকে দর্শন করিতে সমর্থ হইল; আর তেজতত্ত্বজাত অবশিষ্ট অসুরগণ, মণিপুরেই বিলয় হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তখন ভগবতী কুণ্ডলিনী তেজতত্ত্বময় মণিপুর-চক্রে জ্যোতির্ম্ময়ী দুর্গামূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করত, তেজস্বী অসুরগণকে যুদ্ধরূপ কৃপাদ্বারা নিজ চিন্ময়-দেহে ক্রমে বিলীন করিলেন। যুদ্ধকালে দেবী প্রমথসৈন্য সৃষ্টি করায়, তাঁহারা অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। তখন মণিপুর-চক্রের কার্য্য শেষ হওয়ায়, ভগবতী কুণ্ডলিনী তাঁহার নিম্ন মুখটীদ্বারা সেখানকার সদসৎ বীজসমূহ গ্রাস করিয়া, প্রমথসৈন্যসহ অনাহত-পদ্মে সম্পূর্ণ আরোহণ করিলেন; তখন মণিপুর-পদ্মটী অধোমুখী হইল।

অনাহত-চক্র—জীব-দেহের হৃদয়-প্রদেশই বায়ুতত্ত্ব বা মরুত্তত্ত্বের স্থান—উহাই দেহ-ব্রহ্মাণ্ডের মহর্লোক। এখানকার ক্ষেত্রাধিপ **ত্রিগুণেশ্বর** মহাদেব; আর **প্রাণরূপী** নারায়ণও দেহ-রক্ষা কার্য্যে

এখানে অধিষ্ঠিত—ইঁহারাই **হরি-হর**রূপে এই প্রদেশে ক্রিয়াশীল। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি"। এই দেহ-কেন্দ্র হইতেই বায়ু-সাহায্যে সমস্ত দেহে রক্ত সঞ্চালিত হয়, এবং এখানকার যন্ত্রাদি, দূষিত রক্তসমূহ আকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া, এই ক্ষেত্রেই শোধন করত, পুনরায় দেহের সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়া থাকে। এই হৃদ্‌মণ্ডলই স্থূল-দেহ এবং সূক্ষ্ম-দেহের কেন্দ্রস্বরূপ—অর্থাৎ নিম্ন দিকে মূলাধার হইতে নাভিমণ্ডল পর্য্যন্ত, দেহে স্থূলভাবের অভিব্যক্তি! কেননা মাটী (মলাংশ) জল এবং অগ্নি, এই তিনটী, স্থূলভাবে দেহ-কেন্দ্রে অবস্থিত; আর হৃদয়-প্রদেশে—বায়ু, স্থূল এবং সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত (এজন্য ইহা বিষ্ণুরূপী বায়ুর গ্রন্থি-স্থান); বিশেষতঃ এখানে স্থূলভাবে বায়ু, শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে এবং নানাপ্রকারে ক্রিয়াশীল; আর সূক্ষ্ম **'প্রাণবায়ু'** বা জীবের জীবনী-শক্তিও এখানে ওঙ্কারাকারে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত—এই স্থানেই সতত অনাহত-ধ্বনি হইতেছে। আর এখান হইতে উর্দ্ধ প্রদেশ-ত্রয় বা চক্রাদি, ক্রমেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে চলিয়া গিয়াছে; কেননা, কণ্ঠ-প্রদেশে—শূন্যময় আকাশতত্ত্ব (উহা বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্ম); ভ্রূমধ্য-প্রদেশে—আরও সূক্ষ্ম, মন-তত্ত্ব; আর মস্তিষ্ক-মণ্ডলে, পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, বুদ্ধিতত্ত্ব।

এবম্বিধ হৃদয়-প্রদেশের মেরু-কেন্দ্রে, বন্ধুক-পুষ্পবৎ লোহিতবর্ণ সমুজ্জ্বল দ্বাদশ দলযুক্ত অনাহত-পদ্ম অবস্থিত। এই দ্বাদশ দলে ক্রমে, ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত সিন্দূর বর্ণের দ্বাদশ মাতৃকা বর্ণ সুশোভিত। এই পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে, ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল অবস্থিত; তন্মধ্যে বায়ু-বীজ "যং" বিরাজিত। এই বায়ু-বীজকে তৎ প্রতিপাদ্য কৃষ্ণসারারূঢ় ধূম্রবর্ণ চতুর্ভুজ বায়ু-দেবতারূপে ধ্যেয়; তৎ ক্রোড়ে পীঠ-দেবতা ঈশান বা পিনাকী নামক ঈশ্বর, তৎ শক্তি পীতবর্ণা **কাকিনী**সহ অধিষ্ঠিত আছেন—ইহাই চক্রের বহিরঙ্গ ভাব; আর এই পদ্মের অন্তশ্চক্রে পরম

তেজময় সুপ্রসিদ্ধ বাণলিঙ্গ এবং প্রাণারূঢ় দীপশিখাবৎ হংসরূপী জীবাত্মাও * এই পদ্মে বিরাজিত। এখানে অন্নময় কোষের সহিত প্রাণময় কোষের গ্রন্থি; কিম্বা স্থূল-বায়ুর সহিত, সূক্ষ্ম-বায়ুর গ্রন্থি বিদ্যমান—উহাও বিষ্ণু-গ্রন্থিস্বরূপ।

ভগবতী কুলকুণ্ডলিনী প্রাণময় অনাহত পদ্মে দুর্গারূপে আত্ম-প্রকাশ করত, প্রথমে মহিষাসুরের সেনানীগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিলয় করিলেন। তৎপর মহিষাসুর, প্রমথ-সৈন্যগণকে আক্রমণ করায়, দেবী তাহার সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া পরিশেষে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিলেন এবং অবশিষ্ট অসুরগণকেও বিলয় করিলেন। তখন কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, সেখানকার সদসৎ বৃত্তিসমূহের বীজ গ্রাস করত, বিশুদ্ধ-চক্রে সম্পূর্ণ উত্থিত হইলে, অনাহত-পদ্মটী ম্লান হইল।

বিশুদ্ধ-চক্র—জীব-দেহের কণ্ঠ-প্রদেশই আকাশ বা ব্যোম্‌তত্ত্বের স্থান—এখানেই দেহস্থ শব্দতত্ত্বময় বা ব্যোম্‌তত্ত্বময় জনলোক অবস্থিত দেহের স্বর-যন্ত্রাদি এই অপূর্ব্ব ক্ষেত্রে বিদ্যমান—এই ক্ষেত্রের অধিপতি গীত-বাদ্যপ্রিয় (তানপুরার সুমধুর তানে তন্ময়তাপ্রাপ্ত ও সমাধিস্থ) পঞ্চানন বা **সদাশিব**—এজন্য এক্ষেত্রে শব্দতত্ত্বের এবং শূন্যময় তত্ত্বের বিশেষ অভিব্যক্তি। এই প্রদেশের মেরু-কেন্দ্রে ধূম্রবর্ণ ষোড়শ-দল বিশিষ্ট বিশুদ্ধ-পদ্ম অবস্থিত। ইহার ষোড়শ দলে রক্তবর্ণ অকারাদি **ষোড়শ-স্বরবর্ণ** বা মাতৃকাবর্ণ বিরাজিত। এই পদ্মের কর্ণিকা-মধ্যে পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বৃত্তাকার গগন-মণ্ডল সুশোভিত; তন্মধ্যে স্ফটিকবর্ণ আকাশ-বীজ

* কাহারও মতে, দ্বাদশ দল হৃদ্‌কমলের আশ্রয়রূপে অথবা উহার অভ্যন্তরে একটী শক্তিময় গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম বিরাজিত; উহা কল্পতরুতুল্য—উহাতে দেবগণ এবং হংসরূপী জীবাত্মা চির্ অধিষ্ঠিত।

"হং" বিদ্যমান; এই আকাশ-বীজকে তৎ প্রতিপাদ্য শুক্লগজারূঢ় শ্বেত-বর্ণ চতুর্ভুজ ব্যোম্-দেবতারূপে পরিচিন্তনীয়; তৎক্রোড়ে ত্রিলোচনান্বিত দশভুজ বাঘাম্বরধারী পঞ্চানন সদাশিব, অর্দ্ধ-নারীশ্বররূপে নিজ শক্তি রক্তবর্ণা শাকিনীসহ সুশোভিত। এতৎব্যতীত পদ্মের ষোড়শ দলে, শব্দতত্ত্বময় ষড়জ ঋষভ প্রভৃতি সপ্তস্বর এবং স্বাহা স্বধা বষট্ হুঁ ফট্ নমঃ প্রভৃতি বিশিষ্ট মন্ত্রসমূহ ধ্বনিত হইয়া, উহারা ব্যোম্ (বি-ওম্) বা বিশিষ্ট প্রণব-ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইতেছে! এই বিশুদ্ধ-পদ্ম হইতেই শব্দময় চতুর্ব্বেদ, অপূর্ব্ব রহস্য বা গূঢ় মর্ম্মসহ যোগী বা সাধক-দেহে আত্ম-প্রকাশ করত, জ্ঞান ও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন!

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিশুদ্ধ-চক্রে উত্থিত হইয়া, সেখানকার দেবভাব এবং অসুরভাব প্রকট্ করিলে, আকাশ-তত্ত্বজাত কারণময় অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবভাবসমূহ পরাজিত হইল। তখন সেখানে দেবগণের কার্য্য শেষ হওয়ায়, কুণ্ডলিনী শক্তি একমুখে পরাজিত নিষ্ক্রিয় দেবভাব সমূহকে লইয়া আজ্ঞা-চক্রে উত্থিত হইলেন; আর অপর মুখসহ বিশুদ্ধ-চক্রেই যুদ্ধার্থে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন দেবগণ মনোময় দ্বিদল-পদ্মে আত্ম-প্রকাশ করত, পার্ব্বতী দেবীকে স্তবদ্বারা সন্তোষ বিধান করিলে, কুণ্ডলিনী সেখানে কৌষিকী-মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। অতঃপর বিশুদ্ধ-চক্র হইতে দেবীর অভিমুখে আগমনকারী ধূম্রলোচনকে, তিনি আকাশতত্ত্বময় হুঁকার দ্বারা বিলয় করিলেন। তৎপর বিশুদ্ধ-চক্রে, বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া চণ্ড-মুণ্ড, যুদ্ধের জন্য অভিযান করিলে, কুণ্ডলিনী শক্তি, কালিকা-মূর্ত্তিতে তাহাদের উপর পতিত হইয়া গ্রাস ও চর্ব্বণপূর্ব্বক তাহাদিগকে লয় করিলেন; পরিশেষে চণ্ড-মুণ্ডকেও বিলয় করিয়া, তাহাদের বীজ-রূপী শিরদ্বয় দ্বিদলস্থ কৌষিকীকে উপহার প্রদান করিলেন। এইরূপে

বিশুদ্ধ-পদ্মের কার্য্য শেষ হওয়ায়, উহা ম্লান ও অবনতমুখী হইল।

আজ্ঞা-চক্র—জীব-দেহের ভ্রূমধ্য-প্রদেশ, **মন-তত্ত্বের** * বা ধ্যান-ধারণাদির বিশিষ্ট স্থান—এখানেই দেহস্থ তপলোক অবস্থিত; এই ক্ষেত্রের অধিপতি, সুধাকর চন্দ্র। এই প্রদেশের অন্তর্গত দেহ-মেরুতে **শুক্লবর্ণ দ্বিদল-পদ্ম** অবস্থিত। ইহার দুইদলে, **হ ক্ষ** এই দুই মাতৃকাবর্ণ বিরাজিত। পদ্মের কর্ণিকামধ্যে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট ত্রিকোণ মণ্ডল দেদীপ্যমান—উহার তিন কোণে, ত্রিগুণ এবং ত্রিগুণের দেবতা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বিরাজিত; মধ্যস্থলে চন্দ্রবীজ "ঠং" প্রদীপ্ত। এই চন্দ্রবীজকে তৎপ্রতিপাদ্য বরাভয়যুক্ত দ্বিভুজ উজ্জ্বল চন্দ্রদেবতারূপে ধ্যেয়; তৎক্রোড়ে দ্বিভুজ জ্ঞানদাতা গুণাতীত **পরশিব**, তৎশক্তি দ্বাদশভুজা ষড়াননা হাকিনীসহ অধিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত এখানে **ইতর-লিঙ্গ** নামক জ্যোতির্ম্ময় শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। আজ্ঞা-চক্রে এবং উহার অন্তশ্চক্রে বহুতত্ত্ব ও ভাব বিদ্যমান; এসম্বন্ধে যথাস্থানে বিশেষরূপে আলোচনা হওয়ায়, এখানে পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র। এই পদ্মে রজোগুণাত্মক্ মনোময় কোষ, সত্ত্বগুণাত্মক্ বিজ্ঞানময় কোষ এবং তমোগুণাত্মক আনন্দময় কোষ মিলিত হইয়া, **রুদ্র-গ্রন্থি** সৃষ্টি করিয়াছে।

কাম ভাব মূলাধার হইতে বিকাশ প্রাপ্ত এবং সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইলেও, উহার কারণ বা উৎপত্তি স্থান, জীব-দেহের মনোময় **দ্বিদল-ক্ষেত্রে** বা মনোময় কোষে—তাই কামের অন্য নাম **"মনসিজ"**; এজন্য কামরূপী শুম্ভকে সমূলে বিলয় বা বিশুদ্ধ করিবার জন্য, আজ্ঞা-চক্রে বা কারণময় ক্ষেত্রে শুম্ভাদিসহ দেবীযুদ্ধ ব্যবস্থিত। বিশেষতঃ মনোময় রথে আরূঢ় কামের উদ্দেশ্য—ভোগময় আনন্দ লাভ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

* "এতৎ পদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধং"—অর্থাৎ এই পদ্মের অন্তরালে সুপ্রসিদ্ধ মন সূক্ষ্মরূপে বাস করিয়া থাকেন—ষট্‌চক্র-নিরূপণম্।

কামময় আনন্দ বা আনন্দময় কামের স্বরূপ, **স্বয়ং কামাখ্যা** কাম-সুন্দরীরূপা **ভগবতী**, কিম্বা প্রেমময় **ভগবান শ্রীকৃষ্ণ**—তাই কৃষ্ণ-বীজ **ক্লীং কামবীজ**রূপেও কথিত ও ব্যবহৃত হয়! এজন্য চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কাম-বীজ কাম-গায়ত্রী যাঁর উপাসন ॥" **কাম-গায়ত্রী** বা কৃষ্ণ-**গায়ত্রী**, যথা—"ওঁ কাম দেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ" অর্থাৎ কামাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার জন্য, **পুষ্পবাণ**রূপী অনঙ্গ বা মদনকে ধ্যান করি; সেই মদন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গলাভে নিয়োজিত করুন! সুতরাং গৌরীপীঠস্থিত শিবলিঙ্গের ন্যায়, পুষ্পবাণরূপী † **মদন** বা কামের ধ্যান বা পরিচিন্তন দ্বারা, কাম-বীজ-প্রতিপাদ্য প্রেমময় ভগবান **শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে** স্বরূপজ্ঞান লাভের জন্যই, কাম বা কৃষ্ণ গায়ত্রী-ধ্যানের ব্যবস্থা। জড়-রস সাময়িক আনন্দ লাভের উপলক্ষ্য মাত্র; কিন্তু পরম রস বা পরমানন্দ, একমাত্র কামবীজ-প্রতিপাদ্য ভগবান বা ভগবতীই দিতে পারেন—কেননা তাঁহারা যে কামেরও কামরূপা এবং একমাত্র কাম্য। এইরূপে ভগবান বা ভগবতীর নিয়ত পরিচিন্তনরূপ 'ভাবনা' দ্বারা, জড়রসও বিশুদ্ধ হইয়া **পরমরসে** বিভাবিত হয়—তখন উহা আপনা হইতেই ইষ্ট-চরণে সমর্পিত হইয়া থাকে। ব্রজ-রাসলীলাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় বংশীতে **ক্লীং** বা **কামবীজ** উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া, বিশুদ্ধভাবাপন্ন গোপিগণের মনোময় হৃদয়-ক্ষেত্রে **কৃষ্ণপ্রীতি** বা **কৃষ্ণপ্রাপ্তিরূপ** পরম কাম-কামনা-বহ্নি উদ্দীপ্ত করত, গোপিগণকে প্রেমোন্মাদিনী বা ভাবোন্মত্তা করিয়া, শ্রীরাসে আনয়ন করিয়াছিলেন! গোপিগণের সর্ব্ববিধ **জড়রস** কৃষ্ণ-

---

† কোন তন্ত্রে পুষ্পকে গৌরী-পীঠরূপে এবং বাণকে শিবলিঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ষট্‌চক্রের লিঙ্গত্রয়ের মধ্যে, একটী শিবলিঙ্গের নাম বাণলিঙ্গ।

প্রীতিতে বা কৃষ্ণ-প্রেমে পর্য্যবসিত হইয়াছিল—ইহাই মনসিজ বা মনোময় কামের বিশুদ্ধি ভাব এবং প্রেমস্বরূপে অবস্থান !! এজন্য দেবী-রাস-লীলাতেও, মনোময় দ্বিদল পদ্ম বা **আজ্ঞা-চক্রটী** শ্রীরাসের উপযোগী অন্যতম পরম ক্ষেত্ররূপে যথাযথভাবে ব্যবহৃত।

কুলকুণ্ডলিনীশক্তি প্রত্যেক পদ্মের দল এবং কর্ণিকা মধ্য হইতে যে সমস্ত দেবভাব এবং আসুরিক ভাবের বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া-ছিলেন, তাহা সম্যক্‌রূপে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে এখানে আজ্ঞা-চক্রে তৎসমস্তই পূর্ণরূপে বিকাশ করিলেন—ইহারাই চণ্ডীতে বর্ণিত শুম্ভ নিশুম্ভ এবং তাহাদের অষ্ট শ্রেণীভুক্ত **আসুরিক বল** এবং দেবগণের নব-শক্তি-রূপী কেন্দ্র **দেব-বল**। অনন্তর দেবাসুর-যুদ্ধরূপে বিলয়লীলা আরম্ভ হইল। প্রথমেই মনোময় কোষের দেবাসুর যুদ্ধে অসুরগণ পরাজিত হওয়ায়, রক্তবীজ অনন্ত মূর্ত্তিতে যুদ্ধ করিয়া বিলয় প্রাপ্ত হইল। তৎপর নিশুম্ভ, অষ্ট শ্রেণীর বিশিষ্ট অসুরগণসহ বিলয় হইল; অনন্তর শুম্ভ, বিশুদ্ধ হইয়া, দ্বিদলস্থ বিজ্ঞানময় কোষে এবং নিরালম্বপুরীতে বা আনন্দময় কোষে উত্থিত হইয়া, যুদ্ধরূপ মাতৃ-পূজাদ্বারা মাতৃ-কৃপা প্রাপ্ত হইলেন! এইরূপে শুম্ভের অবশিষ্ট জীবভাব বিলয় হওয়ায়, তাঁহার **রুদ্র-গ্রন্থিভেদ** হইল!—তখন সহস্রারে শুম্ভরূপী জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার **মহা-মিলন** হইল—**ভক্ত**, ভগবানের নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিয়া সচ্চিদা-নন্দময় স্বরূপ-দেহ লাভ করত ধন্য হইলেন!—আর **জ্ঞানী** সাধক, সিদ্ধিলাভ করত, বিদেহ মুক্তি বা **মহানির্ব্বাণ** লাভ করিলেন। এক্ষণে ভগবতী **কুণ্ডলিনী**-শক্তির কৃপায়, আমাদের **ষট্‌চক্রের** যৌগিক সাধন পন্থাসমূহ সুগম সরস ও মধুময় হউক !! **ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ**।

ওঁ নমস্তে দেবদেবেশি যোগীশপ্রাণবল্লভে।
সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিতে ॥

ওঁ প্রসুপ্তভুজগাকারে সর্ব্বদা কারণপ্রিয়ে।
কামকলান্বিতে দেবি মমাভীষ্টং কুরুষ্ব চ॥
অসারে ঘোরসংসারে ভবঘোরাৎ কুলেশ্বরি।
সর্ব্বদা রক্ষ মাং দেবি জন্মসংসারসাগরাৎ॥
ষট্‌চক্রময়ী দেবী পদ্মনালে চরতি যা।
রমতু সা হৃদম্বুজে কুণ্ডলিনি নমোঽস্তু তে॥

দেবী-রাসলীলা

দেবী-মাহাত্ম্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আদি অন্তে ও মধ্যে একটী সার্ব্বজনীন ভাব বিদ্যমান, যথা—'**আমিকে** বিশুদ্ধ করিয়া সচ্চিদানন্দ-স্বরূপত্বে প্রতিষ্ঠিত কর।'—এইরূপে **জীবাত্মার** অবিশুদ্ধ জীবভাবসমূহ বিলয় করিয়া, **পরমাত্মার** সহিত মিলন করাই জীবের একমাত্র সাধ্য। বিশেষতঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব লাভ না করিলে, ভগবৎ-সেবা, পরমাত্মার সহিত একাত্ম-মিলন অথবা মুক্তি প্রভৃতি কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হইবে না; এজন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন দ্বারাই হউক না কেন, সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বে উপনীত হইতেই হইবে!—এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই গীতাতে ভগবান, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি ও যোগমূলক বিভিন্ন উপদেশ দিয়াছেন—চণ্ডীতে ঐ সকল উপদেশই কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগদ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব-লাভের অপূর্ব্ব কৌশল বা সঙ্কেত অভিব্যক্ত হইয়াছে। জীবভাবাপন্ন গোপিগণের চিত্ত বিশুদ্ধ করত পরমভাবে বিভাবিত করিয়া, তাঁহাদিগকে সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে, ভগবান

মর্ত্ত্যধামে অপূর্ব্ব **বৃন্দাবন লীলা** প্রকট্ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা জীব-জগতের কল্যাণ সাধনার্থে অত্যুজ্জ্বল প্রেমের চরম ও পরম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। জীবমাত্রই আনন্দস্বরূপ ভগবানের জন্য, কোন না কোন আকারে আরাধনা করিতেছে—কেননা সকলেই **আনন্দের** জন্য লালায়িত, আর আনন্দের স্বরূপ বিকাশ, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে; সুতরাং গোপীরূপী জীবের সহিত মহাশক্তিময় পরমাত্মারূপী **শ্রীকৃষ্ণের** মিলন, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সকলেরই লক্ষ্য।

ব্রজ-লীলাতে ভগবান, গোপিগণের জীবভাব নানাপ্রকারে বিশুদ্ধ করিয়াছিলেন—প্রথমেই বিবিধ ঐশ্বর্য্যভাব প্রকট্ করিয়া, তিনি ব্রজ-বাসীমাত্রেরই বিস্ময়ের কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। '**বস্ত্রহরণ**'-লীলা দ্বারাও গোপিগণের ভ্রান্তি ও লজ্জা বিদূরিত করিয়া, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি করিয়াছিলেন; তৎপর ভাবিনী গোপিগণ, পরমাত্ম-ভাবে বিভাবিত হওয়ায়, সাংসারিক সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য পালন করিয়াও, অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যযুক্তা ও সর্ব্বত্যাগীরূপে প্রতিভাত হইলেন!—তাই রাস-লীলাতে বংশীধ্বনি শ্রবণ করা মাত্র তাঁহারা, পতি পুত্র, গো-সেবা প্রভৃতি লৌকিক **সর্ব্ব-ধর্ম্ম** পরিত্যাগ করত, শ্রীরাস-মণ্ডলে উপস্থিত হন! ব্রজ-রাসলীলাটী শ্রীমদ্ভাগবতে '**রাস পঞ্চাধ্যায়**' নামক পাচটী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে; ঐ বিবরণসমূহ বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভগবান, ঐ লীলাদ্বারা আত্ম-সমর্পণকারী গোপিগণের চিত্তের অবিশুদ্ধতা বা অবশিষ্ট **জীবভাব** ক্রমে বিদূরিত করত, তাঁহাদিগকে সচ্চিদানন্দস্বরূপে বা পরমাত্মময়ীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন! তৎপর ভগবান, গোপিগণের সহিত একাত্মভাবে প্রেমানন্দময় অত্যুজ্জ্বল লীলা প্রকাশ করত, তাঁহাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন!! দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত চরিত্রসমূহের মুখ্য **ঘটনাবলীর**

সহিত, শ্রীশ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাদির বিস্ময়জনক **সাদৃশ্য** ও মিল রহিয়াছে। উভয় গ্রন্থে বর্ণিত মুখ্য বিষয়সমূহ এবং তৎসম্পর্কিত ভাবাদি, নিম্নে অতি সংক্ষিপ্তভাবে পর পর পাশাপাশি রাখিয়া ধারাবাহিক-রূপে প্রদর্শন করা হইতেছে।

রাসলীলা এবং দেবী-মাহাত্ম্যের বিবরণ, উভয়ই ষট্‌লক্ষণযুক্ত **শরণাগতির** সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। দেবী-মাহাত্ম্যে সুরথ ও সমাধি যেমন সত্ত্বগুণান্বিত, তীব্র বৈরাগ্যযুক্ত এবং ঋষির আশ্রমে গমন করিয়া শরণাগত, সেইরূপ ব্রজলীলাতেও গোপিগণ ভগবৎ লীলা-দর্শনে ও আস্বাদনে সত্ত্বগুণান্বিত, সংসারে বাস করিয়াও বিষয়ে অনাসক্ত ও বৈরাগ্যযুক্ত। রাসলীলায় ভগবানের **বংশী-ধ্বনি** এবং শ্রীরাস-মণ্ডলে গোপীকৃত প্রথম **স্তবটীই**—চণ্ডীতে ব্রহ্মাকৃত স্তব। ভগবান বংশীধ্বনি * দ্বারা "কলং বামদৃশাং মনোহরং" এই শব্দ ধ্বনিত করিয়াছিলেন—ইহার সাধারণ অর্থ, কামিনীগণের মন-হরণকারী শব্দ উত্থাপন করিলেন—ব্রহ্মাকৃত স্তবে উহা, যোগনিদ্রারূপিণী মায়ের **জাগরণী** এবং প্রসন্নতাকারিণী শব্দ বা বাক্য-বিলাস। ঐ বংশীধ্বনির বিশেষ অর্থ—**ক+ল+ঈ+ঁ=ক্লীঁ** বা **ক্লীং**—ইহাই **কামবীজ** বা যুগলাত্মক কৃষ্ণবীজ। এই অক্ষরসমূহের ভাবার্থ, যথা—**ল**=ক্ষিতিতত্ত্ব

* সাধারণতঃ বাঁশের বা কাঠের বাঁশীতে ছয়টী ছোট ছিদ্র থাকে; আর নিম্নপ্রান্তে বড় একটী ছিদ্র বা ফাঁক থাকে—এই বড় ছিদ্রটী আশ্রয় করিয়াই শিবময় 'ষড়জ' স্বর ধ্বনিত হয়; ঐ ফাঁকটী বন্ধ করিলে, সুরের নৃত্য চলিবে না। অথচ সেই ছিদ্রটী 'পো' ধরার মত অন্যান্য সুর বা স্বর প্রকাশে সহায়তা করিয়া থাকে। ষরজ স্বরটী শবাকারে শায়িত শিবস্বরূপ, আর বাঁশীর ছয়টী ছোট ছিদ্রপথে ধ্বনিত রি গা মা পা ধা নি, শিববক্ষে নৃত্যময়ী কালী বা প্রকৃতিস্বরূপা।—এইরূপে ষড়জ স্বরকে অবলম্বন করিয়াই অবশিষ্ট ছয়টী স্বর, মূর্চ্ছনা বা ঝঙ্কার তুলিয়া নৃত্যপরায়ণা হয় এবং সকলকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে।

—ইহা হইতেই পৃথিবী বা ভূলোকের উদ্ভব। **ক**=অপ্ তত্ত্ব—ইহা হইতেই ভুব বা পিতৃলোকের উৎপত্তি। **ঈ**=**অগ্নি** বা তেজতত্ত্ব—ইহা হইতে **স্ব** বা দেবলোক সমুদ্ভূত। ঁ **নাদ**=মরুত্তত্ত্ব ; [বায়ুকে আশ্রয় করিয়াই নাদ বা শব্দের অভিব্যক্তি]—ইহা হইতেই মহলোকের উদ্ভব। ং **বিন্দু**=শূন্যময় ব্যোমতত্ত্ব—ইহা হইতেই জনলোক উদ্ভূত। আর দেবী-মাহাত্ম্যে ব্রহ্মাকৃত স্তবের আদি মন্ত্র—"ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কার-স্বরাত্মিকা।"—ইহাতেও কৃষ্ণবীজ **ক্লীং** নিহিত আছে, যথা—(১) **স্বাহা**—তেজতত্ত্ব ; কেননা উহা তেজতত্ত্বময় স্ব বা দেবলোক-বাসীগণের পরিতৃপ্তিদায়ক মন্ত্র। (২) **স্বধা**—অপ্ তত্ত্ব ; কেননা উহা অপ্ তত্ত্বময় ভুব বা পিতৃলোকবাসীদের পোষণমন্ত্র। (৩) **বষট্‌কার**—ক্ষিতিতত্ত্বের পোষক ; কেননা উহা ক্ষিতিতত্ত্বময় ভূলোক বা মর্ত্ত্যবাসীদের কল্যাণপ্রদ বিশিষ্ট যজ্ঞ। (৪) **স্বর**—মরুত্তত্ত্ব ; কেননা নাদ বা উদাত্তাদি ধ্বনি, বায়ুর সাহায্যেই যথাযথ ধ্বনিত হয় ; এজন্য উহাতে বায়ু বা মরুত্তত্ত্ব প্রকটিত—আর মরুত্তত্ত্বেই মহলোকের সৃষ্টি। (৫) **আত্মিকা**—ব্যোমতত্ত্ব ; কেননা শূন্যময় ং বিন্দু বা শিবময় নির্লিপ্ত আত্ম-ভাবই আত্মিকা বা শক্তিময় আত্মা। বিশেষতঃ নিঃসঙ্গ ও নির্লিপ্ত ভাবই জনলোকের বৈশিষ্ট ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে উচ্চারিত **ক্লীং** বীজটীর ভাব ও তত্ত্ব, ব্রহ্মাকৃত স্তব-মন্ত্রেরও আদিতে অভিব্যক্ত! —ইহাই দেবী-রাসের **শব্দ-তত্ত্ব**।

নিজকে দীন-হীন দুঃখিত এবং ভগবানকে অসীম অনন্ত ধ্যানাতীত গুণাতীত এবম্বিধ উচ্চভাব সতত পোষণ বা ধারণা করিলে, তাঁহার সহিত একাত্ম-মিলন বা প্রেম হইতে পারে না। গোপিগণ ভগবানকে পরমাত্মারূপে ভাবনা করিতেন এবং নিজ নিজ সম্বন্ধে দীন-হীনভাব অবলম্বন বা পোষণ করিতেন—সমান সমান ভাব না হইলে প্রেমের একাত্ম

বা সর্ব্বাঙ্গীন মিলন হয় না; গোপিগণের এই প্রকার জীব ভাবীয় *হীনতা* বা মলিনভাবই তাঁহাদের চিত্ত-ক্ষেত্রে **মধু-কৈটভের** উৎপাতস্বরূপ! —ইহাই তাঁহাদের অবিশুদ্ধ অহংভাব। ভগবানের বংশী-ধ্বনির আকর্ষণে গোপিগণ সর্ব্বত্যাগী হইয়া, নিভৃত পূর্ণচন্দ্র-দীপ্ত শ্রীরাস-ক্ষেত্রে সমাগতা হইলেন; ভগবান সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথরূপ ধারণ করিয়া সেখানে অবস্থিত, কিন্তু গোপিগণের চিত্তে, জীবভাবীয় মলিনতা ও ভেদভাব থাকায়, এরূপ দেশ-কাল ও পাত্র সংযোগের অপূর্ব্ব **মণি-কাঞ্চনযোগ** সত্ত্বেও, তাঁহারা ভগবানের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ বা প্রেম-মিলন না করিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন! তখন ভগবান যেন তাঁহাদের আত্ম-সমর্পণের পরমভাব বা আত্মাহুতির তীব্র অনুপ্রাণতা বা ঐকান্তিক প্রেরণা সম্বন্ধে **নিদ্রিত** রহিলেন! অর্থাৎ উহা দেখিয়াও যেন দেখিলেন না; তাই নিবৃত্তিপরায়ণ গোপিগণকে পরীক্ষাচ্ছলে প্রবৃত্তি-পথের ভোগাসক্তিতে পুনরায় আত্ম-নিয়োগ করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। গোপিগণের পর-বৈরাগ্যের প্রতি ভগবানের এই প্রকার তাচ্ছিল্যরূপ **নিদ্রাভাব** দর্শন করিয়া তাঁহারা ভগবানকে 'অরবিন্দ-নেত্র' বলিয়া সম্বোধন করিলেন—**পদ্ম,** রাত্রিকালে মুদিত থাকে, তাই গোপিগণ যেন অভিমানভরে বলিতেছেন—"আপনার কৃপা-নেত্র কি নিশাকালহেতু মুদিত রহিয়াছে? তাই সমীপস্থা আত্ম-সমর্পণকারিণী কামিনীগণকে আপনি সদয়ভাবে দেখিতেছেন না"? গোপিগণের প্রতি, বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণের কৃপা-দৃষ্টিহীন নিদ্রাভাব দর্শন করিয়া এবং জীবভাবীয় দীনতাদ্বারা প্রভাবিত হইয়া, গোপিগণ ভগবানকে প্রবুদ্ধ করত, তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য, অতি সুন্দর **স্তব** করিতে লাগিলেন—অশ্রুধারায় বদনমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়া, বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে করুণস্বরে প্রেমভরে গোপিগণ পরমাত্ম-

তত্ত্বময় অমৃতস্রাবী অপূর্ব্ব স্তব করিলেন!—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে নারায়ণকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, ধর্ম্মভাব সৃষ্টিকারী **ব্রহ্মা**কৃত স্তবস্বরূপ! —ইহাও দেবী-রাসলীলার **শব্দ-তত্ত্ব**।

গোপিগণ স্তব করা কালীন, নিজেদের দীনতা প্রকাশপূর্ব্বক, ভগবানের প্রেম-দীপ্ত বদন মণ্ডল, সুকোমল অধর, অভয় কমনীয় হস্তদ্বয় এবং শান্তিময় বক্ষঃস্থলের প্রশংসা করিয়া, দাসীত্ব প্রার্থনা করিলেন। দেবী-মাহাত্ম্যে—ব্রহ্মার স্তবে তুষ্টা হইয়া, তামসী দেবী, ভগবান বিষ্ণুর নেত্র-নাসিকাযুক্ত বদনমণ্ডল, বাহু, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি প্রধান **শক্তিকেন্দ্র** হইতেই আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; আবার রাসলীলাতেও গোপিগণ ভগবানের সেই সকল শক্তিময় স্থানেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন! তৎপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া গোপিগণের প্রতি ... ও সপ্রেম দৃষ্টিপাত করিলেন! (—ইহাই চণ্ডীতে **বিষ্ণু-জাগরণ**)। ... ভগবান নিজ শক্তি **যোগমায়া**দেবীকে আশ্রয় করিয়া, যতজন গোপী. তত জন কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক, গোপিগণের সহিত নানাপ্রকার আনন্দ-বিলাস করিলেন; প্রকৃতপক্ষে রাস-সম্মিলনের এই **গোপী-কৃষ্ণ**-মিলনে. একটী গোপী এবং একটী কৃষ্ণ, এই যুগলভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছিল দেবী-মাহাত্ম্যেও সত্ত্বগুণজাত মধু-কৈটভের সহিত একাকী সত্ত্বগুণ... বিষ্ণু, বহুকাল বাহু যুদ্ধরূপ ভাবের আদান-প্রদান করিলেন—ই... দেবী-রাসের **স্পর্শতত্ত্ব**! ব্রজলীলায়—গোপিগণের দাসীত্ব প্রভৃতি প্রার্থনার অন্তরালে যে জীবভাবীয় মলিনতা ছিল, যাহা সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার সহিত একাত্ম-মিলনে **বাধক** বা প্রতিবন্ধকস্বরূপ, সেই জীবভাব হরণ করিয়া, ভগবান গোপিগণকে ক্রমে পরমাত্মভাবে বিভাবিত করিতেছিলেন—এইরূপে ভগবান গোপিগণের অঙ্গের নানা স্থানে, স্বীয় করকমলের প্রেমময় স্পর্শদ্বারা লজ্জারূপ ভেদভাব বা **জীব-**

ভাব অপসারিত করিয়া, তাঁহাদের সহিত প্রেমানন্দের একাত্ম-মিলন করিলেন—মধু-কৈটভরূপ জীবভাবীয় মলিনতা বিদূরিত হইল!—**মধু-কৈটভ** বধ হইল। তখন গোপিগণ ভগবানের সহিত একাত্মভাবে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিয়া, সকলেই তেজস্বিনীরূপে প্রতিভাত হইলেন!—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যের প্রথম চরিত্রে বর্ণিত **দেবী-রাসলীলা**!—ব্রজ-রাসলীলার ন্যায় এখানেও **শব্দ**-তত্ত্ব ও **স্পর্শ**-তত্ত্বের সাদৃশ্য অভিব্যক্তি হইয়াছে।

ভগবান প্রদত্ত প্রেমানন্দ-সম্ভোগে গোপিগণ **গর্ব্বিতা** হইলেন এবং সংসারের সকল নারী অপেক্ষা তাঁহারা নিজকে অধিকতর সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিলেন; তখন দর্পহারী ভগবান, তাঁহাদের **গর্ব্ব নাশ** করিবার জন্য, অন্তর্হিত হইলেন—এই অহংকাররূপ **দর্প** বা **গর্ব্বই** চণ্ডিতে বর্ণিত **মহিষাসুর**। এইরূপে মহিষাসুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় এবং ভগবানের অন্তর্ধানে গোপিগণের চিত্তের প্রেমানন্দময় দিব্যভাব বা **দেব-রাজ্য** নষ্ট হইল; পুনরায় জীবভাবীয় ভেদ ও মলিনতা তাঁহাদের চিত্ত অধিকার করিলে, তাঁহারা অতি দীনভাবে ভগবানের জন্য শোকান্বিতা হইলেন। এইরূপে গোপিগণের চিত্ত-ক্ষেত্রে প্রথমে প্রেম-গর্ব্ব, আবার পরবর্ত্তী অবস্থায়, শোকভাব ও দীনতা আশ্রয় করায়, রাসে আস্বাদিত তাঁহাদের **পরম ভাব** পরাজিত হইল—অর্থাৎ উহা সাময়িকভাবে চাপা পড়িল!—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে মহিষাসুর কর্ত্তৃক দেবগণের পরাভব।

পরাজিত দেবগণ, ভগবান বিষ্ণুর শরণাগত হইয়া, অসুরগণের অত্যাচার বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করায়, সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়া, রজোগুণে বিভাবিত হইলেন; তখন তাঁহাদের প্রত্যেকের শরীর হইতে তেজরাশি নির্গত হইয়া উহা ঐক্যবদ্ধ হইল এবং তন্মধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণী

জ্যোতির্ম্ময়ী মহাশক্তি **দুর্গা**দেবী আত্ম-প্রকাশ করিলেন! দেবগণের বিষাদরূপ কালমেঘ অপসারিত হইয়া গেল—দেবী-দর্শনে তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না; তখন তাঁহারা সেই সিংহবাহিনী মাকে স্ব স্ব অস্ত্রাদি প্রদান করত, তাঁহার জয় উচ্চারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—দেবীও আনন্দে অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন; তাঁহার পদভরে ভূমণ্ডল অবনমিত, কিরীট গগন-স্পর্শী, জ্যোতিতে ত্রিভুবন উজ্জ্বলীকৃত! পক্ষান্তরে **রাসলীলাতে**—অতি দুঃখিতা বিরহী গোপিগণ, ভগবানের নিকটে কিরূপ প্রেমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, কিরূপে নিজেদের বুদ্ধির দোষে দর্প করিয়া, দর্পহারী **হরিকে** হারাইলেন, এইসকল বিষয় এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুধাময় ব্রজলীলাদি পরস্পর আলোচনা করায়, তাঁহারা কৃষ্ণ-প্রেমে **উদ্দীপিতা** হইলেন! তখন গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব ও প্রার্থনা করার পর, ব্যাকুল হইয়া '**হা কৃষ্ণ**', 'হা গোবিন্দ' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনপরায়ণা হইলে, ভগবান অপূর্ব্ব মদনমোহন সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইলেন—তাঁহার শ্রীমুখে হাস্য বি[illegible]শ হইতে লাগিল! সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেমন আপনা হইতে তৎক্ষণাৎ [illegible]রিত হয়, সেইরূপ গোপিগণের বিষাদ-মেঘ অন্তর্হিত হওয়ায়, [illegible]রা পরমানন্দে আত্মহারা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের রূপ-সুধা পান [illegible]ত লাগিলেন—ইহাই চণ্ডীতে দেবগণের জ্যোতির্ম্ময়ী ভগবতীর র[illegible]র্শন এবং শ্রীরাসেও গোপিগণের কৃষ্ণ-রূপ দর্শন!---ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যের এবং ব্রজ-রাসলীলার **রূপ-তত্ত্ব**।

ভগবানের আবির্ভাবে দুঃখ ও বিষাদরূপ মালিন্য এবং অন্বেষণাদি-জনিত চাঞ্চল্য দূর হইয়া, গোপিগণ মেঘমুক্ত রবির ন্যায় উজ্জ্বলা হইলেন—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে মহিষাসুরের **সৈন্যবধ**; আর ব্রজ-রাসের সেই অবস্থায়, রূপময় তনু ধারণপূর্ব্বক ভগবানের আবির্ভাবে,

তাঁহার শ্রীমুখমণ্ডলে কুন্দপুষ্পবৎ দন্তশ্রেণীর অপূর্ব্ব হাস্যবিকাশই দেবী-মাহাত্ম্যে দেবগণের পুষ্পবৃষ্টিস্বরূপ। ভগবৎ রূপ দর্শনে বিমুগ্ধ গোপিগণের কেহ ভগবানের শ্রীকর-কমল ধারণ করিলেন, কেহ রূপ-মাধুর্য্য পান করিতে লাগিলেন, কেহবা প্রেম-গর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া, ভগবানকে প্রেমাধীন করিবার জন্য, আপন **ওষ্ঠপ্রান্ত দংশন** করত, ভ্রুকুটি ও কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। [—ইহাতে মহিষাসুরের ক্রোধময় মূর্ত্তিটী সুন্দররূপে প্রতিফলিত]। কেহবা উচ্ছিষ্ট তাম্বুল যাচ্ঞাচ্ছলে **দাসীত্ব** প্রার্থনা করিলেন; আবার কেহবা বক্ষে ভগবানের পদযুগল ধারণ করিলেন। এইরূপে গোপিগণ বিভিন্ন ভেদভাবাবলম্বী হইয়া, ভগবানের সমীপস্থা হইলেন—ইহাতেও **অহং**ভাবের সূক্ষ্ম মালিন্য বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পাইল—দেবী-মাহাত্ম্যে ইহাই মহিষাসুরের বিভিন্ন রূপ ধারণ ও যুদ্ধ! গোপিগণ উচ্ছিষ্ট তাম্বুল গ্রহণ, ভগবানের দর্শন ও স্পর্শনাদিদ্বারা প্রেমামৃত পান করিতে লাগিলেন; আর ভগবানও গোপিগণের প্রদত্ত প্রেমানুরাগরূপ সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন!—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে দেবীকর্ত্তৃক রজোগুণময় **মধুপান**। এইরূপে ভগবানের সহিত গোপিগণের প্রেমভাবের আদান-প্রদানরূপ যুদ্ধদ্বারা গোপিগণের অহংভাবের সূক্ষ্ম মলিনতা অনেক পরিমাণে বিলয়-প্রাপ্ত হইল—**মহিষাসুর** বধ হইল!—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত অবস্থায় মহিষাসুর বধ। এইরূপে শুদ্ধভাবপ্রাপ্ত গোপিগণ, প্রেম-সেবাদ্বারা ভগবানকে পরিতুষ্ট করিয়া, তাঁহাকে বেষ্টন করত নানা প্রকারে আনন্দভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন—ইহাই মহিষাসুর বধের পর, গন্ধর্ব্বগণের গান এবং অপ্সরাগণের নৃত্যস্বরূপ!—এইরূপে দেবী-মাহাত্ম্যের মধ্যম চরিত্রে দেবী-রাসলীলা সুসম্পন্ন!!

অতঃপর প্রেমানুরাগে রঞ্জিতা হওয়ায় এবং ভাবাবেশে গোপিগণের চিত্তে বিভিন্নরূপে ভগবানকে আস্বাদন করিবার ইচ্ছা বা কামনা প্রবল

হইল। ভগবানের স্বকীয় স্বরূপভাবে বিভাবিত না হইয়া, আপন আপন ভাব অনুযায়ী নিজ নিজ কামনা পূরণের জন্য, ভগবানকে লাভ করিবার ইচ্ছাতে, সকাম ভাব নিহিত থাকে ; এতৎব্যতীত কোন কোন গোপী, ওষ্ঠপুট দংশন করিয়া ক্রোধময় ভাবও প্রকাশ করিয়াছিলেন ! উহা স্বরূপভাব লাভের পক্ষে বিরোধী বা প্রতিকূল ; এজন্য উহাও অসুরতুল্য। এই কাম-ক্রোধাত্মক্ আসুরিক ভাবই দেবী-মাহাত্ম্যের কামরূপী **শুম্ভ** এবং তাহারই সহভাবাপন্ন ক্রোধরূপী **নিশুম্ভ**। ভগবানের প্রতি গোপিগণের এবম্বিধ জীবভাবীয় কাম-কামনা প্রকট হওয়ায়, পুনরায় ভগবানের সহিত একাত্ম স্বরূপভাব লাভের অন্তরায় উপস্থিত হইল—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ কর্তৃক দেবভাবসমূহের পরাজয়। অনন্তর গোপিগণ সেখান হইতে মনোহর দৃশ্য সম্বলিত যমুনা-পুলিনে উপস্থিত হইয়া, 'আপন আপন বক্ষঃস্থলের লজ্জানিবারক উত্তরীয়সমূহ একত্র করত, বালুকার উপরে উচ্চ আসন রচনা করিয়া, ভগবানকে উহাতে উপবেশন করাইলেন এবং প্রেমানন্দ ভোগ করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন ; তৎপর তাঁহাদের মধ্যে নানাপ্রকার আনন্দপ্রদ বাক্য-বিলাস হইল।—ইহাই দেবীমাহাত্ম্যে হিমালয়ের 'তুহিনাচল' বা সুশীতল শৃঙ্গোপরি দেবগণের সমাগম এবং জাহ্নবী-জলে স্নানার্থী **পার্ব্বতী** দেবীর সহিত কথোপকথন এবং স্তব। অতঃপর গোপিগণের চিত্তে কতকগুলি সন্দেহমূলক প্রশ্ন উদিত হওয়ায়, উহা মীমাংসার জন্য ভগবানের সহিত গোপিগণের কথোপকথন হইল—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে সত্ত্বগুণময় সুগ্রীবের সহিত চণ্ডিকা দেবীর অপূর্ব্ব বাক্যালাপ। দেবী, সুগ্রীবের নিকটে নিজ প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে **তিনটী** ভাবময় বাক্য বা **কল্প** ব্যক্ত করিলেন, যথা—সংগ্রামে জয়, দর্প নাশ এবং প্রতিবল—ইহাতে পরমাত্মময় স্বরূপভাব অভিব্যক্ত। পক্ষান্তরে **ব্রজ-রাসে** গোপিগণও

মীমাংসার জন্য, ভগবানকে ...

স্বরূপ ভজনা, নিঃস্বার্থভাবে ভজনা এবং ভজনা সম্বন্ধে ...

অর্থাৎ আত্মারাম বা আপ্তকাম—এই বাক্য ত্রয়ও আত্মারাম **শ্রীকৃষ্ণকে** উপলক্ষ্য করিয়াই কথিত! সুতরাং ইহাতেও পরমাত্মভাব নিহিত। এই সকল প্রশ্ন দ্বারা গোপিগণের চিত্তে যে সন্দেহ বা অবিশ্বাসের **ধূম্র** উদয় হইয়াছিল (—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যের ভ্রমান্ধ ধূম্রলোচন), তাহা ভগবৎ প্রদত্ত উত্তর দ্বারা অপসারিত হইল—**ধূম্রলোচন** বধ হইল।

ভগবান সম্বন্ধে গোপিগণের সন্দেহ সুমীমাংসিত হওয়ায়, আরও দৃঢ়তার সহিত ভগবানকে আপন আপন ভাব বা কামনা অনুযায়ী পাইবার জন্য, তাঁহাদের চিত্তে লোভ এবং মোহ উপস্থিত হইল—ইহারাই দেবী-মাহাত্ম্যের **চণ্ড** এবং **মুণ্ড**। তখন, গোপিগণ বিরহ-সন্তাপে তাপিত হইয়া, আপন আপন ভাবে ভগবানকে প্রেমালিঙ্গন করত প্রশান্তি লাভ করিলেন—ভগবানের শ্রীঅঙ্গের প্রেমানন্দময় স্পর্শে তাঁহাদের লোভ-মোহ বিলয়প্রাপ্ত হইল। এইরূপে ভগবানের শক্তি, কারণ-রূপিণী যোগমায়া বা কালিকা দেবী, গোপিগণের লোভ-মোহ বিলয় করিলেন—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে কালিকা কর্তৃক **চণ্ড-মুণ্ড** বধ। গোপিগণের প্রেমানন্দময় ভগবৎ সেবাদ্বারা রস-তত্ত্বের সুবিকাশ হইয়াছিল; আর লোভেও রস-তত্ত্বের অভিব্যক্তি [—কেননা লোভনীয় খাদ্য দ্রব্য দর্শনে মুখে জল আসে]; বিশেষতঃ লোভ হইলেই লোভনীয় বস্তু পাইবার জন্য মোহ উপস্থিত হয়—এজন্য রস-তত্ত্বময় লোভ-মোহ পরস্পর সহ ভাবাপন্ন। এতদ্ব্যতীত, দেবী-সুগ্রীব সংবাদেও বীরভাবাপন্ন অপূর্ব্ব স্বরূপানন্দ-রসের অবতারণা হইয়াছে!—ইহাই ব্রজ-রাসলীলার এবং দেবী-রাসলীলার **রস-তত্ত্ব**!!

অতঃপর ব্রজগোপিগণ বিশেষরূপে আনন্দভোগ করার জন্য, ভগবানকে মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া, পরস্পর হাত ধরাধরি করত তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন।

দেবী-মাহাত্ম্যে চণ্ডিকাদেবী, ঘণ্টা ও ধনুকের '**জ্যা**'শব্দ উত্থিত করিলে, অসুরগণ তাঁহাকে এবং কালিকাকে চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল—ইহাতেও সুন্দর সাদৃশ্য আছে। তখন বিশেষরূপে যুদ্ধ করিবার জন্য, ব্রহ্মাণী প্রমুখ দেব-শক্তিগণ তথায় আত্ম-বিকাশ করিলেন। শ্রীরাস-ক্ষেত্রেও গোপিগণকে বিশেষরূপ আনন্দ প্রদানের জন্য ভগবান, যোগমায়া-শক্তির প্রভাবে যতজন গোপী ততজন কৃষ্ণরূপে আত্ম-বিকাশ করিলেন। অতঃপর এই অপূর্ব্ব রাসলীলা সন্দর্শন করিবার জন্য, দেবগণ আগমন করিলেন—দেবী যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্যও, দেবগণের সমাগম হইয়াছিল এবং স্বয়ং শিব এই সময়ে দৌত্য-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অতঃপর রজোগুণময় **রক্তবীজ** ভীষণ যুদ্ধ-মহোৎসব আরম্ভ করিল—আর এদিকে রাস-লীলাতেও, গোপিগণের প্রেমানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া, অনন্ত ভাবোচ্ছ্বাসরূপে বিকশিত ও তরঙ্গায়িত হইল! তাঁহারা গীত-বাদ্য এবং আনন্দের আতিশয্যে নৃত্যপরায়ণা হইলেন—এই অনন্ত ভাবোচ্ছ্বাসই দেবী-মাহাত্ম্যের রজোগুণাত্মক রক্তবীজ। ভাবের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে, কর্ত্তব্যের বিস্মৃতি বা ত্রুটী হয় এবং ঐরূপ অবস্থায়, স্বরূপভাব এবং সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়াও অসম্ভব নহে—এজন্য উহা অসুর তুল্য। রজোগুণাত্মক আনন্দের ভাবোচ্ছ্বাস, অসীম এবং অনন্ত আকারে অভিব্যক্ত হইতে পারে, এজন্য রক্তবীজ জাতীয় অসুরও অনন্ত। সর্ব্ববিলয়কারিণী কালিকার জ্ঞানময় মুখমণ্ডলে **রক্তবীজ** বিলয়প্রাপ্ত হইল; আর **ব্রজ-রাসে**—নৃত্য-গীতাদিযুক্ত ভাবাবেশে পরিশ্রান্ত গোপিগণ, শ্রীকৃষ্ণের চন্দন-চর্চ্চিত অলকাশোভিত পরম রমণীয় গণ্ডে, নিজ নিজ গণ্ড স্থাপন করিয়া, বহির্ম্মুখী উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করত, বিশ্রামানন্দ ও তন্ময়তা লাভ করিলেন!—এইরূপে দেবী-মাহাত্ম্যের এবং ব্রজ-রাসের **রক্তবীজ** বধ হইল। পৃথিবীতে রক্তবীজের রক্তবিন্দু পতিত হইলেই, নূতন রক্তবীজ সৃষ্টি হয়—পৃথিবীর গুণ গন্ধ, সুতরাং রক্তবীজে গন্ধ-তত্ত্ব

বিকশিত। ভগবানের প্রেমময় স্পর্শে শুদ্ধ হইয়া এবং শক্তিলাভ করিয়া গোপিগণ পুনরায় নৃত্য-গীতপরায়ণা হইলেন; দেবী-মাহাত্ম্যেও রক্তবীজ বধান্তে, মাতৃশক্তিগণ রজোগুণময় রক্তরূপ মদ্য পান করিয়া নৃত্যপরায়ণা হইয়াছিলেন।

রজোগুণময় ক্রোধ অন্তর্ম্মুখী বা ভগবৎমুখী হইয়া বিশুদ্ধ হইলেই, উহা অনুরাগের দীপ্তি বা প্রেম-পূজার বিবিধ উপকরণরূপে অভিরঞ্জিত হয়! তাই ভগবান, গোপিগণের সহিত, আত্ম-প্রতিবিম্বের মত নানারূপে প্রেম-বিলাস করিতে লাগিলেন; আর গোপিগণও প্রেমানু-রাগে সুরঞ্জিত হইয়া সুমধুর বাদ্যসহ বিবিধ স্বরালাপ ও ভগবৎ গুণানুকীর্ত্তন করত নৃত্যপরায়ণা হইলেন!—ইহাই চণ্ডীর রজোগুণময় অন্তর্ম্মুখী ক্রোধরূপী বিশিষ্ট প্রেমানুরাগী **নিশুম্ভের যুদ্ধ**। ভগবৎ-প্রদত্ত প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিয়া, গোপিগণ তন্ময়তা ও প্রেম-সমাধি লাভ করিলেন—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে নিশুম্ভের মূর্চ্ছা। অপূর্ব্ব রাসলীলা সন্দর্শন করিয়া, দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করত ভগবানের জয়-গানে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিতে লাগিলেন; এদিকে দেবী-রাসে নিশুম্ভ মূর্চ্ছিত হওয়ায়, শুম্ভ ভীম-বিক্রমে সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন—তাঁহাকে দেখিয়া দেবী, শঙ্খ ঘণ্টা এবং 'জ্যা' শব্দে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তৎপর নৃত্য-গীতাদি সম্বলিত অনুরাগ-দীপ্ত কামনাদি পরিত্যাগ করত, শ্রম-ক্লান্ত গোপিগণ বিশ্রাম গ্রহণ করিলে, ভগবান তাঁহার সুশীতল ও সুকোমল পদ্মহস্তদ্বারা তাঁহাদের বদনমণ্ডল মুছাইয়া দিয়া, শান্তি আনন্দ ও তন্ময়ত্ব প্রদান করিলেন—ইহাই দেবী-মাহাত্ম্যে **শুম্ভের মূর্চ্ছা**।

অনন্তর ভগবান গোপিগণের সহিত **জলকেলি** আরম্ভ করিলেন—গোপিগণ ভগবানকে চতুর্দ্দিক হইতে জলরাশিদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া

ক্রীড়াপরায়ণা হইলেন—এদিকে **চণ্ডী-লীলায়,** নিশুম্ভ চেতনা পাইয়া বৃষ্টিধারার মত শরবর্ষণ দ্বারা দেবীকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন! গোপিগণের জলকেলিদ্বারা ভগবান গোবিন্দের অন্তর দ্রবীভূত হইল; তখন তিনি অভূতপূর্ব্ব প্রেম-বিলাসদ্বারা গোপিগণের প্রেমানুরাগ সার্থক করিলেন—রজোগুণময় জল-কেলি শেষ হইল; এইরূপে শ্রীরাস-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া কোন কোন গোপী ওষ্ঠপুট দংশন করত, যে ক্রোধময় ভাব ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের প্রেমময় স্পর্শে এবং আনন্দ-বিলাসে চির অবসান হইল! দেবী-রাসেও রজোগুণময় অন্তর্ম্মুখী ক্রোধের বিঘ্নকর বাহ্য-স্ফুরণাদি বিলয় প্রাপ্ত হইল!—এইরূপে ব্রজ-রাসের এবং দেবী-রাসের নিশুম্ভ ভগবৎকৃপা লাভ করিলেন—**নিশুম্ভ বধ** হইল! তৎসহ মাতৃ-শক্তিগণ কর্ত্তৃক অষ্টবিধ জীবভাবীয় অসুরশ্রেণী বিনষ্ট হওয়ায়, সাধক ও গোপিগণ অষ্ট জীব-ধর্ম্ম এবং অষ্টপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া, বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন! তখন ব্রজ-রাসে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা ভগবানের পূজা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন; আর দেবী-রাসে মাতৃ-শক্তিগণ তাঁহাদের কার্য্যশেষহেতু বিশেষভাবে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন!

অতঃপর ভগবান গোপিগণসহ **কুঞ্জ-কাননে** প্রবেশ করিয়া কুঞ্জ-কেলি লীলা বিকাশ করিলেন; পত্রপুষ্প-সুশোভিত কুঞ্জের সৌরভের সহিত ভগবান ও গোপিগণের অঙ্গসৌরভ মিশিয়া অপূর্ব্ব **গন্ধ-তত্ত্বের** প্রবাহ সৃষ্ট হইল, ভ্রমরগণ তথায় সুমধুর গুঞ্জন করিতে লাগিল!—দেবী-রাসে, মায়ের অঙ্গগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত; দেবীর প্রতি শুম্ভের শ্লেষযুক্ত বাক্যসমূহও তত্ত্বময় ও ভাবময় পুষ্পের সৌরভে বা সুগন্ধে ভরপুর! সর্ব্বোপরি দেবীর সুমধুর বাক্যাবলী এবং ব্রহ্মজ্ঞানময় অপূর্ব্ব গুঞ্জন—"একৈবাহং" জগতে অতুলনীয়, অদ্বিতীয় এবং ভক্তগণের কর্ণামৃতস্বরূপ! তৎপর গোপিগণের অবশিষ্ট জীবভাব লয় করিয়া এবং

তাহাদের শৃঙ্গার-রসাত্মক্ ভাবসমূহ ভগবান নিজ মহাকারণময় দেহে সংহরণপূর্ব্বক ; কিম্বা ভগবান নিজ আনন্দ-শক্তিকে গোপিগণের অন্তরে আবদ্ধ বা সংস্থাপিত করিয়া, তাঁহাদিগকে পরমাত্মময়ী করিলেন। **দেবী-রাসেও** অম্বিকা দেবী, নিজ বিভূতিস্বরূপ নবশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া, নিজ মহাকারণময় দেহে লয় করিলেন। **সর্ব্বত্যাগী** শুম্ভ, যুদ্ধ-যজ্ঞে আত্মীয় বন্ধু এবং যথাসর্ব্বস্ব আহুতি দিয়া একক হইয়াছেন, তবু দেবী-লাভের কামনারূপ ভেদ ভাবটী নষ্ট হয় নাই ;—এখনও দেবীকে বলপূর্ব্বক লাভ করিবার কামনা, কামরূপী শুম্ভের চিত্ত-ক্ষেত্রে তরঙ্গায়িত ! এই জীবভাবীয় ভেদটুকু নষ্ট হইলেই, পরমাত্মময়ী দেবীর সহিত অভেদভাবে মিলন হইতে আর বাধা থাকিবে না ; তাই এই অপূর্ব্ব 'দারুণ' যুদ্ধ-মহোৎসব দেখিবার জন্য, দেবগণ এবং ব্রহ্মর্ষিগণ সমাগত। ক্রমে বাহুযুদ্ধরূপ ভাবের আদান-প্রদানদ্বারা, জীবভাবীয় ভেদটী জগদম্বা অপসারিত করিলেন—শুম্ভ পরমাত্মময় **মহামুক্তি** লাভ করিলেন !—জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদ-মিলন সংসাধিত হইল। **ব্রজ-রাসেও** পরমাত্মময়ী বিশুদ্ধ গোপিকাগণের সহিত সচ্চিদানন্দময় **আত্মারাম** ভগবানের একাত্ম প্রেম-মিলন বা **আত্ম-রমণ** সাধিত হইয়াছিল !—ভক্তরূপী গোপিকাগণ প্রেম-সাধনায় চরম সিদ্ধি লাভ করত, প্রেমামৃত-রসার্ণবে চিরতরে অবগাহন করিয়া ধন্যা ও কৃতকৃতার্থা হইলেন !

গোপিগণের সহিত ভগবানের একাত্ম-মিলন জনিত আনন্দ-বিলাসে এবং দেবীর সহিত শুম্ভের কারণ-ক্ষেত্রে যুদ্ধরূপ আদান-প্রদানময় আনন্দ-বিলাস, পঞ্চতত্ত্ব সমন্বিত গন্ধতত্ত্বের বিকাশ হইয়াছিল ; এতদ্ব্যতীত, এই অপূর্ব্ব লীলাতে সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে সকল তত্ত্বের সমাবেশ হেতু, ইহাতে গন্ধ-তত্ত্বেরই বিশেষ বিকাশ ও বিলাস লীলায়িত—ইহাই ব্রজ-রাসলীলায়

এবং দেবী-রাসলীলার **গদ্ধ-তত্ত্ব**! এইরূপে সকল প্রকার তত্ত্ব, রস এবং ভাবের **অপূর্ব্ব** সমন্বয় এবং পরিপূর্ণ সম্মিলন হওয়ায়, মহাশক্তিরূপিণী ভগবতীর এবং মহাশক্তিমান ভগবানের এই মহাভাবময় **পরম** লীলার নাম—**রাসলীলা**! দেবী-মাহাত্ম্যে ইহা **দেবী-রাসলীলা**রূপে বর্ণিত লীলায়িত এবং উজ্জ্বলীকৃত!! এইরূপে চণ্ডীতে বর্ণিত মহাশক্তির লীলা-বিলাসের সহিত, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত সর্ব্বশক্তিময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অত্যুজ্জ্বল মধ্যমণিস্বরূপ রাসলীলাটীর অপূর্ব্ব **সমন্বয়** ও **সামঞ্জস্য**-পরিপূর্ণ মিলন বিলসিত!!

এই অপূর্ব্ব **যুগল**লীলা-বিলাসে শক্তি ও শক্তিমানের সর্ব্বপ্রকারে একাত্ম ও অভেদভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিদ্ধমহাপুরুষ বা তত্ত্বদর্শী সাধকগণ, শক্তি শক্তিমান এবং তাঁহাদের লীলাসমূহকে সর্ব্বত্র অভেদ-ভাবেই দর্শন করিয়া থাকেন—তাঁহারা পঞ্চ উপাসনাতে কিম্বা শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের মধ্যেও অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ও মিলন প্রত্যক্ষ করেন! প্রকৃত-পক্ষে **শক্তিপূজা** ও **শক্তিমানের** পূজাদি আবহমান কাল হইতেই * গৃহী এবং গৃহের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্র অভেদভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ জ্ঞানময় দৃষ্টিতে, সমস্ত দেব-দেবীই ব্রহ্মময়, প্রেমময় এবং সচ্চিদানন্দময়রূপে প্রতিভাত হয়!—তাই ভগবান **শঙ্করাচার্য্য** সর্ব্ববাদীসম্মত অদ্বৈতবাদী হইলেও, গুরু-গনেশ, শিবশাক্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ, হরি নৃসিংহ, অচ্যুত কৃষ্ণ গোবিন্দ, ভবানী অন্নপূর্ণা, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি দেব-দেবিগণেরও প্রেমভক্তি-সমন্বিত অপূর্ব্ব **স্তব** করিয়া

---

* শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণী দেবী, তদীয় বিবাহের স্বল্পকাল পূর্ব্বে গতানুগতিক প্রথা অনুসারে পুরনারীগণসহকারে ভবানী মায়ের মন্দিরে গমনপূর্ব্বক, দেবীর পূজা সম্পন্ন করেন; তখন তিনি মায়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"হে অম্বিকে! বিঘ্নবিনাশন গনেশাদি সন্তানসহ তোমাকে সতত নমস্কার করি; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার পতি হউন; তুমি সর্ব্বমঙ্গলা শিবা, অতএব তুমি ইহা অনুমোদন কর"!!

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

সাধন-সুগম গ্রন্থাবলী—৩

শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য।

উত্তর খণ্ড

[উত্তম চরিত্র—প্রেমভক্তি ও আনন্দ লাভ]

"মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"—জন্ম-মরণাদি বিকার হইতে উদ্ধার করত, আমাকে আনন্দরূপ অমৃতে প্রতিষ্ঠিত কর।

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত।

গারোহিল যোগাশ্রম হইতে
সেবক মার্কণ্ড কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(প্রথম সংস্করণ)

 ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ   মূল্য ২৲ দুই টাকা।

স্বামী যোগানন্দ প্রণীত

সাধন-সুগম গ্রন্থাবলী—

১। **সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন।**
(তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—১৲

২। **শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত।** (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—১।০

৩। **শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য—**
প্রথম খণ্ড ১৲ মধ্যম খণ্ড ১৲ উত্তর খণ্ড ২৲

৪। **যোগানন্দ-লহরী।** (পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ) মূল্য—॥০

৫। **ছেলেদের দেবদর্শন।** (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—।০

৬। **হরিদ্বারে কুম্ভমেলা।** (চতুর্থ সংস্করণ) মূল্য—॥০

বিশেষ প্রাপ্তিস্থান :—(১) কার্য্যাধ্যক্ষ, **যোগানন্দ-কুটির—**
ময়মনসিংহ।

(২) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—
২০৩।১।১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, **কলিকাতা**

অন্যান্য প্রাপ্তিস্থান :—গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদয়ন প্রেস, ময়মনসিংহ।
প্রিণ্টার—শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দে।

উৎসর্গ!!

নিত্য-ধাম-প্রাপ্ত ভগবৎ সেবা নিরত—

মদীয় **পিতৃদেব জগবন্ধু** এবং মাতৃদেবী **নিত্য সুন্দরী**—

শ্রীশ্রীচরণ-সরোরুহেষু।

স্নেহময় পিতঃ!

আমার অষ্টমবর্ষকালে তুমি স্বর্গে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলে। যে কতিপয় বৎসর তোমার সঙ্গলাভের স্মৃতি হৃদয়-পটে অঙ্কিত, তাহাতে মনে আছে—তুমিই এই দীনের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-ভাব এবং ভক্তি-বীজ রোপণ করিয়াছিলে উহা অঙ্কুরিত হইয়া, বর্ত্তমানে কি আকার ধারণ করিয়াছে, এবিষয়ে তুমিই উত্তম দ্রষ্টা!—এজন্য যোগ্যাযোগ্যের বিচার না করিয়া তোমার দেওয়া পরমধন সহযোগে প্রাপ্ত বস্তু, আজ তোমারই উদ্দেশে সমর্পণ করিলাম। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অবস্থান করিলেও, মাধুর্য্য-মণ্ডিত এবং নির্লিপ্ত ছিল, তোমার চিত্ত—সমুদ্রবৎ বিশাল, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং মহানুভবতায় পূর্ণ ছিল, তোমার প্রাণ!—উহা এক্ষণে নিশ্চয়ই দিব্য মহাভাবে বিভাবিত; তাই ভরসা আছে, অকিঞ্চনের ক্ষুদ্র দান, তোমার নিকট উপেক্ষিত হইবে না।

স্নেহময়ি মাতঃ!

শৈশবে পিতৃহারা হইলেও, তোমার অফুরন্ত স্নেহ-ধারা পিতৃদেবের অভাব বুঝিতে দেয় নাই!—অনন্ত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও

আমাকে বুকে করিয়া সতত রক্ষা করিয়াছিলে, আর একমাত্র পুত্র বিধায়, আমাকে কতই না আদর যত্ন করিতে—আমিই যে ছিলাম তোমার, "সবে ধন নীলমণি" তথাপি অকৃতজ্ঞের মত তোমার বুকে শেলাঘাত করত যখন সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তখন তুমি আমাকে ফিরাইবার চেষ্টায়, কত স্থানে ঘুরিয়াছ—কত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস এবং অশ্রুপাত করিয়াছ! পরিশেষে ৺কাশীধামে বাস করিয়াও, আমার চিন্তা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া, 'অতি দুঃখিতা' হইয়াছিলে—তখন বাবা বিশ্বনাথ, তাঁহার চিরশান্তিময় অভয় শ্রীপাদপদ্মে অচিরে আশ্রয় দান করত, তোমাকে দিব্য-ধামে লইয়া যান। করুণাময়ি মা! তোমাকে কাঁদাইয়া যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহার যৎ কিঞ্চিৎ ফল, তোমার স্মৃতি-তর্পণে উৎসর্গ করিয়া, আজ আশ্বস্ত বোধ করিতেছি! হতভাগ্য সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করিয়া, স্নেহ-দৃষ্টি এবং দিব্য আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিও—ইহাই শেষ অনুরোধ।

জগজ্জননি ভগবতি মা!

তোমার কত সুযোগ্য ও কৃতী সন্তান থাকা সত্ত্বেও, তুমি স্বেচ্ছায় যে গুরুতর ভার, এই অযোগ্য অকৃতী সন্তানের উপরে ন্যস্ত করিয়াছিলে, সেই গুরুভার বহন করত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া, তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা সুসম্পন্ন করিতে পারিব কিনা, এবিষয়ে বিশেষ সন্দেহ ছিল; কিন্তু তোমার এবং শ্রীগুরুদেবের অহেতুকী কৃপায়, তোমার প্রদত্ত দিব্য প্রেমোপকরণসমূহ আজ বিশ্ববাসীর হস্তে প্রদান করিতে সক্ষম হইয়া, বিপুল আনন্দ

এবং অনন্ত প্রশান্তি লাভ করিলাম! মা জগদম্বে! তোমার সুমঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক্। এক্ষণে তোমার নিকটে শেষ প্রার্থনা— ভবের অনিত্য খেলার অবসান করিয়া, তোমার অভয় নিত্য প্রেমানন্দময় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করত, এই সন্তানকে ধন্য ও কৃতার্থ কর!—আমি আত্মহারা হইয়া যেন তোমাতে অচিরে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করি। ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ! জয় মা আনন্দময়ী!!

তোমাদের চির-স্নেহের—

ভ্রম সংশোধন।

সতর্কতা ও যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও, দূর হইতে কতকাংশ প্রুফ দেখা হেতু এবং সংকার্য্য বিঘ্নসঙ্কুল বিধায়, এই গ্রন্থের প্রত্যেক খণ্ডেই কোন কোন স্থানে মুদ্রাকর ভ্রম বা বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে; এতদ্ব্যতীত মুদ্রণ করা কালীনও কোন কোন স্থানের অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায়, বিভ্রাট ঘটিয়াছে। আশা করি, সুধী ও সহৃদয় পাঠকগণ, স্বীয় ঔদার্য্য গুণে ঐ সকল ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিশিষ্ট সূচীপত্র

উত্তর খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

উত্তম চরিত্র

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

উত্তমচরিত্রস্য রুদ্রঋষিঃ। মহাসরস্বতী দেবতা। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। ভীমা শক্তিঃ। ভ্রামরী বীজম্। সূর্য্যস্তত্ত্বম্। সামবেদস্বরূপম্। মহাসরস্বতীপ্রীত্যর্থম্ উত্তমচরিত্রজপে বিনিয়োগঃ ॥

ধ্যানম্—

ঘণ্টাশূলহলানি শঙ্খমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং,
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্য-প্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিনয়নামাধারভূতাং মহা-
পূর্ব্বামত্র সরস্বতীমনুভজেচ্ছুম্ভাদিদৈত্যার্দ্দিনীম্ ॥

রুদ্র ঋষি—আধ্যাত্মিক জগতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের চণ্ডী-সাধনা দ্বারা সাধক সত্যে ও জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এক্ষণে তৃতীয় স্তর কারণাংশে। সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রে কারণাংশে বা বীজাংশে যে সকল আসুরিকভাব বা বৃত্তি লুক্কায়িত আছে, তাহা আত্ম-সমর্পণকারী সাধকের পক্ষে, জ্ঞানময় ত্রিলোচন রুদ্রদেব খুঁজিয়া বাহির করত বিলয় করিবেন—এজন্য তমোগুণাত্মক মঙ্গলময় রুদ্র, এই চরিত্রের দ্রষ্টা বা ঋষি।

মহাসরস্বতী দেবতা—নিবৃত্তিপরায়ণ সাধকের চিত্তের বীজাংশে অবস্থিত মালিন্য বা চাঞ্চল্য, কোন কারণে ফুটিয়া উঠিলে, তিনি রুদ্র-তেজে উহা বিলয় করিতে কৃতসংকল্প হন : এজন্য তিনি বাহিরে সত্ত্ব-গুণময় হইলেও অন্তরে তমোগুণান্বিত এবং লয়কারীরূপে বিরাজ করেন—ইহাই মহাসরস্বতীর প্রভাব এবং স্বভাব—এজন্য মধ্যম চরিত্রের দেবতা, জ্ঞানবৃদ্ধা মহাসরস্বতী।

অনুষ্টুপ ছন্দ—ঋগ্বেদের মতে, অনুষ্টুপ ছন্দে মন্ত্র পাঠ করিলে, পাঠকের স্বর্গ বা পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে ; এজন্য রাজা সুরথের ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভ, সমাধি বৈশ্যের মোক্ষ বা পরমানন্দ লাভ প্রভৃতি ব্যাপারে এবং মহাশক্তির অনন্ত আনন্দভাবের অভিব্যক্তিযুক্ত উত্তম চরিত্রের ছন্দ—অনুষ্টুপ।

ভীমা শক্তি—ভীমা, সাধকের সৎ অসৎ ভাব প্রলয়কারিণী তামসী কালিকা মূর্ত্তি ; অতিরিক্ত ভাবোচ্ছ্বাস, কর্ত্তব্য পালনে বাধা জন্মায়, আর স্বরূপত্ব লাভের পক্ষেও উহা বিরোধী ; এজন্য ঐসকল সত্ত্বগুণজাত রক্তবীজরূপী ভাবোচ্ছ্বাস ও চাঞ্চল্য ভীমা মা, গ্রাস করিয়া লয় করেন, এজন্য উত্তম চরিত্রের শক্তি—ভীমা।

ভ্রামরী বীজ—ভ্রমর বা মধুকরের ন্যায় খণ্ড খণ্ড আনন্দরূপী মধু-বিন্দুসমূহ আহরণপূর্ব্বক একত্র করত, প্রেমানন্দের অমৃতময় **মধুচক্র** নির্ম্মাণ করিতে হইবে ; আর রজোগুণের অন্তর্ম্মুখী শক্তিদ্বারাই রজোগুণময় বহির্ম্মুখী উদ্বেলন নষ্ট করিয়া, উহা প্রেমানুরাগে পরিণত করিতে হইবে—ইহাই ভ্রামরী-শক্তির কাজ। উত্তম চরিত্রে এই সকল ভাব অভিব্যক্ত, এজন্য উহার বীজ বা কারণ—ভ্রামরী।

সূর্য্য-তত্ত্ব—আদিত্যের ত্রিগুণময় শক্তি বা তেজ দ্বারাই জীবাত্মার জীবভাব অপসারিত হইয়া আত্মভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সাধক, পরমাত্মা-রূপী সূর্য্যের তনয় সাবর্ণিরূপে প্রতিভাত হন। মধ্যম চরিত্রে সাধক সর্ব্বতোমুখী তেজ বা শক্তিসমূহ সংহরণ করিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন; এক্ষণে আত্মারাম হইবার জন্য, চণ্ডীর তৃতীয় স্তরের সাধনা। এই অবস্থায় জগত-প্রবাহের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অন্যতম কারণস্বরূপ সূর্য্যদেবের অসীম প্রভাব বা শক্তিসমষ্টিকে জ্ঞাত হইয়া, সর্ব্বত্র আনন্দ-প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন ;

কেননা সূর্য্যই জগন্মঙ্গল সর্ব্ববিধ কার্য্যে দেবতাগণের সহায়ক * ! এজন্য কেহ কেহ সূর্য্যকে দেবভাব সমূহের সমষ্টিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন; কেহবা আদিত্য অর্থাৎ মূলতত্ত্বরূপে গণ্য করেন; আবার অসীম প্রভাব-সম্পন্ন সূর্য্যকে জীবগণের আত্মারূপেও জ্যোতিষশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। সূর্য্য সকলের বন্ধুতুল্য, এজন্য তাঁহার অন্য নাম মিত্র [এই মিত্র শব্দ হইতে মিতু এবং মিতুর অপভ্রংশ 'ইতু' নামেও সূর্য্যের পূজা প্রচলিত আছে।] নিবৃত্তিপরায়ণ চণ্ডী-সাধকের সর্ব্ববিধ শক্তিময় কার্য্যে, আনন্দ-প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য এবং অন্যতম কর্ত্তব্য। এইসব কারণে উত্তম চরিত্রের তত্ত্ব—সূর্য্য।

সামবেদস্বরূপ—এই চরিত্রে, জ্ঞান এবং শক্তির প্রেমময় অনন্ত আনন্দ-বিলাসদ্বারা সাধকের তন্ময়ত্ব লাভ বা স্বরূপত্ব বিকাশ হয়; আর সাম-বেদেও সুগ্রথিত এবং ছন্দের সহিত সুসজ্জিত মন্ত্রসমূহ তালমানলয়ে গীত হইলে, তন্ময়ত্ব বা স্বরূপত্ব প্রদান করে; এজন্য উত্তম চরিত্রের স্বরূপ—সাম বেদ। সত্ত্বগুণময়ী **মহাসরস্বতী** শরণাগত সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রের বীজাংশে অবস্থিত আসুরিক ভাবসমূহ বিলয় করত, সাধককে অভীষ্ট বা মোক্ষ ফল প্রদানে ধন্য ও কৃতার্থ করেন; এজন্য তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত, উত্তম চরিত্র জপের ব্যবস্থা।

---

* সূর্য্য-রশ্মি চন্দ্রে পতিত হইয়া চন্দ্রকে প্রকাশ করেন; সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া বায়ু সবেগে প্রবাহিত হয়; সূর্য্যতেজে পৃথিবীর শস্যোৎপাদিকা শক্তি জন্মে; আবার সূর্য্যতাপে কাষ্ঠাদি বিশুষ্ক হইলে, অগ্নি প্রজ্বলনে সহায়তা করে। সূর্য্যতাপে সমুদ্র হইতে জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া, পুনরায় মেঘ-জলরূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, নতুবা পৃথিবী মরুভূমিতুল্য হইয়া যাইত। এইসব কারণে সূর্য্য, [illegible] শক্তিসমষ্টি বা আত্মা এবং ব্রাহ্মণগণেরও অন্যতম উপাস্য।

গিয়াছেন! আর মাতৃভাবে সিদ্ধ রামপ্রসাদও গাহিতেন—"কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে"; "হৃদয়-রাস-মন্দিরে, দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে। হয়ে বাঁকা দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥"

এক্ষণে, যাঁহার অহেতুকী কৃপায় দেবী-মাহাত্ম্যের এই তত্ত্ব-সুধাময় ব্যাখ্যা, পরিপূর্ণত্ব লাভ করিয়া, আজ জগতবাসীর কল্যাণার্থে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল, যিনি মানুষী তনু আশ্রয় করত, গুরু-মূর্ত্তি ও গুরুশক্তিরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া, শিষ্যগণকে করুণার বন্যায় প্লাবিত ও অভিসিঞ্চিত করিয়া, পরমানন্দ প্রদানে ধন্য ও কৃতার্থ করেন—যাঁহার উদ্দেশে মহাকবি কালীদাস আত্ম-নিবেদন করত বলিয়াছিলেন—"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ"; সেই জগতপিতা জগদ্গুরু জ্ঞানময় ভগবান **ভব** এবং জগন্মাতা ভগবতী **ভবানীর** অতুল রাতুল অভয় শ্রীচরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণাম করত, এই গ্রন্থের উপসংহার করিলাম।

কর্পূর-গৌরং করুণাবতারং সংসার-সারং ভুজগেন্দ্রহারং।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমামি॥

শ্রীগুরুং পরমানন্দং বন্দে সানন্দ-বিগ্রহং।
যস্য সান্নিধ্য মাত্রেণ চিদানন্দায়তে তনুঃ॥

ইতি ময়মনসিংহাখ্য-নগরবাস্তব্য-গারোহিল-যোগাশ্রমাধ্যক্ষ স্বামি যোগানন্দ কৃতায়াং তত্ত্ব-সুধাখ্যায়াং বঙ্গভাষা-টীকায়াং দেবী-মাহাত্ম্যম্ সম্পূর্ণম্।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ!

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

হরিওঁ তৎসৎ !!

ওঁ শান্তিরেব শান্তিঃ ওম্ !!!

অথ সপ্তশতী-রহস্যত্রয়ম্।

প্রাধানিক-রহস্যম্।

অস্য শ্রীসপ্তশতীরহস্যত্রয়স্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্রা ঋষয়ঃ। মহাকালী-মহালক্ষ্মী-মহাসরস্বত্যো দেবতাঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। নবদুর্গা-মহালক্ষ্মীর্বীজম্। শ্রীং শক্তিঃ। অভীষ্টফল-সিদ্ধয়ে সপ্তশতীপাঠান্তে জপে বিনিয়োগঃ।

রাজোবাচ॥ ভগবন্নবতারা মে চণ্ডিকায়াস্ত্বয়োদিতাঃ। এতেষাং প্রকৃতিং ব্রহ্মন্ প্রধানং বক্তুমর্হসি॥১॥ আরাধ্যং যন্ময়া দেব্যাঃ স্বরূপং যেন বৈ দ্বিজ। বিধিনা ব্রূহি সকলং যথাবৎ প্রণতস্য মে॥২॥ ঋষিরুবাচ। ইদং রহস্যং পরমমনাখ্যেয়ং* প্রচক্ষ্যতে! ভক্তোঽসীতি ন মে কিঞ্চিং তবাবাচ্যং নরাধিপ॥৩॥ সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীস্ত্রিগুণা পরমেশ্বরী। লক্ষ্যালক্ষ্যস্বরূপা সা ব্যাপ্য কৃৎস্নং ব্যবস্থিতা॥৪॥ মাতুলিঙ্গং গদাং খেটং পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী। নাগং লিঙ্গঞ্চ যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ মূর্দ্ধনি॥৫॥ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণা। শূন্যং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা॥৬॥ শূন্যং তদখিলং লোকং বিলোক্য পরমেশ্বরী। বভার রূপমপরং তমসা কেবলেন হি॥৭॥ সা ভিন্নাঞ্জনসঙ্কাশা দংষ্ট্রাঙ্কিতবরাননা। বিশাললোচনা নারী বভূব তনুমধ্যমা॥৮॥ খড়্গ-পাত্র-শিরঃ-খেটৈরলঙ্কৃত-চতুর্ভুজা। কবন্ধহারমুরসা বিভ্রাণা শিরসা স্রজম্॥৯॥ সা প্রোবাচ মহালক্ষ্মীং তামসী প্রমদোত্তমা। নাম কর্ম্ম চ মে মাতর্দেহি তুভ্যং নমো নমঃ॥১০॥ তাং প্রোবাচ মহালক্ষ্মীস্তামসীং প্রমোদত্তমাম্। দদামি তব নামানি যানি কর্ম্মাণি তানি তে॥১১॥ মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষা। নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া॥১২॥ ইমানি তব নামানি প্রতিপাদ্যানি কর্ম্মভিঃ। এভিঃ কর্ম্মাণি তে জ্ঞাত্বা যোঽধীতে সোঽশ্নুতে সুখম্॥১৩॥ তামিত্যুক্ত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্বরূপমপরং নৃপ। সত্ত্বা-

---

* এই রহস্যত্রয় তত্ত্বান্বেষীগণের আস্বাদ্য এবং অতিশয় গোপনীয় বলিয়া ঋষি কর্তৃক উল্লিখিত হওয়ায়, উহার বঙ্গানুবাদ প্রদানে বিরত থাকিলাম। এখানে মন্ত্রে আছে—"রহস্যং পরমমনাখ্যেয়ং"; "চক্ষুষ্মন্তোঽনুপশ্যন্তি"; মূর্ত্তি-রহস্যে আছে—"গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মহৎ"।

খোনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং দধৌ ॥১৪॥ অক্ষমালাঙ্কুশধরা বীণাপুস্তক-ধারিণী। সা বভূব বরা নারী নামান্যস্যৈ চ সা দদৌ ॥১৫॥ মহাবিদ্যা মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী। আর্য্যা ব্রাহ্মী কামধেনুর্বেদগর্ভা চ ধীশ্বরী ॥১৬॥ অথোবাচ মহালক্ষ্মী র্মহাকালীং সরস্বতীম্। যুবাং জনয়তাং দেব্যৌ মিথুনে স্বানুরূপতঃ ॥১৭॥ ইত্যুক্ত্বা তে মহালক্ষ্মীঃ সসর্জ্জ মিথুনং স্বয়ম্। হিরণ্যগর্ভৌ রুচিরৌ স্ত্রীপুংসৌ কমলাসনৌ ॥১৮॥ ব্রহ্মন্ বিধে বিরিঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্। শ্রীঃ পদ্মে কমলে লক্ষ্মীত্যাহ মাতা স্ত্রিয়ঞ্চ তাম্ ॥১৯॥ মহাকালী ভারতী চ মিথুনে সৃজতঃ স্ম হ। এতয়োরপি রূপাণি নামানি চ বদামি তে ॥২০॥ নীলকণ্ঠং রক্তবাহুং শ্বেতাঙ্গং চন্দ্রশেখরম্। জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী সিতাং স্ত্রিয়ম্ ॥২১॥ স রুদ্রঃ শঙ্করঃ স্থাণুঃ কপর্দ্দী চ ত্রিলোচনঃ। ত্রয়ী বিদ্যা কামধেনুঃ সা স্ত্রী ভাষাক্ষরা স্বরা ॥২২॥ সরস্বতীং স্ত্রিয়ং গৌরীং কৃষ্ণঞ্চ পুরুষং নৃপ। জনয়ামাস নামানি তয়োরপি বদামি তে ॥২৩॥ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণো হৃষীকেশো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। উমা গৌরী সতী চণ্ডী সুন্দরী সুভগা শিবা ॥২৪॥ এবং যুবতয়ঃ সদ্যঃ পুরুষত্বং প্রপেদিরে। চক্ষুষ্মন্তোঽনুপশ্যন্তি নেতরে তদ্বিদো জনাঃ ॥২৫ ব্রহ্মণে প্রদদৌ পত্নীং মহালক্ষ্মীর্নৃপ ত্রয়ীম্। রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুদেবায় চ শ্রিয়ম্ ॥২৬॥ স্বরয়া সহ সম্ভূয় বিরিঞ্চোঽণ্ডমজীজনৎ। বিভেদ ভগবান্ রুদ্র স্তদ্গৌর্য্যা সহ বীর্য্যবান্ ॥২৭॥ অণ্ডমধ্যে প্রধানাদিকার্য্যজাতমভূন্নৃপ। মহাভূতাত্মকং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥২৮॥ পুপোষ পালয়ামাস তল্লক্ষ্ম্যা সহ কেশবঃ। সংজহার জগৎ সর্ব্বং সহ গৌর্য্যা মহেশ্বরঃ ॥২৯॥ মহালক্ষ্মীর্মহারাজ সর্ব্বসত্ত্বময়ীশ্বরী। নিরাকারা চ সাকারা সৈব নানাভিধানভৃৎ ॥৩০॥ নামান্তরৈর্নিরূপ্যৈষা নাম্না নান্যেন কেনচিৎ ॥৩১॥ ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রাধানিকরহস্যং সমাপ্তম্ ॥

অথ বৈকৃতিক-রহস্যম্।

ঋষিরুবাচ ॥ ত্রিগুণা তামসী দেবী সাত্ত্বিকী যা ত্বয়োদিতা। সা শর্ব্বা চণ্ডিকা দুর্গা ভদ্রা ভগবতীর্য্যতে ॥১॥ যোগনিদ্রা হরেরুক্তা মহাকালী তমোগুণা। মধুকৈটভনাশার্থং যাং তুষ্টাবাম্বুজাসনঃ ॥২॥ দশবক্ত্রা

দশভুজা দশপাদাঞ্জনপ্রভা। বিশালয়া রাজমানা ত্রিংশল্লোচনমালয়া ॥৩॥ স্ফুরদ্দশনদংষ্ট্রা সা ভীমরূপাপি ভূমিপ। রূপসৌভাগ্যকান্তীনাং সা প্রতিষ্ঠা মহাশ্রিয়া ॥৪॥ খড়্গ-বাণ-গদা-শূল-শঙ্খ-চক্র-ভুশুণ্ডিভৃৎ। পরিঘং কার্ম্মুকং শীর্ষং নিশ্চ্যোতদ্রুধিরং দধৌ ॥৫॥ এষা সা বৈষ্ণবী মায়া মহাকালী দুরত্যয়া। আরাধিতা বশীকুর্য্যাৎ পূজাকর্ত্তুশ্চরাচরম্ ॥৬॥ সর্ব্বদেব-শরীরেভ্যো যাবির্ভূতামিতপ্রভা। ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সাক্ষান্মহিষ-মর্দ্দিনী ॥৭॥ শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা। রক্তমধ্যা রক্তপাদা নীলজঙ্ঘোরুরুন্মদা ॥৮॥ সুচিত্রজঘনা চিত্রমাল্যাম্বরবিভূষণা। চিত্রানু-লেপনা কান্তিরূপ-সৌভাগ্য-শালিনী ॥৯॥ অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্র-ভুজা সতী। আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তে দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ ॥১০॥ অক্ষমালা চ কমলং বাণোঽসিঃ কুলিশং গদা। চক্রং ত্রিশূলং পরশুঃ শঙ্খো ঘণ্টা চ পাশকঃ ॥১১॥ শক্তির্দণ্ডশ্চর্ম্ম চাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুঃ। অলঙ্কৃতভুজা-মেভিরায়ুধৈঃ কমলাসনাম্ ॥১২॥ সর্ব্বদেবময়ীমীশাং মহালক্ষ্মীমিমাং নৃপ। পূজয়েৎ সর্ব্বলোকানাং স দেবানাং প্রভুর্ভবেৎ ॥১৩॥ গৌরীদেহাৎ সমুদ্-ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া। সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুর-নিবর্হিণী ॥১৪॥ দধৌ চাষ্টভুজা বাণামুসলং শূলচক্রভৃৎ। শঙ্খং ঘণ্টাং লাঙ্গলঞ্চ কার্ম্মুকং বসুধাধিপ ॥১৫॥ এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতি। নিশুম্ভমথিনী দেবী শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥১৬॥ ইত্যুক্তানি স্বরূপাণি মূর্ত্তীনাং তব পার্থিব। উপাসনং জগন্মাতুঃ পৃথগাসাং নিশাময় ॥১৭॥ মহালক্ষ্মীর্যদা পূজ্যা মহাকালী সরস্বতী। দক্ষিণোত্তরয়োঃ পূজ্যে পৃষ্ঠতো মিথুনত্রয়ম্ ॥১৮॥ বিরিঞ্চিঃ স্বরয়া মধ্যে রুদ্রো গৌর্য্যা চ দক্ষিণে। বামে লক্ষ্ম্যা হৃষীকেশঃ পুরতো দেবতাত্রয়ম্ ॥১৯॥ অষ্টাদশভুজা মধ্যে বামে চাস্যা দশাননা। দক্ষিণেঽষ্টভুজা লক্ষ্মীর্মহতীতি সমর্চ্চয়েৎ ॥২০॥ পূর্ব্বাদি দলতঃ পূজ্যা অসিতাঙ্গাদিভৈরবাঃ ॥২১॥ অষ্টাদশভুজা চৈষা যদা পূজ্যা নরাধিপ দশাননা চাষ্টভুজা দক্ষিণোত্তরয়োস্তদা ॥২২॥ কালমৃত্যু চ সংপূজ্যৌ সর্ব্বারিষ্টপ্রশান্তয়ে যদা চাষ্টভুজা পূজ্যা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী ॥২৩॥ নবাস্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যা স্তথা রুদ্র-বিনায়কৌ। নমো দেব্যা ইতি স্তোত্রৈর্মহালক্ষ্মীং সমর্চ্চয়েৎ ॥২৪॥ অবতারত্রয়ার্চ্চায়াং স্তোত্রমন্ত্রাস্তদাশ্রয়াঃ। অষ্টাদশভুজা

চৈবা পূজ্যা মহিষমর্দ্দিনী ॥২৫॥ মহালক্ষ্মীর্মহাকালী সৈব প্রোক্তা সরস্বতী। ঈশ্বরী পুণ্যপাপানাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরী ॥২৬॥ মহিষান্তকরী যেন পূজিতা স জগৎ প্রভুঃ। পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্ ॥২৭॥ অর্ঘ্যাদিভিরলঙ্কারৈর্ গন্ধ-পুষ্পৈস্তথোত্তমৈঃ। ধূপৈর্দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্নানা-ভক্ষ্যসমন্বিতৈঃ ॥২৮॥ রুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপ। প্রণা-মাচমনীয়েন চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥২৯॥ সকর্পূরৈশ্চ তাম্বূলৈর্ভক্তিভাব-সমন্বিতৈঃ। বামভাগেঽগ্রতো দেব্যাশ্ছিন্নশীর্ষং মহাসুরম্ ॥৩০॥ পূজয়েন্ম-হিষং যেন প্রাপ্তং সাযুজ্যমীশয়া। দক্ষিণে পুরতঃ সিংহং সমগ্রং ধর্ম্মমীশ্বরম্ ॥৩১॥ বাহনং পূজয়েদ্দেব্যা ধৃতং যেন চরাচরম্। ততঃ কৃতাঞ্জলির্ভূত্বা স্তুবীত চরিতৈরিমৈঃ ॥৩২॥ একেন বা মধ্যমেন নৈকেনেতরয়োরিহ। চরিতার্দ্ধন্তু ন জপেজ্জপংশ্ছিদ্রমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৩॥ স্তোত্রমন্ত্রৈঃ স্তুবীতেমাং যদি বা জগদম্বিকাম্। প্রদক্ষিণা নমস্কারান্ কৃত্বা মূর্দ্ধি কৃতাঞ্জলিঃ ৩৪॥ ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং মুহুর্মুহুরতন্দ্রিতঃ। প্রতিশ্লোকঞ্চ জুহুয়াৎ পায়সং তিলসর্পিষা ॥৩৫॥ জুহুয়াৎ স্তোত্রমন্ত্রৈর্ব্বা চণ্ডিকায়ৈ শুভং হবিঃ। নমো নমঃ পদৈর্দেবীং পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥৩৬॥ প্রয়তঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রহ্বঃ প্রাণানারোপ্য চাত্মনি। সুচিরং ভাবয়েদ্দেবীং চণ্ডিকাং তন্ময়ো ভবেৎ ॥৩৭॥ এবং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্। ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৩৮॥ যো ন পূজয়তে নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্। ভস্মীকৃত্যাস্য পুণ্যানি নির্দ্দহেৎ পরমেশ্বরী ॥৩৯॥ তস্মাৎ পূজয় ভূপাল সর্ব্বলোক-মহেশ্বরীম্। যথোক্তেন বিধানেন চণ্ডিকাং সুখমাপ্স্যসি ॥৪০॥ ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে বৈকৃতিকরহস্যং সমাপ্তম্ ॥

অথ মূর্ত্তিরহস্যম্।

ঋষিরুবাচ ॥ নন্দা ভগবতী নাম যা ভবিষ্যতি নন্দজা। সা স্তুতা পূজিতা ধ্যাতা বশীকুর্য্যাজ্জগত্রয়ম্ ॥১॥ কনকোত্তমকান্তিঃ সা সুকান্তি-কনকাম্বরা। দেবী কনকবর্ণাভা কনকোত্তমভূষণা ॥২॥ কমলাঙ্কুশ-পাশাব্জৈরলঙ্কৃত-চতুর্ভুজা। ইন্দিরা কমলা লক্ষ্মীঃ সা শ্রীরুক্মাম্বুজাসনা ॥৩॥ যা রক্তদন্তিকা নাম দেবী প্রোক্তা ময়ানঘ। তস্যাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি

শৃণু সর্ব্বভয়াপহম্ ॥৪॥ রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্ব্বাঙ্গভূষণা। রক্তায়ুধা রক্তনেত্রা রক্তকেশাতিভীষণা ॥৫॥ রক্ততীক্ষ্ণনখা রক্তরসনা রক্তদন্তিকা। পতিং নারীবানুরক্তা দেবী ভক্তং ভজেজ্জনম্ ॥৬॥ বসুধেব বিশালা সা সুমেরুযুগলস্তনী। দীর্ঘৌ লম্বাবতিস্থূলৌ তাবতীব মনোহরৌ ॥৭॥ কর্কশাবতিকান্তৌ তৌ সর্ব্বানন্দপয়োনিধী। ভক্তান্ সংপায়য়েদ্দেবী সর্ব্বকামদুঘৌ স্তনৌ ॥৮॥ খড়্গং পাত্রঞ্চ মুসলং লাঙ্গলঞ্চ বিভর্ত্তি সা। আখ্যাতা রক্তচামুণ্ডা দেবী যোগেশ্বরীতি চ ॥৯॥ অনয়া ব্যাপ্তমখিলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্। ইমাং যঃ পূজয়েদ্ ভক্ত্যা স ব্যাপ্নোতি চরাচরম্ ॥১০॥ অধীতে য ইমং নিত্যং রক্তদন্ত্যা বপুঃস্তবম্। তং সা পরিচরেদ্দেবী পতিং প্রিয়মিবাঙ্গনা ॥১১॥ শাকম্ভরী নীলবর্ণা নীলোৎপলবিলোচনা। গম্ভীর-নাভিস্ত্রিবলী-বিভূষিততনূদরী ॥১২॥ সুকর্কশ সমোত্তুঙ্গ-বৃত্তপীনঘনস্তনী। মুষ্টিং শিলীমুখাপূর্ণং কমলং কমলালয়া ॥১৩॥ পুষ্পপল্লব-মূলাদি-ফলাঢ্যং শাকসঞ্চয়ম্। কাম্যানন্তরসৈর্যুক্তং ক্ষুত্তৃণ্মৃত্যুজরাপহম্ ॥১৪॥ কার্ম্মুকঞ্চ স্ফুরৎকান্তি বিভ্রতী পরমেশ্বরী। শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্ত্তিতা ॥১৫॥ শাকম্ভরীং স্তুবন্ ধ্যায়ন্ জপন্ সম্পূজয়ন্নমন্। অক্ষয্যমশ্নুতে শীঘ্রমন্নপানাদি সর্ব্বশঃ ॥১৬॥ ভীমাপি নীলবর্ণা সা দংষ্ট্রাদশন-ভাসুরা। বিশাললোচনা নারী বৃত্তপীনঘনস্তনী ॥১৭॥ চন্দ্রহাসঞ্চ ডমরুং শিরঃ পাত্রঞ্চ বিভ্রতি। একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা কামদা স্তুতা ॥১৮॥ তেজোমণ্ডলদুর্দ্ধর্ষা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ। চিত্রভ্রমর-সঙ্কাশা মহামারীতি গীয়তে ॥১৯॥ ইত্যেতা মূর্ত্তয়ো দেব্যা ব্যাখ্যাতা বসুধাধিপ। জগন্মাতুশ্চণ্ডিকায়াঃ কীর্ত্তিতাঃ কামধেনবঃ ॥ ইদং রহস্যং পরমং ন বাচ্যং যস্য কস্যচিৎ ॥২০॥ ব্যাখ্যানং দিব্যমূর্ত্তীনামধীষ্বাবহিতঃ স্বয়ম্। এতস্যাস্ত্বং প্রসাদেন সর্ব্বমান্যো ভবিষ্যসি ॥২১॥ দেব্যা ধ্যানং তবাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং মহৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সর্ব্বকাম-ফলপ্রদম্ ॥২২॥ সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বদেবীময়ং জগৎ। অতোঽহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্ ॥২৩॥ ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণে খিলাংশে মূর্ত্তিরহস্যং সমাপ্তম্ ॥

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ !! ওঁ দেব্যার্পণমস্তু ওম্ !!!

বিশিষ্ট সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রথমাংশ

প্রথম অধ্যায়

এই সূচীপত্রখানা প্রথম খণ্ডের ১০ পৃষ্ঠার পর সংযোগ করিলে সুবিধা হইবে।

পরিশিষ্ট

বিশিষ্ট সূচীপত্র

মধ্যম খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায়

এই সূচীপত্রখানা মধ্যম খণ্ডের প্রার্থনা পৃষ্ঠার পূর্ব্বে সংযুক্ত করিলে সুবিধা হইবে।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইয়া দেবত্ব ঈশ্বরত্ব এমন কি ব্রহ্মত্বে পর্য্যন্ত পৌঁছা যায়, তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহার আরও বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের ও শাস্ত্রের সারাংশ অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত ও বিন্যস্ত করা হইয়াছে। পাঠ করিলে বুঝিবেন, ইহা কি অমূল্য রত্ন!—কি অমৃতময় আনন্দের বাণী ইহাতে নিহিত রহিয়াছে। নিম্নে সূচী পত্রের কিয়দংশ উল্লেখ করা হইল।

এই পুস্তকে মনুষ্যত্ব লাভের উপায়, প্রবৃত্তি, যম নিয়ম, পুরুষকার-দৈব, আসক্তি ও ভক্তি, নামকীর্ত্তন, চিত্তশুদ্ধি ও চিত্ত একাগ্রতা, ষট্‌ক সম্পত্তি, চিন্তা ও ধ্যান, অষ্টপাশ, মুক্তি, পঞ্চআশ্রয়, সাকার নিরাকার, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য, পঞ্চভাব ও সাধনা, মহাবাক্য, চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্ব, জীবদেহ-রহস্য, পঞ্চকোষ, নির্ব্বাণ, সাধনার ক্রম, প্রতিমাপূজা, সুখের সন্ধান, দেব-দেবিগণের তত্ত্ব, প্রণবতত্ত্ব, গায়ত্রীতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, কর্ম্ম-রহস্য, হরিনামতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অল্প সময়ে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। **মূল্য ১৲ টাকা।** [শীঘ্রই তৃতীয় সংস্করণ এবং ইংরেজী সংস্করণ বাহির হইবে]

বঙ্গবাসী :—····"শত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও, ধর্ম্মহীন মানুষ পশুর সমান; সুতরাং পশুত্ব মোচনের পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ সহায় হইবে······সবই সুধা—আমরা প্রত্যেক হিন্দুকে এই গ্রন্থ পড়িয়া সেই **সুধাধারা পান** করিতে বলি!"

বসুমতী :—····"গ্রন্থকার যোগী সাধক, ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তিনি একে একে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।····ধর্ম্মতত্ত্ব-পিপাসু সাধারণ এ পুস্তক হইতে উপকৃত হইবেন।"

হিতবাদী :—"পুস্তকখানা উৎকৃষ্ট হইয়াছে, হিন্দুর চরম লক্ষ্য কি, তাহা ··সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ;···তত্ত্ব বুঝাইতে গ্রন্থকার বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বহুল প্রচারে সমাজের মঙ্গল হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।"

নায়ক :—"এই গ্রন্থখানিতে হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।...আমরা পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।"

Amrita Bazar Patrica :—"Author's attempts are crowned with admirable success......"

Servant :—"The book is an excellent publication... it reflects great credit on the author's devotional life."

Bengalee :—"It is a notable Thesis on Hinduism. The author made lucid exposition of the complex Religious problems in a plain and well arranged simple style.

মহাত্মা শ্রীশ্রীহরনাথ ঠাকুর (পাগল হরনাথ) :—"সকল রকমে আশা করা যায়, এই পুস্তক পড়িলে নিতান্ত ঘৃণিতেরও চরিত্র গঠিত হতে পারিবে। প্রভু করুন, এই পুস্তকের বহুল প্রচার হোক্; আবার সেই আর্য্যঋষিদের সময় ফিরে আসুক।"

বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল **শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু**—শ্রীমৎ যোগানন্দ স্বামী বিশিষ্টরূপে আমার পরিচিত। এরূপ স্বার্থত্যাগ ও পরার্থব্রত আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই।...পড়িয়া মনে হইল, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী, এই পুস্তক লিখিত পথ ধরিয়া চলিলে, বোধ হয় প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের উপযোগী হইবে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তা, বীর-কেশরী **স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ**—"ধর্ম্ম-শিক্ষার অভাবে দেশটা উচ্ছন্ন যাচ্ছে, ছেলেদের ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া খুব দরকার, কিন্তু বর্ত্তমানে সেরূপ শিক্ষকের বড়ই অভাব,... আপনার পুস্তকদ্বারা ছেলেদেরও বিশেষ উপকার হবে।"

আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ মিঃ কে, সি, নাগ—..."ইহাতে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও মানব-জীবনের ইহপরকালের সমস্যা সমাধানে আপনার বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্ত হইয়াছে।"

গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার **দুর্গাদাস রায়**—"পুস্তকখানি পাঠ করিয়া কিরূপ **শান্তি, তৃপ্তি** ও আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম · চারিটী অধ্যায় যেন চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ।"

"নিখিল ভারত সাহিত্য-সঙ্ঘের" সম্পাদক **জ্ঞানেন্দ্র কুমার** কাব্যার্ণব, বেদান্তরত্ন—মহাভাগ, গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম; একমাত্র ভগবৎশক্তির প্রেরণা ভিন্ন কখনই লেখনী হইতে এরূপ পীযুষ বর্ষিত হইতে পারে না, ইহা অকুতোভয়ে বলিতে পারি।"

বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জন-নায়ক স্বর্গীয় **অশ্বিনীকুমার দত্ত**—"শ্রীচরণেষু, আপনার পুস্তকখানার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি······।"

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**—"পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলাম, গ্রন্থখানি অমূল্য রত্ন···ইহা তাঁহার যোগজ অপরোক্ষানুভূতির ফল, এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।"

প্রথম সদর মুন্সেফ শ্রীযুক্ত **উপেন্দ্রনাথ কর**—"হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ স্বল্প পরিসরের মধ্যে, এই গ্রন্থে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত হইয়াছে।"

দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক **অক্ষয় কুমার** বন্দোপাধ্যায়—···"মানব-জীবনের ক্রম বিকাশ তিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার মৌলিক গবেষণা পাওয়া যায়।"

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত **হেমচন্দ্র** মুখোপাধ্যায় (মহিষাদল)—"ভবদীয় লেখনী-নিসৃত-সুধাবিন্দু "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবন" পুস্তকখানি **পঁচিশ ত্রিশবার পাঠ করিয়াও** তৃপ্তি না পাওয়ায়, পরিশেষে স্বাধ্যায়ে পরিণত করিয়াছি।"

কাঁথি গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডমাষ্টার **কালীপদ** মৈত্র—"একবার পড়িয়াও যেন তৃপ্তি হয় না, তাই আবারও পড়িতে ইচ্ছা হয়। এমন সরলভাবে ধর্ম্মের অতি নিগূঢ় জটিল তত্ত্বগুলির সমাধান করিতে অপর পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না,···ইহা স্বামীজির ধর্ম্ম-জীবনের অনুভূতির ফল।"

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সারজন **উড্রফ সাহেব** লিখিয়াছেন—"পুস্তকখানা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম; আপনাকে ধন্যবাদ।"

মহাকালী-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত **যতীন্দ্রনাথ শর্ম্মা**—"শ্রদ্ধাস্পদেষু, এরূপ জটিল বিষয় যে এরূপ সুন্দর ভাষায় দক্ষতার সহিত লিখিত হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে আমার ধারণারও অতীত ছিল।

কলেজ অব ফিজিসিয়ান্সের অন্যতম সভ্য ও শিক্ষক **নৃপেন্দ্র** চন্দ্র **রায়**—"ইহা আর্য্য-শাস্ত্র-সমুদ্র-মন্থনোদ্ভূত সুধাবিশেষ। গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় ইহা ঘরে ঘরে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য।"

জজ-কোর্টের সমুন্নত উকীল শ্রীযুক্ত **বিপিন** চন্দ্র চন্দ—"একবার পাঠ করার পর আরও কয়েকবার পাঠ না করিয়া তৃষ্ণা মিটিল না। এই বইখানা সরস উপন্যাসাদির চেয়েও মনোমুগ্ধকর।"......

গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের হেডপণ্ডিত **সুরেশ** চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—"এমন সরল অথচ সংক্ষেপে ধর্ম্মের সকল বিষয়েরই অতি সুন্দর সমাধান অপর কোনও পুস্তকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

বৈদ্য-সম্মিলনীর সভাপতি কবিবর **গিরিশ** চন্দ্র সেনগুপ্ত—"ইহা যিনি মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে আনন্দানুভব করিতে পারিবেন। ... ... এরূপ গ্রন্থ ঘরে ঘরে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় থাকা উচিত।"

ঢাকা জজ-কোর্টের সমুন্নত উকীল শ্রীযুক্ত **নিশিকান্ত** চক্রবর্ত্তী—"গ্রন্থখানা হিন্দুধর্ম্ম-সার সংগ্রহ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য ...... বিষয়গুলি নিপুণতা ও সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত, ... গ্রন্থকার হিন্দুসমাজের ধন্যবাদার্হ সন্দেহ নাই।"

পেন্সনপ্রাপ্ত জেনারেল পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত **মহেন্দ্রনাথ** বাগচী—"পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। ইহার কলেবর, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের মাল্যে সুসজ্জিত হইয়া বড়ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছে।

২। "শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত।"

ইহ. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পূর্ণ জীবন-চরিত্র। ইহাতে জন্মের পূর্ব্বাবস্থা, জন্ম, গোকুলের যাবতীয় লীলা, বৃন্দাবন-লীলা, মথুরা-লীলা, দ্বারকা-লীলা কুরুক্ষেত্র-লীলা প্রভাসমিলন, মহাপ্রস্থান প্রভৃতি যাবতীয় লীলাদি, ধারা-বাহিকরূপে বিবৃত হইয়াছে—শাস্ত্রোক্ত একটী লীলাও, বাদ দেওয়া হয় নাই। ইহার আরও **বিশেষত্ব** এই যে—কালীয়-দমন, **রাসলীলা**, বস্ত্রহরণ, **দোললীলা** প্রভৃতি ব্রজলীলা, মধুপুরে দশবিধ রস-লীলা, দ্বারকায় গার্হস্থ্যলীলা প্রভৃতি বিশিষ্ট লীলাসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যাদি সাধু মহাত্মাগণের মতাবলম্বনে সরলভাষায় লিখিত হইয়াছে; **রাসলীলাই** ৬০ পৃষ্ঠার উপর আলোচিত। গ্রন্থশেষে **সাধনার** ক্রম, কৃষ্ণ-চরিত্র সমালোচনা এবং **লীলাতত্ত্ব** প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে যদুবংশ এবং পাণ্ডবগণের সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক, একটী বিস্তৃত বংশাবলীর তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার উদাসীনভাবে ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ, তীর্থবাস, সাধুসঙ্গে শাস্ত্রালোচনা এবং গারোহিল যোগাশ্রমে সাধনা প্রভৃতি দ্বারা বিগত পঞ্চবিংশাধিক বৎসরে যে অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সাফল্য লাভ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অমৃতময় ফলস্বরূপ! যদি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে চান, যদি ভগবানের মধুময় লীলামৃত আস্বাদন করিয়া ধন্য হইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই অমূল্য গ্রন্থখানা একবার পাঠ করুন।

জ্ঞাতার্থে—সূচীপত্রের কয়েকটী বিষয় এখানে উল্লেখ করা হইল যথা—সূচনা ও জন্ম, গোকুলে শৈশব ও বাল্যলীলাদি, ননীচুরী, চৌর্য্য-লীলা রহস্য, **বৃন্দাবন-লীলা**—ব্রহ্ম মোহন, কালীয়দমনের তাৎপর্য্য, বংশীর ত্রিবিধভাব, বস্ত্রহরণ, বস্ত্রহরণ রহস্য, অন্নভিক্ষা, গোবর্দ্ধন ধারণ, গোবিন্দাভিষেক, বৈকুণ্ঠ দর্শন, রাসলীলার অবতরণিকা, রাসের মূল বিবরণ, রাসলীলার ব্যাখ্যা ও উপসংহার, শিবরাত্রি, দোললীলা, শ্যাম-কুণ্ডের উৎপত্তি ইত্যাদি। **মথুরা-লীলা**, দশবিধ রসের বিকাশ কংস-

বধ, গুরুগৃহে বাস, উদ্ধব সংবাদ প্রভৃতি। **দ্বারকালীলা**, অষ্ট, মহিষী রহস্য, পতিভক্তির আদর্শ, গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম শিক্ষা. যোগৈশ্বর্য্য, সুদামের প্রতি কৃপা প্রভৃতি। 'কুরুক্ষেত্র লীলা'—প্রভাস-মিলন, মহাপ্রস্থান এবং গ্রন্থের উপসংহার বা লীলামৃতের সবিশেষ আলোচন ইত্যাদি আরও অনেক বিষয় আছে। দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১।০ আনা

বঙ্গবাসী :—"একে মধুর কৃষ্ণলীলামৃত, তাহা আবার পাকা হাতের পাকা পাকে প্রস্তুত, সুতরাং এ অমৃতের তুলনা আর কি দিব ?······ কৃষ্ণলীলামৃতপিপাসু পাঠকগণ, এই পুস্তক পাঠে প্রীতি প্রাপ্ত হউন, ইহাই আমাদের কামনা।"

হিতবাদী :—"আজন্ম শ্রীকৃষ্ণের জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, একত্রে তাহার সমাবেশ করিয়া, গ্রন্থকার পুস্তকের উপযোগীতা বৃদ্ধি করিয়াছেন, পুস্তকের ভাষা সুন্দর ··· ··· আমরা পুস্তকখানা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি"

আর্য্যদর্পণ :—"শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে মহাপ্রস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত লীলাই সুশৃঙ্খলার সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে। উপসংহারে সমগ্র কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য বিশেষ নিপুণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে······গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা উভয়ই প্রাঞ্জল ও উদ্দীপক।

পল্লীসেবক :—"পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি, এই গ্রন্থ প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে গৃহে পঞ্জিকার ন্যায় রক্ষা করা উচিৎ।"

ভারতবরণ্যে, বঙ্গের গৌরব মহাত্মা **শ্রীশ্রীঠাকুর হরনাথ (পাগল হরনাথ)** এই পুস্তক পাঠ করিয়া লিখিয়াছেন—
"পুস্তকখানি পড়ে আনন্দ রাখবার স্থান হতেছেনা, যতটুকু পড়ি ততটুকুই মধুর ··· প্রভুর ইচ্ছায় এই পুস্তক সকলকে কৃষ্ণপ্রেমে ডুবাইয়া দেক্।"

হাইস্কুলের অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার **শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়**—"পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম ; গ্রন্থকার ভাবুক ও প্রেমিক, তাঁহার অনুসন্ধিৎসা সাধনাত্মিকা ভক্তি এবং প্রেমনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয়, পুস্তকের

মধ্যে প্রভূতপরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ··· রাসলীলা বর্ণনে গ্রন্থকার কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এরূপ সুন্দর ও বিশুদ্ধ বিবৃতি অন্য কোন গ্রন্থে দেখি নাই। ··· এই অপূর্ব্ব লীলামৃতপানে সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন।”

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক **নিবারণ** চন্দ্র **মজুমদার**—“সাধনার সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়া পরমানন্দে পুলকিত হইয়াছি। আমি সকলকেই এই সাধকের সাধ্য নির্ণয়ের ফল “শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত” পাঠ করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরোধ করিতেছি। পাঠ করিলে কেহই নিরাশ হইবেন না—সমস্ত ভ্রম বিদূরিত হইবে! অমৃতের আস্বাদন পাইয়া জীবন ধন্য হইবে।”

লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সুপ্রসিদ্ধ জমিদার **শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী**—“পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। ঘটনাবলীর ধারা-বাহিক সন্নিবেশ, দার্শনিক বিশ্লেষণ এবং রচনার কৃতিত্ব অতীব প্রশংসনীয়, সর্ব্বোপরি ভক্ত-হৃদয়ের আনন্দ-ধারা সমগ্র গ্রন্থখানিকে 'সরস করিয়া রাখিয়াছে।”

৩। “শ্রীশ্রীচণ্ডী-তত্ত্ব ও সাধন-রহস্য”

(প্রথম খণ্ড—মধ্যম খণ্ড—উত্তর খণ্ড)

প্রথমখণ্ড—মধু-কৈটভ বধ—যোগ-শাস্ত্রের মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠান-চক্র ভেদ। সাধক কিরূপে অহমিকা ও মমতার “মোহ গর্ত্তে” এবং “মমতাবর্ত্তে” পতিত হন, কিরূপে মহামায়া মায়ের কৃপায় অহমিকা-মমতার স্থূল-গ্রন্থি ভেদ করিয়া মদ-মাৎসর্য্যরূপী মধু-কৈটভকে দলন পূর্ব্বক সত্যলাভ করিতে পারেন, সেই সকল অপূর্ব্ব অভিনব তত্ত্ব, রহস্য এবং বিবরণ দ্বারা প্রথম খণ্ড অলঙ্কৃত এবং ঝঙ্কৃত!—নন্দনের দিব্যালোক সমন্বিত এইগ্রন্থ পাঠ করিলে, ত্রিতাপ জ্বালা উপশমিত হইবে এবং সাধন-পথ সমুজ্জলভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। এই গ্রন্থের অশেষ প্রশংসা-বাণী শতমুখে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে। নিম্নে কতিপয় মন্তব্য, আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করা হইল।—মূল্য ১৲

মধ্যম খণ্ডে—মহিষাসুর বধ—অহংকাররূপী মহিষাসুরকে বধ করিয়া মাতৃচরণে শরণাপন্ন হওয়ার বহুবিধ সাধন-রহস্য উদ্ঘাটিত—মহামায়া ভগবতীর অপূর্ব্ব লীলা-বিলাস আস্বাদন করিবার বিচিত্র প্রণালী প্রদর্শিত। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বিবিধ মূল্যবান উক্তি দ্বারা ইহা অলঙ্কৃত!—এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ, সাধন-জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে ও করিবে। এতৎব্যতীত যোগ-শাস্ত্রের মণিপুর এবং অনাহত-চক্রভেদের রহস্য প্রভৃতি বহু শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রতিমূর্ত্তিসহ মূল্য ১৲

উত্তর খণ্ডে—শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ—কাম-ক্রোধের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি শুম্ভ-নিশুম্ভ বধদ্বারা সাধক সর্ব্ববিধ সাধনার গূঢ়তত্ত্ব ও রহস্য অবগত হইয়া, কাম-কামনা ও ক্রোধের অভেদ্য পাশ হইতে মুক্ত হইবেন—তখন সাধকের কাম-ক্রোধ, প্রেমানুরাগরূপে রঞ্জিত হইয়া তাঁহার দেহে প্রেমানন্দের দীপ্তি আনয়ন করিবে। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ শুম্ভ কিরূপে মাতৃকৃপা লাভ করিয়া মহানির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন! কিরূপে সাধকের জীবভাব বিশুদ্ধ হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন হইল, এই সকল অভূতপূর্ব্ব রহস্য অবগত হইয়া, পাঠক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইবেন এবং ভগবৎ চরণে আত্ম-সমর্পণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত যোগশাস্ত্রের বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র-ভেদ-রহস্য এবং দেবী-মাহাত্ম্যের সহিত ভগবানের **রাস-লীলার** অতিবিস্ময়জনক সামঞ্জস্য ও রহস্য এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মাতৃসিদ্ধ রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন—"হৃদয় রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হয়ে"—"কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে"—সিদ্ধ মহাপুরুষের এই উক্তি কল্পিত নহে!—ইহা দিবাকরের ন্যায় উজ্জ্বল সত্য। এই গ্রন্থ পাঠে সাধকগণ একদিকে যেমন মাতৃলীলার অপূর্ব্ব রহস্য আস্বাদনে পুলকিত হইবেন, সেইরূপ অন্যদিকে বিবিধ সাধনকৌশল ও রহস্য অবগত হইয়া, নিজ নিজ জীবনে শান্তি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন!—সুতরাং ইহা অবশ্য পাঠ্য। ত্রিবর্ণরঞ্জিত মনোহর দুর্গামূর্ত্তিসহ মূল্য ২৲ [উত্তর খণ্ডের কলেবর পূর্ব্বের অনুমান অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হওয়ায় মূল্য ২৲ ধার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম]

জ্ঞাতার্থে তিন খণ্ডেরই বিশিষ্ট সূচীর কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল, যথা—**প্রথম খণ্ডে**—সাবিত্রী চতুর্দ্দশী ও শিব চতুর্দ্দশী-তত্ত্ব, চণ্ডীপাঠে সার্ব্বজনীন অধিকার, আমি কে?—ইহার সমাধান, মহামায়া-তত্ত্ব, শরনাগতি রহস্য, সংসার-লীলা, কালের নৃত্য, জীবন-নদীর বৈশিষ্ট, কুণ্ডলিনীর শেষ শয্যা বা অনন্ত শয্যা, চণ্ডীতে দশমহাবিদ্যা-স্তব, বলি-রহস্য, শাক্ত বৈষ্ণব মিলন, দোলমঞ্চ ব্রহ্ম-গ্রন্থিভেদ, গায়ত্রী-রহস্য ইত্যাদি। **মধ্যম খণ্ডে**—বিরহী জীবের **রথযাত্রা**, অধিকার ভোগ রহস্য, রক্তনদী ও দোলরহস্য, তান্ত্রিক **সিদ্ধি**, গায়ত্রী দর্শন, শব্দ-তরঙ্গের রূপ, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন, কর্ম্ম-সংস্কার ও নাগহার, অস্ত্র সমর্পণ রহস্য, নাদ-রহস্য, পঞ্চানন ও পঞ্চপ্রদীপ রহস্য, অদৃষ্টশক্তি ও ভবনাট্য, প্রণব-তত্ত্ব, ত্রিপুটী, বিয়াল্লিশ-তত্ত্ব, ঘণ্টাধ্বনি রহস্য, রক্তময় রজোগুণ, দেশ ও কালতত্ত্ব, কবন্ধ বা প্রতিক্রিয়া, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ও ভূতশুদ্ধি, হুঙ্কার-রহস্য, অমৃতকুম্ভ, জগদ্ধাত্রী পূজা রহস্য, মৃত্যুভয় রহস্য, শক্তিতত্ত্ব, ধর্ম্মের আড়ম্বর, **মধুলীলা** ও মদনোৎসব, বিষ্ণু-গ্রন্থিভেদ ইন্দ্রিয়রূপী গোপী ও কৃষ্ণসেবা, চতুর্ব্বর্গ-রহস্য ইত্যাদি।

উত্তর খণ্ডে—চণ্ডী-সাধনায় জীবন্মুক্ত অবস্থা, নিদ্রাতত্ত্ব, নারী-মূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য, দ্বিদল-পদ্মের বৈশিষ্ট্য, সরস্বতী-তত্ত্ব, ষড়ৈশ্বর্য্য-রহস্য, সংসারে **দক্ষযজ্ঞ**, মদনভস্ম, চণ্ডীর পঞ্চ মহাভাব, ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধি, মদনের শর ও কামতত্ত্ব, কেশাকর্ষণে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব, যুদ্ধে লৌকিক রহস্য পঞ্চ মহাবীজ-তত্ত্ব, মুণ্ডমালা-তত্ত্ব, মহাঅসিতত্ত্ব, কশাঘাত না আশীর্ব্বাদ? অষ্ট জীব-ধর্ম্ম, অষ্টশক্তির আবির্ভাব রহস্য, দেহে আসুরিক শ্রেণী বিভাগ, জপমালা রহস্য, গরুড় তত্ত্ব, অষ্ট ঈশ্বর-ধর্ম্ম, গুরুশক্তি-শিবদূতী, জীবের ত্রিবিধগর্ভ, ভাবোচ্ছ্বাস তত্ত্ব, কামের অষ্টবাহু রহস্য, সংখ্যা বিজ্ঞান রহস্য, চতুর্জ্জগৎ রহস্য, উত্থান-পতনে অগ্র গমন, চণ্ডীতে দোললীলা, রুদ্র-গ্রন্থিভেদ, দশ-মহারাত্রি, দশ-মহাশিব, ক্রমোন্নতির স্তর, কামকলাতত্ত্ব (স্থূলদেহ)—তিথিভেদে কামকলা ও সোমকলার দেহ-পরিভ্রমণ রহস্য, মানবদেহে অর্দ্ধনারীশ্বর অবস্থা, সূক্ষ্ম কামকলাতত্ত্ব, ষড়রিপু-বলিতত্ত্ব,

মানসপূজা রহস্য, শরৎকাল ও বর্ষ রহস্য, সাম্বৎসরিক পূজাদিতে সাধনার ক্রম, দুর্গাপূজার মহিমা, ষড়্ঋতুতে ষট্চক্রভেদ, গীতা ও চণ্ডীর সমন্বয়, দেবী-মাহাত্ম্যে ষট্চক্রভেদ [অর্থাৎ ষট্চক্রের সুবিস্তৃত অভিনব বিবরণ] এবং **দেবীরাসলীলা** প্রভৃতি।

আনন্দ বাজার পত্রিকা—"শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি নৈপুণ্যসহকারে বিবৃত হইয়াছে ·········· বিস্তৃত ব্যাখ্যা, তত্ত্ব-রস-পিপাসুদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবে।"

"বঙ্গবাসী"— ··· ··· "সম্পাদক তদীয় সাধনলব্ধ জ্ঞান আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় বিনিযুক্ত করিয়াছেন; ব্যাখ্যা পাঠে আমরা প্রীত হইয়াছি। আধ্যাত্মিক্ ব্যাখ্যা আকাঙ্ক্ষার বস্তু, কিন্তু চণ্ডীগ্রন্থের অন্যান্য টীকাকারগণ, স্থান বিশেষে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আভাসমাত্র প্রদান করিয়াছেন; ঐ সকল ভাব সাধারণের বোধগম্য নহে ··· উপযুক্ত ব্যাখ্যা বিরল প্রচার ছিল; কিন্তু স্বামী **যোগানন্দের ব্যাখ্যা** সেরূপ নহে; তাঁহার মনে প্রাণে ক্রিয়ায় সাধনায় ঐক্য আছে—সর্ব্বত্রই সনাতন ভাব অনুস্যূত; তাঁহার ব্যাখ্যা অনাবিল অজটিল সনাতন-ধারার প্রস্রবণ···এই গ্রন্থ সাধন-পথের প্রধান প্রদর্শক, সন্দেহ নাই।"··· ··· "তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতেও আস্তিক্যের আদর্শ পদে পদে রক্ষিত হইয়াছে। তিনি মধু-কৈটভ মহিষাসুর প্রভৃতিকে উড়াইয়া দেন নাই, পরন্তু জীব যে মধু-কৈটভ মহিষাসুরাদির প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া, সাধন জগৎ হইতে ভ্রষ্ট হয়, আর কিরূপে সেই প্রকৃতি পরিহার করিয়া জগদম্বার কৃপালাভে কৃতার্থ হয়, ইহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। ·· আমরা এইরূপ উপাদেয় পুস্তকের প্রচার বিস্তার, সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।"

হিতবাদী—"মুক্তিক্ষেত্র ভারতবর্ষে অধ্যাত্মবাদের কথা শুনাইবার জন্য স্বামী যোগানন্দ শ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন··· আর্য্য-গ্রন্থমাত্রই যে অধ্যাত্মবাদপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রবল রুচির

প্রবাহে আজ সনাতন আর্য্য-ধর্ম্ম সঙ্কুচিত প্রায় হইলেও, ভারতে এখনও যে সাধক ও সাধনার সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই, তাহা অবিসংবাদিতরূপে সত্য। যাহাতে ধর্ম্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু অধ্যাত্মজ্ঞানেচ্ছু সাধক, শ্রীশ্রীচণ্ডীর সত্য বিবরণের সহিত অন্তর্নিহিত সাধন-কৌশল অবগত হইতে পারেন, স্বামিজী তজ্জন্য 'তত্ত্ব-সুধা' নামক ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।······ তিনি এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দ্বারা সাধন-সমরে সাধকের হৃদয়ে আনন্দ দান করিবেন বলিয়াই—আমাদের বিশ্বাস। আশা করি ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকমাত্রই ইহা পাঠে আনন্দ লাভ করিবেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।"

প্রবর্ত্তক—"মানুষের জীবন-যুদ্ধে যে সকল বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া সাধন পথের উর্দ্ধ সীমায় পৌছিতে পারা যায়, তাহার রহস্য চণ্ডীর অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাতে সংগ্রহ করিয়াছেন ··· স্বামীজীর সূক্ষ্ম দর্শন এবং অভিনিবেশের পরিচয় ইহার ভিতর পরিস্ফুট।"

সারস্বত মঠাধীশ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব প্রতিষ্ঠিত **আর্য্য-দর্পণ**—পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি···"গ্রন্থ-প্রণেতার সুমহান্ উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। তিনি চণ্ডীর নিগূঢ়তত্ত্বকে সহজ সরল ভাষায় সুধারূপেই বিতরণ করিয়াছেন ··· প্রত্যেকের ঘরে এরূপ সুখপাঠ্য অথচ তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ থাকা সমীচীন। ··· শ্রীগুরু কৃপায় অধ্যাত্ম-দৃষ্টিলাভ না করিলে এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর নহে। এই গ্রন্থপাঠে সাধক-শ্রেণীর লোক সবিশেষ আনন্দ পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

অমৃতবাজার পত্রিকা—(বঙ্গানুবাদ); অভিজ্ঞ গ্রন্থকার সপ্তশতী সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা অপসারণ করত, চণ্ডী-গ্রন্থের নির্ম্মলত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে অসাধারণ চেষ্টা করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসনীয়, কেননা তিনি চণ্ডীর দার্শনিক তত্ত্বসমূহ অতি কৃতিত্বের সহিত উদ্ঘাটিত করিয়াছেন ··· গ্রন্থকারের ভাষা সরল অথচ শক্তিসম্পন্ন। আর এই পুস্তকে অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরের বাহুল্য দৃষ্ট হয় না।

এডভান্স—(বঙ্গানুবাদ); চণ্ডীগ্রন্থের বিশিষ্ট ব্যাখ্যার আরও প্রয়োজন ছিল; এই উদ্দেশ্য প্রশংসনীয়ভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য সুন্দররূপে অভিব্যক্ত, প্রত্যেকটী শ্লোক অতিশয় কৃতিত্বের সহিত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে…ইহাতে গ্রন্থকার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা চণ্ডী মহাগ্রন্থ বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই ব্যাখ্যাদ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত **হেম চন্দ্র** মুখোপাধ্যায় (মহিষাদল)—"একবার মাত্র পড়িয়া উহা আমার নিকট সংসার-দাবদগ্ধ হৃদয়-মরুতে অমৃতাভিষেকতুল্য উপলব্ধি হওয়ায়, সেইদিন হইতে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঠ করিতেছি … এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে কখনও ধারণা করিতে পারি নাই। এক্ষণে মায়ের করুণালাভে আনন্দিত হইতেছি। অনুভূতির এরূপ সোপান আর কোথাও পাই নাই।"

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রবীণ উকীল **প্রকাশ চন্দ্র** রায়—"যৌগিক ব্যাখ্যাসমন্বিত এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ আদৌ পাঠ করি নাই … যতই পাঠ করিতেছি ততই নিত্য নব নব রসের আনন্দ অনুভব করিতেছি। … এই গ্রন্থদ্বারা আমার সাধন-ভজনের পথটী আরও সরল ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। … আপনার ব্যাখ্যা ভব-বন্ধন ছেদনের পথ প্রদর্শক; আপনাকে প্রণতি শত কোটিবার।"

গবর্ণমেণ্ট প্লীডার **দেবেন্দ্র নারায়ণ** মজুমদার (কাঁথি)—"চণ্ডী-তত্ত্বের সুগভীর ভাবগুলি এত সুন্দর ও সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিয়া সকলেই উহার সুমধুর রসাস্বাদ করিতে পারিবেন … এই গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে; পাঠ করিয়া সকলেই কৃতকৃতার্থ হইবেন।

দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক **অক্ষয় কুমার** বন্দোপাধ্যায়—"পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ ও উপকার লাভ করিলাম … যোগ সাধনার নিগূঢ় রহস্য সমূহ, বেদবেদান্তের চরম দার্শনিক তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, গম্ভীর সাধনাকে মানুষের সহজ জীবনের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে।

উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে, যথাযথ ব্যাখ্যানের অভাবে, চণ্ডীর [illegible]

অর্থ, বিদ্বৎসমাজেও অপ্রচারিত। ... স্বামী যোগানন্দ চণ্ডীর আভ্যন্তরীণ অর্থসমূহ সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করিয়া, হিন্দুসমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি যৌগিক দৃষ্টি, সাধন দৃষ্টি ও তত্ত্বদৃষ্টির সমন্বয় সাধন করিয়া প্রত্যেক শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্ব-সুধা যথার্থই তত্ত্বামৃতে পরিপূর্ণ। তিনি সত্য সত্যই ভাবাবিষ্ট হইয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন মনে হয়।"

৪। "যোগানন্দ-লহরী।"

ইহা বহু সঙ্গীত ও স্তব প্রণামাদি সম্বলিত সুন্দর পুস্তক। ইহার প্রথম খণ্ডে—স্বামীজির স্বরচিত গুরু, ব্রহ্ম শিব ও অন্যান্য দেবদেবী-বিষয়ক বহু ভাবোদ্দীপক্ তালমানযুক্ত শতাধিক সঙ্গীতের সমাবেশ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের "বসন্তোৎসব" বা "দোল-লীলার" একটি গীতি-নাটক; তৃতীয় খণ্ডে—সুপ্রসিদ্ধ সাধকগণের কতকগুলি বিশিষ্ট সাধক-সঙ্গীত এবং চতুর্থ খণ্ডে—"স্তবমালা" অর্থাৎ বহু দেব-দেবীর প্রণাম ও স্তোত্রাদি ধারাবাহিকরূপে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা হিন্দুমাত্রেরই ঘরে ঘরে নিত্য পাঠের উপযোগী হইয়াছে। পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ; গ্রন্থকারের হাফটোন প্রতিমূর্ত্তি সহ মূল্য ॥০

হিতবাদী—"ইহাতে ধর্ম্ম-বিষয়ক নানাপ্রকার গীত আছে। ... নিষ্ঠাবান হিন্দুর নিকটে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।"

বঙ্গবাসী— * * "সুতরাং পাঠক গ্রন্থখানি সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় পাইলেন। "আগমনী" "উমা" ও "দুর্গা" এই গান তিনটী এখানে উদ্ধৃত হইল। * * এই গ্রন্থের আর অধিক পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক।"

নায়ক—ইহা ভক্তিরসাত্মক গানের বই। * * নানা বিষয়ক সঙ্গীত আছে। আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছে।

[illegible] বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত যতীন্দ্র নাথ শর্ম্মা— গ্রন্থকার "সনাতন-ধর্ম্ম ও মানব-জীবনে" যে জ্ঞান ও সাধন-নৈপুণ্যের